

The Ramakrishna Mission
Institute of Culture Library

Presented by

Dr. Baridbaran Mukerji

RMICL-8

21323



R.M.P. L. 10	
No.	21323
Class	
Date	
1. C. 10.	
2. C. 10.	Rg
3. C. 10.	✓
4. C. 10.	Rg

অপকারক এ

গুপ্ত গুণ

কব

নবপ্রবন্ধ।

এই প্রবন্ধে ধোয়া নব প্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহ বিচারসন্ধঃ প্রশস্ত রত্নান্ত রত্নাত্মসন্ধঃ।

সমস্ত সামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

(১২৪ পাতা দেখ)

দ্বিতীয় ভাগ।

২য় সংখ্যা।

} জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৪।

{ মাসিক মূল্য ১।।০
অগ্রিম বার্ষিক ২।।০

কিরাতাজ্জুনীয়, তৃতীয় সর্গ।

নন্দুর শারদীয়
অ শশিকরের ন্যায়
মনোহর সুবিস্তৃত
শরীর-প্রভায় উ-
ন্নত পুরুষের ন্যায়, শ্যামকায়, পিঙ্গল
জটাদারী, সুতরাং সৌদামিনীর
সহিত বারিদচয়ের ন্যায়, অবস্থিত,
এবং যিনি সদাই সুপ্রসন্ন, যাঁহার
অলৌকিক লাবণ্য মাধুরী দর্শনে
অপরিচিত লোকের মনেও স্নেহ
ভাবের উদয় হয়, আর যাঁহার
সৌম্য মূর্তি দেখিলেই অন্তঃকরণের-
ও বির্মল ভাব জানিতে পারা যায়,

যাঁহার সুমধুর সরল নয়নের দৃষ্টি-
পাতেই বোধ হয় যেন সকলকেই
সম্ভাষণ করিতেছেন, যিনি ধর্ম্মপ্রতি-
পাদিকা ও পাপনাশিনী শ্রুতির
প্রস্থতির স্বরূপ, ধর্ম্মনন্দন এবং ত
সুখাসীন সেই ঋষিবর ব্যাসদেবকে
স্বীয় সমীপে আগমনের কারণ
জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষী হইয়া
এইরূপ বলিলেন। মহাশয়! অকৃত-
পুণ্য লোকদের দুর্জ্জর্ভ, রজোগুণ
বিরহিত, শুভকর, আপনার এই
দর্শনলাভ মেঘবিহীন আকাশ
হইতে বৃষ্টির সমান। আমি যে যজ্ঞ
করিয়াছিলাম আজ আপনার আ-
গমনে তাহার ফল ফলিল, ব্রাহ্মণেরা
যে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন এত-
দিনে তাহা সত্য হইল, এবং আজ

হইতে আমি যাবৎ সংসার সম্মা-
নের পাত্র হইলাম। সাক্ষাৎ
কর্মলযোনির ন্যায় জগৎগুরু আপ-
নার দর্শনেই সমৃদ্ধিলাভ, পাপনাশ,
পুরুষার্থ ও কীর্তিলাভ হইয়া থাকে,
অধিক কি, ইহাতে সকলই হইতে
পারে। মহাশয়! আজ আপনার
দর্শনে আমার নয়ন একপ পরিভূক্ত
হইল যে সুধাকর সুধাকর দর্শনেও
সেক্রপ হয় না, এবং জ্ঞাতি বিরহ-
জনিত দুঃখ মন হইতে একবারে
অন্তর্হিত হইয়াছে। যদিও আমার
নিকটে আপনার আগমনের কারণ
জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই,
কেমনা ভবাদৃশ নিম্পৃহ লোকদের
কিছুই আমাদের অধীন নহে,
তথাপি আপনার সেই সুমধুর হিত-
কর বাক্য শ্রুতিতে অত্যন্ত অভিলাষী
হইয়াছি।

এই কথা শ্রুতিয়া মহর্ষি জয়-পক্ষ
অবলম্বন করিয়া উদারচেতা নর-
পতিকে এইরূপ সুমহৎ মনোহর
বাক্য বলিলেন। যাহারা ইহলোকে
ও পরলোকে কীর্তিভূষণা মহতী
ভূতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, সকল
লোকের উপরেই সমভাব রাখা
তাহাদের উচিত, বিশেষতঃ মাদৃশ

ভপোধন দিগের ও

কিন্তু তথাপি আমার মন
গুণসমূহের বশীভূত হইয়াছে, অথ
সাধুলোকের উপরে বীতরাগ মুমুক্শু
ব্যক্তিরও পক্ষপাত জন্মায়। যে
রাজা ধৃতরাষ্ট্র, অকারণে তোমা-
দিগকে পরিত্যাগ করিলেন, তোমরা
কি তাহার পুত্রের স্বরূপ নও এবং
দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের দ্বারা কি
দুর্য্যোধনকে অতিক্রম কর নাই?
অথবা বিষয়াভিলাষই সহসা আবি-
বেক জন্মাইয়া দেয়। যাহার কোন
বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে
কর্ণাদি কুমন্ত্রীদিগকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা
করে, অর্থসিদ্ধি তাহাকে কেন না
পরিত্যাগ করিবে? কেননা অসাধু-
মঙ্গল জয়ের অন্তরায় স্বরূপ ও মহতী-
বিপদের কারণ। শত্রুদিগের সেই
কুপথবর্ত্তিনী সভাতে অর্থাৎ যে
সভাতে দুরাত্মা দুঃশাসন সেই
গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল
সেখানেও তুমি কেবল একমাত্র ধর্ম্ম
অবলম্বন করিয়াছিলে এবং সেই
বিপদের সময়েও শাস্ত্রাদি গুণেতে
পরম প্রণয় প্রকাশ করিয়াছ।

শত্রুগণ যে ছল পূর্ব্বক তোমার
অপকার করিয়াছে ইহা তাহাদেরই

অপকারক এবং ইহাতে তোমার গুপ্ত গুণ সকল ব্যক্ত হইয়াছে, ফলতঃ তাহার। এক প্রকার তোমার উপকারই করিয়াছে বলিতে হইবে। কেবল বিক্রমেতেই ধরণী লাভ হইতে পারে এবং বিপক্ষদিগেরও বিলক্ষণ বীর্য্য ও সৈন্যবল আছে, অতএব এক্ষণে প্রকর্ষের নিমিত্ত চেষ্টা করাই উচিত, কেন না রণ-মাঝে জয়শ্রী প্রকর্ষেরই বশীভূত হইয়া থাকেন। যিনি একবিংশতি-বার ধরণীকে নিক্ষেপিয়া করিয়া-ছিলেন সেই সুপ্রসিদ্ধ পরশুরাম অম্বিকা-স্বয়ম্বর কালে নিজ শিষ্য ভীষ্মের বীর্য্যোতে পরাভূত হইয়া জানিয়াছিলেন যে আধার বিশেষে গুণের উৎকর্ষ হইয়া থাকে। যে ভীষ্মের উপরে যমেরও প্রভূত নাই, সুতরাং পরাজিতের ন্যায় লজ্জিত হইয়া আছেন, সেই প্রবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম রণমধ্যে কার মনকে ভয়াকুল না করেন। কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে, শিখারূপ সুলোল রসনা বিস্তার করিয়া জগদুত্তরোদ্যত বাড়বানলের ন্যায়, কোপছলিত ক্রোণাচার্য্যের বীর্য্য সহ্য করিতে পারে ! ক্রোধপ্রযুক্ত বিলুপ্তবৈর্য্য

জামদগ্ন্য শিষ্য কর্ণকে দেখিলে অভীত মৃত্যুরও ভয় হইয়া থাকে। অতএব যে বিদ্যার দ্বারা কেবল অর্জুন দ্রুশ্চর তপশ্চরণ করিয়া পাশুপতাস্ত্র লাভে অত্যন্ত বীর্য্যবান হইয়া ইহাদিগকে নাশ করিতে পারিবেন, হে দানোচিত পাত্র ! আমি উৎকর্ষ লাভের নিমিত্ত দেবতাদিগের আরাধন-সাধ্য। সেই মহতী বিদ্যা দান করিতে আসি-য়াছি।

পরে ধর্ম্মরাজ অর্জুনকে বন গমন ও কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আ-দেশ করিলে, তিনি বিনয়-নম্র ভাবে সেই সুগ্রসম ঋষিবরের সমীপে উপ-স্থিত হইলেন। পরে যেমন প্রাতঃ-কালে সমুজ্জ্বল দিবাকর-দীপ্তি বিক-সিত কমল মধ্যে প্রবেশ করে, সেই রূপ ঐশ্বর্য্যমন্তরূপা বিদ্যা দিনাদি-রম্য অঙ্কবিশ্বের ন্যায় মহর্ষির মুখ হইতে অর্জুনের মুখে প্রবিষ্ট হইল। তার পর ঋষি আপন প্রভাববলে সুযোগ্য পাত্র অর্জুনকে তাহার বিধি শিখাইয়া দিলেন, যে বিধির দ্বারা প্রকৃতি মহাদাদি তত্ত্বোত্তে সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাঁহার চক্ষু যেন উন্মীলিত হইল। ঋষি-

বর অজ্ঞুনের অন্তঃকরণের অনুরূপ আকার দর্শনেই কার্য সিদ্ধির আশা করিয়া বিজয়ি তপঃসমাপ্তিতে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ বলিতে লাগিলেন। বৎস! তুমি এই যোগের দ্বারা মহা তেজস্বী হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করতঃ নিজ অধিকারে অনেকে প্রবেশ করিতে না দিয়া মুনিদিগের ন্যায় আচরণ কর। অনন্তর মুনি নিজ প্রভাব বলে মহাসা উপস্থিত যক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া অজ্ঞুনকে বলিলেন যে, তুমি দেবরাজ ইন্ড্রের ঐশমত্যের নিমিত্ত যেখানে দৃশ্যের তপশ্চরণ করিবে এই যক্ষ তোমাকে সেই মনোহর শিখর বিশিষ্ট ইন্দ্র-কীল শৈলে ক্ষণকাল মধ্যে লইয়া যাইবে। ঋষিবর অজ্ঞুনকে এই সকল কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং সেই রাজরাজভূতা যক্ষও অমনি অজ্ঞুনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পরে অজ্ঞুন কুশল জিজ্ঞাসা করিলে যক্ষ প্রণাম করিয়া পরম মিত্রের ন্যায় বিশ্বাস ভাজন হইল, কারণ সাধুদিগের সহিত আলাপ মাঝেই বিশ্বাস হইয়া থাকে।

অনন্তর যেমন ভগবান দিনকরের বিরহে সুমেরুকুঞ্জ সকল শতৈঃ শতৈঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় সেইরূপ মহাতেজা উদয়াভিলাষী অজ্ঞুনের বিরহে পাণ্ডুপুত্রদিগের মনে অম্প অম্প দুঃখের সঞ্চার হইতে লাগিল। সেই অজ্ঞুন বিরহ দুঃখ অত্যন্ত অধিক হইলেও ভ্রাতৃ বাৎসল্য বশতঃ তাঁহাদের সকলের নিকট সমান ভাগে বিভক্ত হইল বলিয়াই যেন লঘু হইয়া গেল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কেবল তাঁহাদের বিবেকশক্তিই তাহার কারণ। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের আরও শোক না হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা স্বভাবতঃ দৈব্যাশীল; মহর্ষির বাক্যোক্তেও বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, আর শত্রুদিগের উপরে অত্যন্ত ক্রোধও হইয়াছিল এবং দনলভ্যের পরাক্রমও তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। যেমন অন্ধকার দিবাভাগের চারি প্রহর পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ সেই অজ্ঞুন বিরহ-জনিত শোকতিগির চারি মহোদরকে অতিক্রম করিয়া অতি সরলা জ্যোতীকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পাছে প্রিয় পতির

অমঙ্গল হয় এই ভয়ে দ্রোপদী হিমা-
কুলিত উৎপলের ন্যায় বাষ্প-
পূরিত নয়ন দুটি নিমীলিত করিতে
পারিলেন না । ধনঞ্জয় অকৃত্রিম
প্রণয় বশতঃ সুমধুর, নিজ নয়নের
প্রলোভন স্বরূপ শ্রিয়া দ্রোপদীর
দৃষ্টিপরম্পরা পথ-সম্বলের ন্যায়
মনের প্রসাদরূপ অঞ্জলির দ্বারা
গ্রহণ করিলেন । যেমন নিদাঘ কালে
আর্য্যগজ তটিনীকে প্রসাদ-শূন্য
করে সেইরূপ ঐশ্বর্য্যভাবে প্রসাদ
শূন্য দ্রুপদরাজতনয়া বাষ্প পূর্ণ
কণ্ঠে গদ গদ বচনে অতি কষ্টে এই
কথা বলিলেন । নাথ, পঙ্কোপম
শত্রুকপটে নিমগ্ন গৌরবকে অতুল
ঐশ্বর্য্যের ন্যায় ভাবিয়া উদ্ধার
করিও, আর যে পর্য্যন্ত সেই দুঃখ
নাশিনী তপস্যা ফলবতী না হয়
তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের বিরহে
কাতর হইও না । যে ব্যক্তি কীর্তি-
লাভেচ্ছায়ই হউক সুখাভিলাষেই
বা হউক অথবা অলৌকিক কার্য্য
করিবার মানসেই হউক অভিনিবন্ধি
ও নিরুৎসুক হয়, তাহার কার্য্যসিদ্ধি
উৎসুক হইয়াই যেন সমীপে উপ-
স্থিত হয় । দেখ শত্রুকৃত অবমান-
নাতে আমাদের কি না করিতেছে,

বিপাতা সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়-
দিগের যে তেজরূপ ধন দিয়াছেন
তাহাও অপহরণ করিতেছে, আর
বিজয়মূলা তেজস্বিতার জীবনের
স্বরূপ যে অহঙ্কার তাহাও নষ্ট করি-
তেছে । এবং আমাদের জাতিকৃত
যে অবমাননা সভাস্থ রাজারা বিবে-
চনা পূর্ব্বক লজ্জাবনত বদনে স্বীকার
করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই অবমা-
ননা ধরাতেল সুবিস্তৃত বিতানের
স্বরূপ আমাদের কীর্তিকে সঙ্কুচিত
করিতেছে, আমাদের বীর্য্যরূপ
ব্যবসায় নষ্ট করিতেছে, সুতরাং
যেন পূর্ব্বের কখনই আমাদের খ্যাতি
হয় নাই এইরূপ করিতেছে । আর
দিনান্ত যেমন দিনকর-কিরণকে ক্ষয়
পাওয়ায় সেইরূপ আমাদের আয়-
তিকে ক্ষয়প্রবণ করিতেছে । ফল-
তঃ সেই শত্রুকৃত অবমাননা অনুভব
করা দূরে থাকুক তাহা স্মরণ করি-
তেও পারা যায় না । আবার তো-
মার বিরহে যেন সূতনের ন্যায় হই-
য়া উঠিতেছে । নাথ, ভগ্নদন্ত গজের
ন্যায় অভিমান নাশে অত্যন্ত অব-
মানিত ও অরাতিপ্রাপ্তে তেজঃ-
শূন্য হইয়া শরৎকালীন মেঘাচ্ছন্ন
প্রাতঃকালের ন্যায় শোভা পাইতেছে,

অতএব জিজ্ঞাসা করি তুমি কি সেই ধনঞ্জয় ! তোমার অস্ত্র শস্ত্র সকল নিতান্ত অকর্মণ্য স্মৃতরাং যেন লজ্জিত ও অপটু হইয়া তোমাকে নিতান্ত অশোভিত করাতে অম্পজল অর্ণবের ন্যায় আর এক প্রকার আকার ধারণ করিতেছ, অতএব জিজ্ঞাসা করি তুমি কি সেই ধনঞ্জয় ! আমার এই কেশ সকল অনাথের ন্যায় ঈদবের শরণ লইয়া ছঃশাসনের আকর্ষণ রূপ ধুলিতে বিক্ষিপ্ত হওয়াতেই তোমার বীর্য একবারে নিতান্ত ঘৃণিত হইয়া গিয়াছে, অতএব জিজ্ঞাসা করি তুমি কি সেই ধনঞ্জয় ! যে ব্যক্তি সাধুদিগের ত্রাণকর্তা সেই যথার্থ ক্ষত্রিয় আর বাহ্যর কার্যো দক্ষতা আছে সেই যথার্থ ধমুক, কিন্তু তুমি কেবল নামমাত্র ক্ষত্রিয় শব্দ ও ধমুক ধারণ করিয়া ইহাদিগকেই দুষিত করিতেছ ।

তোমার গুণ সকল কেবল নাম মাত্র ও প্রত্যাশূন্য হইয়া তোমা হইতে উন্নতির অপেক্ষা করিয়া সমছঃখিতের ন্যায়ই যেন আমাদের সাদৃশ্য পাইতেছে ! যেমন গজেন্দ্রে গজারিকে পরাভূত করে সেই

রূপ অবিবেচনা দোষে শত্রুগণ তোমাকে পরাভূত করিয়াছে, অথচ তোমার বিলক্ষণ যোগ্যতাও আছে, এই নিমিত্ত এই কার্যাতারতী তোমাকেই আশ্রয় করিতেছে । অথবা দিনশ্রী দিনকর ভিন্ন আর কাহাকে অবলম্বন করে । যে ব্যক্তি অলৌকিক যোগ্যতাকে ক্রিয়ার দ্বারা ফলবতী করে, লোক সমাজে যোগ্য পুরুষ গণনার প্রস্তাব হইলে সেই অদ্বিতীয় রূপে পরিগণিত হয় । নাথ ! অকারণে আমাদের যে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া তোমার চিত্ত ছঃখিত হইবে ভগবান ত্রিদশনাথ তোমার সেই অনিষ্ট শঙ্কাকে নিবারণ করুন । আরও বলি সেইস্থান অতি পবিত্র হইলেও তুমি একাকী, অতএব দৌর্জল্য অবলম্বন করিয়া বিচরণ করিও না, কেননা তাহাদের মন সর্বদাই দ্বেষদুষিত, তাহারা সাধুলোকের উপরেও অত্যাচার করিয়া থাকে । আর অধিক কি বলিব তুমি অবিলম্বে মহর্ষির আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আমাদের মনোরথ পূর্ণ কর, আর আমার এই ইচ্ছা যে তুমি কার্য্য সফল করিয়া গৃহে

আগমন করিলে আমি গাঢ় রূপে তোমাকে আলিঙ্গন করি। ধনঞ্জয় প্রিয়ার মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অরাভিকৃত অবমাননা সূতনের ন্যায় বোধ করিয়া উত্তরা-য়ণে দিনকরের ন্যায় অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। অজ্ঞান স্বভাবতঃ সৌম্যমূর্তি হইলেও শত্রুগণ যেন সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এইরূপ বিবেচনা করিয়া পুরোহিতের নিকটে মন্ত্রপূত অস্ত্র সকল ধারণ করিয়া ভীষণাকার হইয়া উঠিলেন। অথবা মন্ত্র স্বভাবতঃ শ্রবণমধুর হইলেও যখন পরহিংসাদিতে প্রযুক্ত হয় তখন অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠে। পরে সুবিখ্যাত অরিদুর্কার শরাসন শত্রুদিগের অদৃষ্টি গোচর শানিত, খঞ্জযুক্ত ছই তুণীর, সমুজ্জ্বল তারালঙ্কৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় সরস কবচ ধারণ করিয়া ও খাণ্ডব দাহে ইন্দ্রাজ্ঞের দ্বারা শরীরের যে ক্ষতির চিহ্ন ছিল, মূর্ত্তিমান যশের ন্যায় নিজতেজ-দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া যক্ষাদিষ্ট মার্গামুসারে হিমালয়ে যাত্রা করিলেন। অমনি দ্বৈত বন-

বাসী তপস্বিগণ অজ্ঞানের শোকে বাষ্প মোক্ষণ করিতে লাগিলেন। চারি দিকে দেব দুশ্চুতির প্লানি হইতে লাগিল। পুষ্প রুষ্টি হওয়াতে আকাশ অনির্বচনীয় কোন শোভা ধারণ করিল, জলনিধি যেন প্রিয় কথা বলিবার নিমিত্তই বীচরূপ বাহু বিস্তার করিয়া ধরণীকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল।

ইতি ভারবিকৃত কিরাতাজ্ঞানীয় মহাকাব্যে তৃতীয় সর্গ।

বিলাপ-তরঙ্গিণী ।

প্রথম সর্গ ।

(নির্ম্মাসিতা-সীতা)।

যোধ্যাধিপতি শ্রী-
অ রামচন্দ্রের অনুম-
তিক্রমে তদীয় অ-
মুজ লক্ষ্মণ, জনক-
নন্দিনী সীতাকে অরণ্য মধ্যে বর্জন করিয়া আইলে, রাম-শ্র-
য়িনী জানকী যুগ-বিরহিত কুরঙ্গি-
ণীর ন্যায় বিলাপ করিয়াছিলেন।

হাহা নাথ! হা বনভ! হা সীতাজীবন!
হা ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ, তব শ্রীপদ রাজ্যীবে,
কোনদোষেদোষীদাসী! শয়নে, স্বপনে,

নাহি জানে তোমা বই তবে কেন তারে—
 এ নিষ্ঠুর দণ্ড, কহ রাজদণ্ডের ?
 পরিণয় পর (চিন্তি দেখিলাম মনে),
 অতীত মুহূর্ত্তাবধি, জ্ঞান-গোচরেতে—
 না আচরে এ অভাগী বিপ্রিয় কখন ।
 বসুকুনপতি তুমি; ন্যায়ের আশ্রয়;
 বিচারে বিখ্যাত বিশ্ব, বটে দোষিজন
 দণ্ডনীয়, কিন্তু নাথ, বিনা অপরাধে
 দণ্ড দান, এ বিধান কোন্‌ শাস্ত্রমতে ?
 কোন্‌ রাজপক্ষ্য মতে কহ বিশেষিয়া ?
 হতে পারে নারীজাতি শতদোষস্বলী
 হতে পারে এ দাসীর ওপদ কমলে,
 পদে পদে অপরাধ, হে বিচারপতে!
 কেন চিরঅধিনী এ অপরাধিনীরে—
 দোষ দেখাইয়া দণ্ড করিলে না দান ?
 স্বচক্ষে দেখেছে দাসী, কান্তার হইতে,
 যবে সমাসীন হয়ে বিচার-আসনে
 বিচারিতে প্রজাদের অভিযোগ-জাল,
 দণ্ডিতে দণ্ডাইদলে, দণ্ড বিধানের—
 পূর্বে, সন্দোপিয়া অতি মধুর বচনে,
 দোষি-জনে, দোষ তাব তন্ন তন্ন করি
 দিতে বুঝাইয়া । দোষী বুদ্ধিত স্বমনে
 স্বদোষ, করিতে শেষ দণ্ডবিনিয়োগ;
 অভাগীর ভাগ্যদোষে (খেদে বক্ষফাটে)
 বদলিলে বস্ত্রত সে বিচার পদ্ধতি ?
 যবে মনে ওঠে, রাম বিচার বিগ্রহ
 কেন নিগ্রহিলা হেন? নাকুরে উত্তর

শর বিদরে যে বক্ষ, সেও শব্দ করে
 পূর্ষক্ষেণে; তুঙ্গ শৈল মালা যে চূর্ণয়
 অশনি, করয় সেও পূর্বে গবজন,
 কিন্তু নাথ তুমি হেন নিঃশব্দে নিক্ষেপ
 টকলেশর, সীতা-বক্ষঃ করিতে বিদার ।
 হেনবজ্র নিঃশব্দে নিয়োগ টকলে নাথ!
 পতনের পূর্বে নাহি জানিসু কিঞ্চিৎ ।
 অকস্মাৎ বজ্রাঘাত! হায় হায় হায়!!
 কোথা গর্ত্তদোহদ, কোথায় নির্দাসন!!!
 হেসীতাবিনোদ, ভালসীতাবিনোদনে
 পাঠাইলে তপোবন!—অদৃষ্ট সীতার
 এমনই বটে,— যদি পরশে পরশ
 হয় লোহা; যদি যায় জুড়াতে শরীর
 জলাশয়-জলে, জলে সে জলে জলন ।
 নিরমিল ধাতা এই সীতারে কেবল
 ভোগিতে যাতনা, সুখভোগিবে কেমনে ?
 তুমি জ্ঞান মম মন, আমি ভাল জানি
 মন তব, জামুক কি না জামুক পরে,
 আমার বিচ্ছেদ ভয়ে, কর নি ধারণ
 কঠে হার, হায় নাথ! আজি কিপ্রকারে
 এত নদ নদী সৌধে, কানন অন্তরে
 ক্ষেপিলে দাসীরে, কহ কহ হে স্রুজন?
 বনে বাস করিতে হইবে ভাবি মনে
 ভীতা নহে সীতা, নাথ! তদীয় মিলনে
 বহু দিন বনাশ্রমে করেছি বঞ্চন ।
 কান্তার কান্তের বিনে, ভীষণ কান্তার;
 উপবন; কান্ত বিনে সুরমা তবন—

বন প্রায়, যদি আজ্ঞা তদীয় মিলনে
 থাকিত এ দাসী, বনে ভাবিত ভবন।
 পারে সীতা তব সনে ভুঞ্জিতে রোরষ,
 নারে তবু তব সনে হয়ে বিচ্ছেদিত।
 সন্তোষিতে স্বর্গ সুখ। সতী রমণীর—
 পতি যথা স্বর্গ তথা ; স্বর্গ স্বর্গ নহে।
 তুমি যদি থেকে কাছে পরাতেদাসীরে
 বাকল, পরিত সীতা আনন্দিতা হয়ে—
 না চাহিত চারু বাস পরিতে কখন ;
 তুমি যদি পরাতে হে, কুসুমালঙ্কার,
 নিজ করে জানকীরে, তবে এ অভাগী
 সোভাগ্য মানিত তাহে, চেত না কখন
 রাজ-অভরণে দেহ করিতে ভূষিত।
 রমণীর বেশভূষা পতি প্রীতি লাগি,
 তাই ভাল, যাহা ভাল বাসেন বসন্ত।
 তুমি যদি রাখিতে হে পত্রের কুটীরে,
 জানকীরে, থাকিত সে পরম হরষে,
 না বাঞ্ছিত রম্য হর্ম্মা, ভ্রমেও কখন !
 তুমি যদি খেতে নাথ, সীতার সহিত,
 বন ফলমূল, সীতা প্রীতা হয়ে তাই,
 খাইত, না চাইত, হে, রাজ উপভোগী
 তুমি যদি সীতা সনে করিতে শয়ন,
 পল্লব শয্যায়, হে প্রাণবল্লভ! তবে
 ভাবিত মৈথিলী তাই, সুবর্ণ পালঙ্ক।
 রাজভোগে আজ আমি হয়েছি বঞ্চিত।
 কিঞ্চিৎ দুঃখিত নহি, ইহার কারণ ;
 তথাচ হে এই দুঃখ হইতেছে মনে,

তব সুখ সম্মিলনে হলেম বঞ্চিত।
 যে রমণী বঞ্চিতা প্রাণেশ সম্মিলনে ;
 কোন্ সুখে বঞ্চিতা সে নহে এ ধরায় ?
 ধরায় কি ? যদিও সে তাজিয়া জীবন,
 যায় পরলোকে, তবু সুখ কোথা তার,
 সতী গতি পতিমাত্র ইহ পরকালে।
 তুমি নাথ সুখে বঞ্চ রাজলক্ষ্মী সহ,
 নব নব বিলাস করহ, সীতা তাহে,
 নাহি হিংসে, তব সুখে সুখী এ দুঃখিনী
 সপত্নী ঈর্ষায় বটে কলুষিত হয়—
 কামিনীকুলের হিয়া, কিন্তু এ কামিনী,
 তেমন নহে হে, নাহি সে হিংসাইহার।
 একশশী, কতশত কুমুদিনী সনে—
 বিহারে কুমুদাকরে। শশাঙ্কের গেহে
 কত তারা দারা, তাই বলে কি রজনী,
 অনাদর করে থাকে, রজনীনাথেরে।
 তাতে সুখীনিশী, যাতে সুখীনিশাপতি ?
 পতি সুখ সদা সতী করয় প্রার্থনা।
 থাক সুখে প্রাণনাথ রাজলক্ষ্মী সহ।
 এ জনম দুঃখিনী, দুঃখের পারাবারে
 ডুবে যদি, শুনে রাম আছে মহাসুখে
 ভাসিয়া উঠিবে, দুঃখসাগর হইতে,
 বাঞ্ছিবে শুনিতে আরো সুখের সংবাদ।
 জনমদুঃখিনী সীতা, দুঃখেই জনম
 গোড়াইবে, তবে যে ক দিন ছিল সুখে,
 সে কেবল সুখময় সঙ্গ গুণে তব।
 ভোগেদাসীরাজভোগে বাক্যপ্রসাদে

হায়! অতাগীর গেল পূৰ্ণ সুখ সব,
 কেন নাহি গেল পূৰ্ণ স্মরণ শক্তি,
 গেলে ভাল ছিল, পূৰ্ণ সুখ কথা স্মরি
 হতনা! দ্বিগুণ দুখ, এ দুখের কালে ।
 আগে নাথ! ছিনু যবে একত্র উভয়ে—
 পোড়ামনে পড়ে, তুমি সে কালে একদা,
 একদা কি কত দিন, কাননে কুটীরে,
 রাজপুরে, প্রাসাদে, এ জানকীর অঙ্কে
 রাখি শির, হাস্যমুখে, অকপট ভাবে
 কহিয়াছ, হে প্রেম্যসি মৈথিলি আমার
 তোমায়, কেবল মাত্র দেহ বিভিন্নতা,
 করিয়াছে বিধি, নৈলে দৌহে একপ্রাণ।”
 (শাস্ত্রেও লিখেছে, জায়া অর্দ্ধকায়াক্রুপা)
 সত্য বাদী তুমি; তবে বলহে বল্লভ !
 সুধাই তোমারে, মোরে যেই অপরাধে,
 নির্ক্ষাসিলা, বনে সেই অপরাধে, অর্দ্ধ
 দোষে, নিজে, কেন না হইলে নির্ক্ষাসিত।
 রামতুল্য বিচারক, করে পক্ষপাত !
 এদোষ রামের নহে, অদৃষ্ট সীতার !
 তুমি নির্ক্ষাসিত হয়ে আনিলে কান্তারে,
 সীতার হতনা দুঃখ, তাই পোড়া বিধি
 অবিচার, পক্ষপাতে প্রবৃত্তিলা তোমা
 হায় রে ! পড়িলে পরে দুঃখের সময়
 কত কথা উঠে মনে !—আগে না বল্লভ !
 বসাইয়া অঙ্কে, এই দুঃখিনী সীতারে,
 কহিতে সোহাগে, “অয়ি হৃদয় ঈশ্বর
 রাখব হৃদয় সরোবর কমলিনি—

পরাণ পুতলী” । আমি সরল স্বভাবে,
 ভাবিতাম সত্য, হত গৰ্ব্ব উপস্থিত !
 এখন বিচারি মনে বুঝিলাম সার,
 মন তুমিবারে সুধু কহিতে সে সব,
 সত্যনয়, সত্যহলে কি দোষে বর্জন,
 করিবে, কে তাজে বনে পরাণ পুতলি !
 হায়রে যে রাম খ্যাত, অকুল বলি
 শঠ নায়কের তুল্য তাঁর ব্যবহার !
 রানের এদোষ নহে, দুঃখিনী সীতার,
 ভাগ্য দোষে অঘটন সংঘটিত হয় ।
 যে বিধু জগত তোষে সুধাময় করে,
 সে বিধু সীতার ভাগ্যে অগ্নি বরষিলা !
 যে বাঁশরী সুধাবর্ষে সবাংকার কানে,
 সে বাঁশরী সীতার কর্ণে বজ্র নির্ঘোষিলা ।
 হেনাথ ! সেদিন আমি সুধামু তোমারে
 সুতোৎসবে সমারোহ করিবে কেমন ?
 হাসিয়া কহিলা তুমি সরল স্বভাবে,
 “সরল স্বভাবা প্রিয়ে ! তব অতিমত
 যেইরূপ সেই মত সব সম্পাদিব” ।
 ভাল সম্পাদিলে নাথ ! হায় অমুদগত
 মুকুলে কি যতনিবে, বিষম কুঠারে
 ছোদলে, মুকুল গভী লতিকার মূল !
 তোমা বিরহিতা হয়ে বাঁচিবে কি সীতা ।
 সতী কি জীবনে বাঁচে পতির বিরহে !
 মৃত্যু মুখে এ দাসীরে ক্ষেপিলে যখন,
 তখন কোথায় আর গর্ভস্থ সন্তান !
 আরে চির দুঃখিনীর গর্ভস্থ সন্ততি !

কেন কৈলি অভাগীর জঠর আশ্রয় ।
কোশলের রাজ্য লোভে ! কিছা রঘুপতি
রামচন্দ্রে তুধিবারে পিতৃ সন্মোদনে !
রুখা আশা ! জ্ঞাননা যে অভাগীজানকী,
অভাগী সন্তান কোথা হয় ভাগ্যবান !
কে পোষে বায়সী শিশু সুবর্ণপিঞ্জরে !
যাহোক্ হতিস যদি তুই সুখভাগী
দুঃখিনীরে দিয়া দুঃখ, হতিস না, দুঃখী
হল কই, তাহা, তুই নিজে দুঃখার্ণবে
ডুবিলি, ডুবালি এ দুঃখিনী সীতারে ।
তুই যদি গর্ভে মোর না নিতিস্ স্থান,
তাহলে কি সীতা প্রাণ রাখে এতক্ষণ !
কহিলা লক্ষণ যবে, বজ্রিলে প্রাণেশ,
তখনি দিতাম পাপ প্রাণ বিসজ্জন ।
তাজিলে তাজিতে পারি এখন এ প্রাণ,
কি কল তাহাতে, লোকে এই অপবাদ
ঘূসিবে শ্রীরামচন্দ্র বজ্রিলে সীতারে,
বেঁচেছিল, কতক্ষণ পরে তাজে প্রাণ ।
হা হা বিধি নিদারুণ কি কহিব তোরে
সুখ দুঃখ দাতা তুমি, লোকের কপালে
লিখ যাহা, যটে তাহা, না যায় খণ্ডন !
সত্যবটে সুখ দুঃখ সবার ললাটে ।
লিপিকর তুমি, কেহ চির সুখী নহে,
চির দিন কেহ দুঃখ ভোগেনা ধরাতে ।
“সুখ দুঃখ ময়ী সীতা” লিখিতে এ পাট
লালাটে, এ অভাগীর, ভুলিলেহে তুমি !
সুখের ‘খ’ বর্ণ হেন লয় মম মনে

নতুবা ‘সু দুঃখময়ী কেন এ বৈদেহী
দুঃখেই কেন তার যাইবে জনম ।
হায় হায় কারে বলি মনের বেদনা !
অহরহ লিখিতে যে লেখক না ভুলে,
হইল তাহার ভুল কপালের দোষে
অভাগীর, ললাটেতে লিখিবার কালে ।
ইতি বিলাপ-তরঙ্গিনী কাব্যে
জানকী বিলাপ নাম
প্রথম সর্গ ।

রোশিনারা শিবজী নাটক ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম গভাক্ষ ।

সুতন বাগান ।

(শিবজীর প্রবেশ ।)

শিব । (স্বগত) মহারাজ আরে-
ঞ্জের পত্রের উত্তর যথোচিত
হয়েছে, ছুরায়া যবনরাজ কি
জানে না যে, মহারাক্ষীরদের
প্রাণ এক দিকে, আর প্রতিজ্ঞা এক
দিকে ! যুদ্ধে আমাকে সর্বস্বাস্থ্য
হতে হয় তাও স্বীকার, তখাচ
রাজনন্দিনীকে কখনই পুনঃ প্রদান
কর না । কি আশ্চর্য্য ! দিল্লী-
শ্বর কতবার যুদ্ধে পরাজয় হয়ে-
ছেন, তবু যুদ্ধের কথা মুখে উল্লেখ

কর্তে কি, তাঁর মনোমধ্যে একটু-ও লজ্জার উদয় হয় না? তা না হবার একটা কারণ আছে, তিনি মনে মনে বেশ জানেন যে, আমি দিল্লীর সম্রাট, ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজারাই আমার অধীন, আর আমার অনেক সৈন্যসামন্তও আছে। আরে! তা থাকলে কি হবে? আমার এ দুর্গভেদ করা বড় কঠিন। তা বলাও যায় না, ঈশ্বর প্রতিকূল হলে সমুদয় পৃথিবী এককালে রসাতল যায়; একটা সামান্য দুর্গ বৈ ত নয়। তা সে যাহক, রাজনন্দিনী রোশিনারা যে আমার প্রতি নিতান্ত অমুরক্তা তার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু চতুরা কামিনী মনের ভাব শীঘ্র প্রকাশ করছে না। আমি যে তার বিরহে নিতান্ত ব্যথিত হয়েছি তা সে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তারও স্মরদশা আমার অবদিত নাই। ফলে বিবাহ না হলে সফল-মনোরথ হবার আর উপায় দেখছিলেন। যাহক, আসমানীকে তো অনেক করে বলে দিয়েছি, দেখি এখন কি হয়ে উঠে (পার্শ্ব অবলোকন করিয়া) ওই না আস-

মানি আসছে, ওর মুখখানা হাঁসি হাঁসি দেখছি, বোধ হয় শুভ সংবাদ আনছে।

(আসমানীর প্রবেশ)

আস। মহারাজ।—

শিব। কে ও আসমানী, তবে সংবাদ কি বল?

আস। মহারাজ সকলি শুভ-সংবাদ বটে———

শিব। অমন করে বল্লে যে, তবে বোধ হচ্ছে যেন কিছু অশুভ সংবাদও আছে?

আস। না, অশুভ সংবাদ এমন কিছুই নয়।

শিব। আসমানি সত্য করে বলো রাজনন্দিনী কি বলেন? শোন-বার জন্যে আমি নিতান্ত ব্যগ্ন হয়ে পড়েছি।

আস। মহারাজ শ্রবণ করুন। আমি তো আপনার সেই সব কথা তাঁকে বললুম। তিনি শুনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থেকে, তার পর বলেন, “সখি! ও সব কথা আমাকে বলা বাহুল্য মাত্র, কেবল মহারাজই কি আমার বিরহে নিতান্ত ব্যথিত হয়েছেন? সখি! তাঁর বিরহে আমিও কি হই নাই?

শিব। (স্বগত) মন শান্ত হও, তবে সে ভগবান্ কন্দর্প তোমার প্রতি অনুকূল হয়েছেন। যাঁর কুসুম-বাণকে সর্পবিষের ন্যায় জ্ঞান কর্তে, সেই কুসুম-বাণ তোমার পক্ষে এখন চন্দন রস। (প্রকাশে) সখি! তাতে তুমি কি বলো।

আস। মহারাজ! আমি বলোম, রাজনন্দিনি “দুখের নিশী প্র-ভাত হলে, চক্রবাক মিথুন কি কখন, বিরহ বেদনা সহ করে থাকে?

শিব। সখি! বেশ বলেছ; বেশ বলেছ। তাতে রাজনন্দিনী কি উত্তর দিলেন?

আস। মহারাজ! রাজনন্দিনী বলে-ন, “সখি! তুমি তো জানই তাই, যে ঈশ্বর অবলা কুলকামিনীদের, নিভান্ত পরাধীন করেছেন। আমি যদি স্বাধীন হতেম, তা হলে কি, এত জ্বালা সহ করি। বিশেষতঃ মহারাজ আমাকে হরণ করে এনে, পিতার কোথানলে পতিত হয়েছেন। এতে যে ভিনি সম্মত হন, তাতো বোধ হয় না।

শিব। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হাঁ! ঐ যে মনোরথ পূর্ণ

হবার বিলক্ষণ প্রতিবন্ধক। তা বুঝতে পেরেছি।

(বেগে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদু। ও আসমানি! তুই এখানে রয়েছিস, শীগ্গীর বাড়ী যা, বাড়ী যা, তোর মাকে এতবড় একটা গোকরো সাপে কামড়েছে। গোটা লাল ভাজছে, আর সর্ব শরীরটে নীলবর্ণ হয়ে গেছে।

আস। (সত্যে) এঁা এঁা সা—সা—সাপে কামড়েছে, মাকে, ম—মহারাজ তবে কি করব?

শিব। সখা! সত্য কি, সাপে কামড়েছে?

বিদু। (সরোষে) এঁা, আমি কি মিথ্যাবাদী, মিছে কথা কওয়া কি আমার উপজীবিকা? (আসমানীর প্রতি) না না কামড়াই নি, তুই যে সব কথা বলছিলি তাই বল।

শিব। এত রাগ কর কেন, তাই স্পষ্ট করে বলো না যে সাপে কাম-ড়েচে, আমি কি তোমায় মিথ্যাবাদী বলছি?

বিদু। (সরোষে) আর নয় কেমন করে? মহারাজ একটা মানুষ মরতে যায় আমি তার নামে মিছে কথা কইলেম?

শিব । (ত্রস্ত ভাবে) আসমানি
তবে তুমি শীগ্ঘীর যাও, গিয়ে
রাজবৈদ্যের কাছ থেকে ওষুধ
নিয়ে খাইয়ে দাও গে, এখানি
আরাম হবে এখন, তোমার ভয়
নাই !

আস । (সরোদনে) যে আজ্ঞা
মহারাজ, আমি চল্লম । (প্রস্থান
করিয়া নেপথ্যে) ওগো মা কোথা
গেলি গো !

বিদু । (স্বগত) কি কৌশলটাই
করেছি, তবু ক অক্ষর গো-মাংস,
পেটে যদি কিছু বিদ্যা থাকতো,
তা হলে আমায় আঁটে কে ? নাই
তাই এত, থাকলে যে কি হতো
তা আমি বলতে পারিনে । সে
যাহক, মহারাজ একেবারেই
উন্মাদ হয়েছেন, দিন নেই রাত
নেই, সন্ধ্যান্তিক নেই, কেবল সেই
মোহলমানীর কথা নিয়ে আছেন,
(প্রকাশে) মহারাজ ! আসমা-
নীকে কেমন তাড়িয়েছি ।

শিব । তবে কি আসমানীর মাকে
সাপে কামড়ায় নি ?

বিদু । তা নাহো কি ?

শিব । দূর মুখ, এমন কর্ম্মও করে,
আহা, রাজনন্দিনীর চরিত্র-বিষয়ে

কত কথাই শুনছিলেম, মনোমধ্যে
কতই আনন্দোদয় হচ্ছিল, একে-
বারে সর্ব্ব নষ্ট করে ফেল্লি ?

বিদু । (স্বগত) হয়েছে আর কি ?
মহারাজ্যীদের লক্ষ্মী তাগ করা-
লেন, তবে ছাড়লেন । (প্রকাশে)
মহারাজ আমি আপনার জন্যে
একটী সর্ব্বসুলক্ষণা পাত্রী স্থির
করেছি । আপনার অমুমতি হলে
বিবাহের দিন স্থির করা যায় ।

শিব । কোথা হে কার মেয়ে ?

বিদু । আজ্ঞে অধিক দূর নয়,
আপনার এই রাজ্য মধ্য, একটী
মুচীর মেয়ে, মেয়েটির রূপও যেমন
গুণও তেমনি ! স্বর্গবিদ্যাধরী বলেই
হয় ।

শিব । মুচীর মেয়ে ! রাধামাধব,
রাধামাধব ।

বিদু । কেন মহারাজ ! মোহল-
মানীতে যার প্ররতি, মুচিনীতে
কি আর হয় না ?

শিব । যাও যাও মিছে বকো না ।

(আসমানীর পুনঃ প্রবেশ)

আস । তবে রে বিটলে বামুন !
মাকে নাকি সাপে কামড়েছে ।

বিদু । হা হা হা—

আস । মরণ আর কি, শুনে আমার

প্রাণটা একেবারে উড়ে গেছলো ।

বিদু । হা হা হা—

আস । আমরন! পোড়ার মুখে হাসির
ঘটা দেখ । (শিবজীর প্রতি)
মহারাজ ! রাজনন্দিনী নিবেদন
করেছেন, যে আপনি অনুগ্রহ
করে আজ রজনীতে তাঁর সঙ্গে
একবার সাক্ষাৎ করেন ।

শিব । আসমানি ! আমার আবার
অনুগ্রহ কি, তাঁর অনুগ্রহ স্পষ্ট
লক্ষিত হচ্ছে । তবে তাঁকে তুমি
বলগে, আমি অবশ্যই সাক্ষাৎ
কর'ব ।

আস । যে আজ্ঞা মহারাজ, তবে
আমি চলেম ।

(আসমানীর প্রস্থান)

বিদু । তবে আর কি নিমন্ত্রণ তো
হলো, চলুন কামিনীজনের মন
হরণের উচিত বেশভূষা করে
দিই গে ।

শিব । আমি তো আর তোমার
মতন খেপিনি ।

বিদু । আজ্ঞে না, আমিই খেপেছি ।

শিব । সখা সেই রূপ-গুণবতী কা-
মিনীকে তুমি যদি দেখতে, তা
হলে অমন কথা কখনই বলতে না,
তার সেই অমায়িক ভাব, গভীর

প্রকৃতি, বোধ হয় ত্রিলোকের
রমণীকুলের পরাভব স্থান ।

বিদু । মহারাজ ! আপনি যখন বল-
ছেন, তখন তার আর সন্দেহ কি?
(করযোড়ে) কিন্তু মহারাজ
তাঁকে দেখিয়ে এ গরিব ব্রাহ্মণের
ছেলেকে আর খেপিয়ে তুলবেন
না । আমি বই ব্রাহ্মণীর আর
কেউ নেই, দোহাই মহারাজের ।

শিব । না হে না, তোমার দেখে
কাজ নেই, এখন চল যাওয়া যাক,
প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো ।

বিদু । আজ্ঞা হাঁ চলুন । (স্বগত)
আসমানী যে মন্ত্র দিয়ে গেছে
এখন বিকেলবেলা সন্ধ্যা হবে বই
আর কি ?

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

শিবজীর শয়নমন্দির ।

(রোশিনারার প্রবেশ)

রোশি । (স্বগত) ইস, আজকের
কি ভয়ঙ্কর তিমিরাচ্ছন্ন রজনী !
আজ রজনীনাথ উদয় হবেন না
বলে বুঝি রজনীদেবী, অভিমানে
এরূপ মলিন বেশ ধারণ করেছেন ।

নয়, আমার প্রেম অতি অকিঞ্চিৎ-
কর, আপনার প্রেমই প্রেম ।

শিব । সে কি প্রিয়ে ! (লজ্জিত
ভাবে) না না রাজনন্দিনি । উভ-
য়ের সমান অনুরাগ না থাকলে,
নির্মূল প্রেম যে কি পদার্থ তা
জানতে পারা যায় না ।

“ভূধর শিখরোপরি কলাপি নিকর ।

অতি উচ্চ গগনেতে নব জলপর ।

ভগবান্ দিনমণি গগনমণ্ডলে ।

প্রণয়িনী কমলিনী সরোবর জলে ॥

হুই লক্ষ যোজনে কুমুদ-পতি রয় ।

তথাচ ভাবের কভু অভাব না হয় ॥”

(আসমানীর প্রবেশ)

আস । এই যে মহারাজ এসেছেন,
আমি রাজসভা পর্য্যন্ত গিয়েছি-
লেম ।

শিব । কেন সখি ! তত দূর যাবার
আবশ্যক কি ? আমি তো তোমা-
দের রাজনন্দিনীর প্রণয় পাশে
বদ্ধ হয়েই রয়েছি ।

আস । মহারাজ ! রাজনন্দিনী এখন
আর আমাদের নন ।

শিব । সে কি, তবে কার ?

আস । কেন আপনার ।

শিব । (বিব্রতভাবে) ও কি সখি ?

আস । কেন রাজনন্দিনি ! আমি
কি মনেছি কথা বলেছি, এখন
দুহাত এক হইলেই আমাদের
মনোবাসনা পূর্ণ হয় !

শিব । সখি ! তোমাদের রাজনন্দি-
নীর অনুমতি হলে তো ?

আস । মহারাজ ! তাব আর বড়
অপেক্ষা নাই ।

(বেগে একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনি । মহারাজ রক্ষা করুন, রক্ষা
করুন ।

শিব । (সচকিতে) । কেন কেন ব্যা-
পার টা কি ?

সৈনি । মহারাজ মোগোল সৈন্যেরা
এক কালে দুর্গ আক্রমণ করেছে ।

শিব । আঁা দুর্গ আক্রমণ করেছে ?

সৈনি । অজ্ঞা হাঁ, আপনি শীঘ্র
সুসজ্জিত হোন, আর বিলম্ব কর-
বেন না ।

শিব । আমি তো এক রকম বীর
বেশে সজ্জিত হয়েই আছি ।

(গাত্রোত্থান করিয়া অসি নিক্ষেপ-
ন পূর্ব্বক) মোগল সৈন্যেরা হ-
ঠাৎ দুর্গ আক্রমণ করলে, এর
কিছু কারণ অনুসন্ধান করতে
পেরেছ ?

সৈনি । আজ্ঞা না, তার কিছুই অনু-
সন্ধান করতে পারি নি, বোধ হয়
নানাজী এর ষড়যন্ত্র করেছে ।

শিব । কি নানাজি—হাঁ হতে পারে ।
বোধ হয় সেবাটা বৈরনির্যাতনের
চেষ্টায় আছে । উঃ বোটার আজ
সকল সাধ মিটে যাবে । (রোশি-
নারার প্রতি) রাজনন্দিনি আ-
পনি এখন বিশ্রাম করুন, আমি
দুর্গ রক্ষার্থ চলেম ।

সৈনি । আসুন মহারাজ, কিন্তু সাব-
ধানে যুদ্ধ করবেন ।

শিব । তার আর ভুল আছে ।
(সৈনিকের প্রতি) চল চল ।

(উভয়ের প্রস্থান)

রোশি । সখি কি হবে ! আমি
বিলক্ষণ জানি যে, মোগল সৈ-
ন্যেরা অতিশয় দুর্দান্ত ও অতিশয়
বীর্যবান । পাছে মহারাজ শিব-
জীর কোন অমঙ্গল ঘটনা হয় !

আস । সখি ! ভয় কি, আমাদেরো
মহারাজের অনেক সৈন্য আছে,
ও তিনি নিজেও এক জন বিখ্যাত
বীর পুরুষ । সে জনো আপনি
কোন চিন্তা করবেন না ।

রোশি । না সখি, আমার দক্ষিণ
নয়ন স্পন্দন হচ্ছে. মন অতিশয়

ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, মনে কোন
মতেই স্বাস্থ্যলাভ কর্তে পাচ্ছি নে ।
বলনা সখি, মহারাজের কোন
অমঙ্গলতো হবে না ?

আস । রাজনন্দিনি ! আপনি এত
ভাবচেন কেন ? আমি বিশেষ
জানি, যুদ্ধের নাম শুনলে আমা-
দের মহারাজের সাহস, উৎসাহ,
ও বল দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়, আপনি
একটু স্থির হোন না, মহারাজ
শত্রু কুল নির্মূল করে এখনি ফিরে
আসবেন ।

নেপথ্যে । হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা, সাব-
ধান সাবধান, দুরাগ্না দস্যু শি-
বজী যেন পালায় না, ব্যাটাকে
দুখান করে কেটে ফেল, ব্যাটা
মোগল সৈন্যদের পরাক্রম কি
জানে না ।

রোশি । (সভয়ে) ও সখি ! ও
সখি ! সর্বনাশ হলো মহারাজ
শিবজী বুঝি আর বেঁচে নাই ?
সখি, আমার কাছে এসোনা, তয়ে
আমার হৃৎকম্প হচ্ছে ।

আস । (রোশিনারার নিকটে গিয়ে
উপবেশন পূর্বক) রাজনন্দিনি !
ভয় কি, এত ব্যাকুল হচ্ছেন কেন ?
যুদ্ধ স্থলে অমন হয়ে থাকে ।

রোশি। সখি! আমার মনে কোন মতেই প্রবোধ মান্ছে না, আমি যে বিশেষরূপে মোগল সৈন্যদের পরাক্রম জানি।

নেপথ্যে। হর হর হব, মহারাজ শিবজী কি জয়, মহারাজ শিবজী কি জয়। ছুবায়া যবন সৈন্যদের যেন এক জনও ফিরে যেতে না পারে।

আস। রাজনন্দিনী মহারাষ্ট্র সেনাদের সিংহনাদ শুন্ডেন, শত্রুকুল নির্মূল হয় এই।

রোশি। সখি! এবার কতক সুস্থির হয়েছি।

(নেপথ্যে পুনর্বার হুঙ্কার শব্দ)

রোশি। উহ্ উহ্ সখি! কি ভয়ানক শব্দ।

(রক্তাক্ত কলেবরে শিবজীর প্রবেশ)

রোশি। (শশব্যস্তে গাত্রোথান পূর্বক) আসুন আসুন মহারাজ, রণের সমুদায় কুশলতো।

শিব। না প্রিয়ে! ছুবায়া মোগল সৈন্যেরা দুর্গ অধিকার করেছে, আমি আর রক্ষা করতে পার্লেম না। এখন পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করি, আপনার মঙ্গল হোক।

কিন্তু এ প্রেমাদীপকে বিস্মরণ হবে না।

রোশি। (সরোদনে) হা জগদীশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল। নাথ, এ জন্ম-দুখিনীর দশা কি হবে?

শিব। জগদীশ্বর আছেন, আর আমি অপেক্ষা করতে পারিনে, আমি চলেম, কিন্তু আমাকে বিস্মরণ হবে না।

রোশি। মহারাজ তবে শীঘ্র পলায়ন করে আপনার জীবন রক্ষা করুন। আপনি নিশ্চিত থাকবেন, আমি যেখানে থাকি আপনারি থাক্লেম। পুনর্বার যদি কখন দেখা হয়, তা হলে এ জীবনকে স্বেচ্ছা করে মানব।

শিব। রাজনন্দিনী! এই শেষ দেখা, বেঁচে যদি থাকি তা হলে পুনর্বার দেখা হবে।

(শিবজীর প্রস্থান)

আস। (ভূতলে পতিত হইয়া) হায় আমাদের কি হলো? এখন আমাদের আর কে প্রতিপালন করবে?

(দুই জন সৈন্য সমভিব্যাহারে-
ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। আঃ এত দিনে নিষ্কটক
হওয়া গেল। কেমন হে, ছুরায়া
শিবজীকে পক্ষত থেকে নদীর
উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে দেখে-
ছো তো ?

প্রথম। মহাশয় আমি কি আপ-
নার নিকটে মিথ্যা কথা বলছি।

দ্বিতীয়। মহাশয় আমি স্বচক্ষে
দেখেছি।

ভীম। তবে আর কি, আমাদের
মনোরথ সিদ্ধ হয়েছে! এখন
রাজনন্দিনীকে পেলে হয়। (প-
শ্চাৎ অবলোকন করিয়া) এই যে
রাজনন্দিনী এখানে আছেন।
(রোশিনারার প্রতি) রাজনন্দিনি!

ছুরায়া শিবজীর হস্ত থেকে তো-
মাকে যে উদ্ধার করব তা আমার
মনে ছিল না। ২১, ৩২৩

রোশি। সেনাপতি মহাশয়, আমিও
যে এ জন্মে জনক জননীকে দর্শন
করব, সে আশালতা এক কালে
উন্মূলিত হয়েছিল।

ভীম। রাজনন্দিনি! তবে আর
বিলম্বে প্রয়োজন নাই চল, সত্বরে

তোমাকে দিল্লীর রাজভবনে,
প্রেরণ করে নিশ্চিন্ত হই।

রোশি। সেনাপতি মহাশয়, তবে
চলুন।

(আসমানি ব্যতীত সকলের
প্রস্থান।)

আস। (গাত্তোখান করিয়া)

হায় হায়! কি দুর্দৈব, রাজন-
ন্দিনীকেও নিয়ে গেল, তবে এ
দেশে আর আমি কার মুখ চেয়ে
থাকব, আমিও যাই।

(আসমানীর প্রস্থান।)

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

প্রাপ্ত।

মিত্রতা।

তত্বা সহক্ষে অ-
মি নেকে সময়ে সম-
য়ে অনেক লিখি-
য়া গিয়াছেন,

অতএব তদ্বিষয়ক কোন স্মৃতি
রচনা পাঠকবর্গের মনোহর এবং
হৃদয়াকর্ষক হইতে পারে, এমন
বোধ হয় না, এই সংশয়াপন্ন
হইয়া আমি তদ্বিষয়ে কোন বিজ্ঞা-

নাস্তিক প্রবন্ধ লিখিলাম না, কেবল
একটি কবিতা এবং দুইটি অত্যা-
শ্চর্য্য ঐতিহাসিক ঘটনা লিখিলাম।
যদি অবসর ক্রমে পুস্তকাদি পাঠ
করিয়া আর কোন ঐতিহাসিক
উদাহরণ সঙ্কলন করিতে পারি,
তাহা হইলে পাঠক মহাশয়েরা
বঞ্চিত হইবেন না।

চতুর্দশ পদী কবিতা।

বিশাল সাগর যার কল্লোল প্রহারে,
কাটে শতভাগে পোত বক্ষ ধাতুময়
অচল ভীষণ দেহ নক্স সমুদয়,
বিহরে হৃদয়ে যার ঘোর চক্রাকারে।
জড়িয়ে দীঘল লেজ তিমি মৎস্যচয়,
কত শত জলযান সতত সংহারে।
এ হেন সাগরকোলে আছে অতিশয়
রম্য দ্বীপ, সুবাসিত মসলা সম্ভারে,
যথা গেলে হত-পোত-গণ শাস্ত হয়,
ধুইয়া মনের মলা শাস্তি জলধারে।
এতব সাগর সদা উচ্চ বীচিময়,
হিংসাদেব আপদ হিংস্রক জন্তুস্থান;
কিন্তু তাহে আছে এক দ্বীপমনোময়—
মিত্রতা যথায় গেলে সুস্থ হয় প্রাণ॥
ডিমন এবং পিথিয়াসের আখ্যান
(অনুবাদিত)

সিরাকিউসের অধিপতি ডাই-

ওনিসিস্ কর্তৃক ডিমন দোষী সা-
ব্যস্ত হওয়াতে, তাহার বধ দিন
নির্দ্ধারিত হইল। ডিমন অবসর
সময়ে বাটীতে যাইয়া শোক ছুঃ-
খার্ত্ত পরিবারের মধ্যে স্বীয় সম্পত্তি
বিভাগ করিয়া দিবার নিমিত্ত
কএক দিনের মুক্তি প্রার্থনা করি-
লেন। ডিমনকে বিদায় প্রদান
করেন, ডাইওনিসিসের একরূপ
অতিপ্রায় ছিল না, কিন্তু সহসা
অস্বীকার করা অপেক্ষা প্রকারা-
ন্তরে অনিচ্ছা ব্যক্ত করা বিধেয়,
এই বিবেচনায় তিনি ডিমনকে
বলিলেন, “যদি তুমি এমন কোন
প্রতিভু প্রদান করিতে পার যে
তোমার বধ-দিবস তুমি কোন
কারণ বশতঃ উপস্থিত হইতে না
পারিলে, সে তোমার পরিবর্তে
শাস্তি ভোগ করিবে, তাহা হইলে
তোমাকে মোচন করিতে আমার
আপত্তি মাত্র ‘নাই’” পিথিয়াস
এই সকল কথা শুনিতে ছিলেন,
তিনি ডিমনের সহিত কোন পরা-
মর্শ না করিয়াই বকুর প্রতিভু হই-
বার নিমিত্ত আবেদন করিলেন।
উঁহার আবেদনও গ্রাহ হইল,
সুতরাং ডিমন তৎক্ষণাৎ মুক্তি

প্রাপ্ত হইলেন । রাজা এবং সভাসদ সকলেই এই ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রহিলেন, এবং বধ দিন উপস্থিত হইলে ডাইও-নিসিস ও তাঁহার পাশ্চটর সকলে অভিষয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, পিথিয়াসকে দেখিবার নিমিত্ত কা-রাগারে আসিলেন । বন্ধুতা সং-ক্রান্ত বার্তা হইতে লাগিল ; অদি-পতি বলিলেন সকল কর্ম্মই স্বার্থ মানবগণের প্রবর্তক ; যে আপন অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম না করে সে নিতান্ত জালু । ধর্ম্ম, মিত্রতা, স্বদেশামুরাগ, এই মত শব্দ সমুদয় ভীকুদিগকে প্রবঞ্চিত এবং প্রীত করিবার আশয়ে দ্বীলোকে-রা আবিষ্কার করিয়াছে । বস্তুতঃ এরূপ মূঢ় হৃদয়-সুলভ ধর্ম্ম কখনই প্রশংসার যোগ্য নহে । এই কথা শ্রবণ করিয়া পিথিয়াস গম্ভীর বদনে ও অবিকৃত বচনে বলিলেন, “নরনাথ ! এই সকল গুণ সমগ্র ভূমণ্ডলে প্রশংসিত থাকুক এবং আমার বন্ধু গৌরবের এক অনু-চ্ছেদ হইতে অপসৃত না হউন এই আমার একান্ত অভিলাষ । এই অভিলষিত বিষয় সম্পন্ন ও সুসমা-

হিত হইলে দুর্কিম্বহ মৃত্যু বাজ-নাও আমার পক্ষে সুখদায়ক হইবে । বন্ধু কখনই অধ্য-প্রেরিত হইবার নহেন । আপন জীবিতাবস্থার প্রতি আমার যেরূপ বিশ্বাস আছে, তাঁহার অটল ধর্ম্মামুরাগ বিষয়েও আমার সেই-রূপ বিশ্বাস । কিন্তু হে দেবগণ ! বন্ধুর সততা এবং জীবন যেন একদা রক্ষিত হয়, আপনাদিগের নিকট আমার এই একমাত্র প্রা-র্থনা । যে পর্য্যন্ত আমার মৃত্যু দ্বারা বন্ধুর মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত, হে পবনদেব ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সদভি-প্রায়-জনিত ব্যগ্রতা এবং প্লুততা প্রতিরোধ করুন । আমার জীবন অপেক্ষা বন্ধুর জীবন অধিকতর মূল্যবান ; আমি প্রাণত্যাগ করি-লে কোন ব্যক্তিরই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ডিমন তাঁহার পরিবার বর্ণের একমাত্র আশ্রয় ।”

পিথিয়াসের এইরূপ হৃদয়গ্রাহী বাক্য শ্রবণ করিয়া ডাইওনিসিস একেবারে দ্রব হইয়া গেলেন । বায়ু অভিঘাত শূন্য জলাশয়ে এক থণ্ড লোঠ পাতিত করিলে যেমন

ভরদ্বাকার জলমণ্ডল উখিত হয়, সিরাকিইসাধিপের মনও সেইরূপ উদ্বেজিত হইল। সত্যের অপরি-ক্ষুট জানে তাঁহার হৃদয় অক্র-মণ করিতেছে ইহা তিনি বুঝি-তে পারিলেন; কিন্তু চিরকাল পাপে প্রবণতা এবং আসক্তি ছিল বলিয়াই এই কথার বিশদ নম্ভাব তাঁহার হৃদয়ে প্রতিকলিত হইল না, তিনি নিতান্ত ভ্রান্তচিত্তের ন্যায় পিথিয়াসের সম্মুখ হইতে সত্বর প্রস্থান করিলেন।

নিধন সময় উপস্থিত; পিথিয়াস্ কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রফুল্ল-বদনে রক্ষকদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বধ্যভূমির অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। ডাইওনিসিস্ পূর্বেই ছয় ধবল অশ্ব সংযোজিত বাছ সিংহা-সন যোগে মৃশানে আগমন করিয়া-ছিলেন। এবং হস্তব্য ব্যক্তির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পিথিয়াস্ উপস্থিত হইলেন এবং অগৌণে মঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া কতক্ষণ নিধনযন্ত্রের দিকে অনিনিষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে দর্শক-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

গতকলা হইতে বিরুদ্ধ বাতাস বহি-তেছে, দেবগণ আমাদিগকে অনু-গ্রহ করিতে ক্রটা করেন নাই। ডিমন অসম্ভাবিত অন্তরায় অতি-ক্রম করিয়া অদ্য কোন ক্রমেই আসিতে পারিবেন না; কলা সকলে তাঁহাকে এখানে লালপায়ান দেখিতে পাইবেন। অদ্য আমার রক্তপাতেই বন্ধুর জীবন রক্ষিত হইবে। যে মহাত্মার জন্য আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছি তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া যদি আমি আপনাদিগের অন্তর হইতে তৎসংক্রান্ত বিরুদ্ধভাব প্রক্ষালন করিতে পারিতাম তাহা হইলে অশ্বারোহিণের ন্যায় প্রসন্ন-চিত্তে মৃত্যু-যন্ত্রে আরোহণ করিতাম সন্দেহ নাই। তিনি এখন পথে আছেন অচিরকাল মধ্যেই এখানে উপস্থিত হইবেন। তাঁহার গতি-নিরোধ করিতে দেখিয়া, না জানি, তিনি দেবতাদিগকে কত ভৎসনা করিতেছেন। কিন্তু আমি তাঁহার সমুদয় পরিশ্রম বিফল করিতেছি। যাতুক শীঘ্র কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।”

ছেন, এমন সময়ে বহুদূর হইতে এক কোলাহল উখিত হইল। ক্ষান্ত হও যাতুক ক্ষান্ত হও, এই বলিয়া সকলেই গোলযোগ করিয়া উঠিল। এক ব্যক্তি একটী ঘর্ম্মাক্ত অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে জনতা-কারিরা পথ ছাড়িয়া দিতে আঁতু করিল। আগত ব্যক্তি সমস্তুমে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন এবং পিথিয়াসকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “তোমার জীবন রক্ষিত হইল। যে পরম কারুণিক মঙ্গলায় দেবতাবর্গ অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে আসন্ন মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিলেন, তাঁহাদিগকে আমি শত শত ধন্যবাদ করি। আমি মৃত্যুর জনাই উপস্থিত হইয়াছি, তোমার বহুমূল্য জীবন আমার ছার কপ্প জীবনের পরিবর্তে নিহত হইল বলিয়া আমি যে, আশ্রয়ানি সহ করিয়াছি তাহা হইতে এখন মুক্ত হইলাম।” পিথিয়াস ডিমনের ভূজাস্তরে থাকিয়া একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। তাঁহার সরস বদন-মণ্ডল তহিন সংহত কমল দলের

নাগ পাণ্ডুর হইয়া গেল। স্বরভঙ্গ হওয়াতে অতি দীন বচনে বলিতে লাগিলেন, “রে হত বেগ! রে দক্ষ ব্যগ্রতা! তোমরা বন্ধুর নিমিত্ত কি অন্যায় বলই আশ্রয় করিয়াছ। আমি হতাশ হইব না, যদিও বন্ধুর রক্ষার নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জন করিতে পারিলাম না, তথাপি তাঁহার মৃত্যুর পর আর জীবন ধারণ করিব না, এই সমুদয় কাণ্ড ডাইওনিসিস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার কুলিশোপম হৃদয় জলবৎ তরল হইয়া গেল, তখন আর তিনি অশ্রু সযরণ করিতে না পারিয়া সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন, এবং মঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “হে যুবকদয়! তোমরা দীর্ঘজীবী হও তোমরাই অদ্য পুণ্যের সত্তা প্রমাণ করিলে, এবং সেই পুণ্যের পুরস্কারদাতা যে পরমেশ্বর আছেন তাহাও প্রমাণিত হইল। হে যশস্বিন! তোমরা আমাকে নিতান্ত আকৃষ্ট করিয়াছ, আমি তোমাদের মধুময় বন্ধুতার রসাস্বাদী হইতে বাসনা করি, এমন উপদেশ দ্বারা আমার কান্না দূর করা”

ক্রটাস ও তদীয় হৃদয়বন্ধু লুকালাস্ ।

খ্যাত দ্বিতীয়
ফিলিপাইর যুদ্ধ
ত্রিবীর * দিগের
মধ্যে সংঘটিত

হয় ; আর্টনি ও ওক্টে-ভিয়স এক পক্ষ এবং ক্রটাস একাকী অন্য পক্ষ সমর্থন করেন। দৈব-দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রটাস পরাজিত হন। থেসিয় একদল অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে ক্রটাসের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া তদীয় অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু লুকালাস, আত্ম জীবন দানে, বন্ধুর প্রাণ রক্ষা এবং অশ্বারোহী-দিগকে ক্ষান্ত করিতে নিতান্ত উৎসুক হইলেন। সুতরাং ক্রটাসকে স্বীয় অভিপ্রায় ঘুণাক্ষরে অবগত না করিয়া সহসা পলায়নে বিরত হইলেন। ক্রমশঃ থেসিয়ানেরা আসিয়া তাঁহাকে বেঁচন করিল। তিনি ইহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া বলিলেন “হে থেসিয় বর্গ তোমরা যাহার উদ্দেশে বিচরণ করিতেছ আমিই সেই ক্রটাস” এবং পরিহার প্রার্থনা

করিয়া কহিতে লাগিলেন “তোমরা আমাকে আর্টনির নিকট লইয়া চল, ওক্টে-ভিয়সকে আমি অতিশয় ভয় করি।” বন্দি লাভে থেসিয়দিগের আত্মাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা আপনাদিগকে অতিশয় দৈবানুগ্রহীত ও মৌভাগ্য-শালী বিবেচনা করিতে লাগিল। এবং আত্মাদে অদৈর্ঘ্য হইয়া তাহাদিগের এই অসম্ভাবিত কৃত-কার্য্যতার আশু সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত স্বদলভুক্ত কএক-জনকে আর্টনির নিকট প্রেরণ করিল। ক্রটাস সজীব শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছেন, এই জন প্রবাদ অল্প কালের মধ্যেই সমুদয় থেসে বিস্তৃত হইল। এবং কি রাজকর্ম্ম-চারী কি সৈন্য সম্প্রদায় সকলেই বহুতর বিভাগ হইতে, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আসিতে আরম্ভ করিল। দর্শকদিগের মধ্যে কেহ তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি সমন্বিত দীর্ঘ-শ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল ; কেহ জীবিত সত্ত্বে অসভ্য দিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে একান্ত ভীকু ও অপদার্থ বোধে কৎসা করিতে

লাগিল। এন্টনি একপ সম্ভ্রান্ত বন্দির প্রতি কেমন ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত তদ্বিষয়ক চিন্তায় ব্যাপ্ত ছিলেন। এতদ্বিবন্ধন তাহার মুখে ক্রটাসের গুণানুবাদ অথবা দোষ কীর্তন কিছুই ছিল না। কিন্তু অল্প কাল মধ্যেই তাঁহার তৃষ্ণীভাব বিদূরিত হইল। ফ্রেসিয়েরা যাঁহাকে ক্রটাস বলিয়া আনয়ন করিল তাঁহাকে তিনি বিশেষ রূপে চিনিতেন। পরিচিত দর্শনে লুকালাস প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন “অন্টনি! আমি নিঃসংশয়িত চিত্তে বলিতে পারি মার্কাস ক্রটাস কস্মিন্ কালে সজীব শত্রুর করগত হইবার নহেন। তিনি জীবিতই থাকুন অথবা মৃত্যু-গ্রাসে পতিতই হউন, উদ্দেশ্য করিলে তোমরা তাঁহাকে তরুণযোগী অবস্থায় ব্যবস্থাপিত দেখিবে। আমি তাঁহার উদ্ধারার্থ তোমার হস্তে আশ্রয় সমর্পণ করিয়াছি। এখন তোমার যে দণ্ড করিতে ইচ্ছা হয় আমি সেই দণ্ডই সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। আমার কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপন করিবার বাসনা নাই।”

লুকালাসের এইরূপ অটল মিত্রতা সন্দর্শন করিয়া এন্টনির মনে অপেক্ষ

ভাবের উদ্রেক হইল। তিনি হতাশ প্রায় বিমর্ষ সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে নিদেশাশ্রু-কারি সৈন্যগণ! লুকালাসের এরূপ অপলাপে তোমাদিগের মন কতদূর উৎকণ্ঠিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহা আমি সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারি। নিশ্চয় জানিবে তোমরা যে লাভের অন্বেষণে বাহির হইয়া-ছিলে এই লোপ্ত কখনই তদপেক্ষা স্মানমূল্য নহে—তোমরা শত্রুর অন্বেষণে প্ররত হইয়া আমার নিমিত্ত অমূল্য বক্ষুরত্ন সংগ্রহ করিয়াছ। ক্রটাসকে তোমরা জীবিতাবস্থায় আনয়ন করিলে তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলে সাধারণে অপ্রতিষ্ঠা হইত না, তাহা আমি এখন পর্য্যাপ্ত স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু মহাশয়ের সহিত বিপক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া মোহর্দ স্বাপন করিলে কাহারও মনোভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি বিবেকানুমোদিত বর্ষা বিচরণীয় হয় তাহা হইলে এই সর্বগুণোপেত নরকুলভিলক মহাশয়ের সহিত মিত্রতা স্থাপন করাই আমার পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয়। এই

বলিয়া তিনি লুকালাসকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং তদবধি তাঁহার সহিত দেহমাত্র ভিন্ন সমপ্রাণ সখার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

সমুদ্রের জ্যোতির্ময় প্রদেশ ।

গংপাতা জগদী-
জ স্বরের সৃষ্টিমধ্যে
 যে কত প্রকার
 অত্যাশ্চর্য্য অ-
 নির্বচনীয় কাণ্ড আছে, তাহা কে
 বলিতে পারে? উহার এক একটির
 বিষয় সবিশেষ অবগত হইতে
 পারিলে একেবারে বিস্ময় রসে
 আত্ম হইতে হয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন
 রজনীতে সমুদ্রের উপরিভাগের
 কোন কোন স্থান জ্যোতির্ময় অব-
 লোকন করিয়া নাবিকেরা বিস্ময়-
 সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে, এবং দর্শ-
 নবেত্তারা ইহার কারণ অবগত হই-
 বার নিমিত্ত বহুকালাবধি প্রবৃত্ত হই-
 যাছেন। এক জন ফরাশীশ বি-
 জ্ঞানবেত্তা ইহার যথার্থ কারণসু-
 সন্ধানে কৃতসংকল্প হইয়া, কেরিন
 প্রদেশের সম্রিকটে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে
 এই বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া সি-
 দ্ধান্ত করেন, যে উহা কেবল সমুদ্র-

জলের চালনা ও পরস্পর ঘর্ষণ-
 দ্বারা হইয়া থাকে, কারণ তিনি
 অতি উত্তম দূরবীক্ষণ ব্যবহার
 করিয়াও ঐ জলোপরি কোন কীটকে
 ভাসিতে দেখেন নাই। কিন্তু অ-
 ন্যান্য ব্যক্তিদিগের পরীক্ষাতে অন্য
 রূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাঁহারা
 বলেন যে ভিন্ন ভিন্ন কারণ এককালে
 বিদ্যমান থাকিলে এইরূপ উৎপত্তি
 হইয়া থাকে, এবং কখন কখন ঐ ঐ
 কারণের এক একটার দ্বারাও হইয়া
 থাকে। কতকগুলিন পরীক্ষা দ্বারা
 সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে জীব জন্তুর দেহ
 পচিলে সমুদ্রের উপর ওকপ আলোক
 দৃষ্ট হয়। একটি মৃত স্ত্রী স্নেহ মৎ-
 সাকে দত্ত পাত্রস্থিত সমুদ্রজলে রা-
 খিবার্তে অষ্টাবিংশতি ঘণ্টার মধ্যেই
 উহাকে জ্যোতির্ময় করিয়াছিল।
 অপর ইহাও নিশ্চয়, যে সমুদ্রমধ্যে
 অসংখ্য অসংখ্য জ্যোতির্ময় কীটানু
 সকল বসতি করে; তাহাদের দ্বারা
 এরূপ দৃশ্যের ও উদ্ভব হইয়া থাকে।
 এম, ডেনজিলট্ এক জন প্রসিদ্ধ
 ফরাশীশ জ্যোতিষবেত্তা, যিনি
 টেরা অস্ট্রেলিস, হইতে ১৭৭৪ খৃঃ
 অব্দে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন,
 তিনি অনেক রকম কীট আনয়ন

করেন ঐ সকল কীটকে জলে চালনা করিলে পর, উহাদিগের শরীর হইতে আলোক নির্গত হইয়াছিল। এবং এম্‌রিগড স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে ব্রেফ্ট এবং আন-টিলস এই দুই স্থানের মধ্যে যে সমুদ্র উপরিভাগে জ্যোতির্ময় দেখায় তাহা কেবল একরূপ কীটগুপ্তদ্বারা হইয়া থাকে। ঐ সকল কীটগুপ্ত গোলাকার এবং উহার ব্যাস প্রায় ৫ ইঞ্চি! অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তিরা স্বীকার করেন বটে, যে জ্যোতির্ময় কীটগুপ্তদ্বারা একরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু আরও বলেন যে, সকল আলোক কেবল উক্ত কারণে সমুদ্ভূত হওয়া সম্ভব নয়, অতএব ইহার অন্য কোন কারণ থাকিবে। তাঁহারা বিবেচনা করেন, যে কোন দ্রব্য পচিবার সময় উহা হইতে ফসফোরস সদৃশ কোন জ্যোতির্ময় দ্রব্য নির্গত হইয়া থাকে, এবং উহাকে অবশ্যই একটী কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অপর কতকগুলি বিজ্ঞান-বেত্তারা বলেন, যে সমুদ্রের মধ্যে যে সকল তৈলবৎ ও চরবি সদৃশ

দৃষ্ট হয়, এবং এই মত সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা একরূপ মৎস্যের দৃষ্টান্ত দেন, যাহাতে তৈল আছে, এবং ঐ তৈল হইতে অতি সুন্দর আলোক নির্গত হইয়া থাকে। এবি নোলেট নামক অপর এক ব্যক্তি অনেক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, একরূপ ক্ষুদ্র জন্তুদিগের জন্যই হইয়া থাকে। হয় তাহাদিগের শরীর জ্যোতির্ময়, নতুবা অন্য কোন বস্তু তাহাদিগের শরীর হইতে নির্গত হয়, যাহা হইতে আলোকমালা বিকীর্ণ হইয়া থাকে অনেক পরীক্ষার পর এবি নোলেট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুদিগের শরীর আলোকময় বলিয়াই হউক, কিম্বা তাহাদিগের শরীর হইতে একরূপ তৈলবৎ দ্রব্য নির্গত হয়, তাহাদ্বারা ইহউক, উক্তরূপ ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি অন্যান্য কারণ অস্বীকার করেন না। ঐ সকল কারণের মধ্যে মৎস্যের ডিম্ব একটি প্রধান। এম ডাঙ্গিলট, যখন তিনি মাডাগাস্কার দ্বীপ সমীপবর্তী সমুদ্রে অণুবিস্তার চালাইতেছিলেন, সেই সময়ে

মৎস্যের ডিম প্রায় অর্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং উহার বর্ণ বালুকার ন্যায় হওয়াতে, ঐ স্থানকে তাঁহার সিকতাময় চড়া বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। ঐ স্থান হইতে একরূপ দৃগন্ধ নির্গত হইতেছিল। এই ঘটনার কিছু দিবস পূর্বে সমুদ্রের সেই প্রদেশ অসাধারণ আলোকময় দৃষ্ট হইয়াছিল। পুনরায় যখন কেপ অফ গুডহোপ অভিযুক্তে যাত্রা করিতেছিলেন, সেই সময়েও সমুদ্রকে আলোকময় দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, যে ছোট ছোট নোকার হাইল হইতে একরূপ শ্বেত বর্ণের মুক্তাবৎ আলোক নির্গত হইতেছে। ইহা দৃষ্টি করিয়া তিনি জল উত্তোলন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ জলেতে ফসফোরস্ বিদ্যমান ছিল। কএক মিনিট মনোযোগ পূর্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, আলপিনের মস্তক তুল্য গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকময় দ্রব্য রহিয়াছে। ঐ সকল গোলাকার দ্রব্য কোমল এবং পাতলা বোধ হইতে লাগিল। এই ঘটনার কিছু

ক্ষুদ্র মৎস্যেতে সমুদ্রের সেই প্রদেশ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

উপরোক্ত সকল ঘটনা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, যে নানা প্রকার কারণ বশতঃ সমুদ্র স্থানে স্থানে আলোকময় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বরের সৃষ্টি মণ্ডো যে কত প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড আছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, এবং ঐ সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হওয়া অতীব শ্রুতিন। ঈশ্বর যে যত ক্ষুদ্র বস্তু দ্বারা অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড সকল সম্পাদন করিতেছেন, এই সকল যত আমরা অবগত হইতে থাকি, ততই আমাদের মন ভক্তিরসে আদু হইতে থাকে এবং তাঁহার রচনাভিমুখে ভাবিত হয়।

কাচ।

৩১ পৃষ্ঠার পর।

সাঁথার খেত ব-
গের কাচ বাহা
অধিক ব্যবহৃত
হইয়া থাকে,
তাহা প্রায় সিলিকেট অব পোটাস
এবং সিলিকেট অব সীসা দ্বারাই
নির্মিত হইয়া থাকে। ইহাতে সীসা

বিদ্যমান থাকিতেই অধিক দ্রবণীয় ও ঘন হয় ; এবং ইহার উজ্জ্বলতা অধিক হওয়াতে উহা দ্বারা উত্তম উত্তম অলঙ্কৃত কাচের দ্রব্য সমুদায় নির্মিত হইয়া থাকে । ইহা অত্যন্ত কোমল বলিয়াই সহজে পরিস্কৃত ও কর্তন করিতে পারা যায় । সীসা যুক্ত কাচের এই দোষ যে, উহা অম্পা-ঘাতেই চিরখাইয়া যায়, এবং উহার বর্ণ শীঘ্রই বিবর্ণ হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ যদ্যপি উহাতে ক্ষারের ভাগ অধিক থাকে! সুবিখ্যাত ক্ষারের রাসায়নিক পণ্ডিত ডাক্তর ফারাডে পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে এইরূপ ইংলণ্ড দেশীয় কাচেতে ১ সীসা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এই রূপ কাচের গড়নে অনেক ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় এমন কি একটা পাত্রের উপর ও নীচে অম্প ও অধিক ঘনতা দেখা গিয়াছে । সীসার ঘনতা এই কাচের অন্যান্য দ্রব্যের ভাগ অপেক্ষা অধিক হওয়াতে একটা পাত্রের সমুদায় স্থান সমান ঘন হয় না । এই নিমিত্তই ইহা চসমা দূরবীক্ষণ প্রভৃতি নির্মাণ বিষয়ে ব্যবহৃত হইতে পারে না । চসমা প্রভৃতির কাচ নির্মাণ করিতে হইলে অমিশ্রিত দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়, এবং যাহাতে এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপ মিশ্রিত হইয়া যায় এইরূপ করিয়া গালাইতে হয় ; এই রূপ কাচের ভাগ যথা ১০০ অংশ

এবং ৩০ অংশ পরিস্কৃত মুক্তার ভস্ম । এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপ দ্রবীভূত হইলে, একটা দণ্ড দ্বারা আলোড়িত করিলে ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া যায় । শীতল হইলে পর, পাত্রটাকে ভঙ্গ করত কাচ পিণ্ড বাহির করিয়া উহাকে পাত পাত করিয়া কর্তন করিলেই উত্তরূপ কাচ প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

নূতন পুস্তকের সমালোচন ।

মরা শ্রীযুক্ত বাবু
হরিশ্চন্দ্র মিত্র
প্রণীত, মহাকবি
বাল্মীকি প্রণীত
রামায়ণানুবাদের প্রথম সংখ্যা
প্রাপ্ত হইয়াছি । ইহা মহাকবি
বাল্মীকি বিরচিত সংস্কৃত রামায়ণের
প্রকৃত অনুবাদ নহে ; গ্রন্থকার
স্থানে স্থানে আপনার কবিত্বশক্তির
বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়া-
ছেন । কুন্তিবাস আদি রামায়ণের
অনেক অংশ পরিত্যাগ করিয়া
সঙ্ক্ষেপে আখ্যায়িকা সমাপন
করিয়াছেন, কিন্তু বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র
যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন,
এবং প্রথম সংখ্যা দেখিয়া যতদূর
অনুমান করিতে পারা যায়, তাহাতে

সকল অংশই বিস্তারিত রূপে গ্রহণ করিবেন। পণ্ডিত কৃত্তিবাস বঙ্গ-ভাষায় রামায়ণের প্রথম অনুবাদ করিয়া সোপান নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র সেই সোপান অবলম্বন করিয়াও প্রাচীন নিয়মাবলীতে সুছন্তর রামায়ণ সাগর সমুদ্র-রূপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অপর গ্রন্থকর্তা অনেক অংশই আপন কবিত্ব শক্তিদ্বারা সূক্ষ্ম ও স্বার্থক বর্ণনা সম্বলিত করিয়া পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছেন। পাঠকদিগের গোচরার্থ দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

“একদা বসন্ত কালে পেয়ে অবসর।
মুগয়া করিতে গেলা কোশল ঈশ্বর ॥
পশিয়া গহনে ভূপ করে দরশন।
বিচিত্র বনের শোভা নয়ন রঞ্জন ॥
কত শাল, পিয়াল, তমাল তরুণ।
সারি সারি শোভা পায় অতি উজ্জ্বল ॥
শাখায় শাখায় যুক্ত হয়েছে এমন।
মূলদেশে প্রবেশে না রবির কিরণ ॥
ছায়া-সতী বসতি করিছে নিরন্তর।
ক্ষণকাল বসিলে জুড়ায় কলেবর ॥
শাখীপরেবাসাবাঁধি পাখীনা নাজাতি
বাস করে, জানা যায়, সরে কুলজাতি।
কোন স্থানে বিরল বনজ তরুগণ।
মূলেতে প্রবেশে অগ্নি রবির কিরণ ॥

কোথা বা অযত্ন-জাত তরু লতিকায়।
মনোহর কুঞ্জ হেরে নয়ন জুড়ায় ॥
পলাশ, পারুল, বক, করুবক আর।
শোভে মাঝে, পরি কুমুমের হার ॥
নানাজাতি বনচর চরিতেছে বনে।
দর্শনে উপজে তয় তীরুজন মনে ॥”

ইহা দেখিয়া পাঠকগণ বিবেচনা করিতে পারিবেন, এরূপ বর্ণনা কেমন সঙ্গত, সুমধুর ও ভাবপূর্ণ।

বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র আমাদের অপরিচিত নহেন। ইহার বঙ্গ-ভাষায় বিলক্ষণ অমুরাগ আছে, এবং উহার উন্নতি ও সৌকর্য্যার্থে তাঁহার বিশেষ আস্থা ও বড় দৃষ্ট হয়। ইনি ইতিপূর্বে “জানকী নাটক” “বিধবা বঙ্গদ্রাঘনা,” “কবিকলাপ,” “কবিতাকৌমুদী,” প্রভৃতি কয়েকখান গ্রন্থ বাঙ্গালা-ভাষায় রচনা করিয়া আপনার কবিত্ব-শক্তির ও মাতৃভাষায় বুৎপত্তির সম্যক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে যে বিষয়ে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত দুর্লভ ও বহু ব্যয় ও সময় সাধ্য, আমরা প্রার্থনা করি, তিনি অবলম্বিত বিষয়ে নির্ভীক কৃতকার্য্য হইয়েন।

এই বামাযণেব মূল্য ১০ আনা।

Part II.

No 3.

NABA PROBUNDHA

A
MONTHLY MAGAZINE.

নবপ্রবন্ধ ।

মাসিক পত্র ।

সদর্থসন্দোহ বিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ ।

সমস্ত সামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ ।

আষাঢ়, ১২৭৪ ।

মাসিক মূল্য ... ১০

৩য় সংখ্যা ।

জুলাই, ১৮৬৭ ।

অগ্রিম বার্ষিক ২০০

নির্ঘণ্ট ।

শশিপ্রভা দ্বিতীয়স্ক ৬৫	স্বভাবদূত কাব্য ৮২
সোমের প্রতি তারা ৭৫	শিলারুদ্ধি ২৩
আসামের উপাখ্যান ৭৬	মাগলিয়াবিচি.. ... ২৪
চারুচন্দ্রাবলী উপাখ্যান..... ৮৫	মৃতন পুস্তকের সমালোচন ... ২৫

কলিকাতা ।

Printed at the Girish Vidyaratna Press,
No. 58—5. Mirjapur.

নব-প্রবন্ধ কার্য্যালয় । ষোড়শীকো বলরাম দেব
স্ট্রীট ১৮২ নং ভবন ।

Price 5 annas.

মূল্য ১/০ আনা ।

নবপ্রবন্ধ ।

মাসিক পত্র ।

সদর্থসন্দোহবিচারসঙ্কঃ প্রশস্ত রত্নাস্ত কৃতানুসঙ্কঃ ।

সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যত/মেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ ।

৩য় সংখ্যা ।

আষাঢ়, ১২৭৪ ।

জুলাই, ১৮৬৭ ।

মাসিক মূল্য । ১।০

অগ্রিম বার্ষিক ২।০

শশিপ্রভা ।

দ্বিতীয়াঙ্ক ।

(কুসীরাভাস্তরে)



ক

মলিনী-হৃদয়-বল্লভ

অস্তাচল গমনো-

মুখ হইতে চেষ্টা

করিতেছেন দেখি-

য়া, মেঘমালাবৃত লোচনানন্দদায়ক

পশ্চিমাচল, লোহিতবর্ণ সুদৃশ্য

সুবর্ণ সিংহাসন সুসজ্জীভূত করিতে

সচেষ্টিত হইতেছিল। চক্রবাক-

মিথুন, সারস সারসী, হংস হংসী

প্রভৃতি জলকীড়া-কৌতুহলি বিহ-

ঙ্গমদল, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কেহ বা

শৈকত ভূমিতে কেহ বা উপকূল-

প্রান্তে বসিয়া চঞ্চুদ্বারা পরম্পর

নানা প্রকার আনন্দদায়ক কেলি

করিতেছে। কেহ বা জলকীড়ায়

মত্ত হইয়া পক্ষপুট বিস্তার করন্ত

নির্ম্মল নদনীরে সম্ভরণ করিয়া

বেড়াইতেছে। মলয়মারুত মন্দ

মন্দ গতিতে সঞ্চালিত হওয়াতে

সলিলে সমান ভাবে তরঙ্গ-লহরী

উথিত হইয়া নলিনী-দলকে

দোলিত কবাত্রে বোধ হয় যেন

অমুচিভাচরণ-কারিণী অরবিন্দ

অবিরত মধুব্রতকে মধু দান

করিতেছে বলিয়া, তদীয় নায়কের

অস্তাচল গমন অমঙ্গল-বার্তা দিয়া

পামর মধুপকে ভ্রাজ্য করিতে

কহিতেছে। তাই মৃণালিনী অভি-

মানভরে আধ আধ উর্দ্ধ দৃষ্টে

অঞ্চল দ্বারা বদন ঝাঁপিব্যার চেষ্ঠা করিতেছিল। ভ্রমর অভিমান ভরে হৃদ্যাস্ত দম্ভ প্রকাশ করত বঙ্কার দিয়া ফুল হইতে বহির্গত হইয়া মনের খেদে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। কাননে কুরঙ্গিণী শাবক সমভি-
 ব্যাহারে লইয়া নৃত্য করিতে করিতে গ্রীবাভঙ্গি দ্বারা উপত্যকাস্থিত নিখরিণীকে দৃষ্টি করিতেছে। হরি অন্তাচলপাটে বসিতেছেন দেখিয়া হরিণচয় জলপান-লালসায় নদকূলে আগমন করিতেছে। দিকব্যাপিত মহীধরনিচয় নীল, লোহিত, পীত ও ধবল প্রভৃতি অপূর্ণ বর্ণ ধারণ করাতে ঋতুরাজের বিজয়-
 চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে। নিকটস্থ কাননকুঞ্জে নাগকেশর, বকুল, চম্পক, অশোক প্রভৃতি নানা প্রকার বনজ কুসুমচয় প্রস্ফুটিত হওয়াতে এবং সমীপস্থ পার্শ্বতশিখরাকূট হইয়া মত্ত মাতঙ্গ সকল চন্দন-বৃক্ষ-
 শাখাচয় ভগ্ন করাতে কি নিরুপম সুবাস সৌগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত করিতেছে। দহিয়াল প্রভৃতি গায়ক বিহঙ্গমপুঞ্জ মহীকুহশাখাপ্রান্তে বসিয়া সুমধুর তানে মহীভলস্থ যাবতীয় জীবের মনোহরণ করি-

তেছে। সন্ধ্যা সমাগমের এখনও অনেক বিলম্ব আছে বলিয়া পিককুল কুহ্মবরে ধরাকে প্রবোধ প্রদান করিতেছে।

পথিক এমন সময় দুঃখিতান্তঃ-
 করণে সেই পত্রনির্মিত কুটীরা-
 ভাস্তরে বসিয়া যাবতীয় সুদৃশ্য বিশ্ব-নাট্যালা দর্শন করিয়া রত প্রকার ভাবান্দোলিত করিতেছেন।
 হে বিশ্ববিনোদন ! তোমার অসা-
 মান্য সৃষ্টিতে কি চমৎকার পদার্থই
 দেদীপ্যমান রহিয়াছে। হে ঈশ্বর !
 তোমার কি অসাধারণ প্রভাব ! এই
 সুরম্য স্থানে আনীত হওনাবধি
 কত প্রকার নয়ন-প্রীতিকর অনভি-
 লম্বিত বস্তুর প্রাপ্তি প্রত্যাশা বল-
 বতী হইতেছে। একাকী এত বিপন্ন
 হইয়াও মন প্রফুল্ল হইতেছে। সুন্দরী
 সন্দর্শনে তাঁহার মনে যে একটি ভ্রান্তি
 জন্মাইয়াছিল, সেই বিষয় এক এক
 বার মনে তর্ক করিতেছিলেন। “যে
 অমুপমরূপলাবণ্যবতী মোহিনীমূর্তি
 ও প্রিয়দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করি-
 য়াছি, সে কি স্বপ্ন ? না, আমিত সেই
 হেমাঙ্গিনী মরালগামিনী কামিনী-
 গণের পশ্চাদ্বর্তী হইয়া তাঁহাদের
 বাসস্থান পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি।

তবে সেই সুকুমারী কামিনীদ্বয় কি ঐন্দ্রজালিকা ? আহা ! আমি যে কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না । আমার মন কেন এত উৎকণ্ঠিত হইল ? প্রাণ আর কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিতেছে না কেন ? আহা ! আমার মানস-পটে সেই মোহিনীমূর্ত্তি এখনও যেন চিত্রিত রহিয়াছে । মন ! সেই সুকুমারমতি বহুগুণ সম্পন্ন সুন্দরীরা সন্দর্শনের আশা আর কেন বলবতী করিতেছে ? যখন তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিলাম কেন তখন সেই শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বিরত হইলে, তাহা হইলে কৌশলক্রমে কোন প্রকারে সেই অতুলনা ললনাদের পরিচয়ও ত পাইতাম । রে হতভাগ্য মন ! সুধাকরকে করদ্বারা স্পর্শ করিয়া পরিত্যাগ করিলে ! রে নয়ন ! আর কি সেই প্রিয়বস্ত্র দর্শনে পরিতৃপ্ত হইবে ?” ক্ষণেক উর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করত দিবাকরকে সন্ধান পূরক কহিতেছেন, “হে কমলিনীকান্ত ! তুমি হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে স্বীয় কান্তার সহিত অমুচিত ব্যবহার করিয়া বিয়োগ-বিধুর পাশ্বে এই বিজন মাঝে এত দুঃখ দেওয়া উচিত হয় না ? ইত্যাদি

নানা প্রকার বিলাপকর বাক্য দ্বারা প্রমোত্তর আপনিই করিতে-ছেন. ক্ষণ পরেই আবার মনকে কহিতেছেন, মন চল সেই রূপরাশি-বিশিষ্টা হরিণাক্ষী কোমলকান্তি কামিনীদ্বয়কে মনের সাধে দর্শন করিগে । আহা ! কি রূপলাবণ্য এমন ত কখন দেখি নাই ! এখন কোন্ উপায়াবলম্বন দ্বারা সেই রমণীরত্ন দর্শনে নয়ন সার্থক করিব ?” এখন কি করি ? উঃ, বসন্ত সময় কি ভয়ানক ! এসময়ে বিরহবিধুর পথিকের হৃদয় কেমন করিয়া স্থির থাকে ।

ঋতুরাজের প্রধানামাত্যের শরাসন কি নিষ্ঠুর ! নয়ন-পথাস্তুরাল হইতে নির্দয় পীড়াদায়ক কুসুমশর নিক্ষেপ করিয়া পাতৃজনকে অনবরত ক্লেশ দিতে কি ক্রটি করে না ? সেই জনাই বুঝি মার-নামে বিখ্যাত হইয়া ঋতুরাজের শ্রেষ্ঠ সহচর বলিয়া লোকসমাজে পরিগণিত হইয়াছেন ? আহা, নবানুরাগের কি অনির্লচনীয়া প্রভাব ! এইরূপ কামিনী-চিন্তায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া আর স্থির হইতে পারিতে-ছেন না । এমন সময় সন্নিহিত বনমধ্যে মনুষ্য-পদ-চালিত

শব্দ শ্রবণ করিয়া নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরেই একটা সপ্তবিংশতিবয়স্কা, ঈষৎ গোরাঙ্গী, মধ্যমাকৃতি, চঞ্চলাক্ষী রমণী কুটীর-বহির্ভাগে ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে? তৎপশ্চাতে আকাঙ্ক্ষিত রমণীরত্ন-দ্বয় বিস্ময়াকুল-লোচনে চতুর্দিক অবলোকন করিতেছেন। পথিক প্রীতি-বিস্ফারিত অনিমিষ লোচনে মনোহারিণীদিগকে দেখিতে লাগিলেন। আহা, বিধাতা বুঝি এই কাননবাসিনী কামিনীদ্বয়কে মনের সাধে নিজ্জনে বসিয়া নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন! এইরূপ নানাপ্রকার, চিন্তা করিতেছিলেন। প্রথম রমণী অবিলম্বেই সেই পর্ণ-কুটীরান্তস্তরে অপরিচিত পথিককে সহসা দেখিয়া করুণস্বরে কহিতে লাগিল, “আপনি কে? কোথা হইতে কি প্রকারে আমাদের বিলাসবনে উপস্থিত হইয়াছেন? আমরা রাজাজ্ঞানুসারে স্বাধীনতায় এখানে নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকি, আপনাকে দেখিয়া আমাদের মনে বড় আশঙ্কা হইতেছে, অপরিচিত থাকা উচিত হয় না, সহচরীরা ভীত হইয়াছেন” পথিক কুটীর

প্রান্তে যাইয়া প্রত্যুত্তরে কহিলেন “আমি বিদেশী পথিক, স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম, ক্রমে দৈবকর্তৃক এখানে আনীত হইয়াছি, আমার আর দুইটা বয়স্য সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারা যে কোথায় পড়িয়াছেন বুঝিতে পারি না, আমি কোন ছলনাকারী শত্রুপক্ষ নহি, এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছি, কি করি, আপনাদের এই কুটীরটা অবলোকন করিয়া আচ্ছাদপূৰ্ব্বক অগত্যা নানাপ্রকার ভাবিতোছি, ক্রমেও দিব্যবসান হইতেছে।” এই কথা শ্রবণ করিয়া কামিনীগণ কিঞ্চিৎ উৎসুকা হইয়া, সকলেই কুটীরপ্রান্ত পৌরকে দণ্ডায়মানা হইয়া পরস্পর কি বলিলেন, পথিক তাহা শ্রবণ করিতে সক্ষম হইলেন না, এবং ক্ষণপরেই পথিকের হৃদয়ানন্দদায়িনী কামিনীদ্বয় কাননস্থিত কুসুমের সৌরভ সেবন করিতে করিতে এক একবার অনিমিষ লোচনে আগন্তুককে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রথম রমণী (যিনি পথিককে সযোধান করিয়া ছিলেন) উপবনস্থিত বকুল ফুল, ও কাটমল্লিকা কএকটা সংগ্রহ

করিয়া বেড়াইতেছিল, পরে সক-
লেই নদ-নীরের বিস্তৃত বায়ুসেবনে
চলিলেন। পথিকও তাঁহাদের কক্ষিৎ
দূরে পশ্চাৎ গমন করিতেছেন,
কিয়দূর গমন করিয়া যুবক কহিলেন
“হে কামিনীগণ, আপনারা কোন
রাজকুলপ্রসূতা বলিয়া জ্ঞান হই-
তেছে! দেখিতেছি তিনটী স্ত্রীরত্ন
এই নিবিড় কানন মাঝে কেন
বাসস্থান স্থির করিয়াছেন, পরিচয়
প্রদানে অধীনকে কৃতার্থ করুন,
আপনাদের দর্শনে আমার যাবতীয়
ছঃখ ছর হইল, যতক্ষণ এখায়
আছেন, পীযুষসদৃশ বচনে আমার
মানস-চকোরকে পরিতৃপ্ত করিলে
ভাল হয় না? প্রত্যুত্তরকারিণী
প্রথমা রমণী কহিল, পরিচয়
দিতে আমাদের মনে কিছু ভয়
হয়, কেননা আপনি বিদেশী
আমরা সরলহৃদয়া অবলা কুলবালা,
পাছে কোন বিপদ ঘটে সেই বড়
আশঙ্কা। সহসা পুরুষ দেখিলে
স্রীজাতি লজ্জামুরোধে স্বভাব-
শৃঙ্খল ভঙ্গ করিতে পারে না,
আপনি যদ্যপি একান্ত উৎসুক
হইয়া থাকেন তবে আশুন ঐ উপ-
কূলের অনভিদুরে বৃক্ষতলে বসিগে।

যুবক সাহসাদে গমন করিতে লাগি-
লেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ
থাকিতে পারে, প্রভাত সময়ে পথিক
যে কামিনীদ্বয়কে দৃষ্টি করত এত
উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, এখন সেই
কামিনীদ্বয় মধ্যে কনিষ্ঠা রূপরাশি
বিশিষ্টা রমণীরত্ন, পথিকের দর্শনে
মনে মনে কতপ্রকার তাবিত-
ছিলেন, ও এক একবার প্রীতি-
জনক নয়নে কটাক্ষ করিতে-
ছেন, মনে কত প্রকারই অনুরাগ
উপস্থিত হইতেছে। শরাসন অন্তরু
হইয়া ফুলবাণ নিক্ষেপ করাতোই
ক্ষণে ক্ষণে শরীর লোমাঞ্চিত হইতে-
ছিল, না হবে কেন, উভয়েই সমান
ভাবে অধৈর্য্য হইয়াছিলেন। এস
পাঠক উপকূলে কামিনীগণের পরি-
চয় শ্রবণ করিগে।

সুধাকর করতলে।

কামিনীগণ ও আগন্তুক উপকূল
প্রান্ত ভূমিখণ্ডে দূরদর্শনাসনে উপ-
বেশন করিলেন। পথিক তাহাদের
যদিও অদূরে বসিয়াছিলেন তথাচ
তাহার মনে কোন কৃত্রিম তাব
ছিল কি না তাহা তিনিই জানেন।

এইরূপ উপবেশনান্তে সপ্তবিংশতি বর্ষ বয়স্কা কামিনী আসাম দেশের প্রচলিত প্রথামুসারে স্বীয়বস্ত্র গ্রথিত তাম্বুলদ্বারা আগন্তুককে সস্তাষণ করিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন “দৌরঙ প্রদেশে ভেজপুর নামক প্রসিদ্ধ রাজধানীর রাজা রত্নধর, ভোট নাগ প্রভৃতি কএকটি পার্শ্বভীয় অসত্য দুর্দান্ত জাতির অত্যাচারে ও ব্রহ্মদেশীয় বাদসাহের উপদ্রবে, রাজ্য ত্যাগ পূর্বক এই স্থানে দেবারাধনার্থে আসিয়া অজ্ঞাতরূপে বাস করিতেছেন। শত্রুগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছে শুনিয়া এক্ষণে রাজা শীঘ্রই রাজধানীতে পুনর্গমন করিবেন এমত কল্পনা আছে, ভূপতির এই দুইটী মাত্র ছহিতা, আর অপর বংশধর নাই। এই যে অনন্যমনা হইয়া নদ নিরীক্ষণ করিতেছেন ইনি জ্যেষ্ঠ। এর নাম “ইন্দুপ্রভা” “টেকলাবর” নামক প্রসিদ্ধ পর্তুগীজকারি “রাজা মহীধরের” পুত্র কুমার বিজয়-কেশবের প্রাণাধিকা সহধর্মিণী ছিলেন, সম্প্রতি মানেন্দেব দ্বারা পরাভূত হইয়া শত্রুকর্তৃক সর্বংশে

বিনষ্ট হওয়াতে ইনি পিতৃগৃহে পুনরর্পিতা হইয়াছেন। তাইতে বিনোদিনী সর্বদা মনোহুগ্ধে কাল-যাপন করিতেছেন। এবং এই যে সুলোচনা চন্দ্রমুখী নবযৌবনসম্পন্না ভাবিনী, ইহার নাম “মেঘমালা” মহারাজের অতি স্নেহের পাত্রী কনিষ্ঠা কন্যা বলিয়াই আদর করিয়া “শশিপ্রভা” সম্বোধন করিয়া থাকেন। এবং লোকেও “শশি-প্রভা” বিখ্যাত। এখন ইনি অবিবাহিতাবস্থায় কালযাপন করিতেছেন, মহারাজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াই এই ঘোড়শীর বিবাহোদ্‌যোগ করিবেন, অধীনীর নাম “হোমতুরী” শৈশব কালে পিতৃহীন হওয়াতে জননী “শিব-সাগরাস্তগত” “রাজমায়া” নামক বিখ্যাত স্থান হইতে এখানে আসিয়া রাজা রত্নধরকে উপঢৌকন স্বরূপ আমাকে প্রদান করেন, তদ-বধি আমি রাজাকে পিতা জ্ঞান-করত প্রতিপালিত হইয়া এতাবৎ কাল তাঁহার আশ্রয়ে এই রাজ-কুমারীদের সহচরী বলিয়াই কাল-যাপন করিতেছি। ইহাদেরও অভেদ্য স্নেহে অশ্রুহীন হইয়াছি,

রাজা আমার বিবাহ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বলিতে কি, আমার সে বিষয়ে প্রয়াস নাই, তবে নানাবিধ আয়োদ প্রমোদে কাল কাটাই ”। এখন মেঘমালার মনো-মত প্রাণেশ্বর হইলেই আমাদের যার পর নাই আত্মলাভ হয়। আপনি কি কোন কামিনীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার সুদৃশ্য মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা বিম্মিত হইয়াছি। হোমতরী যখন এই সকল বৃত্তান্ত কহিতেছিল- মেঘ-মালা এতাবৎ কাল এক মনে শুনিতেছিলেন, বিবাহের কথা হইলে তিনি স্বভাব কর্তৃক প্রোৎসাহিত হইলেন, নদের তরঙ্গের ন্যায় মন অস্থির হইতে লাগিল, সমী-রণ সেবন যেন অগ্নি স্কুলিঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে দহন করিতেছে এমন অসহ্য হইয়া উঠিল। নদের প্রশস্ত বালুকাময় ধবলাকার স্থান যেমন আতপতাতে তাপিত হই-বায় ক্লেশদায়ক হয় তাহার মনও তদ্রূপ হইয়াছিল। গগণ প্রদেশের নির্মলতা ও পশ্চিমদিকের নয়ন-প্রীতিকর শোভা দৃষ্টে তাঁহার মনে কত প্রকার ভাব উদ্ভিত

হইতেছিল। উঃ সখি হোমতরী এই জ্বালা বৃদ্ধি করিল, এই রতিপতি সদৃশ পাশ্বেকে দেখিয়া অবধি আমার মন কেন এত বিচলিত হইতে লাগিল। কিছুই যে ভাল লাগে না, কেবল ঐ মুখচন্দ্রাবলো-কন করিলে মনঃ শান্ত হয়।

যখন অদর্শন রূপ-ভিমিরাঙ্কস হইবে, বোধ হয় তখন আর বাঁচিব না। যাহা হউক প্রিয় বস্তু যতক্ষণ নিরীক্ষণ করা যায় ততক্ষণই ভাল। মেঘমালা অপরিষ্কৃত বচনে এইমাত্র কহিয়া নিস্তব্ধ হইলেন, সুন্দরী সন্ধ্যোপনে পথিক কহিতে-ছেন, “আহা কি চমৎকার নাম গুলিন প্রবণ করিলাম “ইন্দু-প্রভা” যথার্থই যেন নামের পরি-চয় প্রদান করিতেছেন। ভূপতি কি সারগ্রাহী, মেঘমালাকে শশিপ্রভা বলিয়া ডাকাতে যথার্থই গুণের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, আদ্যো-পান্ত প্রবণ করিয়া আমার যাবতীয় দুঃখ মোচন হইল, বলিতে কি, আমি এই ভীষণ নিবিড় বনমাঝে যেন আমার সহস্র রত্ন লাভ হইল। ঐ দেখ কমলিনী-কান্ত আপনাদের পরিচয় প্রবণান্তে যেন মদীয় দুঃখা-

নলোত্তপ্ত কলেবর শীতল করিবার নিমিত্ত উৰ্দ্ধ করে চরম সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন। কুমুদবল্লভ বিয়োগ বিধুরা কুমদ বধূর বিরহ শাস্তি করিবার জন্য আন্তে ব্যস্তে পূৰ্ব্বাচলের শিখরাকূট হইলেন, নীল বর্ণ চন্দ্রাতপ সদৃশ নভো-মণ্ডল নক্ষত্ররূপ হীরক খণ্ডে শোভিত হইল। আহা প্রকৃতির মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য দেখিবার নিমিত্ত কাহার অন্তঃকরণ কোতুকাক্ষান্ত না হইয়া স্থির থাকিতে পারে। যুবক পুনর্বার ভাবিতে লাগিলেন, “আহা এতাদৃশ রূপ লাভণ্য একরূপ মনোহর ভাবভঙ্গী ও এমন হাস্য মাধুরী আর কাহার আছে? বত বার দেখিতেছি তত বারই অভিনব বলিয়া বোধ হইতেছে, এই বলিয়া হৃদয়ের প্রতি কহিলেন” “হৃদয় আশ্বাসিত হও, আর ব্যাকুল হইও না”।

এই বলিয়া আবার যখন পথিক তাঁহাদিগকে একতানমনে দেখিতে-ছিলেন, তখন তাহারা ইতস্ততঃ সঙ্ক্যা সমাগমের রমণীয় শোভা দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহাদের পশ্চাদ্ধিক, মনুষ্যের

গলার স্বর, যেন কেহ গীত গাইতে গাইতে আসিতেছে, এমনত অস্পষ্ট বোধ হইল, পথিক কিছু সঙ্কুচিত হইলেন, হোমতরী জিজ্ঞাসা করিল কে ও”।

প্রত্যুত্তরে কহিল আমি “লেইঙ” হোমতরী কহিল কেন। (নিকটস্থ হইয়া) লেইঙ কহিল, “এখন হাওয়া খাওয়া হয় নাই, চল, রাণী দেব-মঠে তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন”। এই লেইঙ নিকটস্থ হইয়া পথিককে দেখিয়া সম্মুখে নমস্কার করিল, তিনিও নমস্কার প্রত্যর্পণ করিলেন। লেইঙ রাজা রত্নধরের ক্রয় করা দাস, বয়স প্রায় চল্লিশ, ঈষৎ দীর্ঘাকার শরীরে মাংস অধিক না থাকিতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট, ও যেমন অটালিকোপরি অশ্বখ বৃক্ষ হইলে প্রাচীরে ষেক্রপ মূল সকল দৃশ্য হয় তেমনি ইহার শরীরস্থ শিরা সকল দেখা যাইতে ছিল, দন্ত গুলিন জগন্নাথের পাণ্ডাদের দাঁতের মত, কিম্বা ছোট ছোট বাদা চিংড়ির মত বলিলেও বলা যায়, মাথায় চুল লম্বা, কাণে কেরু ৯১, আসান

• কবে গাথরের গহনী বিশেষঃ আসানের কি জী কি পুরুষ সকলে ব্যবহার করে।

দেশের রীতি অনুযায়ী কটিতে এক খানি “খম্‌টা দা ” বুলিতেছিল, ক্ষণে এক ছোট পুটুকা তাহাতে পান্‌ কাঁচা সুপারি ইত্যাদি ছিল, আকর্ষণে গঙ্গার ঘাটের উড়ে যেটেল ব্রাহ্মণের মত । মধো মধো গান গাইতেছিল, তাহা বুঝে ওঠা ভার । পুনর্বার কহিল, চলনা বিলম্ব কেন” তখন না গেলেও নয়, অথচ কেমন করিয়াই বা যেতে পারি ” এই উভয় সঙ্কট উপস্থিত হইল । হোমতরী কহিল “আগ-
ন্তক আপনি এখানে ক্ষণেক বিলম্ব করুন, আমরা শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব, “অনুমতি হয় ত আসি” যুবা কহিলেন, দূত আসিয়াছে, বলিব কি, আগি এই উপকূলেই থাকি ! নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দানে বাধিত করিতে হইবে । অতঃপর সুন্দরীরা দাস সমভিব্যাহারে গমন করিলেন ।

চর্ষে বিষাদ ।

ইন্দুপ্রভা, মেঘমালা, হোমতরী, পথিককে একাকী রাখিয়া দূত সম-
ভিব্যাহারে চলিলেন, পশ্চিমমধ্যে

আগন্তক সম্মুখে কোন প্রকার কথোপকথন হইতেছিল কি না, তাহা বলা বাহুল্য, পাঠক আপনিই অনুভব করিতে পারিবেন । এদিকে পাস্‌ সুচারু সুধাকরের সুদৃশ্যচ্ছবি দেখিয়া রমণী রত্নদের হাব ভাব ও অঙ্গসৌষ্ঠব ভাবিতে লাগিলেন, আহা, “ইন্দুপ্রভার কি অলৌকিক রূপলাবণ্য, মুখখানি যেন ঢল ঢল করিতেছে । আলুলায়িত কেশ-
তার বিনা বেণীতে কবরী বদ্ধ হওয়ায় কপোল দেশে দুই একগাছি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাতে আবার মন্দং মলয় বায়ুদ্বারা চালিত হইতেছিল এতেই কত শোভা । লোচন যুগল পটোলের ন্যায় আকর্ষণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়াই যেন শ্রবণদ্বয় তাহাদের গতি রোধ করিতেছে তাই বুঝি ক্রোধভরে রক্তবর্ণ হইয়া চঞ্চলা স্বরূপ ইতস্তত ধাবমান হইতেছিল, নাসিকার কি উত্তম গঠন খগচক্ষু বলিলেও অত্যাক্তি হয় না । বক্ষঃস্থিত কুচদ্বয় বিদ্যাগিরির ন্যায় উন্নতশির, বাড়িলে পড়িতে হয় এজন্যই বুঝি নত-
শিরে অধোমুখ হইয়াছে । আহা! এই সৌকম্য্য সময়ে পতিহীন হও-

যাতে, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, হে জগদীশ্বর এই অশেষ রূপ গুণ সম্পন্ন কামিনীকে অনাথা করিয়া এত দুঃখ দিতে কি জন্য বিরত হইলে না..... । আহা! কি নয়ন প্রীতিকর রূপমধুর্য্য, দেখিয়া শিরীষ কুসুম লজ্জায় বনে বাস করিয়াছে। মেঘলায় ঝরিয়া (রেশমীয় বস্ত্র) পরিধান, তাতেই যেন নবমালিকার ন্যায় শ্রী ধারণ করিয়াছেন, যতক্ষণ আমার সমীপস্থা ছিলেন, একটি কথাও কহিতে প্রবণ করি নাই। ষাহাহউক, দেহটী ঐষৎ দীর্ঘাকার বটে, কিন্তু অঙ্গমৌল্যে কুৎসিত। দেখা যায় নাই, আমার নয়ন অনবরতই সেই সুলোচনা সুকুমারমতি কামিনী প্রধানাকে নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, আবার মেঘমালা যে ভদ্রীতে বসিয়াছিলেন তাঁহার মুখশ্রী কোকনদ অপেক্ষাও মনোহর, আহা কি নয়ন-যুগল, ইন্দুপ্রভা হইতে উজ্জ্বল ও প্রীতিকর, বঙ্গাঙ্গনার ন্যায় অলকা তিলকা বিশিষ্ট ললাট প্রদেশ নহে, কিম্বা কোন বেশ-বিন্যাসও নাই, কেশরাশি একত্র সমবেত করা কবরীবন্ধ বিনাইয়া বেণী বাঁধা

নহে, খাঁড়ি মুসুরির দাল উত্তম ধোওয়া মলমলে বাঁধিলে যেরূপ সুন্দর আভা প্রকাশিত হয়, মেঘ-মালার বর্ণ সেইরূপ অর্থাৎ দুধে আলতা। বক্ষস্থলে মনোরম সুদৃশ্য কুচগিরি দেখিয়া যেন পর্ষতচয় আপন হৃদয়ে ও শিরে মহীকুহগণকে স্থান দিয়া মনোদুঃখে নিয়ত দাবানলে দগ্ধ হইয়া থাকে, এবং নিয়ত নিৰ্ঝরিণীদ্বারা অশ্রুপাত করিয়া থাকে। আহা! জীবিতেশ্বরী ললনার তুলনা আর কি আছে?

“তাদ্র মাসের তরা নদী” বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। “শত্রু ফিরে চায়” এমন রূপ ত আমি কখন দেখি নাই, বিধাতা কি নিঃস্বর্নে বসিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আগন্তকের মনেকত প্রকার ভাব উদ্দীপন হইতেছিল, কুমুদবন্ধু স্বীয় কান্তার প্রতি অসাধারণ প্রীতি প্রকাশ পূর্বক আকাশাসনে উপবেশন করিলেন। নক্ষত্রমালা সমুজ্জ্বল ভাতিতে প্রকাশ পাইতেছিল। পথিক ক্রমেক অধোমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক সেই হৃদয় বিলাসিনী রাজকুমারীর অকলঙ্ক মুখশশী ভাবিতে

শরীরে স্বেদ সলিল তুষারের ন্যায়
অনর্গল নির্গত হইতেছিল। এত
যে স্নিগ্ধকর বায়ু তাঁহার কোন উপ-
কার করিতে পারে নাই। রসাল
রক্ত শাখায় বসিয়া কোকিল কুল
কুহু স্বরে তাঁহাকে আবো আকুলিত
করিতেছিল। যামিনী আগত দে-
খিয়া তিনি এখন কি করিবেন তাই
ভাবিতে ছিলেন, মনে২ করিতে
ছিলেন যে আর কি সেই সুন্দরী
দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয় সার্থক করিতে
সমর্থ হইবেন। এমন সময় নিশা-
মৃগচয় কুশবন মধ্যস্থিত শিশুপা
রক্ততলে সমবেত হইয়া উট্টো২স্বরে
রব করাতে বন ও উপকূল ভয়ানক
প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, কৌষিক-
কুল শালুলিরক্তশাখায় বসিয়া চিৎ-
কার করিতেছে। চন্দ্র-কান্তাকে
অলৌকিক শোভাতে শোভিত দে-
খিয়া চন্দন শারিক পুরস্পর আমো-
দিত হইয়া চন্দ্রনগল দর্শনে চরি-
তার্থ হইতেছিল। চন্দ্র কিরণে নদের
বালুকাময় স্থান কি লোচনলোভ-
নীয় দৃশ্য হইয়াছিল, আহা, পর-
মেশ্বরের কি সৃষ্টি কোশল, আগন্তুক
নদ তটের চতুর্দিক অবলোকন পূর্বক
নয়ন সার্থক করিতেছেন, এমন সময়

কে যেন তাহার নিকটে আসিতেছে,
বোধ হয় স্ত্রী লোক তবে কি সেই
হোমতরী ! বিলাসিনীদের অদ-
র্শনে পথিকের হর্ষে বিষাদ উপস্থিত
হইয়াছিল, এক্ষণে কামিনীদের দর্শ-
নাশা বলবতী হইল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সোমের প্রতি তারা।

আগে যদি জানিতাম ওহে প্রাণবঁধু।
ফুল ইন্দীবরে তুমি পান কর মধু ॥
আগে যদি জানিতাম হে রসনিধান।
প্রেমরসে কামিনীর যুড়াও হে প্রাণ ॥
আগে যদি জানিতাম তুমি গুণাকর।
রোহিণীর প্রিয়তম প্রাণের ঈশ্বর ॥
তাহলে তোমার প্রেমে তবচিরদাসী।
কি হেতু মজিবে বল ওহে গুণরাশি ॥
কিন্তু এক কথা বলি শুন রসময়।
ভুলিবে আমার মন অসম্ভব নয় ॥
পৃথিবী মণ্ডলে আছে যত রূপবান।
তুমি সখা সকলের পরাক্তব স্থান ॥
জগত শীতল করে তব স্নিগ্ধ করে।
মধুর লাবণ্য তব মুনি মন হরে ॥
একমাত্র সখা তুমি জগত রঞ্জন।
সাধে কি তোমার প্রেমে মজায়েছিমন ॥
যখন পড়িতে পাঠ বসিয়ে বিজনে।
গুনিতাম সখা আমি বসিয়েগোপনে ॥

তব ত্রিমুখের বাণী অমৃত সমান ।
 শ্রবণ-বিবরে পশি জুড়াইত প্রাণ ॥
 কভু ছল করি সখা নিকটে আসিয়ে ।
 কহিতে কতেক কথা হাসিয়ে হাসিয়ে ॥
 সে সময় মনে মনে হইত আমার ।
 স্বরস সম্পদ তুচ্ছ নিকটে তাহার ॥
 সেই সব ভাব নব ভাবেতে এখন ।
 পরিণত হয়ে মম দহিছে জীবন ॥
 মজ্জিয়ে তোমার প্রেমে ওহে গুণাধার ।
 করিয়াছি প্রাণেশের প্রেম পরিহার ॥
 এমনি তোমার প্রেমে মজ্জিয়াছে মন ।
 ব্রজরাজ প্রতি যেন ব্রজবধূগণ ।
 যখন লইতে পাঠ গুরুর সদনে ।
 গুণিতাম এক মনে দাঁড়ায়ে গোপনে ॥
 নয়নে নয়নে বঁধু হইলে মিলন ।
 অমনি জীবন মন করিতে হরণ ॥
 ভাসাইয়ে রোহিণীয়ে যাতনাসাগরে ।
 কাঁদাইয়ে কুমুদীয়ে সুখ সরোবরে ॥
 যামিনীতে যামিনীয়ে ত্যজি রসময় ।
 আমার হৃদয়াকাশে হইতে উদয় ॥
 মমপ্রতি অনুকূল ছিলে হে তখন ।
 ভাগ্যদোষে ত্রিতকূল হয়েছ এখন ॥
 কিন্তুসখাপোড়া ঘরে আর না রহিব ।
 নগরের ঘরে ঘরে সতত ভ্রমিব ॥
 কহিব সবার কাছে ওহে প্রাণধন ।
 কামিনীর প্রাণহর রজনী রমণ ॥
 নগর হইতে আমি বনে প্রবেশিয়ে ।

অমুরাগে বৃক্ষছালে রাখিব লিখিয়ে ।
 সকলই অনায়াসে করিবে পঠন ।
 কামিনীর প্রাণহর রজনী রমণ ॥
 ওইভাবে গান এক রচনা করিয়ে ।
 বিদ্যাধরীগণে আমি দিব শিখাইয়ে ।
 সুরপুরে তাহার গাইবে অনুক্ষণ ।
 কামিনীর প্রাণহর রজনী রমণ ॥
 বন হতে শারিণ্ডকে ধরিয়ে আনিয়ে ।
 শিখাইব ওই গান যতন করিয়ে ॥
 উত্তম গাইতে তারা পারিবে যখন ।
 গৃহে যেতে অনুমতি দিব হে তখন ॥
 লোকালয়ে গিয়ে তারা গায়ক মতন ।
 অমুরাগে এই গান গাবে অনুক্ষণ ।
 কামিনীর প্রাণ হর রজনী রমণ ॥
 অধিক লিখিতে সখা আর নাহি পারি ।
 নিয়ত দিতেছে বাধা নয়নের বারি ॥

প্রাপ্ত ।

আমাদের উপাখ্যান ।

ভক্তশ টরাস যথায়
 অ ভীষণ বেশ পারণ
 করিয়া বিরাজিত,
 পতনোন্মুখ শিলা
 খণ্ড বেগবান নিখর সমূহ,
 এবং দূরস্থিত পর্যটক বর্গের ভয়া-
 তিরেক কারী আর আর নৈসর্গিক
 ব্যাপার যেখানে নিরন্তর ঘটতেছে,

সেই ভীষণ ভূধরের শীতল হৃদয় দেশে নর-সংসর্গ-বিরহিত, মানব-মণ্ডলীর আচার ব্যবহার বিদেহী আসাম নামক জনৈক নর-নিম্জুক বাস করিতেন ।

আসাম শ্রাবণকাল মানবগণের সহবাসে অভিবাহিত করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের আগোদ প্রমোদে তাঁহার কিছু মাত্র অনমুরাগ ছিল না । ক্রিপে সহবাসী ও শরণাপন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে হয় তাহাতে তিনি শিক্ষিত হইয়াছিলেন । কিন্তু হৃদয়ের কোমলতা জনিত অসমগ্র-দর্শিতা নিবন্ধন, অল্প কালের মধ্যেই দুঃখ-দিগের দুঃখ মোচন করিতে করিতে সমুদয় সম্পত্তি ব্যয় করিয়া ফেলিলেন । যাচকেরা কখন ও তাঁহার নিকট হইতে ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিত না । শ্রান্ত পশিকগণ গ্রামপনোদন না করিয়া তাঁহার দ্বারের নিকটস্থ পথ অতিক্রম করিতে পারিত না । যে পর্য্যন্ত এক কালে শক্তি শূন্য না হইয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত তিনি কাহার উপকার অথবা দুঃখ মোচন করিতে বিরত হন নাই । এইরূপে সর্বস্বাস্থ্য করিয়া তিনি

ভাবিলেন, যাহারা পূর্বে তাঁহার আমুকূল্যে দুর্দশা হইতে মুক্ত হইয়াছে এখন সাহায্যের নিমিত্ত আবেদন করিলে অবশ্যই তাহারা করুণরস পরবশ হইয়া তদীয় অনাটন নিবারণ করিতে বদ্ধপারিকর হইবে । কিন্তু কৃতজ্ঞ মানব মণ্ডলী তাঁহার দুঃখ মোচন করা দূরে থাকুক, বরং প্রার্থনা প্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল । সংসারের এইরূপ ভাব গতি দর্শন করিয়া তিনি একবারে বিন্ময়াপন্ন হইলেন, পূর্বে মানবগণের যেরূপ পক্ষপাতী ছিলেন এক্ষণে তদন্তরূপ বিদেহী হইয়া উঠিলেন । তাহাদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব অগণিত দোষ, এখন তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল । যে দিকে নয়ন প্রত্যাবর্তন করেন সেই দিকেই অকৃতজ্ঞতা প্রতারণা এবং বিশ্বাস ঘাতকতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিতে পান । মানবগণের প্রতি যে ঘৃণার উদ্বেক হইয়াছিল বহু দর্শন দ্বারা তাহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল । অবশেষে মনুষ্য বর্গের সহবাস ও তাঁহার পক্ষে দুর্ভিক্ষ হইয়া উঠিল, নিজ্ঞান প্রদেশে বাস করিবার স্পৃহা অনিবার্য্য হও-

যাতে তিনি লোকালয় পরিভ্রমণ করিয়া এই ভয়ানক স্থানে আসিয়া অধিবাস করিতে লাগিলেন। বিরুদ্ধ বায়ু হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি একটি গম্বুজ সমাপ্রায় করিতেন ; আয়ান লব্ধ শৈল-সামুদ্র সুলভ রক্ষের ফলই তাঁহার আহাৰ্য্য ছিল। বহু বিপদাকীর্ণ প্রস্রবণ হইতে পানীয় সমাহৃত হইত। এই কপ লোক সমাজ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি চিন্তায়, (কখন কখন সহবাসীদিগের মুখাপেক্ষী না হইয়া জীবিকা অর্জন করিতেছেন এইরূপ আশ্রয় গৌরব সহকৃত চিন্তাপ্রসাদে) সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

টরাসের পাদদেশে একটি মুকুরবৎ নির্মল জলাশয় ছিল, তন্মধ্যে সম্মুখস্থিত পর্বত শ্রেণীর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত থাকিত। এই হ্রদের তীরে আসিয়া আসাম প্রায়ই তাহার শোভা অবলোকন করিয়া দর্শন-সুখ অশ্রুভব করিতেন। এবং নিতান্ত প্রীত হইয়া বলিতেন বন্যাবস্থায়ও প্রকৃতি কেমন মনোহারিণী ও উৎসব প্রদায়িনী, নিম্ন দেশস্থ সমভূমি ও জীমূতভেদী শিখরেতে কত দূর বৈসাদৃশ্য। ইহার। ঘেরুপ

আবশ্যকীয়, তুলনা করিলে ইহাদের সৌন্দর্য্য নিতান্ত অল্প, এই পর্বত নিঃসৃত গিরি নদী সন্নিহিত জনস্থান সমূহ ফসলে পরিপূর্ণ করিতেছে। বিশ্বের সমুদয় ভাগই মনোরম সত্যময় এবং অনন্ত জ্ঞানের কার্য্য। কিন্তু মমুষ্য—পাপ নিরত মমুষ্যই কেবল স্বভাবের কলঙ্ক স্বরূপ, এবং সৃষ্টির মধ্যে স্বার্থ-পরায়ণ। ঝড় এবং বায়বাবর্ত ও উপকারী, কিন্তু কৃতঘ্ন মমুষ্যই পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের খুঁত বলিতে হইবে। যে নরজাতি পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন কারক, আমি কেন সেই হয়ে কুলে জগা পরিগ্রহ করিয়াছি। যদি মানবগণ পাপ-বিনির্মুক্ত হইত, তাহা হইলে প্রকৃতি শৃঙ্খলা-বদ্ধ ও সুখযুক্ত হইতে পারিত। বিবেকের আদেশানুসারে কার্য্য করিলে সাধু প্রকৃতি সমুদয়ের অভ্যুদয় হয়। হে জগদীশ্বর! কেন তবে আমি চিরকাল অন্ধকার সংশয় ও হতাশের বশবর্তী থাকিব। এই কথা বলিয়া উদ্বেগ শান্তি করিবার আশয়ে জলে জীবন বিসর্জন করিতে যাইতেছিলেন। এমন সময়ে এক তেজস্বী মহাপুরুষ যেন

তড়াগের উপর ভ্রমণ করিতে করিতে
তীর ভাগের অভিমুখে অগ্রসর
হইতেছেন, তাঁহার একুপ প্রতিবোধ
হইতে লাগিল। দিব্য গুণোপেত ও
গম্ভীর ভাবাপন্ন মহাপুরুষকে দর্শন
করিয়া আসাম নিতান্ত ব্যাকুল
হইলেন, এবং নিমেষশূন্য লোচনে
দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

মহাপুরুষ কহিলেন “হে বৎস!
একুপ অসমীক্ষাকারিতা প্রণো-
দিত অধ্যবসায় হইতে বিরত
হও। তত্ত্ববৎসল পরমেশ্বর তোমার
ন্যায়পরতা দয়াশীলতা এবং
দৈন্য দশা দেখিয়া তোমাকে
প্রবোধ দিবার নিমিত্ত আমাকে
প্রেরণ করিয়াছেন। অসংশয়িত
চিত্তে আমার অনুসরণে প্রবৃত্ত হও
কোন ভয় করিও না। নির্মূল-
হৃদয় ব্যক্তিবর্গ দৈব-দুর্কিপাক
বশতঃ বিপথগামী হইলে তাঁহাদি-
গকে প্রত্যাবর্তন করিয়া সংপথে
আনয়ন করিবার নিমিত্ত জগদীশ্বর
আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন,
আমার নাম প্রবোধ। অনন্তর
আসাম অনতিবিলম্বে হ্রদের
উপর অবতীর্ণ হইলেন; তখন
সেই মহাপুরুষ তাঁহাকে জলের

উপরিভাগ দিয়া লইয়া চলিলেন।
হ্রদের মধ্য স্থলে উপস্থিত হইবা-
মাত্র তাঁহার উভয়ে মগ্ন হইতে
লাগিলেন; সলিলে মস্তক আরত
হইল। আসাম জীবনাশায় বিস-
র্জ্বন দিবেন এমন সময়ে দেখি-
লেন জলের তলস্থিত অন্য এক
পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হই-
য়াছেন। এই পৃথিবী পূর্বে কখন
ও নর পদ গ্রহণ হয় নাই। যখন
তিনি দেখিলেন, আসন্নভাক্ত ভুব-
নের ন্যায় তথায়ও সূর্য্য আছে
উপরিভাগে আকাশ ও পাদদেশে
দূর্ক্ষাদল রহিয়াছে তখন আর
তাঁহার বিন্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না।
প্রবোধ বলিলেন “তোমার বিন্ম-
য়ের কারণ আমার সম্যক হৃদয়ঙ্গম
হইয়াছে কিন্তু কণকাল অপেক্ষা
কর। তোমার যে সকল সন্দেহ
জন্মিয়াছে ধর্ম্ম-প্রবর্তক মহাম্মদের
মনও এইরূপ সংশয়াকুল হইলে
তাঁহার ইচ্ছানুসারে এই ভুবন
নির্মিত হইয়াছিল। এখানকার
প্রাজ্ঞ নমুয়া বর্গ তোমার অভিমতা-
মুযায়ী পুণ্যাত্মা, ইহার ভ্রম ক্রমেও
কখন পাপপথে পাদ বিক্ষেপ করে
না। পৃথিবীর সহিত এস্থানের

আর আর বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, কেবল এখানকার অধিবাসীগণ কন্মিন্ কালেও অসম্মার্গে ধাবিত হইবার নহে। যে স্থান তুমি অল্প কাল হইল পরিত্যাগ করিয়াছ যদি এই স্থান তোমার অপেক্ষাকৃত যনঃ-পূত হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট জীবন এই ভুবনে যাপন করিতে পারিবে। কিন্তু তোমার যে যে সন্দেহ আছে তৎসমুদায় ভঞ্জন এবং অত্রস্ত অধিবাসীদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার নিমিত্ত, আমাকে একক দিন তোমার সঙ্গ সঙ্গ্রে থাকিতে হইবে।

আসাম আহ্লাদে উন্নত প্রায় হইয়া বলিলেন, “কি ? পাপ শূন্য পৃথিবী ! অসদাচরণ শূন্য মানব” ? আমার প্রার্থণা গ্রাহক পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ এইরূপ স্থানই সুখ শান্তির ধরিত্রী ; অকৃতজ্ঞতা প্রভারণা অত্যাচার ইত্যাদি বিমুখ ব্যক্তি বর্গের সংসর্গে বাস করিতে পাইলে অমরতাও স্পৃহণীয় হইয়া উঠে ও শ্রেয়স্কর বোধ হয়। দে-বাল্লা উত্তর করিলেন “কাস্ত হও এখন আনন্দ প্রকাশ করিবার সময় নয়। তোমার চতুর্দিকে অবলো-

কন কর, আমাদের সমক্ষে যাহা উপস্থিত হয় তদ্বিষয় ভাল রূপে বিবেচনা করিয়া দেখ, দেখিয়া সেই সকল বিষয় আমার নিকটে বলিতে সঙ্কোচ করিও না। এখন যে দিকে ইচ্ছা গমন কর আমি তোমার পথ প্রদর্শক রহিলাম।”

আসাম সম্পূর্ণরূপে বিস্ময়াতি-ভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং কতক্ষণ ইতস্ততঃ নিঃশব্দে পরিক্রমণ করিলেন। অবশেষে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন। “উদ্ধতন পৃথি-বীর ন্যায় এখানেও হিংস্র জন্তু এবং তাহাদিগের ভক্ষণোপযোগী আরং জন্তু দেখিতেছি। যদি আমি আর্য্যতম মহম্মদকে পরামর্শ দিতে আদিষ্ট হইতাম তাহা হইলে এখানে হিংস্র জন্তুর সমাবেশ কোন ক্রমেই হইতে পারিত না।” প্রবোধ শ্রুত-বদনে বলিলেন, “নিকৃষ্ট জন্তুর প্রতি তোমার অপর্য্যাপ্ত সদয় ভাব দেখিতেছি। জন্তুদিগের সমক্ষে উভয় পৃথিবীই একরূপ। সমতার একটি সহজ বোধ্য কারণও আছে, মাংসাশী পশু সমূহ ভূগাহারী সত্ত্ব সকল নিপাত করাতে তাহাদিগের বৃদ্ধির কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা

যায় না। বস্তুতঃ নিকৃষ্ট পশুদিগের উপচয় সর্বত্র লক্ষিত হয়। যাহা হউক, চল এখন নগরে যাই, নাগ-রিকগণের অবস্থা এবং ভাব চরিত্র দর্শন করিলে বহুতর শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা।”

টাহারা সত্বর অটবী অতিক্রম করিয়া নিষ্পাপ ব্যক্তিবর্গের আবাস নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নির্দোষীদিগের সং-সর্গে কিরূপ আনন্দ হইবে আসাম পূর্বেই তাহার আভাস পাইলেন, বনসীমা উল্লঙ্ঘন করিবা মাত্রই দেখি-লেন, এক ব্যক্তি বন্য বিড়ালযুগ্ম দ্বারা অমুসৃত হইয়া পলাইতেছে। ভয়ের সমুদয় লক্ষণ তাহার বদন মণ্ডলে দেদীপ্যমান। আসাম এতদর্শনে বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া বলিলেন ‘একি! এরূপ দুর্বল অগণ্য পশু দল ইহার কি করিতে পারে। পলায়ন করে কেন? এই কথা শেষ না হইতে হইতে দেখিলেন, আর এক ব্যক্তি ছুইটী কুকুরের আক্রমণে নিতান্ত ভীত হইয়া শর-বেগে পলায়ন করি-তেছে। আসাম পথ প্রদর্শক দেব-যোনির দিকে মুখ বিবর্তন করিয়া কহিলেন, “এইরূপ ব্যাপার নিশ্চয়ই

বিস্ময় জনক। এরূপ হইবার কারণ কি? কিছুই স্থির করিতে পারি-তেছি না। প্রবোধ বলিলেন, “প্রথমতঃ এই নগরের অধিবাসিগণ পশু বধ করা অন্যথা ভাবিয়া আপনাদিগের ভাবী রক্ষার কোন উপায় করিয়া রাখে নাই। এখন পশু সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হই-তেছে এবং দুর্বল মানব মণ্ডলীর উপর উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। আসাম বলিলেন, ব্যামোহকারী পশু বধ করা আয়াস-সাধ্য ছিল না। প্রবোধ আসামের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যবদনে বলিলেন, “এরূপ উদাস্যের এইত চরম ফল। —তুমি ইতি পূর্বে নিকৃষ্ট জন্তু-দিগের প্রতি যেরূপ সদয় ভাব প্রকাশ করিয়াছ, এখন স্বয়ং তাহার প্রতিবাদ কর কেন? বোধ করি পূর্ষ কথা বিস্মৃত হইয়াছ। আসাম এতৎ শ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইয়া করপুটে নিবেদন করিলেন “ভগবন্ আমি স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি, এক্ষণে সম্যক প্রতিবোধ হইতেছে যে পশুদিগকে দমন করিয়া পৃথি-বীতে নিরাপদে থাকিবার নিমিত্ত কৌশল ও অথবা ব্যবহার দুঃখীয়

নহে। এখন পশুদিগের সহিত মানব মণ্ডলীর ব্যবহার পর্যাবেক্ষণ করিবার প্রয়োজন নাই; তাহারা পরস্পর কেমন সম্ভাব সম্পন্ন তাহাই সম্প্রতি দর্শনীয়।”

সেই নগরে মনোরম প্রাসাদ সকল অথবা অন্য কোন চারুকর্মের চিহ্ন মাত্র ছিল না। আসাম এতদর্শনে অতিশয় বিস্ময়াবিত হইলে প্রবোধ বলিতে লাগিলেন, “ভদ্র! এখানকার লোক পুরাকালীয় সরলতা অধিক ভাল বাসে; ইহাদের প্রত্যেকের এক এক খান কুর্টার আছে, তন্মধ্যে সপরিবার বাস করে; তুচ্ছতম হর্ম্যা ও অন্যান্য সুখ সাধন বিষয় অহঙ্কার এবং প্রতিবেশীগণের হিংসা ও বিদ্বেষ উদ্ভিস্ত করে; বিশেষতঃ অত্রত্য মানবগণ নির্মূল সুখ লাভ লোলুপ, তাহারা দর্শনোপযোগী বহু ব্যয় সাধা ও বিশেষ অনিষ্টোৎপাদক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। আসাম বলিলেন “আপনার বাক্য ভঙ্গিতে বোধ হয় ইহাদের মধ্যে স্থপতি, চিত্রকর এবং ভাস্কর নাই। এই সকল না প্রাকৃতিক কোন অপায় লক্ষিত হয়

না। যাহা হউক আমি বিজ্ঞ বর্ণের সংসর্গে যেরূপ প্রীতি হই এমন আর কিছুতে নহে, অতএব আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন কি? চলুন পণ্ডিত মণ্ডলীর আবাস ভূমি দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করি।” পথপ্রদর্শক উত্তর করিলেন “জানী! জানী কি? অতি হাস্যাম্পদ কথা! আমাদের এখানে প্রয়োজনাভাবে জানীর ও অভাব। অপরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উপযুক্ত এবং অন্যের নিকট কিরূপ ব্যবহৃত হওয়া উচিত তদ্বিষয়ক পরিজ্ঞানই জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ স্থানে সেরূপ জ্ঞানের আবশ্যিকতা কি? প্রত্যেক ব্যক্তিই সহজ-জ্ঞান-প্রভাবে কর্তব্য সাধন করিতেছে, এবং অপরের নিকট যথোচিত আদৃত হইতেছে। যদি বার্থ কোতুল, অকলোপধায়ক গবেষণা, এবং অহঙ্কার, বিলাস অথবা উন্নতি-লিপ্সা সম্ভূত অস্থায়ী সুখ তোমার জ্ঞানের প্রতিপাদ্য হয় তাহা হইলে এই সকল সরলপ্রকৃতি ব্যক্তি ব্যূহের তদ্বারা কোন প্রয়োজন নাই। “আসাম বলিলেন” এই সমুদয় কথা যথার্থ হইতে পারে

এখানকার সকলকেই নিরপেক্ষ দেখিতেছি। কেহই আপন কুণ্ঠারের চতুঃসীমা হইতে বাহির হয় না। এক ব্যক্তির সহিত অন্যের সংস্রব নাই ইহার কারণ কি? “প্রবোধ বলিলেন” তুমি যাহা কহিতেছ তাহা সম্পূর্ণ সত্য। এখানে কোন সমাজ নাই এবং কল্পিন্‌কালে হইবার নহে। ভয় অথবা বন্ধুতা প্রেরিত হইয়া লোকে সমাজভুক্ত হয়; যে সকল লোকের নিকট আমরা আসিয়াছি ইহার সকলেই সকলের সমান স্মৃতিরাজ্য কেহ কাহার ভয়ে ভীত কিম্বা প্রণয়-প্রয়াসী নহে। “আসাম দীন বচনে বলিলেন” সুকুমার শিল্প-চতুর, অগাধ ধী-সম্পন্ন জ্ঞানী, বিপদ-সহায় বন্ধু এখানে ইহার সকলেরই অসম্ভাব। অস্তুতঃ কয়েক জন সরল স্বভাবাপন্ন ব্যক্তির নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতে না পারিলে এবং তাহাদের আন্তরিক ভাব জ্ঞাত হইয়া হৃদয় প্রফুল্ল করিতে অক্ষম হইলে, এই স্থানে কিরূপে আমি অবশিষ্ট সময় যাপন করিব। “দেবায়্যা বলিলেন” কয়েক ব্যক্তির নিকট হৃদয় প্রসা-

রণ অথবা কয়েক ব্যক্তির প্রসা-
রিত হৃদয় দর্শন করিয়া কি লাভ হইবে? তোষামোদ এবং কোতু-
হল এতদ্ব্যতীত অতিশয় দূষিত প্ররুতি, অতএব এই শাস্ত্রসাম্পদ ভুবনে তাহাদিগের অধিকার নাই। “আসাম বলিলেন” যাহাঁহউক তথাপি ইহার এক বিষয়ে সুখী, সকলেই স্বীয় সম্পত্তিতে সন্তুষ্ট কেহই লোভপ্রেরিত হইয়া প্রয়োজনাত-
রিত্ত সম্পত্তি সঞ্চয়ার্থ লালায়িত হয় না। দুঃখীদিগের দুঃখ মোচনে কেহই বীতাবসর নহে। “এই কথা সমাপ্তির সমকালে পথ পার্শ্ব-
বর্তী জনৈক দীনের আর্তিস্বর শুন। যাইতে লাগিল। আসাম তৎক্ষ-
ণাং তাহার সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাহাকে মুমূর্ষু প্রায় দর্শন করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, “কি আশ্চর্য্য সংসার বিরাগী ব্যক্তিকেও আশ্রয় বিহীনের ন্যায় এইরূপ বস্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।” এই কথা শ্রবণ করিয়া মৃত্যুমার্গগামী বলিলেন “আশ্চর্য্য কি? যাহাদের আব-
শ্যকতাত্তিরিত্ত এক কপর্দকও সং-
স্থান নাই, এবং যাহারা কথঞ্চিৎ

রূপে ক্ষমিত্ব করিয়া সমুদয় হয়, তাহাদের গ্রাসাকর্ষণ করিয়া স্বীয় কবল পরিপূর্ণ করা কি যুক্তিসঙ্গত ? এখানকার অধিবাসিগণের যাহা আছে তৎসমুদয় তাহাদের আবশ্যকীয়, আবশ্যকীয় বিষয় বিতরণ করা কি বিধেয় ?” আসাম কহিলেন, কিছু সঞ্চয় রাখিলেইত হয়। আহা আমি অনতি-বিলম্বে যাহা বলিয়াছি এখন আবার তাহারই প্রতিবাদ করিলাম। সকলই জটিল, ছরবগাছ ও সন্দেহাত্মক। এখানে একে অন্যের উপকার করে না, সুতরাং কৃতজ্ঞতার অভাবও ফলোপধায়ক নহে। যাহা হউক, এখানে স্বদেশানুরাগ গুণটি বিরাজমান থাকিবার বিস্তর সম্ভাবনা। প্রবোধ জকুটী সহকৃত ললিত বদনে কহিলেন “আসাম ক্ষান্ত হও, স্বার্থপরতা না থাকিলে স্বদেশানুরাগ জন্মিতে পারে না। বিশ্ব সংসারের উপকার সাধন করাই ধর্ম, এখানে সেই ধর্মই প্রবল। হতাশ পর্যাটক এই উত্তর শ্রবণ করিয়া উচ্ছলিত ক্লেশাবেগ নিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া বলিতে লাগিলেন। “হায় আমি কি অপূর্ণ ভুবনে আনীত হইয়াছি। যথায়

মিতাচার ভিন্ন অন্য কোন পুণ্যই লক্ষিত হয় না। যথায় পাপ অবিজ্ঞাত তথায় পুণ্য সম্যক অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয় না। অত্রত্য অধিবাসীরা কোন আমোদেই বাসনী নহে; সাহস, বদান্যতা, সৌহার্দ, জ্ঞান, আলাপ, স্বদেশানুরাগ সকলই এই ভুবনে অপরিজ্ঞাত। হে দেব ! আমি যে পৃথিবী উপেক্ষা করিয়াছি—যথায় ঈশ্বরের মহীয়সী শক্তি জাজ্বল্যমান,—মহম্মদের অনুজ্ঞা নির্মিত এই ছিন্নিরীক্ষ ভুবন যাহার সহিত একাংশেও তুলনা করা যাইতে পারে না—আমাকে পুনরায় সেই সুখময় স্থানে লইয়া চলুন। আমি বিধাতার বিধি সমুদয় অন্য প্রকারে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখিতে বাসনা করিয়া নিতান্ত মূর্খের কার্য করিয়াছি। অদ্যাবধি আমি পাপ হইতে দূরে থাকিব। এবং প্রতিবেশীদিগের কোনরূপ দোষ দেখিলে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। আর কখন লোকালয় পরিভ্রমণ করিয়া উন্নতির ন্যায় বিজন গহনে বাস করিতে আসিব না।” এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই প্রবোধ তাম্র-কষায়িত

লোচন, ক্রোধ-পরিপূর্ণ মুখ-মণ্ডল ও
ভীষণদর্শন হইয়া বজ্র আস্থান
করিলেন, এবং এক ঘূর্ণিবায়ু
উদ্ভিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ।
আসাম এতদর্শনে নিতান্ত ভীত
হইয়া চকিত লোচনে পুরোভাগে
নেত্র পাত করিয়া দেখিলেন পূর্বে
যে স্থানে বসিয়া খেদ করিতেছিলেন
সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন ।
পরমেশ্বর এত অল্প সময়ের মধ্যে
তাহার চিরপ্রার্থিত সংশয় রাশি
উচ্ছেদ করিলেন যে আসামের, হ্রদ
জলে প্রসারিত দক্ষিণ পদ ভদ্রবস্থা-
য়ই রহিয়াছিল । তৎক্ষণাৎ শান্ত
মনে বিজ্ঞান বন পরিহার
পূর্বক আসাম পুনরুদার মাতৃভূমি
সিগাসটানে পদার্পণ করিলেন ।
বাণিজ্য ব্যবসায় তাহার সমৃদ্ধি
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ।
চতুর্দিক হইতে বন্ধুগণ আসিয়া
তাঁহার ভবনে সমবেত হইলেন,
তিনিও কাহার অনাদর করিতেন
না । এইরূপে সম্ভাপ পর্যা্যসিত
যৌবন উপাদেয় সুখ সম্ভূত বান্ধক্যে
পরিসমাপ্ত হইল ।

প্রাপ্ত ।

চারুচন্দ্রাবনী উপাখ্যান ।

বিস্তীর্ণ ভারত-
রাজ্যোত্তর দেশ-
ব্যাপী সর্বদেবা-
ধিষ্ঠাতা ধবল
বেশধারী তুষারমণ্ডিত হিমগিরি
বিরাজ করিতেছেন । তাহার
এক অত্যাচ্ছ শিখর প্রদেশে
পরম রমণীয় স্বভাব-ভাব-বিভূ-
ষিত একটি তপোবন আছে । যে
স্থলে নির্জন প্রদেশ প্রিয় মানস-
হারিণী রূপলাবণ্য-ধারিণী কম্প-
নাদেবী স্বীয় সমভিব্যাহারিণী
সুখদেবীর কর ধারণ করত সতত
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন ।
যেখানে ভূতভাবন ভগবান্ নিখি-
লাধিকারির প্রতিকৃতি চারুরূপে
চিত্রিতের ন্যায় বোধ হইতেছে ।
এবং যেন তাঁহারই গুণগান কর-
ণাভিলাষি হইয়া ঋতুচয় সর্বদা
একাগ্রমনে নিরন্তর অবস্থিতি
করিয়া, স্বীয় স্বীয় গুণ-গরিমার
শ্রেষ্ঠ দর্শাইবার নিমিত্ত ব্যগ্র
হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতেছে ।
জীবকুল যেন প্রভু সমাগমে স্বীয়

দুর্ভুক্ত স্বভাবোৎপন্ন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আপনাপন শিক্ততা প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত একত্র দলবদ্ধ হইয়া নম্রতাবে ইতস্ততঃধীরে ধীরে পদ সঞ্চালন করিতেছে। উন্নত তরুদল যেন তাহাদিগকে বাতাতপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় ফুল কল পত্র সুশোভিত শাখাদল বিস্তার করিয়া দেবাদিদেব বিভাবসুর আশু অমুগ্রহ আশায় ও পবন দেবের করুণাকণা প্রার্থনায় অতি মলিনভাবে স্থিরমতি হইয়া উপাসনা করিতেছে। নিকটে নিখর বিনিঃসৃত অম্বুরাশি ঝর ঝর শব্দে প্রবাহিত হইয়া তপোবন আন্দোলায়নান করিতেছে। আহা তপোবন এমন শোভনীয় হইয়াছে যে কল্পনা সম্ভূত অমরাবতীও ইহার তুল্য রমণীয় নহে। এই স্থলে পুরাকালে প্রতাকরের ন্যায় প্রত্যাধারি দ্বিতীয় তপনপ্রায় তপোরত কৌশিক নামে এক জন তপোধন ঐহিক সুখে বিমুখ হইয়া বানপ্রস্থোৎপন্ন দুঃখগত সুখে পরমানন্দমনে কাল যাপন করিতেন। তিনি পাপ তাপ ভয়ে লোকালয়

গমন সুখে বিমুখ হইয়া নিরন্তর কেবল সেই গিরিশৃঙ্গে তপ জপ দ্বারা প্রতি দিবা অবমান করিতেন। পৌণক নামে তাঁহার একটি শিষ্য ছিল। পৌণক সর্বদাই স্বীয় গুরু মহাতপা কৌশিকের নিকট বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় দিনযাপন করিতেন।

একদা প্রথর দিবাকর নন্তকোপরি আগমন পূর্বক স্বীয় খরতর কর জাল বিস্তার করিয়া মেদিনীকে সুবিষম তাপে উত্তপ্ত করিলে, জীবকুল যখন তৃষ্ণাকুল হইয়া সরোবরান্তিমুখে অতিব্যগ্রচিত্তে শীঘ্র গমনোদ্যত হইল, দ্বিজদল হীনবল হইয়া আপনাপন কুলায়ে প্রবেশ করিল, তরুচয় তাপময় হইয়া নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইল, জলাশয় দূরস্থিত তৃষ্ণাতুর পশুদলের রোদন নিনাদ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং সমস্ত ধরাতল প্রবল প্রতাকরের বলে দক্ষ প্রায় হইল, এমন সময়ে পৌণক স্বীয় দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়া স্বান করণার্থে তপোবন হইতে বাহির হইয়া সরোবরান্তিমুখে যাত্রা করি-

লেন । কিয়দূর গমনানন্তর দেখি-
লেন একটি অত্যাচ পাণ্ডুর বৃক্ষ-
মূলে দিক আলো করিয়া সদ্যো-
জ্ঞাতা একটি সুরূপা কুমারী
ধরাশায়ী হইয়া ধূলায় লুণ্ঠন হওত
ক্রন্দন করিতেছে । আহা ! তাহার
চতুষ্পার্শ্বে জন মানব নাই, নিতান্ত
সহায় হীনা হইয়া পড়িয়া আছে ।
তাহার সেই মুহূরোদন নিনাদ
শ্রবণ করিলে পাষণ্ড দ্রব হয়,
তাহাতে যে সহজে সরল মানবের
মন আকৃষ্ট হইবে তাহাতে
বিচিত্র কি ? পৌণক এই অভূত-
পূর্ব অভ্যাশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া
নাতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং
তাঁহার অন্তঃকরণে দয়ারসে আত্ম-
হইয়া গেল । তখন তিনি ধীরে
তাহার নিকট গমন করিলেন এবং
ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া অন্য
কাহারও অনুসন্ধান পাইলেন না ।
দেখিলেন কন্যাটির নেত্র জলে
অঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছে এবং ক্রন্দন
বিরত হইয়া তাঁহার প্রতি এক-
দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ।
পৌণক এতদর্শনে করুণা রসে
একান্ত আকৃষ্ট হইয়া তাহার
বদন চক্ষুমা নিরীক্ষণ করিতে

করিতে কহিতে লাগিলেন, হায় !
এমন নিষ্ঠুর জনক ও স্নেহহীন
জননী কি অদ্যাপিও এই ধরাধামে
বাস করিতেছে ? যাহাদিগের
হৃদয়ে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার
হয় নাই । আহা ! সে কি নিষ্ঠুর
মাতা যে দয়া মায়া হীন হইয়া
এমন কোমল কলিকাসম সুরমা
রূপ লাভণ্য বিশিষ্টা নবপ্রসূতা
কুমারীকে এই বিজন প্রান্তরে নি-
তান্ত সহায় হীনা করিয়া পরি-
ত্যাগ করিয়া গিয়াছে । দয়া কি
তাহার হৃদয়ে বসতি করেন না ;
না, বিধিকৃত সূচারু মায়া এক-
কালে তাহার অন্তঃকরণ হইতে
অপসৃত হইয়াছে । আহা ! এক্ষণে
ইহার এ অবস্থা দর্শন করিলে
পাষণ্ড দ্রব হয়, কিন্তু ইহার
জননীর প্রাণ কি পাষণ্ডপেক্ষাও
কঠিন ? হা বিধাতঃ তোমার ভাব
ভঙ্গি হৃদয়ঙ্গম করা অতি সুকঠিন ।
তুমি যে কাহাকে কখন কোন্
ভাবে রাখ এবং কাহারে যে কখন
কি মতি প্রদান কর, তাহা সামান্য
বোধের গম্য নহে ।

ইত্যাকার কথনানন্তর ঋষিকুমার
মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে,

এমন লোচনানন্দদায়ি কন্যারদ্বকে এই নানাবিধ হিংস্র পশু সমাকীর্ণ ঘোরারণ্য হইতে উদ্ধার করিয়া গুরুর নিকটে লইয়া যাই, এবং তিনি সন্ধিবেচনা মত যাহা উচিত তাহাই করিবেন । নতুবা এমন ঘোর স্থলে আর ক্ষণকাল মাত্র থাকিলেই ইহার জীবননাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তাহাতে সন্দেহ কি আছে । এই বলিয়া তিনি বাহু প্রসারণ পূর্বক তাহাকে জোড়ে করিলেন এবং স্নান হেতু সরোবরাভিমুখে চলিয়া গেলেন ।

অনন্তর স্নান করিয়া ও উক্ত কুমারীর সর্সাক্ষ ধোত করাইয়া দিলেন এবং জোড়ে লইয়া তপো-বনাভিমুখে গমন করিলেন ।

তাহাকে এক তরুতলে পর্ণশয্যা শয়ন করাইয়া গুরুর নিকট গমনান্তর তাহার পাদ বন্দন করিয়া ঐ কুমারীটিকে যে প্রকার ছরবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ও তাহার প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এই সকল বলিতেছি-লেন এমন সময়ে একটা ঘোর ক্রন্দন শ্রুতি তাহার কণ্ঠে কুহরে প্রবিষ্ট হইল, এবং হায় কি হইল !

হা ! প্রিয়সখি কোথায় গেলে, তোমার দশা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, যাহার অদর্শনে ক্ষণকাল থাকিতে পারিনা এত কাল তাহারই বিরহ সহ করিয়া শেষে তাহার এই দশা দেখিতে হইল ; হায় আমি কি নিষ্ঠুরা ! হা ! সখি তুমি এরূপ ভাবে কেন রহিয়াছ ? তোমার শাপ বিমোচন হইয়াছে, তুমি মুক্ত হও এবং আমার সঙ্গে আইস, ইত্যাদি বিলাপ সূচক বাণী শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং দেখিলেন মুহূর্ত্ত পরেই এক ঘোরতর বাত্যা উপস্থিত হইয়া ধূলারাশি উড্ডীন করিয়া চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল, বৃক্ষকূলের পতন শব্দে জীব-কুল ভয়ে ভীত হইয়া ঘোরনাদে চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, পক্ষি শাবকেরা নীড়-ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতলে পড়িল এবং চতুর্দিক কেবল বাতাসের ঘোর রব বৃক্ষের মড় মড় শব্দ ও জীবকূলের ক্রন্দন শ্রুতিতে সমস্ত বন শ্রুতি হইতে লাগিল ।

এইরূপে বহুক্ষণ পরে ঝটিকা

নিরন্তর হইলে দেখিলেন সেই তরু-
তলে সেই সুকুমারী কন্যাটি আর
নাই, তখন তিনি বিষাদ সাগরে
মগ্ন হইলেন, এবং গুরুকে জিজ্ঞাসা
করিলেন প্রভু আচম্বিতে যে এরূপ
বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিলাম, এবং
ক্ষণ-পরে ঘোর বাত্যা উপস্থিত
হইল ও তৎকর্তৃক সেই সুকুমারী
কন্যাটি অপমৃত হইল, ইহার
কারণ কি ? অনুগ্রহপূর্বক সবি-
শেষ বর্ণনা করিয়া আমার কোতু-
কাবিক্ত মনকে সন্তুষ্ট করুন ।

দিকালজ্ঞ মহাতপা কৌষিক
শিষ্যের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ
করিয়া কহিলেন, পৌণ্ডক এক্ষণে
নিরন্তর হও, সায়াহ্ন আগমনে
সবিশেষ বর্ণন করিব ।

পৌণ্ডক গুরুর বচন শ্রবণে সান্তি-
শয়্য সন্তুষ্ট হইয়া সন্ধ্যাগমন প্রতী-
ক্ষা করিতে লাগিলেন । ক্রমে
দিবাকর, খরতর করজালে বসুন্ধ-
রাকে দগ্ধ করিয়া, বিশ্রাম মন্দিরে
গমনোদ্যত হইলেন, অন্তগত
কালিন সুরন্য স্বর্ণকাস্তিসম কর
জালে তপোবন রঞ্জিত হইল, কম-
লিনী প্রিয় বিরহ বিষাদ ভাবিয়া
দীন দুঃখিনী ভাবে স্নানমুখী হই-

লেন, স্বাপদকূল গহনবন মধ্যে
প্রবেশোদ্যত হইল, পূর্বভাগে পূর্ণ-
চন্দ্রের প্রতিকৃতি ঐষৎ নয়ন পথে
পতিত হইল, দ্বিজকুল নিজ নিজ
কুলায় প্রবেশ করিতে লাগিল,
জলচর পক্ষিচয়, জল ক্রীড়া পরি-
তাগ করিল । তখন আর পৌণ-
কের আনন্দের সীমা রহিল না ।
পরে সায়াহ্নিক তপ জপাদি সমা-
পন করিয়া গুরুর পাদ বন্দন করি-
লেন, এবং উপাখ্যান শ্রবণেচ্ছুক
হইয়া করপুটে প্রতীক্ষা করিতে
লাগিলেন । কৌষিক তাঁহার
মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া
কহিলেন, বৎস ! পৌণ্ডক তবে
এখন সেই কন্যারত্নের উপাখ্যান
বলিতেছি শ্রবণ কর ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য ।

প্রাপ্ত ।

স্বভাবদ্রুত কাব্য ।

প্রথম সর্গ ।

হৃদেবি! ভারতি, বাক্বাগী, বীণাপাণি
অমৃতভাবিনী তুমি, কথা সুধাপার ॥

করি দয়া দাস প্রতি, কহগে কৃপায় ।
 কেমনে অভাগা দূত, নিস্তার পাইল ॥
 হাসে সে সঙ্কট ঘোরে, ভয়ানক স্থান,
 কে বল করিল মাতঃ পরিত্রাণ তার ।
 শুনিতে সে সব দেবি, ইচ্ছা বড় মনে,
 তর তবে আদ্যোপান্ত, সকল বর্ণনা ।
 আমার লেখনি তব, প্রতিনিধি হয়ে,
 যেন তব বাক্য সুধা, করে সুপ্রকাশ ।
 করগে কৃপায় মাতঃ এ আশা পূরণ,
 অংশি যেন হয় তায়, গোড়জন যত ।
 বাল্মীকিরে যেইরূপ, প্রকাশিলে দয়া,
 বর দিয়া কালিদাসে, করিলে অমর ।
 রূপাবলে পুত্র তব, নামে কুন্ডিলাস,
 রাখিয়া অনন্তকীর্তি, গেছে কীর্তিধামে ।
 ভারত যেরূপ খ্যাত, তব রূপাবলে,
 ও পদ কমলে মাগি, সেইরূপ দয়া—
 বিতরি করুণা কণা, দেহ এই বর,
 হে দেবি! স্বেতাঙ্গি, স্বেতভুজে, দয়াময়ি
 আর কি বিনতি মাতঃ তব পদতলে,
 করি কোটি প্রণিপাত, চরণ কমলে ।
 কোথায় কম্পনা-দেবি, আসিয়া স্থরিত,
 বিকশিত কর মম, কবিতা-কুসুম—
 নতুবা তোমার গীত, করিবারে গান,
 বল দেবি কার বলে, বল আমি ধরি ।
 গ্রহেতু বিনতি মম, প্রকাশিয়ে দয়া,
 পূর্ণ কর মনস্কাম, আনিয়া আসরে ।
 আসি দেবি উর, মম মানস মন্দিরে,

কুজ্ঞান যতেক হার! সব দূর কর ।
 ভারতী সঙ্গিনী তুমি, তাঁর সহ বাস,
 কেন না করিবে তার, পূর্ণ মন আশা ।
 বামনে ধরিতে চন্দ্র, যেমন উৎসুক,
 সেরূপ লভিতে ইচ্ছা করি আমি তোমা ।
 কিন্তু কি হবে না দয়া! অবশ্যই হবে,
 মানস মন্দিরে তবে, বস বিশ্বরমে ।
 বিস্তারিয়া বিবরহ, সেই দূত বর—
 কারে হেরি সিন্ধুতটে, কি কথা বলিল ।
 কেমন করিয়া মাতঃ সেই সাধুজন,
 দারুণ সঙ্কটে দূত, করিল উদ্ধার ।
 শুনিতে সেসব মম, বিশেষ বাসনা,
 রূপাংগা বিতরণে, পুরাহ কামনা ।
 তরুণ অরুণ সম, রক্ত জবা রাগে—
 আছ এই সিন্ধুতটে, কে তুমি বসিয়া ।
 দারুণ ঘৃণিত হায়, এর এই তটে,
 অকপটে আছ বসি, কিসের কারণ ।
 বহিতেছে বাত্যা ঘোর, পৃতি গন্ধ লয়ে
 উড়িতেছে ধূলারাশি, ভাসহ নিশিয়া ।
 এমন দারুণ স্থান, সহিয়া সে সব,
 কেমন করিয়া হায়, আছ বল তুমি ।
 অসুখানে বুঝি নহ, সামান্য চেতন,
 তবে কি স্বেচ্ছায় তুমি থাকিতে গো এথা
 নির্ভয়ে বসিয়া ; হয়ে অটল শরীর,
 প্রভা যার নাশিয়াছে সোরতর তম ;
 যতদিন এখানেতে, করিতেছ বাস,
 এতম হইতে দূর, দেখিনিকো কঙ্কু ।




কভু নাহি দেখিয়াছি চক্স সূর্যোদয়—
 নমান হীরক ধণ্ড, যত তারাবলী,
 মাহা তাহাদের সেই, মধুময় ভাস—
 এখাকারে হয় নাই, কভু দীপ্তিমান ।
 হইয়া তাড়িত হায়, ঘোর তম বলে,
 দীপমালা, তাহারো নাহি জ্বলে হেথা ।
 বিকাশিয়া আজ কিন্তু, তব অঙ্গজ্যোতি
 নাশিল আঁধার এই, এই সে প্রথম ।
 যাহার বিরহে প্রাণ, হইত চঞ্চল,
 প্রকাশিব কারে হায়, সে দুঃখের কথা ।
 এইযে নয়ন হেথা, আগমনাবধি,
 করেনিকো কভু মম, মানস রঞ্জন ।
 হইয়া অলকা প্রায়, কাঁদি অহরহ,
 হয়েছে যে ক্ষীণ, হায় আমিও তেমন ।
 কিন্তু মন হতে আজ, যাতনা যতেক—
 তবাগমে করিয়াছে, দূরে পলায়ন ।
 তবকর শশধর, সম মনোহর,
 পরম হরিষ আজ, অন্তর আমার ।
 যেমন একটি দুঃখ, আজ গেল দূরে—
 এই রূপে ক্রমে যদি, পুরে মন আশা ।
 সকল যন্ত্রণা হায়, হয়ে যাবে নাশ,
 হবেকি শমন ? পুনঃ পাবে পূৰ্ণ বাস ।
 এই যে বিষম হায়, দুঃর গন্ধ বহ,
 বহিতহে যথাকারে, আগে, অবিরত ।
 প্রবল যাহার তেজ, দুর্নিবার ছিল ;
 করিতে রহিত সাধ্য, নাহিছিল কার ।
 কৃতকৃত সুকুসুম স্নান যাহার ;
 সেবনেতে কত সুখি, হয় যে নাসিকা ॥
 সুগন্ধি অনেক দ্রব্য আদি যত আছে
 সমত নারহে আর, আনিলে তথায় ॥
 কে জানে সুবাস তার, কে অমনি হরে ;
 শেষেতে ক্রমেতে ধরে, কুবাস বিষম ।
 নাহিয়াছি কতকাল, সহেছি এখন,
 নাজানি পরেতে আরো সব কত দিন ।
 হে মহাশয় আজ কিন্তু, হেরি চমৎকার,
 সমুলে সংহার তার, হয়েছে এখন ।
 স্বর্গীয় সৌরতে তম, হোল আনোদিত,
 যেন নাশি তন রাশি, শশাঙ্ক উদিল ।
 প্রবল ষাটকা যথা, প্রবল হইয়া,
 উড়াইয়া যায় যত, বালকা সকল ।
 বাত ধ্বজ সহ কিবা, সখ্য ভাব ধরি,
 বহিছে প্রবল বেগে, দিগাঁধার করি ।
 কিন্তু তব আগমনে, হয়েছে সুশীল,
 তাজেছে সে মূর্তি এবে মলয় অনিল ।
 হইয়া সুগন্ধ বহ, মহিমা তোমার,
 ভ্রমিতেছ ইতস্ততঃ করিয়া বিস্তার ।
 হায় ! মন মনদুঃখ, কারে আর কব,
 না জানিকি এ যন্ত্রণা, কত কাল সব ।
 রব আর কত কাল, করিয়া এমন,
 হায় ! হায় ! শেষ প্রায়, হয়েছে জীবন ।
 কিন্তু তুমি নও কভু, সামান্য চেতন,
 অবশ্যই হবে তুমি, কোন মহাজন ।
 হরিয়া ভক্তিতে মন, হইতেছে রত,
 একান্ত বাসনা হই, ও পদেতে নত ।




হরিয়া প্রশান্ত মূর্তি, তেজ মনোহর,
 আহা কি শীতল হলো আমার অন্তর ॥
 অতএব কর কর দয়া বিতরণ ।
 পবিত্র হউক এই, অধম জীবন ॥
 পলাইয়া বাঁচি আমি, এইখান হতে ।
 যেন হেন যাতনা নাপাই কোনমতে ॥
 ভক্তি ভরে ধরি আমি, তোমার চরণ ।
 করুন দাসের প্রীতি, দয়া বিতরণ ॥
 আরকি অধিক আমি, কব সদাশয় ।
 এ বিনতি পাইবেন, ও পদ আশ্রয় ॥
 শুনিয়া এতেক বাণী, সেই মহাজন ।
 কে কহিছে হেন ভাবে, করিতে দর্শন ॥
 নিরখিয়া ইতঃস্তুত, দেখিলা তখন ।
 অঙ্গুর তরঙ্গ মালী সাগর ভীষণ ॥
 পঙ্খিল সলিলে মগ্ন কণ্ঠকি নিচয় ।
 প্রবল সনীরে সদা, বিঘূর্ণিত হয় ॥
 কল্ কল্ কল্লোলের, রবে নিরন্তর ।
 কাঁপাইছে সঘনেতে, সবার অন্তর ॥
 অমনি আবৃত সদা, অক্ষকার ময় ।
 ভ্রমে কভু নাই শশী, রবির উদয় ॥
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খদ্যোতের আলো বিন্দু সম ।
 হতেছে উদয় কভু, ভেদিয়া সে তম ॥
 বহিতেছে বাতা হায়, বেগে অবিরত ।
 বিষম দুর্গন্ধে গন্ধ, হইয়া নিয়ত ॥
 খর শর ভাতে ভ্রমে, কৃতান্তের প্রায় ।
 সহনিয়া ত্রাসে ভাল সহিয়াছে গায় ॥
 আগমনে হাহাকার, ক্রন্দনের রোল ।
 শুনিলে তাহার, কার মন নহে লোল ॥
 অতঃপর দেখিলেন, সেই মহাজন ।
 অতি দীন হীন বেশে, দুখেতে মগন ।
 চড়ি তরি হয়ে অতি, সচঞ্চল গতি ।
 নিরাশ্রয় সে ঘূর্ণায়, করিতেছে গতি ॥
 ভীষণ বিকট মূর্তি, রূপ কদাকার ।
 সর্ব অঙ্গ লোল অতি, অস্তি চর্ম্ম সার ॥
 মাখায় হয়েছে অতি জটা কেশ তার ।
 তাত্র বর্ণ উজ্জ্বল, বহে অনিবার ॥
 মুখের ভিতরে মুখ, করেছে প্রবেশ ।
 কিছু মাত্র নাহি আর, লাভগোর লেশ ॥
 ছিন্ন এক বস্ত্র খণ্ড, কটিতে পরা ।
 হয়েছে সর্ষাঙ্গ হেন, যেন কত জ্বরা ॥
 সমস্ত গাত্রেতে গত, কীটগু মলিন ।
 ভ্রমিতেছে বাসগত, রসে অনু দিন ॥
 বিঘূর্ণিত জলমাঝে, বেড়ায় ঘুরিয়া ।
 করিছে রোদন ক্ষণি, কাতর হইয়া ॥
 দেখিয়া তাঁহার মনে, দয়া উপজিল ।
 বিনয় বচনে তবে, সম্ভাবি কহিল ॥
 কে তুমি কোথায় বাস, কাহার নন্দন ॥
 কোন ভাণ্ডা বশে তব, হেথা আগমন ॥
 দেখিয়া তোমার দুঃখ, হৃদি বিদরয় ।
 রূপায় আমায় দেহ, তব পরিচয় ॥
 বিষম আবর্ত হতে, পাইয়া নিস্তার ।
 মম বাক্য অনুরোধে, এস একবার ॥
 শুনিয়া সেজন অতি, হরিষ হইল ।
 সাধুবাক্যে তরি তার, তখন ধামিল ॥




আনন্দে তরলী হতে, হয়ে উত্তরন ।
 সাধুপাশে ঘোড় হাতে, দাঁড়ায় তখন ।
 ঘুটিল মানস-গত, সমুদায় দুখ ।
 করিলেক অনুভব, স্বীয় পূৰ্ণ সুখ ॥
 পরশে তাঁহার জ্যোতি, হইল নির্মল ।
 হয়ে হীন ক্ষীণ দীন, হইল সবল ।
 বুচে গেল ছিল যত, মানস বিকার ।
 বিমল আনন্দে প্রাণ, ভাসিল তাহার ।

क्रमशः प्रकाशय ।

শিলাবৃত্তি ।

* পত্রপ্রেরক মহাশয়কে অনুরোধ করি-
তেছি, তিনি যেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিশেষ
ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, কোন পত্রাদিতে
প্রকাশ করেন।

জমিয়া যায়, তাহা নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে। তাহার প্রকৃত কারণ অদ্যাবধি নিশ্চিত রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। যে যে সময়ে অধিক শিলারুষ্টি হইয়াছে, সেই সেই সময়েই তাহার সঙ্গে বিদ্যুত ও বজ্রাঘাত দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এবং শিলা পতিত হইবার সময় মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হইতে দেখা যায়, ওজ্জ্বল্য অনেক বিবেচনা করেন, যে উহার ভাঙিত সংক্রান্ত কোন কারণ বশতঃ উৎপত্তি হইয়া থাকে। জলীয় বাষ্পের ঘনতা মেঘে যেরূপ থাকে, তাড়িতের জোরে তাহার অল্প ঘনতা হয়, এবং উক্ত কারণেই চালিত হইয়া উহা মেঘাপেক্ষা উচ্চ প্রদেশে উঠিয়া থাকে, এবং সেই প্রদেশে অত্যন্ত হিম প্রধান বলিয়া জমিয়া বরফের টুকরাবৎ হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিতেরা শিলা পতনের অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা সকল বর্ণন করিয়াছেন।

১২১০ খৃঃ অব্দে ইটালি

প্রদেশে অতিশয় ভয়ানক বৃহ-

দাকার শিলা সকল পতিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি ওজনে এক মৌনের অধিক হইয়াছিল। যখন উহা পতিত হয়, সেই সময়ে অতিশয় তীব্র গন্ধকের গন্ধে চতুর্দিক পরিপূরিত হইয়াছিল, এবং উহার অভ্যন্তরে ঈষৎ নীলিম প্রস্ফুর ছিল। ১৭৮৬ খৃঃ অন্ধে সিসিলি প্রদেশে যে শিলা সকল পতিত হয়, তাহাদেরও আকৃতি বৃহৎ, এবং কতকগুলির অভ্যন্তরে এক রকম কপিশ রঙের দ্রব্য ছিল, এবং উহাতে অগ্নির উত্তাপ দেওয়াতে ফাটিয়া গিয়াছিল। ১৬৯৭ খৃঃ অন্ধের ২৯ আপ্রিল এক খান বৃহৎ কাল মেঘ, কার্ণার্তন-শায়ার হইতে চেশায়ার ও লান্কাশায়ারের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে উহা হইতে শিলা পতিত হয়, তাহার এক একটা ওজনে অর্দ্ধ সের হইবে। উহা দীর্ঘে ৩০ ফুট ও প্রস্থে ২ ছুই ফুট ব্যাপিয়া পতিত হইয়াছিল। ঐ বৎসরের ৪ টা মে তারিখে হার্ট ফোর্ড শায়ারে শিলাবৃষ্টি পতিত হয়। ঐ শিলার অভ্যন্তরস্থ প্রস্তরের পরিমি ১৪

ইঞ্চি হইবে। উহা দ্বারা অনেক মনুষ্য হত-জীবন হইয়াছিল। এরূপও বর্ণিত আছে যে মরুৎ-রাশি হইতে কিম্বা জলপ্রপাত হইতে বৃহদাকার বরফের খণ্ড পতিত হইয়াছে। এইরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া আমাদের মনে আশ্চর্য্য রসের উদয় ও পরম পিতার প্রতি ভক্তিরসের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে।

মাংগলিয়াবিচি।

টালির অন্তঃ-
পাতী ফুরেস
নগরে ১৬৩৩ খৃঃ
২৯ অক্টোবর
তারিখে মাংগলিয়াবিচি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতিশয় দুঃখী ছিলেন, এই নিমিত্ত অতি টশশব কালেই তিনি এক ফল মূল বিক্রেতার নিকট দাসত্ব স্বীকার করিলেন। যদিও তাঁহার

অক্ষর পরিচয় হয় নাই, তথাপি যে সকল পুরাতন পুস্তকের পাত নিক্ষিপ্ত হইত তিনি অবসর পাইলেই মনোনিবেশ করিয়া তাহা দেখিতেন, এবং বলিতেন যে অন্যান্য কার্য্যাপেক্ষা, তিনি ইহা অধিক ভাল বাসেন। এক জন পল্লীবাসী পুস্তকবিক্রেতা তাঁহার একপ ভাব দেখিয়া তাঁহাকে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। যুবা মাগলিয়াবিচী শীঘ্রই পড়িতে শিখিলেন, এবং পড়াতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। পড়ায় অমুবাগ তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল, এবং অসাধারণ স্মারকতা শক্তি তাঁহাকে বিখ্যাত করিতে লাগিল। যে পুস্তক তাঁহার হস্তে আসিত তিনি তাহাই পড়িতেন। কেবল যে উহার ভাব তাঁহার মনে থাকিত এমন নহে, প্রত্যেক কথা পর্য্যন্ত তিনি বলিতে পারিতেন। তাঁহার স্মারকতাশক্তির পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একজন গ্রন্থকার এক খানি পুস্তক মুদ্রাস্থন করিবার পূর্বে উহার হস্তলিপি তাঁহাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। তাঁহার পড়া হইলে

ঐ পুস্তক ফিরিয়া লইয়াছিলেন। কিছু দিবস পরে ঐ ব্যক্তি ছল করিয়া তাঁহার নিকট বিষয়বদনে আসিয়া বলিলেন, যে আমি ঐ হস্তলিপি হারাইয়া ফেলিয়াছি, এবং বিনতি করিতে লাগিলেন যে তিনি অমুগ্রহ পূর্ব্বক উহা স্মরণ করিয়া বলিয়া দিউন। মাগলিয়া-বিচী তাঁহার এই প্রস্তাবে সন্মত হইয়া সমুদায় পুস্তক লিখিয়া দিলেন, উহাতে একটা কথা কিম্বা বানানেনরও ভুল দৃষ্ট হয় নাই। এই সময় অবধি তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, এবং সকলেই তাঁহাকে মান্য করিতে লাগিলেন। কোন সন্নিধান ব্যক্তি কোন এক খানি পুস্তক লিখিতে সঙ্কল্প করিবার পূর্বে অগ্রে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

হর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন
শ্রীত বিষ্ণুপুরাণ
অমুবাদের কয়েক
খণ্ড আমরা প্রাপ্ত

হইয়াছি। শ্রীযুত রামসেবক বিদ্যারত্ন ইহার অনুবাদক। বিদ্যারত্ন মহাশয় মূল সংস্কৃতের প্রকৃত অনুবাদ না করিয়া ভাষালান্ধতা ও মধুরভানুরোধে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা অবলম্বন না করিলে অনুবাদ কখনই প্রতি মধুর হয় না, এক ভাষায় যেমন আছে, অন্য ভাষায় ঠিক সে রূপ করিতে গেলেই কঠিন ও নীরস হইয়া পড়ে। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়। শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় সুললিত ভাষায় মহাতারত অনুবাদ করিয়া স্বদেশের যে হিত সাধন করিয়াছেন, তাহা অপর সাধারণ সকলেরই হৃদয়ঙ্গম আছে, এবং তিনি অন্যান্য পুরাণ অনুবাদ করিতে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন, কিন্তু ঈদব দুর্হীপাক বশতঃ তিনি সিদ্ধসঙ্কল্প হইতে পারেন নাই। বিদ্যারত্ন মহাশয় সেই মহৎ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছেন,

এক্ষণে তিনি ক্রমে ক্রমে কতকগুলিন উত্তম উত্তম পুরাণ অনুবাদ করিতে সমর্থ হন, এই আমাদের এতদন্ত বাসনা ও প্রার্থনা। গ্রাহক বর্গেরা অনুকূল হইলেই তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন, অতএব আমরা অনুরোধ করি যে বিদ্যাবান মাত্রেই তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করেন। এই পুরাণ-রত্নাকর, প্রতি মাসে এক এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হয়, ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা।

তত্ত্ববিকাশিনী মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকার কয়েক নম্বা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, লিখন-প্রণালী মন্দ নহে। অন্যান্য খ্রীষ্টানদিগের ন্যায় ফিরিঙ্গি বাঙ্গালা ইহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা ধর্ম-বিষয়ক পত্রিকা বলিয়া আমাদের বিষয়-ঘটিত বিশেষ বক্তব্য নাই। ইহাতে খ্রীষ্টান-ধর্মাবলম্বীদিগের বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞাপন।

নবপ্রবন্ধের ১ম ভাগ পুস্তকাকারে বাঁধান হইয়াছে মূল্য ২।০ টাকা ও তৎ সওয়ায় মফঃসলবাসীদিগকে ডাক মাশুল দিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নবপ্রবন্ধের দরুন আমাদের যাহা পাওনা আছে, অনুগ্রহ পূর্বক স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রদান করিলে চিরবাধিত হইব। অপর যাহারা বর্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আর অধিক বিলম্ব করিবেন না। বিলম্ব হইলে তাঁহাদের নামে ১০ আনার হিসাবে বিল করা যাইবেক।

বিজ্ঞাপন।

শ্রী শ্যামাচরণ সিংহ নামক জনেক সরকার আমাদের নবপ্রবন্ধের কতকগুলি বিলের টাকা আদায় করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অতএব গ্রাহক মহাশয়েরা উক্ত সরকারকে যেন বিলের টাকা আর না দেন, আমরা স্বতন্ত্র সরকার প্রেরণ করিব। যদি কোন গ্রাহক উক্ত সরকারকে দেখিতে পান, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলে চিরবাধিত হইব।

নবপ্রবন্ধ কার্যালয়
কলিকাতা ঘোড়াসাঁকো
১৮১২ নং বলরামদেব স্ট্রীট।

} শ্রী তিনকড়ি ঘোষাল।
তত্ত্ববিকাশিনী।

অর্থাৎ

খ্রীষ্টধর্ম ও বিবিধতত্ত্ব-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকা কলিকাতা খ্রীষ্টীয়ান ট্রাকট ও বুক সোসাইটির সাহায্যে প্রতি মাসে প্রকাশ হইয়া থাকে। অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ১।০ টাকা, বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে উপরোক্ত মূল্যের সহিত ৬০ আনা ডাক মাশুল দিতে হইবে। যাহারা এই তত্ত্ববিকাশিনী পত্রিকা গ্রহণ করিতে মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা, সিমুলিয়া, জেনেরেল এসেম্বলিস ইনিস্টিটিউশন্ নামক বিদ্যালয়ে পত্রিকার কার্যাব্যাহকের নামে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে।

বিজ্ঞাপন।

মদ্রচিত স্মৃতন রামায়ণের প্রথম সংখ্যায় উপক্রমণিকা হইতে একাদশ সর্গের কিয়দংশ পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। পরিমাণ ছয় ফর্মী, মূল্য ১।০ আনা। যাহার প্রয়োজন হইবেক, টাকা-মুলত-যত্না-লয়ে আমার নিকট অথবা কলিকাতার নবপ্রবন্ধ কার্যালয়ে মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

শ্রী হরিশচন্দ্র মিত্র

১৮১২ নং বলরামদেব স্ট্রীট।

নবপ্রবন্ধ কার্যালয়ের বিক্রয় পুস্তক।

চীনের ইতিহাস	২
চারুচরিত্র (দ্বাদশ শিশুর বিবরণ)	৫০
বিজয় বসন্ত (তৃতীয় বার মুদ্রিত)	১০
রত্নাবলী গীতাভিনয়	১০
সাবিত্রী সত্যবান গীতাভিনয়	১০
বিশুদ্ধ প্রেম	১০
পদ্যপুণ্ডরীক	১০
কবিতাকোমুদী (বালিকাদিগের পাঠোপযোগী)	১০

১২৭৩। ৭৪ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র মজুমদার

কলিকাতা।

						১
“	হেমচন্দ্র রক্ষিত	২
“	হারাদন মল্লিক	(বাণ্যাসিক	১১/০
“	নবগোপাল ঘোষাল	১১/০
“	রাধিকাচরণ মিত্র	২
“	মন্তিলাল বসু	২
“	যদুনাথ দত্ত	২
“	অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়	২
“	ক্ষেত্রমোহন দে	২
“	দেবেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীধরপুর জেলা যশোহর	৩০
“	কেন্দারনাথ দত্ত	গিরট	৩০
“	আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১/০

নবপ্রবন্ধ ।

মাসিক পত্র ।

সদর্পসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্ত রত্নান্ত কুতাহুসন্ধঃ ।

সমস্ত সামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ ।

৪র্থ সংখ্যা ।

শ্রাবণ, ১২৭৪ ।

আগষ্ট, ১৮৬৭ ।

মাসিক মূল্য - - ১০

অগ্রিম বার্ষিক ২০ ॥

নবপ্রবন্ধের ছুরবস্থা।



গদীশ্বরের অপরি-
সীম করুণাবলে
আজ আমাদের
নব প্রবন্ধের বয়স
এক বৎসর পরিপূর্ণ হইল। এই
সময়ের মধ্যে নবপ্রবন্ধ যে কত
বিপদার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া
পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন করি-
য়াছে, ইহা কেবল সৰ্ব্ব-নিয়ন্তা,
জগৎপিতার একমাত্র অমুগ্রাহ।
আমরা উপযুক্ত সময়ে নবপ্রবন্ধ
প্রচার করিয়া পাঠকবর্গের হস্তে

প্রদান করিতে পারিনাই বলিয়া,
পাঠক মহাশয়দিগের নিকটে
একান্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া
রহিয়াছি। তাহার কারণ, নব-
প্রবন্ধ পত্র বিষয়ে আমাদের সময়ে
সময়ে, বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে
হইয়াছে। নবপ্রবন্ধ সংক্রান্ত
হুই জন সরকার, অন্ততঃ একশত
টাকা ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিবাতে,
আমবা সমধিক ঋণজালে আবদ্ধ
হইয়াছি। ইহাতে আমাদের
লাভের অভিসন্ধি কিছুই নাই,
একাল পর্য্যন্ত গ্রাহক মহাশয়-
দিগের নিকট হইতে নবপ্রবন্ধের
মূল্য স্বরূপ, যাহা প্রাপ্ত হওয়া
গিয়াছে, তদুদারাই উক্ত পত্র
খানির যথাকথঞ্চি উপজীবিকা
নির্ব্বাহ হইয়াছে। মনে মনে

একান্ত ভবসা ছিল, যে নবপ্রবন্ধ
এইরূপে বন্ধিগ্ন হইয়া যৌবন
সময়ে কৃতিবান সুসন্তানেব নায়
আমাদেরও প্রতিপালন করিবে
অদৃষ্ট-বশতঃ নির্দয় বিশ্বাসঘাতক,
ছুই জন সবকাব আমাদিগের
সে আশীলতা এককালে সম্মলে
উন্মূলিত করিয়া পলায়ন-পরায়ণ
হইয়াছে। সুতরাং নব-প্রবন্ধ
প্রচার রহিত কবা সঙ্কল্প করিয়া-
ছিলাম। - বিপদের সময় দৈর্ঘ্য
ধারণ করা মনুষ্যদিগের অবশ্য
কর্তব্য কর্ম, ইহা ভাবিয়া কথ-
ক্ষিৎ দৈর্ঘ্য ধারণ করিয়াছিলাম,
কিন্তু নবপ্রবন্ধের বিষয়বদন ও জীর্ণ
শরীর দেখিয়া আর দৈর্ঘ্যধারণ
করিতে পারিলাম না। শোকাবেগে
কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইতে লাগিল, নয়ন
দ্বিতীয় হইতে অনবরত শোকমলিল
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লা-
গিল, আর কোনমতেই মনকে সা-
ন্ত্বনা করিতে পারিলাম না। আমা-
দিগকে এক্রূপ শোকসন্তপ্ত-হৃদয়
দেখিয়া, আমাদিগের জনকয়েক
অকৃত্রিম বন্ধু কহিলেন, আপনারা
এ সামান্য বিষয়ের জন্যে কেন
এত কাতর হইতেছেন, দৈর্ঘ্যধারণ

পূর্বক যত্ন করুন, ত্রিলোকে চেঁটার
অসাদ্য কিছুই নাট, সর্কাস্তঃকরণের
সহিত চেকী করিলেই নবপ্রবন্ধের
উন্নতি হইতে পারিবে: এবং আম-
রাও সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে
জট কবিব না। আমবা এট সাহসে
সাহসী হইয়া নবপ্রবন্ধ প্রকাশে
পুনর্বার যত্নবান হইলাম। মাসিক
পত্রের উৎসাহদাতা গ্রাহক ও পা-
ঠক মহাশয়েরা সাধ্যানুসারে যথা
কথক্ষিৎ সাহায্য করিলেই আমরা
যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ
থাকিব।

নাটকাতিনয়।

দেশে প্রায় পাঁচ
এ বৎসর কাল নাট-
কাতিনয় ও গী-
তাতিনয়ের স্রোত
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে।
এক্রূপ আশঙ্কিত যে পূর্বকালীন
জঘন্য হাপা কডাই ও পাঁচালীর
অপেক্ষা মজল-জনক তাহার আর
সন্দেহ নাই। কিন্তু ছুংখের বিষয়
এই যে কতগুলি অভিনয় বিষয়ে

অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ও কতগুলি বালক
লিয়া ইহাকে জঘন্য পেশাদা-
রের যাত্রার অপেক্ষাও জঘন্য
করিয়া তুলিয়াছে। ইহারা অতি
কদর্যা পুঁতুলনাচ ও য়ালাদের ন্যায়
লোকের বাতীতেই ইচ্ছেক্স কিট
করিয়া লুটিমোণ্ডা ও মদ মারিয়া
বিশুদ্ধ নাট্যমোদকে কলঙ্ক দোষে
ছমিত কবিতেছে। পাঠক মহাশ-
য়দিগের নিকটে সেই নটিক গুলি
ও সমাজের নাম উল্লেখ কবিবার
আবশ্যক নাই। কিঞ্চিৎ কষ্ট ধী-
কাব করিলেই অনায়াসেই জানিতে
পাশ্বেবন। বড়াবলী, শম্ভিঠা,
ও বিপবাবিবাহ নাটকাত্মিন্যেব
পব বঙ্কাল এদেশে নাট্যাত্মিন্য
স্থগিত হইয়াছিল, ইহা অনেক-
রই হৃদয়ঙ্গম আছে। তৎপবে
পাথুবিয়াঘাটা বঙ্ক-নাট্যালয়ে
মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিদ্যাসুন্দ-
রের অভিনয় প্রদর্শিত হইলে
কলিকাতায় নাটকেব রাজ্য এক-
কালে আগুন হইয়া উঠিয়াছে।

বিশুদ্ধ নাট্যমোদ যে এদেশে বঙ্ক-
কাল স্থায়ী হইবে তাহার অনুমাত্র
ভরসা নাই। আমরা প্রায় প্রত্যেক
নাট্যালয়ে গমন করিয়া তাহার

সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি
যে, যেসকল অভিনেতৃগণ অভিনয়
কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা-
দের অধিকাংশই মৌখীন, নেহাত
ইয়াবলোক ও মৌখীন অভিনানে
পবিশূর্ণ। সৰ্বদা তাহাদের মনেব
মত মন যোগাইতে না পারিলে স-
থবা কিঞ্চিৎ ক্রটি হইলে অমন মুখ
খান ভাব কবিয়া বসেন এবং অভি-
নয়েও আর তাদৃশী আস্থা প্রকাশ
কবেন না। কেহ কেহ “ডাম
থিয়েটব” বলিয়া বঙ্কস্থল হইতে
বাহিব হন, আর ভুলেও সেপেপে
পদার্পন করেন না। আমবা কোন
কোন বিশেষ বঙ্কস্থলে উপস্থিত
হইয়া দেখিয়াছি, অধ্যক্ষ মহাশয়
দৈবাৎ সে দিবস ভোজ ও পানীয়
দ্রব্য আচরণ করিতে পারেন নাই,
বিহিয়াবসেলেব পর মৌখীন
বাবুবা যখন দেখিলেন যে আজ
ওদিগের বিষয় কিছুই নাই, তখন
একেবারে ক্রোধে পবিশূর্ণ হইয়া এই
আপনাব নাটক মিন্ বলিয়া নাটক
পুনঃপ্রদান পূর্বক প্রস্থানোদ্যত
হন। দেখিয়া শুনিয়া অধ্যক্ষ মহা-
শয়ের চক্ষুঃস্তির, অনেক কষ্টে ইহা-
দের একপ্রকার শিক্ষা দেওয়া হই-

যাছে, পুনর্বার স্মৃতি লোক নিযুক্ত করিতে হইলে থিয়েটার হওয়া ভার, বিশেষতঃ কতগুলো জঘন্য থিয়েটারের দোঁরায়ে লোক পাওয়াও অতি দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যক্ষ মহাশয় এইরূপ বিবেচনার পর করমোড়ে বিনীত ভাবে কহিতে লাগিলেন। তাই আমার অপবাধ হইয়াছে, আমাকে তোমরা মাফ কর, আমি এখন সমুদয় আয়োজন করিতেছি। আয়োজনের নাম শ্রবণ মাত্রেই সৌখীন বাবু বা বলেন, “হাঁ এখন বলি থিয়েটার।”

অভিনয় সংক্রান্ত সৌখীন বাবুদিগের তো দশা এই, ইহাদিগের দ্বারা যে বহু কাল নাট্যাভিনয় এ দেশে প্রচলিত থাকিবে, সে আশা আমাদিগের জুঁয়াশা মাত্র। আমরা অভিনয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে সবিশেষ অনুরোধ করি, যে তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া, কোন একটা প্রকাশ্য স্থলে নাট্য মন্দির প্রস্তুত করুন, বেতনভোগী নট নটী রাখুন, এবং টিকিট বিক্রয় করুন, তাহা দ্বারা অভিনয়ের সমুদয়

ব্যয় নিৰ্ব্বাহ হইতে পারিবে, উদ্বর্তন হইয়া অভিনয় খাতায় জমা হইলে ক্রমশঃ অভিনয়ের উন্নতি হইতে পারিবে। এবং টাকার প্রত্যাশায় অভিনেতৃগণও সবিশেষ মনোযোগ দ্বারা অভিনয় কার্যে সুশিক্ষিত হইয়া, দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারগ হইবেন। —

মাগ্লিয়াবিচি।

গত প্রকাশিতের পর।

দ্যপি কোন যাজক
য কোন সাধু ব্যক্তির
প্রশংসাবাদ লি-
খিতে প্রবৃত্ত

হইতেন, মাগ্লিয়াবিচি তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ একপ শত শত গ্রন্থকর্তার নাম করিতেন, যে তাঁহারা উক্ত সাধুব্যক্তির গুণানুবাদ প্রক্টেই লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কেবল গ্রন্থকর্তাদিগের নাম করিতেন এমত নহে, তিনি তাঁহাদের পুস্তকের নাম, ও ঐ সকল পুস্তকের পৃষ্ঠসংখ্যা, এবং কথা গুলি পর্যন্ত বলিয়া দিতেন। তিনি এত

সহজে উক্ত বিষয়গুলি বর্ণন করিতেন, যে তাঁহাকে দৈববক্তা বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিত। তাঁহার এই অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া ফ্লরেন্স নগরের গ্রাণ্ড ডিউক তৃতীয় কসমো তাঁহাকে তাঁহার পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। এই কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে অতিশয় উপযুক্তই হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে কোন একখানা পুস্তক তাঁহার হস্তগত হইলে, তিনি কেবল গ্রন্থের নামাঙ্কিত প্রথম পৃষ্ঠা সমুদায় পড়িতেন, এবং কতক কতক ভূমিকা, বিজ্ঞাপন, সর্গও পাঠ করিতেন। তৎপরে একবার সমস্ত অংশ পাঠ করিতেন। এইরূপ করিলে পর সকল সময়েই পুস্তকের সমুদায় অংশ বলিতে সমর্থ হইতেন। তিনি অশীতি বৎসরের অধিক জীবন ধারণ করিয়া ছিলেন। ১৭১৪ খৃঃ অব্দের ১৪ ই জুলাই মাসে তিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই শোকাশ্রুপাত করিয়াছিলেন, এবং সকলের মুখেই তাঁ-

হার প্রশংসা প্রত্যাগোচর হইয়াছিল। তিনি শেষ জীবন অতি সুখে সচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং এতদন উপার্জন করিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তি বিদ্যার প্রভাবে কখন এত উপার্জন করেন নাট। তিনি একটা অতি উত্তম পুস্তকালয় সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উপযুক্ত ব্যয় নিমিত্ত টাকাও রাখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য বিষয় তিনি দীন ছুঃখী দিগের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছিলেন। কোন গ্রন্থকাবিশিষ্ট প্রকাশক কোন মূল্য পুস্তক মুদ্রাঙ্কন করিলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে একখান প্রদান করিতেন।

স্ত্রী-সর্ব্বস্ব গ্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান—পুষ্করিণীর ধার।

(রমাকান্ত দত্ত, ও রামেশ্বর ভট্ট-
রত্ন আসীন)

রমা। বাবা, খুড়ো, বলতে কি

শ্রী মনের মত না হলে কিছু-
তেই সুখ নেই ।

রামে । বাবা, তা একবার কবে
বলচো, যদি ক্রূপে গুণে, আর
ভদ্র লোকের মেয়ে হয়, তা
হলে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ
এক দিকে, আর ও সুখ এক-
দিকে । বিশেষতঃ শাস্ত্রেও
বলেছে যে “অসারে খলু সং-
সারে সাবৎ স্বর্গের নন্দিনী ।
ধর্ম্য অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ
দায়িনী ।”

রমা । বাবা, মনের কথা টেনে
বলেছ, গম্ভীর তর্ক পঞ্চানন,
যার নামে টোলের পণ্ডিতেবা
থরহরি কাঁপতো, তাঁর ছেলে
তুমি, না হবে কেন বাবা ?

রামে । বাবা, বড় কথাটা মনে
পড়ে গেছে, কর্তা সর্বদাই বল-
তেন, কর্তা কেন শাস্ত্রেও ল্পষ্ট
লেখা আছে যে, সহধর্মিণী
গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপিণী । সং-
সারে যত পরিবার থাকুক না
কেন, শ্রীই সর্বপ্রধান । এ
সকলকেই স্বকীর করতে হবে ।

রমা । বাবা, তার আর কি সন্দেহ
আছে ? এই পাড়ায় কত গুলো

আহাম্মোক্তদের কথা সর্বদাই
শুনতে পাউ, যে তাঁরা সর্বদাই
রাঁড় নিয়েই আনন্দ প্রমোদ
করে থাকেন, কিন্তু মেগের
সঙ্গে ভাসুর ভাদ্র বৌ সম্পর্ক ।
সে বোকাবা কি কখন বিদ্যা-
সুন্দর পড়ে নি যে,—

“অবলাব পর্ষ্য আর পুবাং ভাসুর ।

এই দুই রকম পায় মতনে দস্তুর” ॥

আবে বেটারা, তোরা রাডের
বাড়ীতে লোচ্চাম কবতে যাস,
সমস্ত রাত কাটিয়ে আসিস,
বাড়ীতে ভোদেব মাগকে ঠাণ্ডা
করে কে ? তারাও তো লোচ্চা
খুঁজে বেড়ায় । কেমন বাবা
ঠিক কি না ?

ভাল খুড়ো তুমি এটা মানতো ?

“রমণী রত্ন না সহে আঁচ ।

পরশে অগ্নি টুটয়ে কাঁচ ॥”

রামে । বাবা তুমি যা বলছ তার
আর কি উত্তর আছে ? কিন্তু
বাবা, একটা কথা বলব কি,
এরা তো ভদ্র লোক, বাঙ্গালি
মেয়ে মানুষের কাছে যায় ;
আজ কাল এমন বাবু চের আছে,
মোছলমানী, ফিরিঙ্গী, ইহুদী
বই কথাটি কন না, বাড়ীর

মেঘরাণী দেখতে ভাল হলে
তিনিও পার পান না ।

রমা । ও কথা আব বলো না
বাবা, বাবুদেব দিক বাবুদের
নজোবে দিক, বাবুদেব আয়ে-
শাকে দিক, হিঁ ছুব ছুলে হয়ে,
কেমন কবে সেই পাঁজর সুন
ভেড়া গুরুথেকে মুখে মুখ
দেয়, রামামাধব' রামামাধব ।
ছি ছি ; প্রভো তোমাব উচ্ছে!
বুঝলে বাবা, ও সব মদেব গুণ
আর কি ? (হাস্য করিয়া) তা-
দেখ বাবা, ছুংখের কথা বলব
কি, আহাম্মোক বাটা বা আবার
আমাদেব ট্রেন বলে গাল দেয়,
আরে খুড়ো, তোমারো দ্বিতীয়
পক্ষের বিয়ে, আমাবো দ্বিতীয়
পক্ষের বিয়ে, স্মৃতবাং জীর
একটু বর্শাভূত না হলে চলবে
কেন ?

রামে । অবশ্য এতো হতেই
হবে । আর শাস্ত্রেও বলেছে,
“ব্রহ্মস্যা তরুণী ভার্য্যা প্রাণে-
ভ্যোপি গরীয়সী ।” কিন্তু
বাবা, তাও বলি, দ্বিতীয় পক্ষে
বিবাহ সে কেবল পিত্তি রক্ষে
মাত্র ।

রমা । তা বলে কি হয় খুড়ো,

তা নইলে যে সংসার চলে না ।
মা মাসী খুড়ী জেঠী যত আয়্যায়
থাকুক না কেন, বিপদের সময়
কেও ফিরেও চায় না । কেবল
এক মাত্র জীই ছুংখের ছুংখিনী
হয়ে থাকে । খুড়ো, ছুংখের কথা
বলব কি ? গেল বৎসর আমার
রক্ত আমাশয় ব্যামব সময়
দেখা গেছে, অন্যান্য পরিবার
সব উকি মেরে, চক্ষের দেখা
দেখে যেতো । বাবা, ভাগ্যে বিয়ে
করে ছিলেম, তাই তার সেবা
শুশ্রূষায় এ যাত্রা বেঁচে গেছি ।
বাবা, বলব কি, সে এম্নি ভদ্র
লোকের মেয়ে, আব গুণবতী যে
আমার মল মূত্র পরিষ্কার
কব্তে এক দিনেব তবেও স্বর্ণা
বোপ কবে নি, ছ হাতদে করেছে ।

আর ক্রমাগত দশ রাত্রি যোগে
আনাব সেবা করেছে । বাবা,
মাধ করে কি তার বর্শাভূত
হয়েছি । এজন্মে কি তার
• স্বর্ণ পরিশোধ করতে পারব ?

রামে । বাবা, তার আর সন্দেহ
আছে ? গুণবতী জীর গুণ যে
কত, যে গুণবতী জীর মহাবাস

করেছে সেই জেনেছে। সং-
সারের অন্যান্য পরিবার সক-
লেই সুখের ভাগী, কেবল এক
মাত্র গুণবতীশ্রীই সুখ দুঃখের
ভাগী হয়ে থাকে।

রমা। (দেখিয়া) খুড়ো, চুপ
কর বাবা, রাজনারায়ণ দাদা
আসছেন, ও সব কথা এখন
থাক। অন্য কথা কও।

রামে। (দেখিয়া) হাঁ বাবা,
বলেছো ভাল ও লোকটা বড়
সহজ নয়। আর ওঁকে কথা-
তেও আঁটবার জো নেই।

—

(রাজনারায়ণ বাবুর প্রবেশ)

রমা। এস দাদা এস।

রাজ। হাঁ তাই এলেম, বাড়ীর
কাছে বাগানটী করে বড়ভাল
করেছ। (পাশে অবলোকন
করিয়া) কেও খুড়ো কতক্ষণ
বাবা, প্রণাম।

রামে। এস বাবা, জয় হোক-
বড় অধিকক্ষণ নয় এই মাত্র।
আজ আফিসে যাওয়া হয় নি?
ও, আজ যে রবিবার। বোস
বাবা।

রাজ। হাঁ খুড়ো বস। (উপ-
বেশন করিয়া। তবে খুড়ো
কি কথা বার্তা হচ্ছিলো?)

রামে। না এমন কিছু নয়। এট
ঘরকমার কথা হচ্ছিলো।
উনিও দ্বিতীয় পক্ষে একটী
বিবাহ করেছেন, আমিও একটী
করেছি।

রাজ। হাঁ, শেষ দশায় কাশীতে
মন্দির দেখে তাত অনেক
দিনই জানি। ভায়া আবার
কিছু বাড়াবাড়ী করেছেন?

রামে। বাড়ী বাড়ি কেমন।

রাজ। বাড়ী বাড়ি নয় কেমন
করে, প্রথমত তো অমন
বয়েসে বিয়ে করে, এক প্রকাব
কাশীতে মন্দির দেখেন।
তার পর ছোট ভাই, ভাইপো
ও তাত্র বৌদীকে বাড়ী থেকে
দূর করে তাড়িয়ে দেছেন।
বুড় মা আর একটী বিধবা ভগ্নী
বাড়ীতে আছে, বুড় মা বাজাব
করে, আর রাঁড় বোন বোপ
হয় রেঁধে দেয়। এঁরা বৌমার
সেবা শুশ্রূসা করে বলেই আজো
বাড়ী থেকে দূর করে দেন নি,
এক মুঠো তাত আর এক খানা

কাপড় দিচ্ছেন। দোল নেই
জুগোৎসব নেই, মা বাপের শ্রীক
নেই, মোট বয়ে যা আনছেন
তাই মেগের পাদপদ্মে ঢেলে
দিচ্ছেন। আর সেই রাঙ্গা
টুকটুক পায়ে লালি আপ-
নিও খাচ্ছেন, আর মা বোনকে
খাওয়াচ্ছেন। কেমন হে
রমাকান্ত ভায়া, আমি যে সব
কথা গুলো বলুম এসব সত্যি
কি না?

রমা। (দ্বগত) আঃ এ আপদ
আবার কোথেকে এসে জুট-
লো গা। ব্যাটারের তো
খেয়ে দেয়ে কর্ম নেই, কেবল
পরের ছিদ্ৰ অন্বেষণ কবে
বেড়ায়। (প্রকাশে) ন্যাও
ন্যাও মিছে বকোনা, কবে
আবার মাকে বাজার করতে
দেখচ?

রাজ। কি বলে কবে, রোজ
লালা বাবুর বাজারে বাজার
কবতে দেখেছি।

রামে। কেন, ঐ তো আছে।

রাজ। আরে ঐ থাকবে না
কেন? সে ওঁর মেগের সেবার
জন্যে আছে; মা বোনের

তাতে স্মার কি? (রমাকান্ত
দণ্ডের প্রতি) রমাকান্ত বাবু
রাগ করো না ভাই, তোমারি
ভালর জন্যে বলছি, ভাল, বিবে-
চনা করে দেখ, যে জননী
তোমাকে দশ মাস দশ দিন
গর্ভে ধারণ করে কত যত্নগা
ভোগ করেছেন, বাৎসল্য রস
পরবশ হয়ে তোমাকে কতশত
আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা
কবেছেন, তোমার শারীরিক
পীড়া হলে স্বয়ং অনশন থেকে,
তোমার শরীর সুস্থ করেছেন,
নিজে আহাৰ না করে তোমা-
কে খাইয়েছেন, এই সব করে
কি ভাই মায়ের সেই সব ধার
শুধছে!

রমা। (দ্বগত) আঃ কি আপ-
দই এসে জুটলো বাপু, খোঁড়ার
পা খালেই পড়ে, দূর হোক
এখানে থেকে আর কাজ নেই,
বাড়ী যাই। (গাত্রোধান
করিয়া) খুড়ো প্রণাম।

রাজ। কি ও রমাকান্ত বাবু,
কোথা যাও, আরে বসো বসো,
বলুম বলে কি রাগ কলে ভাই।

রমা। আরে রেখে দাও তোমার

বসো ! (স্বগত) এমনি পোড়া
দেশে বাস করি, যে মাগ্গকে
ভাল বাসবার যোটা নেই !

(প্রস্থান)

রাজ। খুড়ো, দেখলে, ঐ যে
লোকে কথায় বলে যথার্থ কথা
বলে, আহাম্মোক হয় রুষ্ট, আব
দেবতা হয় তুষ্ট। তা এই।

রামে। আর বাবা, কালেব
গতিকে করে এখন এই রূপই
হয়ে উঠলো, ঐ যে অক্রুর
দত্তেরা সং করেছিল, “ যা
বাপের গলায় দড়ি দিয়ে মাগ্গকে
করেছে কাঁদে ”। তা যথার্থ।

রাজ। খুড়ো যার বাগান সেই
যদি চলে গেল, তবে আমরা
আর বাসি কার কাছে, চল
যাই, পাড়ার মেয়ে ছেলেরা
জল নিতে আসছে।

রামে। আচ্ছা বাবা, তবে চল
যাই। (উভয়ের গাত্রোখান)

রাজ। খুড়ো আমি একবার
বসেদের বাড়ী যাব। তবে
এস বাবা, প্রণাম।

রামে। কল্যাণ হোক।

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রথমাক্ষ ।

দ্বিতীয় গভাক্ষ ।

রাজপথ সন্নিহিত উদ্যান।
(এক দিক্‌তে কুম্বকক্ষে কুমুদিনীর
প্রবেশ, ও অপর দিক্‌তে
সৌদামিনীর প্রবেশ)।

কুমু। ইস্, আজ বড় ড দেখাট
হয়েছে, সকাল বেলা কার মুখ
দেখে উঠেছিলেম তা বলতে
পারি নে।

সৌদা। কেন তাই এত ঠাট
কব্চ কেন ?

কুমু। ঠাট কেন করব তাই,
অনেক দিন দেখা হয়নি তাই
বল্চি।

সৌদা। আর তাই, আমারতো
ইচ্ছে যে, চুল বেঁধে টিপ্ কেটে
আলতা পোরে গায়ে ফুঁ দিয়ে
ইয়ারকি দিয়ে বেড়াই, কিন্তু
পোড়া বিধি যে সংসারের ভার
দিয়েছেন, এক দণ্ডের ভরে
আয়েশ করতে পাইনে।
আবাগী যদি বঁচে ছিল,
তদ্দিনতো জ্বালালে, মরে গেল

তবুতো নিস্তার নেই, গলায়
কড়কগুলো পাপ ঝুলিয়ে দিয়ে
গেল ।

কুমু । ভাই তুমি করবে না তো
করবে কে ? সে মাগির কপাল
মন্দ তাই শিগ্গীর শিগ্গীর
মরে গেল, এমন বৌ বেটা
নিয়ে ঘর করতে পেলেন না ।

সৌদা । যা বলি বা কই, সে কিছু
শুনতে আসেনি ; আমার
শাউড়ী ভাই এক রকম বেশ
লোক ছেল ; যত্ন আইত্তি
করতো, আর আমাকে প্রাণের
সমান ভাল বাসতো ।

কুমু । তা ভাই তোমার মতন
অমন গুণের বৌকে কে না
ভাল বাসে ? ঐ যে রমাকান্ত
দত্তের দোজপক্ষের মেগের
মুখে আগুন আর কি । শাউড়ী
মাগির কি পর্য্যন্ত না খোয়ার
করেছে ! বুড় মিসেসটাই বা
কেমন ? দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে
করে একেবারে মেগের গোলায়
হয়ে পড়েছে । আর না হয়ে-
ইবা করেকি, মিসেসরতো তখন-
কার মতন আর সামর্থ্য নেই ।
তুমি যা বল ভাই, কিন্তু অমন

ভাতারের মাগ না হলেও সুখ
নেই ; ভাতার অমনি মুটোর
ভিতর থাকবে, যখন যা চাব,
তখন তাই দেবে, তবেত বলি
ভাতাব ।

সৌদা । কেন ভাই গুণ থাকলে-
ইতো হয়, রাজলক্ষ্মীর গুণ আছে
তাই ভাতারকে অমন করে বস
করেছে, তা ভাই তুমিও কেন
অমান গুণবতী হওনা ।

কুমু । পোড়া কপাল অমন
গুণের । হয় হোক, ও সব
কথায় আর কাজ নেই । চুপ
কর ভাই, বড় মান্নের ঘবের
কথা কেউ কোন্ খান থেকে
শুনবে ।

সৌদা । ইস শুনলেইবা, আমার
তো আব তার একচালায় চালা
নয়, যে চালা কেটে উঠিয়ে
দেবে ।

কুমু । না তা নয়, তবে আমা-
দের ঘবের কথায় কাজ কি ;
ওই যে কথায় বলে “রাজায়
রাজায় যুদ্ধ হয়, উনুখাগড়ার
প্রাণ যায়” ।

সৌদা । নে বোন্ যপার্থ কথা
বল্বে তার একটা ভয় কি !

কুমু। আর ভাই দাঁড়াতে পারি
নে, বেলাটা একেবারে গেল,
কুটীথেকে এখন আসবে,
খাবার দাবার তয়ের কবে
রাখতে হবে।

সৌদা। হ্যাঁ ভাই চলো জল
নিয়ে শিগগীর যাই, আমাদের
চের কাজ পড়ে আছে।

কুমু। হ্যাঁ ভাই চলো যাই, বেঁচে
যদি থাকি তো আবার দেখা
হবে।

সৌদা। বালাই আর কি, (যাইতে
যাইতে) কুমুদিনী! সকাল সকাল
কাজ সেরে আমাদের বাড়ি
বেড়াতে যাস্।

কুমু। আচ্ছা ভাই এক দিন যাবো।
(ছুই দিকে ছুজনের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্তাঙ্ক।

রমাকান্ত দত্তের শয়ন মন্দির।

(রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ)

রাজ। (স্বগত) অলপ্পেয়ে ড্যা-
করা আজ কুটীথেকে এলে হয়,
আজ তারি এক দিন কি আ-

মারি এক দিন। ওঁর সংসারে
বাসন মাজ্বে, ছবেলা রাঁধব,
আবার শাউড়ীর মুখনাড়া
সইব! পোড়া কপাল আর কি;
কেন! আমার বাপের ঘরে কি
ভাত কাপড়ের অভাব আছে?
ভাল খাব, ভাল পরব, যখন যা
চাব তখন তাই পাব বলেই
অমন বুড় মিস্ত্রের সঙ্গে বিয়ে
দিয়ে ছিল। হ্যাঁ, ভাতারের
তেমন সুখ থাকতো, তাহলে
সকলি সইত। তার দফায়
অষ্টরশ্রী, আপনার গুণে যা
করি। এই আজ বিশ্বের বাতি
ছেলে বস্তুম, দেখাই যাক্
কত দূরেব জন কত দূরে মরে।
(উপবেশন) আঃ, এ মাগী কি
বজ্জাত বাবু, একে ঘরে সন্ধ্যার
প্রদীপ দিতে বলেছি কখন,
সন্ধ্যা উৎরে গেল। ও পেঁচোর
মা! আমরা মাগি, ও পেঁচোর
মা! (নেপথ্যে) যাচ্চিগো
বউ ঠাকুরণ। আ মরণ আর
কি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন।

(পেঁচোর মার প্রবেশ)

পেঁচো। হ্যাঁগা বউ ঠাকুরণ, আজ

অমন মুখখানা ভারভার করে
বসে রয়েছে কেন গা? বাবুর
আসবাব সময় হলো, কই জন-
খাবার উদ্যোগ টুদ্যোগ করছে
না যে?

রাজ। ছাই খাবার উদ্যোগ কর-
বে, তুই এখন আপনার কর্মে
চলে যা।

পেঁচো। যাই বাছা। (স্বগত)
আমি আদার ব্যাপারি আমার
জাহাজের খবরে কাজ কি?
(সম্মুখে অবলোকন করিয়া)
এই যে বাবুত এসেছেন।

(রমাকান্ত দত্তের প্রবেশ)

রমা। আজ তোমার জন্যে কেমন
এক খানা জরীর মাড়ি এনেছি
দেখ দেখি। (হস্ত প্রদান)
(দূরে নিক্ষেপ) কেন কেন, আজ
এত রাগত দেখছি যে? হ্যাঁরে
পেঁচোর মা! কি হয়েছে
বল্ দেখি।

পেঁচো। আমি বাবু কিছুই
জানিনে।

রমা। আচ্ছা, তুই তবে এক ছি-
লিম ভামাক সেজে নিয়ে আয়।

পেঁচো। আনি বাবু।

(পেঁচোর মার প্রস্থান)

রমা। (পাগড়ি ও চাপুকান্ন রা-
খিয়া উপবেশন পূর্বক) হ্যা-
দেখ বউ, আমার মাথা খাও,
সত্যি করে বলো, কি হয়েছে?
(সকাতরে) তোমার বিরস বদন
দেখলে জগৎ একেবারে অন্ধ-
কার দেখি। তুমি বই আর
আমার দাঁড়াবার স্থান নেই;
স্নেহ করে দুটো কথা বলে
এমন লোকটাও নাই। (কর-
যোড়ে) প্রিয়ে! এ গোলামের
দিকে একবার চেয়েদেখ! চাই-
বেনা। প্রিয়ে তুমি যে আমার
সর্বস্ব ধন, তুমি আমার হৃদয়ের
ধন, তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী, এ
বুড়বয়েসে আজো পরেব চাকরি
করছি কেবল তোমারি জন্যেই,
তৈলে আমার আর কে আছে।
(রাজলক্ষ্মী মুখদ্বারা তাড়ন, ও
রমাকান্ত ভূতলে পতিত হইয়া)
ওমা আমার কি হলো! আজ
আমি যে কার মুখ দেখে উঠে-
ছিলেম তা বলতে পারিনে,
(গাজোখান করিয়া) বৌ
তোমার পায়ে পড়ি বল কি
হয়েছে? (হস্ত ধারণ, রাজ-
লক্ষ্মী হস্ত ছাড়াইয়া লইলে)

আজ আমার দফা হয়েছে, আর
কি, এই বুড় বয়েস, দুর্ভাবনায়
সমস্ত রাত্রিতে নিদ্রা হবেনা।

হুকো নিয়ে পেঁচোর
গার প্রবেশ।

রমা। পেঁচোর মা এয়েছিস্ দে
তামাকটা খাই দে।

পেঁচো। নিন বাবু। (হুকো প্রদান)

রমা। (তামাক খাইতে খাইতে)

পেঁচোর মা আজকের ব্যাপার-
টা কি বলতে পারিস্?

পেঁচো। না বাবু আমি গিরিশ
বাবুর শশুর বাড়ি দিব্য নিয়ে
গেছলুম, আমিতো এখানে

ছিলেম না। এসে দেখি বো
ঠাকুরগ মুখখানা তার করে বসে
আছেন।

রমা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ভাগ করিয়া)
হুঃ; আচ্ছা তুই পাধোবার
এক ঘটা জল নিয়ে আয়।

পেঁচো। অনি বাবু।

পেঁচোর গার প্রস্থান।

রমা। (হুকো রাখিয়া করযোড়ে)
চাঁদ-বদনি, এ বুড়টাকে আর
কেন খুন কর, প্রসন্না হও, আ-
মার অপরাধ হয়েছে, তোমার

পায়ে পড়ি বল, তুমি বই আর
আমার কেউ নাই।

গিরিশের প্রবেশ।

গিরি। বাবা মহাশয়, আমার বই
আর জুতো এনেছেন?

রমা। (স্বগত) হ্যাঁ ওঁর বই আর
জুতো এনেছি। বোয়ের কাছে
যে জুতো খাচ্ছি তাই আগে
সামলাই। (প্রকাশে) না বাবা
আজ আনা হয়নি, এখন তুমি
যাও পড়গে।

গিবি। আচ্ছা আমাকে কাল কিন্তু
কিনে এনে দিতে হবে।

(গিরিশের বেগে প্রস্থান)

রমা। (স্বগত) কালকের কথা
কাল, এ অভিমান সাগর থেকে-
তো আজ বেঁচে উঠা। (প্রকাশে)
তা চাঁদ-বদনি এ বুড়োর যথো-
চিত হয়েছে, প্রসন্না হও, তুমি
বই আর আমার কেউ নেই।

রাজ। (সরোবে) কেন যার মা
বোন আছে তার আবার কেউ
নেই কেমন করে? এখানে
আমারি কেউ নেই।

রমা। কি বললে প্রিয়ে, তোমার
কেউ নেই, এই যে এক জন

তোমার সকের গোলাম আছে। তা বো আমার মাথা খাও, বল কি হয়েছে।

রাজ। হবে আর কি, আমি এক মুটো ভাত আর এক খানা কাপড়ের জন্যে এত গঞ্জনা মইতে চাইনে। আমাকে এক-খানা পাল্কি আনিয়ে দাও, আমি বাপের বাড়ী যাব।

রমা। অ্যা বউ তুমি বাপের বাড়ী যাবে! অ্যা তবে আমার উপায় হবে কি?

রাজ। কেন, যার অমন বাঁড় বোন বাড়ীতে, তার আবার ভাবনা।

রমা। বো তবে বুঝি তোমার বাপের বাড়ীতে তোমার নাগ-মরা ভাই টাই আছে।

রাজ। তা থাক আর না থাক, সে খবর তোমার নিতে হবে না। এখন পাল্কী আনিয়ে দেবে কি না? হয় দুই সর্ষ-নাশীকে বাড়ীথেকে বিদেয় কর, নয় আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

রমা। তুমি আমার বাপদন, তুমি আমার চোদ্দপুরুষ, তুমি

আমার গৃহলক্ষ্মী, তুমি এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে কি আমার আর লক্ষ্মীগ্রী থাকবে? ওদের দুটোকে বাড়ীথেকে বেব করে দিতে বলো, কখন এ গোল মিটে যেতো। হরি হে তোমার ইচ্ছে। কাল সকালে দেখবে যে সব ফাঁক হয়ে গেছে। তুমি একলা ঘরের রাজ রাজেশ্বরী হয়ে বসবে, আব আমি চিৎপাং হয় তোমার পাব তলায় পড়ে থাকবো।

(কামিনীর প্রবেশ)

কামি। হ্যাঁ লো সর্ষনাশী আবাগী, খালি ঘব পেয়ে ভাতারকে যে বড লাগাচ্ছি।

রাজ। কেন্ লা, আমি কি ভোক ভাতারের কাছে লাগাচ্ছি?

কামি। আমবণ আব কি, ভাতারের গুমব পৃথিবীতে আর পরে না। আমাব ভাতারই যদি থাকবে, তাহলে অমন মেগেব গোলাম ভাইয়ের গলায় পড়ি!

রাজ। কেন্ লা আবাগী সর্ষনাশী, বিদ্যানাগরের কাছে

যানি, আবার ভাতার জুটিয়ে
দেবে এখন।

কামি। হোর গোনাগুটি যে
যেখানে আছে তারি থাক্
আমি কেন যাব লা, আমি
সতী মায়ের সতী মেয়ে।

রাজ। আহা কি সতী গা, বজায়
কুন্তী কি অহল্যা এসে উপস্থি
হলেন।

রমা। (স্বগত) হরি হে তোমার
ইচ্ছে! অঁ এ মাগী দুজন
বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে,
বোয়ের সঙ্গে নিফুটকে আমোদ
প্রমোদ করে বাঁচি। কি
বালাই জুটেছে, সূতন বিয়ে
করে অবধি এক দিনের তরে
পেটী ভরে আয়েশ কর্তে
পেলেন না। (প্রকাশে) ও
কামিনী শোন, ঝগড়া করলে
চলবে না, বোয়ের মন যুগিয়ে
থাক্তে পারিস্ তো থাক্, তা
নৈলে তোরা দুটো বাড়ীথেকে
বেরিয়ে যা।

কামি। তোমারো পোড়া কপাল
আর তোমার বোয়েরও পোড়া
কপাল। তোমার বো কোন
ঘাটে মুখ ধুয়ে এসেছিল যে

তার মন যুগিয়ে চলবে।
আমরা কাল সকালেই বাড়ী-
থেকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু
দাদা মার তো আর যৌবন
নেই! (উপবেশন করিয়া
অঙ্গুল মঠকে রাজলক্ষ্মীর প্রতি
মরোদনে) তুই যেমন আমা-
দের সঙ্গে ছাই দিলি, হরি যদি
থাকেন, দেখিস্, দেখিস্,
দেখিস্, তেরাতির পোহাবে
না, আর তোকে ভাতারের
ভাতও খেতে হবে না।

(উচিয়া প্রস্থান)

রমা। (স্বগত) আঃ আপদ গেল,
বাঁচলেন, রায়বাধিনীর মত এ
রাঁড়ীকে দেখলে, আমার
গায়ের অর্দ্ধেক রক্ত শুকিয়ে
যায়। (প্রকাশে) প্রিয়ে আর
কি, এখন তুমি রাধা আমি
শ্যাম, এখন দিবারাত্র মনের
সুখে নির্জর্নে নিকুঞ্জে সুখে
রাসলীলা করব। তোমার
জটিলে কুটিলের বিষদাঁত ভেঙ্গে
দিয়েছি, তা বো এখন বনফুলের
মালা গাঁথে আন, ভাল করে
বাসর সজ্জাটা কর।

রাজ। (মুহূর্ত্তে হাসিয়া স্বগত)

বুড়োর রস যে গড়িয়ে পড়েছে,
(প্রকাশে) আগে খাওয়া দাওয়া
কর, তার পরে বাসর সজ্জা হবে
এখন।

রমা। হাঁ, তাই ঠিক বলেছ,
খিদেটা বড় পেয়েছে। তা বৌ
খাবার নিয়ে এসো না, আজ
বাসর ঘরে বসেই খাওয়া যাক্।

রাজ। ইস, বাসর ঘরের আমোদ
আজো যে ভুলতে পারনি।

রমা। হাঁ, এ প্রাণ থাকতে কি
সে আমোদ ভুলতে পারা
যায়। বাসর ঘর মনে পড়-
লেই আবার বিয়ে করতে
ইচ্ছে হয়। আর গাটা কেমন
কোরে উঠে।

রাজ। এত যদি সাধ হয়ে
থাকে, তো আর একটা বিয়ে
কেন কর না?

রমা। না ভাই, আর বিয়ে কোরে
কাজ নাই, তুমি আমার বেঁচে
থাক, তোমার কোলে যেন মৃত্যু
হয়; তুমি পাকা মাধায় সিন্দুর
পার, হাতের নো কয় যাক্।

রাজ। আ মরণ আর কি, কি
কথাই বলছে।

(আমন ও জলের ঘট নিয়ে
পেঁচোর মার প্রবেশ)

রাজ। পেঁচোর মা এই খানে
জায়গাটা করে দে, (পেঁচোর
মার খাবার জায়গা প্রস্তুত
করণ) পেঁচোর মা আর
শুনেছিস, তোর বাবু আর একটা
বিয়ে করবে লো।

পেঁচো। (স্বগত) একটা মেগের
জ্বালায় বুড় জ্বলে মলো,
আবার বিয়ে করতে সাধ গা।
(প্রকাশে) বেশ তো বৌ ঠাক-
রুণ, তা হলে আমি রুপোর
বালা, রং করা কাপড় পাই।
আর মজা করে দু সতীনের
রঙ্গ দেখি।

রাজ। তুই কেবল রঙ্গ দেখতে
আছিস বই তো নস্। লেন
এখন প্রদীপটে এই দিকে
সরিয়ে দে, আমি খাবার
আনি। (প্রস্থান)

পেঁচো। কত বাবু, বুড়ো মা
ঠাকুরুণ আর দিদি ঠাকুরুণকে
বাড়ী থেকে বের করে দেও-
য়াটা কি ভাল হলো?

রমা। কেন ভাল হবে না?

বোনের মন যুগিয়ে যে না
টলবে, তাকে আমি ভাত
কাপড় দিয়ে পুস্ব কেন?

পেঁচো। হ্যাঁগা বাবু, মা বোন
পর, আর বো কি এতই আপ-
নার হলো।

রমা। নয় কেমন করে; মাগ-
ইতো আপনার, আর মা,
বাপের পরিবার ঠৈ তো নয়?
বোনের কথা দূরে থাক।

পেঁচো। (স্বগত) মুখে আগুন
অমন জ্বেলের।

(খাবার লইয়া রাজলক্ষীর
প্রবেশ)

রাজ। (খাবার যথা স্থানে
রাখিয়া) এস না, তবে খাও-
সে না।

রমা। হাঁ যাই (আহার করিতে
করিতে) পেঁচোর মা, হুঁকো-
টায় জস কেরাগে তো।

পেঁচো। যাই বাবু।

(পেঁচোর নার প্রস্থান।)

রমা। বো, ছোলার দালটে কি
চনৎকার রেখেছো, কি সুতারই
হয়েছে।

রাজ। তবু যি দিতে ভুলে গিছু-
লুম।

রমা। প্রিয়ে যি দেবার আব-
শ্যক কি? তোমার ছুখানা কর-
পল্লবে অমৃত মাখা; যা স্পর্শ
কব তাতেই মিষ্ট রস হয়। তা
যি দেবার দরকার কি?—হেউ।

রাজ। হোক্ তুমি খাও। সে
যাহোক্ একটা কথা বল-
ছিলুম্ কি, যে এবার পুজোয়
তো খুব ফাঁকি দিয়েছো, সোঁণা
রত্তি রূপো রত্তিও দিলে
না। কিন্তু আমার ভেয়ের
বিস্মের আর চারি দিন আছে,
আর তোমাকে আগেও কত
দিন বলেছি, যে আমাকে এক
প্রস্তুত হীরের গয়না দিতে
হবে। এ যদি না দাও, তা
হলে আমি রক্তগঙ্গা হব।

রমা। কেন প্রিয়ে, রক্তগঙ্গা
হবে কেন? এ দাস তো
তোমার কেনা গোলাম। কিন্তু
একটা কথা হচ্ছে যে, আফি-
শের কাশে বারো হাজার
টাকা তফাত আছে, আর
তোমার হীরের গয়না, মুক্তার
মালা, দিনে দিতে কোন না

চার পাঁচ হাজার টাকা চাই ।
 তাই বলছি এবার ক্যাশের
 দেনাটা পরিস্কার করি, (রাজ-
 লক্ষ্মীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া)
 তোমার এই গা ছুঁয়ে বলছি,
 আগত পূজায় দেবই দেবো ।
 রাজ । তা হবে না, হীরের গয়না
 আর মুক্তার সাতনরি গলায়
 দিয়ে ভেয়ের বিয়ে দিতে
 যাবই যাব । এ না হলে মহা
 হেজাম উপস্থিত হবে ।
 রমা । (আহার সামগ্রী পরি-
 ত্যাগ-পূর্ব্বক স্বগত) আর খাওয়া
 হলো না আর কি, যে ফরমাস্;
 এ ফরমাস্ শুনেই পেট ভরে গেল ।
 (উদ্‌গার) হরি হে তোমার ইচ্ছে,
 এ বুড়ো বয়েসে বিয়ে করে কি
 আপদেই পড়েছি । বারো হাজার
 টাকা ক্যাশের দেনা, আর এই
 পাঁচ হাজার, কেমন করেই বা
 পরিশোধ করবো । সাহেবরা
 টের পেলেন আর রক্ষা থাকবে না,
 তখন পুলিশে পাটিয়ে দেবে, তা
 হলেই গেলেন আর কি ! আর
 না দিলেও নয় । দেখা যাক
 অদৃষ্টে কি আছে তাই হবে ।
 (প্রকাশ) আরে ভাদ্র জনো আর

মুখ ভার ভার কেন, কালি পায়া-
 লাল জহরির কাছে থেকে কিটম
 এনে দেবো ।

রাজ । এই দেখ দেখিন্, শুনে
 মন্‌চায় কত আত্মদ হলো ।

রমা । (স্বগত) তোমার তো
 আত্মদ হবেই, এ বুড়ো বেটার
 যে সর্কনাশ হচ্ছে, তাতে দেখছে
 না । (গালোথান-পূর্ব্বক প্রকাশে)
 বো বড্ড পেট ভরে গেছে, আর
 খেতে পারিনে, ঢেকে রাখ, কাল
 নিতাই খাবে ।

রাজ । ওমা সে কি, কি এমন
 জেয়াদা খাবার দিছুলুম ?

রমা । না তাই আর খেতে
 পারিনে । (বাহিরে যাইয়া
 মুখ প্রক্ষালন-পূর্ব্বক উদ্‌গার
 তুলিয়া আসিতে আসিতে) বো
 পান দাও ।

রাজ । (পান লইয়া) এই
 নেও, কিন্তু গয়না গুলি কাল
 এনে দিতে হবে ।

রমা । (পান ঝাইতে খাইতে)
 কাজেই কাল আনতে হবে । তা
 বো আজ বড় গর্দি না ? চলনা
 ছাদের উপরে বাতাসে একটু
 বসিগে, আহা শরৎ কালের

পুলিশার রাজি কি চমৎকার,
চলনা।

রাজ। আর ছাদে গিয়ে কাজ
নেই, রাজি ঢের হয়েছে শুইগে
চল।

রমা। না না চল একটু বেড়িয়ে
আসি।

রাজ। আঃ আবার ছাদে যেতে
হবে, চলো।

(গাত্রোথান)

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গভাক্ষ।

উদ্যান।

(রমাকান্ত দত্তের প্রবেশ)

রমা। (স্বগত) আঃ বুড়
য়েসে বিয়ে করে কি কুকর্মই
করেছি? ধন, মান, প্রাণ, সকলি
খেল আর কি। ক্যাসের সতের
হাজার টাকা ভেঙ্গেছি, তাতে
আবার পাঁচ দিন আফিসে যাই
নে। বোধ হয় সাহেবেরা টের
পেয়েছে, তা যদি পেয়ে থাকে,

তা হলেই জন্মের মতন গেলেম
আর কি। হরি হে তোমার হচ্ছে।
তখন অনেকেই বারণ করে ছিল,
যে, এ বুড়ো বয়েসে বড়মানুষের
মেয়ে বিয়ে করো না। তখন
কেমন বিয়ে পাগলা হয়ে পড়-
লেম, কারোর কথা শুনলেম না।
সে তো হিরের গয়না, মুক্তার
মালা গলায় দিয়ে বাপের বাড়ী
গেল, এখন আমার উপায় হয়
কি? সাহেবেরা যদি টের পেয়ে
থাকে তা হলে আমার জন্যে শ্রী-
ষরের বন্দবস্ত হচ্ছে আর কি।
আমি যখন আফিস কামাই করে
যরে বসে আছি, তখন সাহে-
বেরা টের পেয়ে পুলিশে চিঠী
লিখেছে, তার আর সন্দেহ নাই।
আমি যে এ বাগানে আছি, বোধ
হয় তা কেউ টের পাবে না।

(নেপথ্যে) রমাকান্ত বাবু
এখানে আছেন কি গা।

রমা। (সতয়ে) কে ও অমৃত
বাবুর মতন আওয়াজটা না?

(নেপথ্যে) রমাকান্ত বাবু
এখানে আছেন।

রমা। (সতয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে)
হয়েছে আর কি, অমৃত বাবুই তা

কছে, আফিসে বোধ হয় গোলমাল
হয়েছে। তবে এখন কি করি,
যাই কোথা, হায় হায়! কি কু-
কর্ম্মই করেছি। সেতো চুল বেঁধে,
গয়না পোরে, পাল্‌কী মেরে,
বাপের বাড়ী গেল, এখন আমি
শালা যাই কোথা? (নেপথ্যে
অবলোকন পূর্ব্বক) এই যে পাহারা-
ওয়াল, জমাদার এসে উপস্থিত।
কি হবে, এখন মান রাঁচাই কেমন
করে। হায়! হায়! কি সর্ব্ব-
নাশ হলো! এ বুড়ো বয়েসে যে
বিয়ে করে সে শালা, তার বাপ
চৌদ্দপুরুষ শালা!

(অমৃত বাবুর প্রবেশ)

অমৃত। রমাকান্ত বাবু ব্যাপারটা
কি বলুন দেখি, আজ পাঁচ
পাঁচ দিন আফিস কামাই
কেন?

রমা। (সভয়ে) এঁ্যা, তা কি এঁ্যা,
আমি আমি আফিস কামাই।

অমৃত। ও কি রমাকান্ত বাবু
পাগল হয়েছেন না কি?

রমা। এঁ্যা এঁ্যা আমি আমি
পাগল বই কি।

অমৃত। ও সব কথা রেখে দাও,

আফিসের ক্যাশ্‌ বুঝিয়ে দেব
চলো।

রমা। এঁ্যা এঁ্যা আমি কি ক্যাশ্‌
বুঝিয়ে দেব, কেন ক্যাশ্‌ তো
ঠিক আছে।

অমৃত। ক্যাশ্‌ ঠিক আছে, তবে
সতেরো হাজার টাকা গেল
কোথা?

রমা। এঁ্যা, স-ত-ে-র হা-জা-র,
এঁ্যা, আমি ত তাই কিছুই
জানিনে।

অমৃত। না তুমি কি কিছু জান?
তোমার মাগ জানে, যাকে
হীরের গয়না পরিয়েছ।
(স্বগত) ব্যাটার কি বুকের
পাটা গা, ছুশো পাঁচশো নয়,
সতের হাজার টাকা ভেঙ্গেছে।
(প্রকাশে) এখন কি বল,
আফিসে যাবে, না পাহারা-
ওয়াল ডাকবে?

রমা। এঁ্যা বাবা পাহারাওয়াল
ডাকবে, তোমাকে আমি
ছেলীর মতন ভাল বাসি, তা
এইটে কি উচিত।

অমৃত। মহাশয়, ও তো বাগ
ভাভারের কথা হলো সাহে-
রেরা শুনবে কেন। সাহে-

বেরা জমাদার পাহারাওয়াল
পাঠিয়ে দিয়েছে, তার উপায়
কি ঠাহরাক ?

রমা । এঁা তার আর উপায়
কি বাবা, আমার মাথা আর
যুগু ।

অমৃ । তবে আমি পাহারাওয়া-
লকে ডাকি । পাহারাওয়াল
পাহারাওয়াল এ দিকে এস ।

নেপথ্যে । হাঁ বাবু যাতা
হায় ।

(জমাদার ও পাহারাওয়াল
প্রবেশ)

অমৃ । এই আশামীকে গেরে-
স্তার করো ।

জমা । আচ্ছা বাবু ।

পাহা । (রমাকান্ত দত্তকে বন্ধন
করিয়া) চল্ বে চল্ ?

রমা । (সরোদনে) এঁা এঁা
আমি কেমন করে যাবো,
লোকের কাছে কেমন করে
মুখ দেখাব ?

অমৃ । কেন বাবু মাগকে হীরের
গয়নায় সাজাতে পেরেছিলে ?

পাহা । (প্রহার পূর্বক) চল্ বে
চল্ ।

রমা । দোহাই মায়া পাহারা-

ওয়াল, আমাকে মার কেন ?
বাবা তোমার পায়ে পড়ি
আমাকে ছেড়ে দেও ? আমি
এমন কর্ম্ম আর কখন কর্
না ।

পাহা । হাঁ হাঁ বাবা, এসা কাম
আর নেই কর্বে ; আমি
তোমারা বাবাকে পাস্ চলো,
হুঁই যাকে ছোড় দেগা ।

রমা । হায় ! হায় ! শেষ দশাটায়
কি এই হলো ? কেন মরতে
বিয়ে করেছিলেম্ ।

অমৃ । এখন চলুন পুলিশে একটী
দিকী বার বছরের মেয়ে ঠিক
করে রেখেছি ।

জমা । লেও লেও, জল্দী কর্-
কে লেও, দেরি মং করো ।

পাহা । চল্ বে চল্ ।

(রমাকান্ত বাবুকে লইয়া সকলের
প্রস্থান)

ববনিকা পতন ।

প্রাপ্ত ।

বিদ্যুৎ ।

ছাইল অম্বর দেশ জলকনিচয়,

দুকাইল দুখানির সুখানর কর,

না দেখিয়া চাঁদমুখ,
 বিষাদে বিদরে বুক,
 ফাঁকর হইয়া যত কুমুদ-নিকর,
 জল ঠেলি উঠি দেখে মেঘ ঘনময় ।
 যুগল নয়ন হতে জল অবিরল,
 পড়িয়া সরস সব হৃদয় তিতিল,
 আকুল কুমুদ কুল,
 হেরি ত্যজি ভোগ্যকুল,
 সমাকুল হয়ে অলি সত্ত্ব উড়িল,
 প্রবোধিয়ে তাঁহারে করিতে শীতল ।
 বীণার সূতান আহা করিয়া গঞ্জন,
 কহিতে লাগিল অলি কতনা যতনে,
 পবন বীজ্ঞন ধরি,
 ধীরে সঞ্চালন করি,
 কতমতে সেবা করে কহিব কেমনে
 সেইবোঝেপরহুঃখেহুঃখিতযেজন।
 কোথা সুধাকর কোথা কুমুদনিকর,
 শত ক্রোশ উভয়ের মধ্যেতে অন্তর,
 তবু কিবা চমৎকার,
 কুমুদের ব্যবহার,
 শশীর বিপদ দেখি ব্যথিত অন্তর,
 ছনয়নে অঞ্জলিধারা হইল ফাঁকর ।
 এইরূপ পর হুঃখে গলে যার মন,
 কখন সে দেশকাল বিচার না করে,
 দেখিলে অন্যের হুঃখ,
 শুকায় কমল মুখ,

বিষম বিষাদ-শেল প্রবেশি অন্তরে
 অহরহ করে তার প্রাণ উচাটন ।
 পয়োদের হেন বেষ করি দরশন,
 চকোর বিধুর হয়ে বিধুর বিরহে
 ক্ষুদ্র পক্ষ বলে হায়,
 এদিক ওদিক যায়,
 ধৈর্য্য ধরি এক তিল সুস্থ নাহি রহে,
 দাতারনাপেনেদেখাতিথারীযেমন।
 বলে সিরাজের দলে* করি আক্রমণ
 পতিরে করিলে ঘোর কারায় বন্ধন,
 পতিপ্রাণ পতিগতি,
 যথা বজ্রাঙ্গনা সতী,
 লাজ ভয়ে আকর্ষিয়ে সুনীল বসন,
 করিত বদন চাঁদ স্বরা আচ্ছাদন ।
 সেই মত বিভাবরী জীবন-জীবনে,
 ঘনবলেতিমিরেহেরিয়েআচ্ছাদিত,
 ছাড়িয়া বিলাস রস,
 হয়ে ভয়-পরবশ,
 নিবিড় তানসরাসে ঢাকিতে স্থরিত
 সরস মুখাবিন্দ (বিরস এখনে) ।
 এই ছিল দশ দিক রক্তত বরণ,
 এই হল মসীমত ঘন ভ্রমোন্ময়,
 নাহি আর পূর্ব শোভা,
 জগজ্জন মনোলোভা,

সাঁধুর স্বভাব যথা বিপর্যাস হয়,
 একদিন কুসংসর্গে করিলে গমন ।২
 কিম্বা কাল অমুসারী বহুরুপীগণ,
 (সুবনে যাদের সম শত্রু মেলাভার)
 ধার্মিকের সহবাসে,
 ঢাকি তনু ধর্ম্যবাসে,
 পরম ধার্মিক সম করে ব্যবহার,
 ছুটের সমাজে করে ছুট আচরণ ।৩
 পদ্মিনীর* সতীত্ব হরিতে আশা করি
 চিত্তোরে আসিল যবে ছুরাঙ্গা যবন।
 শান্তশীল রণধীর,
 যত ক্ষত্র কুলবীর,
 রণভূমে দৈত্যবরে করিতে বারণ
 যুদ্ধেছিল যথা নানা গ্রহরণধরি ।৪
 রজনীর পাণ্ডু বর্ণ বদনকমল
 নেহারি রুঘিল বলী পবননিকর,
 মৃহুতাব ত্যাগ করি,
 ভীষণ মুরতি ধরি,
 মন শত্রু উড়াইতে হুইল তৎপর ।
 বীর্ঘ্যবিনে পুণ্যপুঞ্জ অতি হতবল ।৫
 বিবিধ বিহঙ্গ বসি শাখী-শিরোপরে
 সম্মুখ তরঙ্গে ছিল আয়োদিত মন,
 নেহারি বারিদজাল,
 যেমন করাল কাল,

* সিংহলাধিপ হারির সিংহের কন্যা
 ও চিত্তোরেশ ভীমরাজের পত্নী ।

† আলাউদ্দীন

মনোহুঃখের নীরব হুইল ভক্তকণা ।
 হেরি এসকল কারুহীনাবিদরে ।৬
 সুবিশাল রোম যার বিজয় কেতন
 নভদেশে বিধুনিত হেরি শত্রুদল,
 ভয়ে হতো জড় সর,
 মস্তবলে বিষধর,
 জুরতা ছাড়িয়া যথা হয় হে সরল,
 দণ্ডধর দণ্ড হেরি পাতকি যেমন ।৭
 শত্রুসম প্রবল মহাতেজা প্রতাপ
 রাজকুলাসন যার দিব্য সিংহাসন,
 দমুজ প্রতীম গল,*
 দৈবে হয়ে সুপ্রবল,
 যখন যে রাজাসন করিল গ্রহণ
 মুক সম কবিকুল পেয়ে মনস্তাপ ।৮
 এহেন সময়ে, বিশ্ব হুঃখের সময়ে
 কে হাসিভাষিল নভ ক্ষণস্থায়ীভাসে
 বুঝি বা চপলা হবে,
 নতুবা কে আর তবে,
 আছেন অম্বরে যেই আফ্লাদেতে ভাসে
 পথভ্রান্ত পথিকের পথভ্রান্তে লয়ে ।৯
 কেনগো চপলা তুমি চপলা এমন,
 নীচকুল জাত নহ, যেনেশ নন্দিনী,
 তব মাতা কাদম্বিনী,
 রোষভরে উদ্ভাসিনী,

* এক অসভ্য জাতিরিশেষ ইয়ারাই
 রোমনগর দিল্লির নাম

শুনহ তোমায়ে কি বলিছেন তিনি,
 তবভাব হেরিমেঘাকরেন রোদনা।১৭
 বুঝেছি বুঝেছি আমি বুঝেছি সকল
 যৌবন মদেতে মত্তা বামনেত্রাগণে,
 স্বাদীনতা দিলে হায়,
 যত সুখ পাওয়া যায়,
 তুমি তার নিদর্শন দিতেছ সঘনে ।
 দেখুক বাঙ্গালীগণ মেলিনেত্রদলা।১৮
 তোমার চাপল্য হেরি জলপি ঈশ্বর
 তব পূজ্য পিতামহ রাগেতে বিকল,
 ভাসিছেন তটদেশ,
 ধরিয়া ভীষণ বেশ,
 গুপ্তচর্য্য কাটে যথা মানব সকল
 দন্তযোনে, হলেপরে রোমেগরগর।১৯
 শুনেছি ভূগোলমুখে বজ্রহৃদ কথা,
 তাতেই কাঁপেগো হিয়া করিথরথর,
 মেঘবর গরজন,
 তুমি কর আকর্ষণ,
 ভবুও ত নয় ভীত তোমার অন্তর
 কিআশ্চর্য্যহেনআরহেরিনিঅন্যথা২০

দেখেছ চীনের চীনমাটির প্রাসাদ *
 কালের প্রভাব নাই যাহার উপর,

* এই প্রাসাদগী নান্‌কৌন নগরে অবস্থিত। ৩৫০ বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি এই দেবায়তনের কিছুই বিকল হয় নাই। বিশেষ বিবরণ আগামীতে প্রকাশ্য।

মিশবের মঠ যত *

আছ বুঝি অবগত,
 যদিও স্বচক্ষে নাহি করেছ গোচর,
 ত্রিভুবন ময় কেন তাদের প্রবাদ।২১
 বিনশ্বর হত যদি তোমার মতন,
 পলকে পলকে যদি খসিয়া পড়িত
 তবে কি কখন বল,
 বুধগণ অরিবল,
 তাদের প্রশংসা করে যতনে লিখিত
 চপলতা ছাড়ি কর চরিত্র শোধন।২২
 ঘোলাপের দল যথা এক দিন তরে,
 সেইরূপ যুবতী যৌবন স্থায়ী নয়,
 তাই তেবে কর কাজ,
 পরিহরি কুললাজ,
 হেচ্ছাচারী হওয়া তব উচিত কি হয়
 শাস্ত হও গুরুজন উপদেশধরে।২৩

চারু চন্দ্রাবলী উপাখ্যান।

(গত প্রকাশিতের পর হইতে।)

কথারম্ভ।

মর্যাদা অতি রম-
 গীয়া দেববাহিত
 স্বর্গভূমি। যেখানে
 বসন্ত চিরবিরাজ
 করিতেছে, নন্দনবন অপ-

* ইজিপ্ত দেশের পিরামিড।

রূপ শোভা প্রকাশ করিতেছে, পবন মন্দগতি হইয়া যাহার স্রু-সুম পারিজাতের সুগন্ধ বহন করিয়া দশ দিক্ আমোদিত করিতেছে, সুরতরঙ্গিণী নিয়ত কমলোৎপলী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন । সরোবর সকল করকের মৃতি চুরি করিয়া ভয়ে ভীত হইয়া যেন কম্পিত হইতেছে । কমলিনী দল অভয় প্রদান দ্বারা তাহার মনকে সান্ত্বনা করিতে উদ্যত হইয়াছে । কত সুরসুন্দরী কুমারীগণ মানস উল্লাসে তাহে জীড়া করিতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন, দেবর্ষিগণ ভাগীবধী কূলে ত্রিভুবন বিহারী ক্ষান্তহারী দেব-দেব দিনকরকে অর্ঘ্য প্রদান কালে যে রক্ত জবা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাই নীরে নীত হইয়া লহরি-জীলায় আরোহণস্তর ইতস্ততঃ চালিত হইতেছে । চতুর্দিকে শোভার আর শেষ নাই । দুঃখ, শোক, রোগ প্রভৃতি বিহীন হইয়া নিয়ত দেবভাগ্যকে আনন্দ প্রদান করিতেছে ।

এই স্থলে সর্ষজনস্রষ্টা অনা-দি ঈশ্বর কমলজ্যোতির আদেশ-

ক্রমে ত্রিভুবন রক্ষণাবেক্ষণে ভার গ্রহণ করিয়া মহর্ষি কশ্যাপপুত্র ইন্দ্র দেবরাজ দেবদল-বোঁড়িত হইয়া স্বীয় কান্তা অনন্ত যৌবনা ত্রিলোক-ধন্যা রূপলাবণ্য-বিশিষ্টা শচীসহ নিরন্তর আমোদে কাল-যাপন করেন । বিধির বিধি কি আশ্চর্য্য ! একরূপ ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনপতি অমরাবতীতে বাস করিয়াও তাঁহাকে সময়ে সময়ে দুর্নিবার দৈত্যদল ভয়ে ভীত হইতে হইয়াছে । দৈত্যবংশোদ্ভব উগ্রসেন নামে এক মহাশূর স্বীয় দলবল সহ এক সময়ে সুরপুরীতে দৌরাগ্না আরম্ভ করিলে ভয়ে ভীত হইয়া ইন্দ্র দেবরাজ পৃথিবী হইতে দৈত্য দমনার্থ সূর্য্য বংশোদ্ভব কামমদৃশ কলেবরধারী বিক্রমকেশরী চিত্ররথ নামে রাজাকে আহ্বান করিয়া পরিত্রাণ পান । তিনি তদবধি চিত্ররথ ভূপতির সহিত সখ্যসূত্রে বন্ধি হইয়া একত্রে মহানন্দে কাল-যাপন করেন ।

একদা দেবরাজ পুরন্দর চিত্র-রথকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বর্গ ভ্রমণে বিনির্গত হইয়া চন্দ্রসরো-

বরের নিকট দিয়া গমন করিতে-
ছিলেন। তথায় অঙ্গবা মিশ্র-
কেশী ও তিলোত্তমা উন্নতপ্রায়
হইয়া জলক্রীড়া করিতে ছিল।
দৈবাৎ কান সদৃশ রূপধন্য চিত্র-
রথের প্রতি মিশ্রকেশীর দৃষ্টি
পতিত হওয়াতে হ্রস্ব মদন এক-
কালে তাহার হৃদয়ে পঞ্চ শর
নিষ্ক্ষেপ করাতে মোহাচ্ছন্ন হইয়া
প্রেমপাশে বদ্ধ হওত অনিবিষ-
লোচনে রাজার প্রতি সম্ব্যস্ত নয়নে
নিবীক্ষণ করিতে লাগিল। দৈব
যত্নে বশতঃ তাহার প্রতি গন্ধর্ব্ব-
রাজ চিত্ররথেরও নেত্রপাত হও-
য়াতে তাঁহারও নেত্রদ্বয় নিমেষ-
শূন্য এবং শরীর স্তম্ভিত হইল।
কিন্তু ইন্দ্রের রথ অনবরত গমন
করাতে তাঁহার নয়ন-চকোর মিশ্র-
কেশীর মুখচন্দ্রে আশায় নিরাশ
এবং নিতান্ত স্তান হইয়া গেল।
যাহা হউক পরস্পরের হৃদয়ে
প্রেম-বীজ অঙ্কুরিত হইল এবং
উভয়ে উভয়ের মন হরণ করিয়া
অদৃশ্য হইল। তথাপি পরস্পর
নয়নান্তর হইয়াও পরস্পরের অব-
স্থিতি দিকে অনিবিষ লোচনে
নিবীক্ষণ করিতে লাগিল।

ইন্দ্র চিত্ররথের মনের ভাব
কিছুই অবগত হইতে পারিলেন
না। চিত্ররথও নিজ ভাব গোপন
করিবার নিমিত্ত কপট আমোদ
প্রমোদে পথ অতিক্রম করিতে
লাগিলেন। কিন্তু মিশ্রকেশীর
সেই চারু অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রে সদৃশ
বদন, নবজলদ-পটল-নির্মিত
সুচারু কেশ, মৃগ নয়ন, সুধাময়
হাস্য, মৃগালনির্মিত বাহুযুগ, অক্ষু-
টিত কদম্ব কুসুম সদৃশ কুচদ্বয়,
কেশরীবির্মিত ক্ষীণতর কটি,
বিশাল জজ্ঞা, রামকদলী গুরু উরু-
যুগ ও স্তলপায় সদৃশ পদন্তল এবং
চম্পককলির ন্যায় অঙ্কুলিচয় ও
তাহার দারুণ নয়ন-শর হৃদিমাঝে
নিরন্তর জাগরুক রহিল।

এ দিকে শরীরের ভঙ্গী ও নয়-
নের ভাব দেখিয়া তিলোত্তমা
মিশ্রকেশীর সমুদয় মনোগত ভাব
বুঝিতে পারিয়া ঐষঙ্কাস্যাননে
কহিল সখি ! আজ তোমার ওরূপ
ভাব দেখিতেছি কেন ? তোমার
ইন্দ্রিয় সকল স্বীয় স্বীয় কর্ম্মত্যাগ
করিয়া তোমাকে কাণ্ডপুত্তলিকার
ন্যায় করিয়াছে দেখিতে পাই,
ইহার কারণ কি ? অথবা তুমি

অনিমেষ-লোচনে কি নিরীক্ষণ করিতেছ ? ছি, ছি, দেখ স্নান করিতে আসিয়া এ কি করিতেছ ? দেখ দেখি, কত বিলম্ব করিলে । চল চল, আর এরূপ বিলম্ব করার কোন প্রয়োজন নাই, মিছামিছি কত বেলা হইয়া গেল । আরো অধিক বিলম্ব হইলে আর্য্যাগং ক্রোধান্বিত হইতে পারেন, অতএব চল শীঘ্র যাই ।

মিশ্রকেশী তিলোত্তমার এতদূশ বচন শ্রবণ করিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া অধোবদনে কিয়ৎকাল বাগ্‌বিহীন হইয়া রহিলেন । পরে কাতরস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, সখি ! আমাকে নিরর্থক কেন এত কথা বলিলে ? কে আমি ত বিচলিতচিত্ত কিম্বা স্পন্দবিহীন হই নাই, আমি কেবল ঐ দিকে কি একটি রমণীয় বস্তু নয়ন-পথে পতিত হওয়াতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, এবং তাহার রমণীয়তার বসয় ভাবিতেছিলাম ইহা ব্যতীত আমি আর কিছুই ভাবনা করি নাই, কিম্বা নিরীক্ষণ করি নাই । কিন্তু সখি ! তোমাকে বলিতে কি, আমি

তাহার সেই রমণীয়তায় মোহিত হইয়াছি । তুমি কি বলিতে পার তাহা কি ?

তিলোত্তমা মিশ্রকেশীর বচন শ্রবণান্তর পরিহাসচ্ছলে কহিতে লাগিলেন, সখি ! তুমি যে বস্তু দেখিয়া মোহিত হইয়াছ, আমি তাহার সকলি অবগত হইয়াছি । ইহা কেবল তোমার রূপগর্ভ খর্ষ করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে উদয় হইয়াছিল । তুমি না সর্বদা অহঙ্কার করিয়া থাক যে, কন্দর্প ও রতি কত রূপ ধরে, তাহার আ-মাব রূপ দর্শন দূরে থাকুক, এই নবকাদম্বিনীসদৃশ কেশজাল দর্শন করিলেই মোহিত হইয়া যায় । তাহাদের যে চিবরূপগর্ভ এক কালে খর্ষ হয় । কিন্তু দেখ, বি-ধাতাব কি চমৎকার কৌশল ! আচ্ছি তোমাব সেই গর্ভ খর্ষ করি-বার নিমিত্ত অনঙ্গ অঙ্গ ধারণ কবিয়া তোমাকে স্বীয় চারু কলে-বর দর্শন করাইয়া গেল । দেখ, তুমি সর্বদাই অহঙ্কার করিতে, কিন্তু আজ সে অহঙ্কার কোথায় ? একেবারেই মোহিত হইয়া জ্ঞান শূন্যপ্রায় তাহার দিকে নয়ন

পাত করিতে নয়ন নিমিষশূন্য
হইয়াছে । পুনরুদার দেখ, তুমি
তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে বলি-
য়া তোমাকে দারুণতর কুসুম শর
সন্ধানে জর্জরিত করিয়াছে । অত-
এব প্রিয়সখি ! তুমি আর রূপের
অহঙ্কার করিও না । এখন গৃহে
চল ।

মিশ্রকেশী তিলোত্তমার এতাদৃশ
সূচতুর বচন শ্রবণ করিয়া লজ্জায়
অধোবদন হইলেন । এবং ক্ষণ-
কাল পরে অপরিষ্কৃত বচনে কহি-
লেন, সখি ! তুমি আর আমাকে
লজ্জা দিও না : আমি নিতান্ত
সঙ্কুচিত হইয়াছি । যাহাইউক,
যাহাকে দেখিলাম, তাহার জন্য মন
নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে, অতএব
কোন উপায় দ্বারা এ যজ্ঞনা নিবা-
রণ কর; নতুবা তোমার প্রিয়তমাকে
জন্মের মত বিদায় প্রদান করিতে
হইবে । পরে স্থানান্তরে বিচলিত-
মনা মিশ্রকেশী তিলোত্তমার সহিত
গৃহে গমন করিলেন ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য ।

হুতন পুস্তকের সমালোচন ।

বিভালহরী ।—

ক বহরম নিবাসী
সুপ্রসিদ্ধ জমী-
দার শ্রীযুক্ত বাবু

রামদাস সেন ইহার প্রণয়ন করি-
য়াছেন । আমরা ইহার আদ্যো-
পান্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি
লাভ করিলাম । গ্রন্থখানি অতি
সুললিত ভাষায় রচিত হইয়াছে ।
যদিও ইহার সকল স্থলে বিশেষ
কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া
যায় না বটে, তথাপি উহা সম্ভাব-
পূর্ণ বলিয়া মনোহরণ করে ।
কতকগুলি কবিতা অতি সরল
ভাষায় রচিত হওয়াতে পাঠক-
গণের চিত্ত বিনোদনে সমর্থ
হইবে । তন্মধ্যে একটী পাঠক-
গণের গোচরার্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ।

“ভণ্ড তপস্বী ।

কণ্ঠেতে তুলসীমালা মুখে হরিবোল
গলায় ছুলায়ে সুখে বাজাইছে খোল ॥
তরবুজের বোঁটা সমটিকীশোভেশি
পরশেতে মলমলের ধান ফিরফিরে
কৌচাটী জড়ান মোলাসম কাছা নাই
দেখিতে ধার্মিক বট কপট গোঁসাই ।

ছাপাতে সল্ল অঙ্গ চমৎকার শোভে ।
 সত্ত ধাবিত মন পরনারী লোভে ॥
 হাড়গিলেরঝুলিমত হাতেকুঁড়োজালি
 মুখেরী সুমিষ্ট কিন্তু হৃদে ভরাফালি ॥
 পেটটি ঢাকাই জালা নবাবী চলন ।
 লোকেবেরে দেখাও সদা হরি নামে মন ॥
 সুখেতে কাটাও কাল আহারের তরে ।
 রোজ্জে জলে নাহিকিরোপরিশ্রমকরে ॥
 মালপুয়া মতিচূর মিঠাই প্রতাহ ।
 রাজার মডন তুমি আহার করহ ॥
 কিন্তু পরকালের কি করিলে সম্বল ।
 খাটিবেনা ঈশ্বরের কাছেতে কোশল ॥
 অতএব ছেড়ে দাও ভগুমী যতেক ।
 হির চিত্তে তার সেই পরমেশ এক ॥”

বাবু রামদাস সেন, কেবল গ্রন্থ-
 কর্তা বলিয়া আমাদের প্রশংসার
 পাত্র এমত নহে । তিনি অতি
 বিদ্যোৎসাহী ও মাতৃভাষানুরাগী ।
 তাঁহার ন্যায় কতকগুলি উৎসাহ-
 দাতা হইলে বঙ্গভাষার সমধিক
 উন্নতি হইতে পারে তাহার আর
 সন্দেহ নাই ।

২। বঙ্গীয় কুণীর হইতে
 চিন্তামাল (Thoughts from a
 Bengalee Cottage) উক্ত নাম-
 ধেয় একখানি ইংরাজী পুস্তক
 আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রণে-

তার নাম নাই । গ্রন্থকর্তা এখা-
 নিকে প্রথম নম্বর বলিয়া প্রকাশ
 করিয়াছেন, অতএব অন্যান্য
 নম্বর প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা
 আছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া
 আমাদের প্রতীতি হইল, যে গ্রন্থ-
 কর্তা যাহা যাহা বলেন, সে সকল
 যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার
 ন্যায় সুখী আর পৃথিবীতে নাই ।
 তিনি পৃথিবীর সকল প্রলোভন
 হইতে আপনার মনকে সংযত ক-
 রিয়া স্বর্গসুখ অশ্রুভব করেন । তিনি
 নিজেকে বলেন “যদিও আমি অল্প
 টাকা উপার্জন করি, আমার বন্ধু
 সকল মনে করিও না যে, আমি
 অত্যন্ত দীন—না আমি অত্যন্ত
 ধনী—বোধ হয়, পৃথিবীর একত্রিত
 সকল রাজ্যপেক্ষাও অধিক ধনী ।
 বাছে যদিও আমি অতি দীন
 বটে, কিন্তু মনেতে আমি বাদ-
 সাত । আমার মনই আমার
 রাজত্ব, এবং চিন্তা সকল আমার
 প্রজা” । ইহাতে বোধ হয় তিনি
 সর্বদাই বিশুদ্ধ সুখামোদে মত্ত
 থাকেন । এই পুস্তকের ইংরাজী
 ভাষা বড় মন্দ হয় নাই ।

প্রেরিত পত্র ।

সম্পাদক মহাশয় সমীপেযু ।

গুপ্ত কবি ।

মহাশয়! কবির জীবনচরিত
কিরূপে লিখিতে হয়, আমি তাহা
জানি না, কিন্তু যখন মনে করি,
সুপ্ত অন্তঃকরণ তখন যেন আপনা
আপনি জাগিয়া উঠে। অতএব
একটী বৃত্তান্ত (যতদূর জানিয়াছি)
অদ্য আপনাকে উপহার দি-
তেছি।

১০ বৎসর পূর্বে কোন্ বিখ্যাত
কবির বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল করিয়া-
ছিলেন? কোন্ কবিরত্ন এই হত-
ভাগিনী বঙ্গ-জননীর অলঙ্কার
হইয়াছিলেন? তাঁহাকে কি আপ-
নার স্মরণ হয়? কে তিনি!
কোথায় জন্মিয়াছিলেন? এক্ষণে
কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর কে
দিবে? আমি! আমি কি জানি!
কিন্তু এ পর্য্যন্ত যখন কেহই
তাঁহাকে স্মরণ করিলেন না, তখন
আমি সবিশেষ বৃত্তান্ত কোথায়
পাইব? তথাচ যৎকিঞ্চিৎ যাহা
সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই এই
স্থলে অবলম্বনীয়।

কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। শক

১৭৩৩ অব্দে জেলা হুগলীর অন্তঃ-
পাতী জাহুবীর পূর্বকূলে কাঞ্চন-
পল্লী গ্রামে ৮ হরিনারায়ণ গুপ্তের
ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্য-
কালে তিনি কোন বিখ্যাত বিদ্যা-
লয়ে অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু
শৈশবাবধিই কবিতা রচনা-বিষয়ে
তাঁহার বিলক্ষণ অসুরাগ ছিল।
এমন কি, তদবধিই তিনি মধ্য
মধ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিতে
অভ্যাস করিয়াছিলেন। কথিত
আছে, ছয় বৎসর বয়সে তিনি
কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার মাতুল-
তবনে ছিলেন, সেই সময়ে নিম্ন-
লিখিত দুই পঙক্তি কবিতা রচনা
করেন।

“রেতে মশা, দিনে মাছি।

এই নিয়ে কল্‌কাতায় আছি।”

এইরূপ অভ্যাস বশতঃ ক্রমে
ক্রমে তিনি এক জন প্রসিদ্ধ কবি
হইয়া উঠেন। যৌবনকালে
তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রথরতা
দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে দৈব-
শক্তিসম্পন্ন বলিয়া গৌরব করি-
তেন। ১২৩৭ বঙ্গাব্দের ১৬ই মাঘ
দিবসে ষোড়াসাঁকো নিবাসী স্বদেশ-
হিতৈষী মৃত মহাত্মা যোগেন্দ্র-

মোহন ঠাকুরের বিশেষ যত্নে
কৈশ্বর বাবু “সংবাদ প্রভাকর”
নামক সংবাদপত্র প্রচলিত করেন।
প্রথমে উহা প্রতি সপ্তাহে এক
দিন করিয়া প্রকাশিত হইত।
তদনন্তর ১২৪৩ বঙ্গাব্দের ২৭এ
শ্রাবণ বুধবার অবধি ১২৪৬ সালের
৩০এ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত বারত্রয়িক
নিয়মে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়।
তৎপরে ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ়
অবধি অন্য পর্য্যন্ত প্রাত্যহিক
নিয়মে প্রকাশিত হইতেছে।

সাধুরঞ্জন ও পাষণ্ডপীড়ন নামে
তাহার আর দুইখানি সাপ্তাহিক
কাগজ ছিল। সাধুরঞ্জে নানা-
বিধ জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাব ও কবিতা
লিখিত হইত। পাষণ্ডপীড়নেও
প্রথমে হিতকর প্রস্তাবাদি লিখি-
ত হইত। সীতানাথ ঘোষ নামক
এক ব্যক্তি ঐ পত্রের নামধারী
সম্পাদক ছিল, ১২৫৩ সালের
আষাঢ় মাসেব সপ্তম দিবসে এই
পত্রের জন্ম হয়, তাহার পর যখন
ভাস্কর সম্পাদক ও গৌরীশঙ্কর
ভট্টাচার্য্যের সহিত বিবাদ বাধিয়া
উঠে, তৎকালে উক্ত ভট্টাচার্য্যের
(গুড্‌গুডের) রসরাজ নামক

পত্রের উত্তরে নানা প্রকার রসের
উদ্দীপন হইয়াছিল। ১২৫৪
সালের ভাদ্র মাসে উক্ত সীতানাথ
ঘোষ পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি
করিয়া পলায়ন করাতে কয়েক
সংখ্যা ভাস্কর-যন্ত্র হইতে মুদ্রিত
হইয়াই পাষণ্ড পীড়নের মৃত্যু
হয়।

কবিবর অবকাশকালে প্রবোধ
প্রভাকর, হিত প্রভাকর, বোধেন্দু-
বিকাশ, ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন-
চরিত, এই চারিখানি পুস্তক
রচনা করিয়া গিয়াছেন। কলি-
নাটক নামে আর এক খানি
নাটক লিখিয়াছিলেন, অকালে
মৃত্যু হওয়াতে ঐ পুস্তক প্রকাশ
করিতে পারেন নাই।

(ক্রমশঃ)

পত্র প্রেরকের প্রতি ।

সপ্তগ্রামের শ্রীমতী কুমুদিনী
দেবীর “অদৃষ্ট” উপযুক্ত বোধ
হইলে আগামী মাসে প্রকাশিত
হইবে। সেইটী যথার্থ কামিনীর
লিখিত কি না, অনুসন্ধান করা
আবশ্যক।

১২৭৩ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী	কলিকাতা।...	১
“ কালীপ্রসন্ন ঘোষ	... এ	১
“ ঠাকুরনাথ বসু	.. এ	২
“ মদনমোহন হালদার	.. এ	১০
“ যদুনাথ রায় ভবানীপুর	এ	২
“ পার্শ্বতীচরণ পাল	... এ	১

১২৭৪ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ হালদার	কলিকাতা . (বার্ষিক)	১৮০
“ প্রতাপ চন্দ্র মিত্র	... এ .. এ ..	১৮০
“ শ্রীধর রায় ইন্সপেক্টিং পোস্টমাষ্টার, মেদিনীপুর	(বার্ষিক) ৩ *	
“ অখিলচন্দ্র দত্ত জমীদার	এ	“ ৩০
“ নবকৃষ্ণ আচার্য্য কালেক্টরীর নাজীর	এ	“ ৩০
“ জয়গোপাল চট্টোপাধ্যায় পোস্টমাষ্টার	এ	“ ৩০
“ রামসুন্দর সরকার	ভেরুয়া জেলা সিরাজগঞ্জ	“ ২৮

নবপ্রবন্ধ কার্যালয়ের বিক্রয় পুস্তক।

চারুচরিত্র (দ্বাদশ শিশুর বিবরণ)	৬০
বিজয় বসন্ত (তৃতীয় বার মুদ্রিত)	১০
রত্নাবলী গীতাভিনয়	১০
সাবিত্রী সত্যবান গীতাভিনয়	১০
বিশুদ্ধ প্রেম	১০
পদ্যপুণ্ডরীক (বালিকাদিগের পাঠোপযোগী)...	১০
কবিতাকৌমুদী	১০

• ১০ জনা মাসুল বাকি রহিল।

† ১০ জনা মাসুল সাংগে বাকি রহিল।

বিজ্ঞাপন।

নবপ্রবন্ধের ১ম ভাগ পুস্তকাকারে বাঁধান হইয়াছে, মূল্য ২৥০ টাকা ও
তৎ সেওয়ায় মফঃসলবাসীদিগকে ডাক মাণ্ডল দিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

মেদিনীপুর কালেক্টরীর হেডরাইটার শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার বসু মহাশয়
অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের নবপ্রবন্ধের অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়া-
ছেন। তদঞ্চল নিবাসীগণ গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত
মহাশয়ের নিকট সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

গত ভাদ্র মাস হইতে যাঁহারা নবপ্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক ও ফালগুন
হইতে বাৎসরিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, এই প্রাবণ মাসে তাহা নিঃশেষিত
হইল। এক্ষণে পুনর্বার স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রদান করিলে চিরবাধিত হইব।
অপর যাঁহাদের নিকট আমাদের যাহা পাওনা আছে, তাহাও প্রদান
করিয়া বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রী শ্যামাচরণ সিংহ নামক জনৈক সরকার আমাদের নবপ্রবন্ধের কতক-
গুলি বিলের টাকা আদায় করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অতএব গ্রাহক
মহাশয়েরা উক্ত সরকারকে যেন বিলের টাকা আর না দেন, আমরা স্বত্ত্ব
সরকার প্রেরণ করিব। যদি কোন গ্রাহক মহাশয় উক্ত সরকারকে দেখিতে
পান, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলে চিরবাধিত হইব।

নবপ্রবন্ধ কার্যালয়
১৮২ নং বলরামদেব স্ট্রীট।

}

শ্রী তিনকড়ি ঘোষাল।

Part II.

No 5.

NABA PROBUNDHA

A
MONTHLY MAGAZINE.

—000000—

নবপ্রবন্ধ ।

মাসিক পত্র ।

সদর্পসন্দোহবিচারসন্ধঃ, প্রশস্ত বৃত্তান্ত রুতানুসন্ধঃ ।

সমস্ত সামাজিকচিত্তবন্ধঃ, পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ ।

ভাদ্র, ১২৭৪ ।

মাসিক মূল্য ... ১০

৫ম সংখ্যা ।

সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ ।

অগ্রিম বার্ষিক ২০ ॥

নির্ঘণ্ট ।

শশিপ্রভা দ্বিতীয়ঃ ... ১২২	প্ৰভাবদূত কাব্য ... ১৫২
কৌলীন্য কুশিলা ... ১৪১	নৃত্যন পুস্তকের সমালোচন ... ১৫৫
রোশিনারা শিবজী নাটক ... ১৪৫	প্রেরিতপত্র (আমার অদৃষ্ট) ... ১৫৬
বালুকাময় স্তম্ভ ... ১৪২	

কলিকাতা ।

Printed at the Grishba Vidyaratna Press,
No. 58—5, Mirjapur.

নব-প্রবন্ধ কাৰ্যালয় । হোডা সারকো বজারান দে-
কুটিট ১৮৮২ নং ভবন ।

Price 5 annas.

মূল্য ১/০ আনা ।

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্পসন্দোহবিচারসঙ্কঃ প্রশস্ত রত্নান্ত কৃতানুসঙ্কঃ।

সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ।

৫ম সংখ্যা।

ভাদ্র, ১২৭৪।

সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭।

মাসিক মূল্য - - ১০

অগ্রিম বার্ষিক ২৪০।

শশিপ্রভা।

দ্বিতীয়। ক্রমঃ।

(৭৫ পৃষ্ঠার পর)

শিবিরে সঙ্কট।



দঃ

খের সময় শীত্র
যায় না। পথিক
বাকুল-চিড়ে
চাতকের ন্যায়
আগত। ত্রীলোকের প্রতি একান্ত
এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।
যন নীরদমালাভূষিত পর্কতশ্রেণীর
মধ্যস্থলে জ্যোৎস্না অশ্লষ্ট রূপে
অকাশ হওয়াতে হ্রস্ব কিছুই
স্পষ্টরূপে দেখা বাইতেছে না, মধ্যে
মধ্যে নীল মানিক্যজ্যোতিঃ একাশ

পাইতে ছিল। যেন মহীধর-
নিচয় বিচিত্র মূর্তি ধারণ করিয়া
ভাবুক পাস্থ জনের তাপিত হৃদয়
শান্ত করিতেছিল, এই নবপ্রোমামু-
রাগী পথিক বিপন্নাবস্থায় পতিত
হইয়া নানা প্রকার ভাবিতে
ছিলেন। এক একবার মনে
করিতে ছিলেন ‘বুঝি সেই অব-
গতবতী মেঘমালা তাঁহার হৃৎ-
খের ভাগিনী হইতে আসিতেছেন’
অনতি বিলম্বে ঐ ত্রীলোক তাঁহার
সম্মুখাগত। হওয়াতে দেখিলেন,
সেই রাজকুমারীর সহচরী হোম-
তরী। পথিক তখন জিজ্ঞাসা
করিলেন “সহচরীগণকে কোথায়
রাখিয়া এলে?” একাকিনী কেন
দেখিতেছি? রাজকন্যাগণের

সংবাদ কি? প্রত্যুত্তরে হোমতরী
কহিল “সংবাদ ভাল, আমার
সঙ্গে আসুন, রাজকুমারীগণ রাণীর
সহিত শিবিরে গিয়াছেন, আপ-
নারে আমায় লইয়া যাইতে
আদেশ করিলেন, ক্রমে রাত্রি হই-
তেছে, শীঘ্র আসুন। এই কথা
শ্রবণ করিয়া পথিক মনোমধ্যে
যে প্রকার আত্মলাভ লাভ করিলেন,
তাহা বলা বাহুল্য। পাঠক আপ-
নিই অনুভব করুন। পথিক দুর্গান্মরণ
করিয়া স্থানান্তর হইতে অশ্বটীকে
ধরিয়া হোমতরীর পশ্চাৎ চলি-
লেন। ক্রমে কুশবন, শিমুল
বৃক্ষবন ও দেবমন্দির অতিক্রম
করিয়া শিবিরসম্মুখে উপনীত
হইলেন। দাসী কহিল, “এই
ক্ষুদ্র কুণ্ডের সম্মুখে ঘোড়াটীকে
রাখিয়া আমার সহিত আসুন।
পথিক সেই রূপ করিলেন। যখন
শিবির সমীপস্থ হইলেন, প্রহরীর
তরুন আপনাপন কার্যে নিযুক্ত
হইয়াছে। প্রহরীর কি কথুক লইয়া
গাহারা দিতেছে? না, কতক-
গুলি বন্য অসত্য উল্লঙ্ঘনগাত্য,
বিকট-আকৃতি, গলাতে একই ধানি
আসামীয় অক্সোলান - দিয়াছে।

একপক্ষে তল্লুকাদি জন্তু বলিলেও
হয়। হোমতরীর সমভিব্যাহারী
আগন্তুককে দেখিয়া কেহ কোন
আপত্তি করিল না, বরং সস-
জ্জমে চাহিয়া রহিল। শিবিরের
চতুষ্পাশ্বে প্রায় দুইচারিশত সৈন্য
ছিল। কেহবা অগ্নি জালিয়া
পাঁচ সাত জন একত্রে চক্রাকারে
বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছে,
কেহবা বাদ্যযন্ত্র লইয়া দশ বার
জন একা হইয়া ভীষণ নাদে গান
বাদ্য করিতেছে, কেহ বা আপ-
নাপন কামিনীগণসহ বিভূষিত
গাইতেছে, কেহ বা বাঁশের মাচাতে
কয়ল বিছাইয়া নিজার আরাধনা
করিতেছে, কোথাও বা দশবার
ব্যক্তি সমবেত হইয়া অবিহ্বলধুম
সেবনে চক্ষু মুদিত করিয়া “ধূম্রী
পাত” খাইতেছে। কয়েকটি
বেটো ঘোড়া ও বিশ পঁচিশটি দ্বন্দ্বী
প্রতিদ্বন্দ্বি করিতেছে। শিবির
বলিয়া কি তাহু? তা নয়।
রাজার গুপ্ত বিদায়গৃহ। তাই
কি ইহাও? তা নয়।
যানের ছাউনী, বেজের বেড়া,
আগামের রীতামুসারে প্রস্তুত,
তাহাতে পাঁচের চতুর্দিকে চাপের

দ্বারা রং করা । প্রায় দশবারো
খানি ঐরূপ ঘর ছিল । গৃহাভ্য-
ন্তরে অশুষ্ক রূপে একটি দীপ
জ্বলিতেছিল । শিবিরের চতুর্দিক
নিবিড় জঙ্গলারত থাকতে অন্য
কোন দিক্ হইতে কিছুই
দেখা যায় নাই । আগন্তুক
শিবির মধ্যে প্রবেশ হইয়া
দেখিলেন, কএকটি মনুষ্য বসিয়া
মানেদের লড়ায়ের বিবয় গল্প
করিতেছিল । হোমতরী ইঙ্গিতে
কহিল “ঐ রাজা রত্নধর, ঐ মন্ত্রী
কেশীরাম, ঐ সেনাপতি ফে-
ফেন্দা, উনি রাজগুরু-গোসাঞী
গজাগোবিন্দ, ঐ পুরোহিত দেহি-
রাম শর্ম্মী, ঐ দুই বড়ুয়া ও কুকুণ
সভাসদগণ । আপনি এইখানে
বসুন, আমি রানীকে সংবাদ
দিইগে ।” এই বলিয়া হোমতরী
স্থানান্তরে গেল । আগন্তুক দেখি-
লেন, রাজা রত্নধরের বয়স প্রায়
ষাট বৎসর, না দীর্ঘ, না-থর্ব্ব-
মধ্যমাকৃতি, উজ্জ্বল গোরবর্ণ জুটে
পুটাজ, মাথায় লম্বা চুলের ঢাকি,
জুগারেশলি-বস্ত্র পরিধান । মন্ত্রী
কেশীরামও প্রায় ঐ রূপ, কিন্তু
দীর্ঘাকৃতি পুরুষ । সেনাপতি

ফেফেন্দা দীর্ঘাকার শাখাহীন
তাল-বৃক্ষাকার, গলায় বহু একটি
গলগণ্ড, পায়ে গোদ, মাথায় দেড়
হাত টিকী । কর্ণে পাথরের কেরু,
বাদা চিংড়ির ন্যায় বহু বহু
দন্তবিশিষ্ট মুখ, চক্ষু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ।
বয়স্ক্রম রাজার অপেক্ষা ২১ বৎ-
সর অল্প হইবে । সভাসদ
গণ বড়ুয়া ও কুকুণ, প্রায়
রাজার বয়স্ক, রাজগুরু ও
পুরোহিতও তদ্রূপ । যে গৃহভীর
মধ্যে হোমতরী তাঁহাকে বসাইয়া
গিয়াছে, তাহাতে রাজহৃদয়ের উপ-
যুক্ত কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না ।
কেবল কয়েকটি গজদন্তনির্মিত
আসবাব, আর পিত্তলের নির্মিত
ছকা প্রভৃতি অন্যান্য গৃহসজ্জা
ছিল । যে আসনে আগন্তুককে
বসিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা
হরিণশৃঙ্গ নির্মিত । আগন্তুক এই
সকল দর্শনলালসায় ইতস্ততঃ
দেখিতে লাগিলেন, রাজসভাস্থিত
রাজা প্রভৃতি কয়েকজন একে একে
আগন্তুককে দেখিয়া ভীতবৃত্তার
বশতঃ পলায়নপর হইলেন ।
মহিক কোন আশু বিপদাশঙ্কা
মনে করিয়া হতবুদ্ধি হইলেন ।

তঁাহাকে একাকী গৃহমধ্যে রাখিয়া কোন কথা না कहিয়া সকলে একে একে গমন করিল, ইহার কারণ অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া হোমভরীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সভ্য দেশের রীতামুসারে আগন্তুককে কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। আসামে অদ্যাপি ঐরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে, অজ্ঞাত ব্যক্তিকে দেখিলে প্রায়ই কোন কথা না कहিয়া লোক পলায়ন করে, অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক নহে। আগন্তুক ব্যক্তিকে সমাদর করে না। খ্রীলোকদিগের বিশেষ স্বাধীনতা আছে, তাহাদের দ্বাৰা বাজার প্রভৃতি কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং খ্রীলোকেরা স্বাধীন হইয়া প্রকাশ্যে নৃত্য গীতাদিকরে। পুরুষগণ প্রায়ই ভীকৃৎসব, তা বলে কি সরল ! না, কিছু কিছু মনের ভিতর বক্তৃতা আছে। কালী অর্থাৎ অহিকেন তক্ষণ কিম্বা “গুলি” খাইয়া অকর্মণ্য হইয়া থাকে, কেহ কোন বিষয়ে কাহারও বাধ্য নহে, এখানে কুবি কার্য উত্তমরূপে প্রথায় প্রচলিত

নহে, ও বাণিজ্যকার্যেরও বিশেষ উন্নতি নাই, এখানকার খ্রীলোকেরা শিল্পকার্যে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলকারই বস্ত্র-বয়ন-যন্ত্র আছে, খ্রীলোকেরা পরিশ্রম করিয়া পুরুষদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকে, সে বিষয়ে ইহাদের স্বাধীনতা আছে। আসামে খ্রীশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যিক। বর্তমান সময়ে ভৎ-প্রদেশ মধ্যে অনেক স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নব্যসম্প্রদায় বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইতেছে এবং দেশের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টিত আছে। এক্ষণে আসামের সহৃদয় নব্য সভ্য-সমাজ দেশের হিত সাধনে ও পূর্বে প্রচলিত প্রথায় সংশোধনে যত্নবান হউন।

আগন্তুক সেই গৃহমধ্যে অন্তর্ভুক্ত দীপের সম্মুখে একাকী বসিয়া কত প্রকারই ভাবিতেছিলেন, এমত সময় একজন মমুষ্য তঁাহার নিকটে ঘোড় হস্তে আসিয়া দণ্ডায়মান রহিল। পথিক कहিলেন, তুমি কে ? সে कहিল, আমার নাম

দুতীরাম, আমি মহাদেবের মঠের ব্রাহ্মণ, রাজার নিকট শাস্তিজন দিতে আসিয়াছিলাম, রাজা কোথায়! আগন্তুক কহিলেন, দিগন্তরে দেখ। এই শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ বেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দিগন্তরে চলিয়া গেল। এমন সময় অন্য দিক হইতে হোমতরীকে আসিতে দেখিয়া তিনি মনে কিছু সূখী হইলেন। দাসী নিকটস্থ হইয়া কহিল “আমার সঙ্গে আসুন”, এই বলিয়া অপর গৃহাভ্যন্তরে লইয়া চলিল। গমনকালে আগন্তুক কহিলেন, ‘হোমতরি! আমি মনোমধ্যে কিছু ভীত হইতেছি, আমাকে কেহ কোন কথা না কহিয়া কোথায় সকলে গমন করিলেন?’ হোমতরী কহিল “ভয় কি? আমাদের ঐরূপ দেখাচার। আগন্তুক দেখিলে কেহ কোন কথা না কহিয়া আপনাই লুকাইয়া থাকে”। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে, এই ভাবিয়া আগন্তুক হোমতরীর সমতিবাহারে চলিলেন, অন্য গৃহে যখন প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, অপর একজন স্ত্রীলোক,

বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর, এবং রাজকন্যাদ্বয়, আর দুই জন দাসী, নাম অজ্ঞাত। সকলে আসিয়া “হুলুলু” শ্রুতি ও “হরিবোল” দিয়া আসামের প্রথামুসারে সম্ভাষণ ও আশ্রান এবং মঙ্গলাচরণ করিলেন। আগন্তুক এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিত হইয়াছিলেন, পরে উপবেশনজন্য একখানি চৌকি আনিয়া দিলে, অতিথি তাহাতে উপবেশন করিলেন, পূর্বমত হুলুলুশ্রুতিও হইল। যিনি পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক রমণী, তিনি একজন দাসীকে কহিলেন, “মিনাকি! পান তামূল দেও”, এখন একজন দাসীর নাম পাওয়া গেল। “মিনাকী” রাগীর-আজ্ঞাক্রমে অতিথিকে পান ও কাঁচা শুপারি দিয়া সম্ভাষণ করিল। ক্রমে সকলেই অতিথির চতুর্দিকে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিল। এখন মেঘমালা অবশুষ্ঠনবতী হইয়া পান্ধবহিত্তাগে বসিয়া রহিলেন, ইন্দ্রপ্রভাও পূর্বমত মনোহুঃখে আছেন। হোমতরী কহিল, “আ-

ও ধর্ম রক্ষার জন্য বনবাসী হই-
লাম, তুমি সেই শত্রুকে গৃহে আ-
নিয়া স্থান দিলে !!! প্রভাত্তরে
হোমতরী কহিল “হা অদৃষ্ট!
মম্বোর শেষ অবস্থা হইলে কি
বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায় ? ও ব্যক্তি
ভিন্নদেশীয় বটে, কিন্তু এখানে
পথভ্রমে দৈব কর্তৃক অনীত হইয়া
নদতটে কষ্ট পাইতেছিল, তাই
আমাদের রাণী শুনিয়া শিবিরে
আজ্ঞান করিয়াছেন ।” এইরূপ বাণ
বিতণ্ডার পর সকলে ক্রমে আসিয়া
গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্বক লুকা-
ইবার সময়ে শরীরের কোনও
স্থান ক্ষত হইয়া ছিল বলিয়া
মহাছুঃখে ক্লেশ নিবারণ করিতে
লাগিলেন। সৈন্যদের বাসস্থানে
যে বাদ্যোদ্যম হইতেছিল, রাজা
প্রভৃতির লুকাইবার সময় তাহাও
বন্ধ হইয়াছিল, এবং সকলেই
নিঃশব্দে যেন কোন অমঙ্গল ঘটনা
হইয়াছে বলিয়াই প্রতীক্ষা করিতে
লাগিল, কিন্তু কেহই সাহসী হইয়া
অগ্রসর হয় নাই। এক্ষণে পূর্ব-
মত সকলে আমোদ প্রমোদে মগ্ন
হইল। রাজা রত্নধরের লেইও
নামে ক্রীত দাসটীর কথা পূর্বে

উল্লেখ করা হইয়াছে, বোধ করি,
পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে
পারে, সেই ভূতা এক্ষণে রাজ-
সমীপস্থ হইয়া সকল কারণ
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।
দেব ! কি কারণে আমরা পলাইয়া
ছিলাম ? মানেরা কি এখানে
আসিয়াছে ? তখন হোমতরী
প্রভাত্তর করিল, যে তুমিত দেখি-
য়াছ, আমাদের প্রমোদ-বনে ব্রহ্ম-
পুত্রতীরে যে মম্ববাটী আমাদের
সহিত কথাবার্তা কহিতে-
ছিল, আমরা তাহাকে এখানে
স্থান দিয়াছি। ইহাতে ভয় কি ?
“লেইও” কহিল, ভালইত,
সে শত্রু নহে, আমি দেখিয়াছি।
রাজগুরু গোসাঞী গজাগোবিন্দ
কহিলেন, রাজন্ ! আমার মনে
অত্যন্ত সংশয় জন্মিয়াছে, ও
ব্যক্তি ছদ্মবেশী কোন শত্রু হইবে।
হোমতরী কহিল, সে কি ? আমি
আপনিই কি তোমাদের অনর্থের
মূল হইব ? কখনইনা, যদিও
শত্রু হয়, তবে একাকী কি করিতে
পারিবে ? সকলে সতর্ক থাকুন।
আমরাও রাত্রি জাগরণ করিয়া বা-
হাতে বিপদ না ঘটে, এমন করিব।

এই বলিয়া ক্ষণপরে দাসী আগ-
ন্তুক সম্মিধানে গমন করিল।
রাজা, গোসাঞী, মন্ত্রী বড়ুয়া ও
ফুকন প্রভৃতি সকলে পূর্বমত সম-
বেত হইয়া সভা নারায়ণের পুঁথি
পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এবং
সেনাপতি ফেদা সৈন্যদের প্রতি
আশ্বাস পূর্বক সভা নারায়ণের
কথা শ্রবণ করিতে বলিল। পুরো-
হিত দেহিরাম শর্মা উচ্চৈঃস্বরে
পাঠ আরম্ভ করিলেন, সকলে
মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ করিতে
লাগিল। এবং মধ্যে কর্তাল
ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যও বাজিতে
ছিল। “বুড় ডাঙ্গিয়ার *” কিছু
উপাসনা হইতে লাগিল। এবং
যাহাতে আশু কোন অমঙ্গল না
ঘটে, একপ তদ্বিধে সকলে
রহিল। বড়ুয়া ও ফুকন রাজাকে
কহিল, হে রাজন! গুনিয়াছি, রাজা
গোরীনাথের ন্যায় সংস্কার ব্যক্তি
আর আমাদের দেশে ছিলেন না,
আপনি শীঘ্র রাজধানীতে প্রত্যা-
গমন পূর্বক রাজ্য পালন করুন।
এ বন মধ্যে আর লুকাইয়া

থাকা বিধেয় নহে। এইরূপ নানা
প্রকার কথোপকথন ও দৈব
উপাসনাতে ও বাদ্যাদ্যে ক্রমে
রাত্রি বাড়িতে লাগিল।

আমুন পাঠক! এখন আমরা
আগন্তুককে দেখি গে। মহিলা-
শ্রমে কি হইতেছে।

বন্ধু কর কমলে।

এখানে আগন্তুক রূপহী ও জয়-
মতী প্রভৃতির অনেক অনুরোদে
আহারোপযোগী কিঞ্চিৎ দ্রব্য
ভক্ষণ করিলেন। এবং একত্র
বসিয়া নানাবিধ প্রশঙ্গে কথোপ-
কথন করিতে লাগিলেন। মিনাকী
নানী দাসী পুলকিতচিত্তে রাণীর
সমীপে নিবেদন করিল, রাজ-
শ্বরগি! কনিষ্ঠা রাজকন্যাকে এই
সর্ষাঙ্গ সুন্দর অতিথিকে সম্প্রদান
করিলে ভাল হয় না?” রাণী
প্রত্যুত্তর করিলেন ইনি ইহায়ে কি
গ্রহণ করিবেন? আমার ত এখনি
মত হইয়াছে, কি করেই বা প্রশ্ন
করা যায়? পথিক এই সকল কথা
আধ আধ কিছু কিছু শ্রবণ করিতে
ছিলেন এবং মনে মনে করিতে-

ছিলেন যে, হানিই বা কি আছে ! অনায়াসলভ্য রত্নকে কেমন করিয়াই বা পরিত্যাগ কবিত্তে পারি ? দেখাই যাক, শেষটা কি দাঁড়ায়। এমন সময় অনতিদূরে বন মধ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে কেহ যেন কহিতেছে “নিকটে যদ্যপি লোকালয় থাকে, তবে আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন, আমরা প্রাণভয়ে আকুল হইয়াছি, দোহাই জগদীশ্বরের, আমাদিগকে পাপ দেখাইয়া দিন, প্রাণ যায়।” এই কথাটি অতিথির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল এবং তখন রাণী প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, দেখুন, আমার ন্যায় কোন্ হতভাগ্য পথিক এখানে বিপদে পড়িয়া চীৎকার করিতেছে, একবার নিকটে যাইয়া দেখিতে বাসনা হইতেছে, কেন না আমার সেই দুইজন সঙ্গী জঙ্গল-মধ্যে অদ্য ভিন দিবস ছাড়া হইয়াছেন, বুঝি বা তাঁহারা চীৎকার করিতেছেন। অতএব আমার প্রাণ অপৈর্য্য হইতেছে। সহচরী হোম-তরী সকল কার্য্যে অগ্রসর, সে ঐ কথা শুনিয়া আগন্তুককে কহিল, যদ্যপি সাহায্য করা অভিপ্রেত

হয়, তবে আমার সঙ্গে আসুন। এই বলিয়া সেই ঘরের পূর্বদিক স্থিত দ্বার উদ্ঘাটন পূর্বক আগন্তুককে সমভিব্যাহারে লইয়া চলিল। পথিক কিঞ্চিদূর গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন “কে ? এই কুশবন মধ্যস্থিত রাস্তাটি অবলম্বন করিয়া এই পশ্চিমদিকে আইস, এ রাজশিবির, কোন ভয় নাই, স্থির হও।” কতকণ পরে আগন্তুক ও হোমতরী প্রতীক্ষা করিতে করিতে, দুইজন ছিন্নবেশী পুরুষ তাঁহাদের সম্মুখস্থ হইতে লাগিল। পথিক কহিল কে ও ? প্রত্যুত্তরে কহিল, আমরা ভ্রমণকারি বিদেশী। তখন বাক্যদ্বারা পূর্ব পরিত্যক্ত সঙ্গী বুঝিতে পারিয়া পরস্পর পরমানন্দে মহা সুখাম্ব-ভব করিতে লাগিলেন, পরস্পর আলিঙ্গন ও নানা প্রকার ছুৎকা-হিনী শ্রবণ ও কখন ইত্যাদির পর হোমতরীর সঙ্গে সকলেই শিবির সন্নিধানে গমন করিলেন। পথে গমন সময় আগন্তুক আপন সমুদয় দৈব ঘটনা উত্তরকে জ্ঞাত করিয়া-ছিলেন। যখন তাঁহারা শিবির-ভাস্করে প্রবেশ করিলেন, তখন

তাহার মনে যে কত প্রকার
আত্মদ্রোহ ও কৃতজ্ঞতা জন্মিয়াছিল,
তাহা পাঠক মহাশয়কে আমার
বলা বাহুল্য। আপনি যদ্যপি
কখন পথ ভ্রান্তে রজনী সময়ে
নির্জনে বনে পতিত হইয়া থাকেন,
তাহা হইলে আশ্রম দর্শনে কত
সন্তোষ লাভ করেন, তা আপনিই
বিবেচনা করুন, সে বিষয় বর্ণন
করা বাহুল্য। নবাগত পথিক
দ্বয় এক্ষণে রাজশিবিরে আশ্রয়
পাইল। “মিনাকী! তাম্বুল দেও”
বলিয়া রানী আজ্ঞা করি-
লেন, “মিনাকী এখানে নাই”
প্রত্যুত্তরে প্রতিগোচর হইল।
তখন রানী পুনর্বার কহিলেন,
“বুধিয়া! পান তাম্বুল দেও”
অনুমতি প্রাপ্তে বুধিয়া আগন্তুক-
ত্রয়কেই প্রচলিত প্রণায় পান
তাম্বুল দিল। তখন রাজকন্যা-
গণ ও রূপহি, মিনাকী আপন
খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া অন্য গৃহে
ভোজন করিতেছিল। কেবল
রানী, হোনতরী ও বুধিয়া গৃহ-
মধ্যে ছিলেন। এই তিন জন অ-
তিথি পথভ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া নিজা
সুখানুভব করিতেছিলেন, বোধ

করি, পাঠক মহাশয় “বুধিয়া”
নাম্নী দাসীকে কথা পূর্বে পাঠ
করিয়াছেন, তখন তাহার নাম
জানা যায় নাই বলিয়া বলিতে
পারি নাই। এখন রানীর
প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া নাম বলিতে
সক্ষম হইলাম। “বুধিয়া”
ষোড়শ বর্ষীয়া, উজ্জ্বল গোরাক্ষী,
মধ্যমাকৃতি, ঈষদ্-সূলাকারা, প্র-
কৃত সুন্দরী বটে। যেমন চতুরা,
তেমনি ধীরা, অঙ্গ সৌষ্ঠব কোন
ভঙ্গ কুলাবতীর্ণী বলিয়া জানা
যায়।

যখন আগন্তুকগণ শিবিরে
প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন
রাজা কি অপার কেহ দেখিতে
পান নাই, কিম্বা তাঁহাদের
আশু আগমনের কোন সোপানও
জানিতে পারেন নাই। তাহা
হইলে সত্য নারায়ণের পুণি
ফেলিয়া সকলে স্থানান্তরে পলায়ন
করিতেন।

নিরাশ্রয়ী পথিকগণ যখন গুপ্ত-
দ্বার দিয়া শিবিরে প্রবেশ করিয়া
ছিলেন, তখন রাজা বা কেহই
জানিতে পারেন নাই, ইহাতে
অবশ্যই পাঠক মহাশয়ের

সংশয় জন্মিতে পারে। কিন্তু পূর্বে বলা গিয়াছে যে, রাজা প্রভৃতি সকলে দৈব আরাধনা হেতু সতানারায়ণের পুঁথি শুনিতে ছিলেন এবং মধো২ সেনাগ-
ণের করতালি ও বাদ্যাদ্যম হইতে ভিল। তাহাতেই কেহ কোন বিষয় জানিতে পারেন নাই।

রাত্রি ক্রমে অধিক হইল। রাজকন্যাগণ দাসী ও পিসীর সঙ্গে আহারাদি সমাপনান্তর পূর্বস্থানে রাজ্ঞী সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী আগন্তুকগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, আপ-
নারা কিছু২ খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আমাকে পরিতৃপ্তা করুন। এখন যে দুই জন পথিক আসিয়া-
ছেন, তাহাদের মধো এক জন কহিল, কিছু দিতে অনুমতি করুন। বলিয়া অপর দুই জনকে ডাক দিতে লাগিলেন “ভাই হে উঠ।”
রাণী হোমতরীকে কহিলেন হোমতরি! দুই কিছু আনিয়া দেও। দাসী তৎক্ষণাৎ গোরক্ষকেব নিকট হইতে একটি পিঙ্গলের ঘটী ভরিয়া দুই তিন সের দুধ উপস্থিত করিল। তার পর ভিজান চাল কলা

ও লেবু টেংগা আনিয়া আগন্তুক গণের অগ্রে দিল, একজন (যিনি পূর্বে কিছু খাইয়া ছিলেন তিনি) কেবল দুধ ও অপর দুই জন কিছু২ সকল দ্রব্যাদিই আহার করিলেন। “ক্ষুধায় বাঘে ধান খায়” এই প্রবাদটী স্মরণ করিয়া বোকা চাল ইত্যাদি আহার করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন যে, হতভাগ্য নরাদৃষ্টে কত যে কষ্ট আছে, তাহা কে বলিতে পারে? অন্য জন কহিলেন, “অদৃষ্টে লিখিতং পাতা” সেকথা অনুশোচনা করা রখা।

এখন তিনটীই পথিক ও আগ-
ন্তুক। বিশেষ২ করিয়া বলা যাইবে, এক্ষণে প্রথম আগন্তুক যিনি মেঘমালাব প্রতি প্রেম চাতক, তিনি তাঁহার আগ-
পূর্বক সকল রত্নান্ত সঙ্গিগণকে কহিয়া রাজকন্যার প্রতি ইঙ্গিত পূর্বক কহিলেন, বন্ধো! আমার তাপিত দেহ শীতল কর, এ গ্রাণ কেবল তব করকমলে।

দ্বিতীয়াক্ সমাপ্ত।

ক্রমশঃ।

কৌলীনা কুলিশ ।

য আট শত বৎসর অতীত হইল, বঙ্গদেশে আধিপত্য করিয়া ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার ব্যবস্থা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার ন্যায় অদ্যাবধি অখণ্ডনীয় রূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, এটি সেনবংশের অসীম গৌরব । কতকগুলি অপরিণামদর্শী লোক বঙ্গাল সেনকে কৌলীন্যকণ্টকের আবিল্কর্তা বলিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ নিয়মে দোষারোপ করেন ; এ দেশের শিক্ষাপ্রণালী আশু বিচারসিদ্ধ । কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে নিয়মকর্তার অভিপ্রায় এবং সামাজিক রীতি এই উভয়ের তুলনা করিবার অগ্রেই কৃতবিদ্যেরা স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন । এই ব্যবহার কৃতবিদ্যা শব্দের কলঙ্ক । সকলেই স্বীকার করিবেন, আমাদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ । বঙ্গালসেন যে সময়ে যে নিয়ম করিয়া বান,

ইতিহাসে তাহার কিছু স্পষ্ট নিদর্শন নাই ; কিন্তু স্থূল তাৎপর্য দেখিয়া যদি বিচার করা যায়, তাহাহইলে তিনি দোষভাজন না হইয়া প্রত্যুত প্রশংসাতাজন হইতে পারেন । “The most virtuous he made koolins.” প্রকৃত ধার্মিকদিগকেই তিনি কুলীন করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু মার্সমান সাহেব আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন, বঙ্গালী কুলপ্রথা পুরুষাশ্রুক্রমিক । যাঁহার পিতামহ কুলীন, তাঁহার পিতা কুলীন, তিনিও কুলীন, এবং তাঁহার উত্তর পুরুষেরাও কুলীন হইতেছেন, ইটি বর্তমান রীতি, বাস্তবিক বঙ্গাল সেনের এ অভিপ্রায় ছিল কি না, কোন্ ব্যক্তি নিঃসন্দ্বিগ্ন রূপে ইহা সপ্রমাণ করিতে পারেন ? যুক্তি পথে এই আইসে যে, তাঁহার এই অভিপ্রায় থাকিলে তিনি কখনই “ধার্মিক” শব্দ ব্যবহার করিতেন না । আচার বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি কুলের নব লক্ষণ বঙ্গাল সেনের সময়েই সৃষ্ট হইয়াছিল । আচারভ্রষ্ট হইলেও কুলীন

কলিকা থাকে, আশাদিগেব সমা-
জস্থ কুলীনেরা কুমারীকালের
অন্য সীমা স্থির করিতে অক্ষম,
অথবা ক্ষমতাসত্ত্বেও বর্ষের ন্যায়
অবিবেচক। আমাদিগের সমা-
জস্থ যুবকেরা ইউরোপীয় বৈবাহিক
নিয়মের অনুকরণপ্রিয়,
তাহারা ষোড়শ বর্ষীয়া অমৃত্যু
যুবতী দেখিলে আত্মাদে পরমে-
শ্বরকে ধন্যবাদ দেন ! এই উভয়
সম্প্রদায়ই প্রকৃত যুক্তিমার্গ
বিশ্রুত হইয়া পথভ্রান্ত পথিকের
ন্যায় অন্ধকারে সঞ্চরণ করিতে-
ছেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, কলি
যুগে আমাদিগের বৈবাহিক
নিয়ম এরূপ, কিন্তু তাহা যৌবন-
সাপেক্ষ মাত্র। যত বয়সে প্রী পুরু-
ষের অবয়বে যৌবনলক্ষণ প্রস্ফু-
টিত হয়, যত বয়সে বিবাহ হই-
লে দম্পতীর হৃদয়ে বিবাহশব্দের
অর্থাকুর প্রবেশ করিতে পারে,
সেই বয়সই বিবাহের মুখ্যকাল।
তদতিরিক্ত বয়ঃক্রম গোণকাল
রূপে গণনীয়। ঋষিদিগের বচ-
নের তাৎপর্য্যও বোধ হয় এই।
একগে বোধ করুন, পূর্বযুগে
এদেশের কামিনীগণ কত বয়সে

ঋতুমতী হইত। প্রকৃতি কহিয়া
দিবেন, যতই অল্প হউক, ষোড়-
শের স্থান ছিল না। বর্তমান
অবস্থা দেখুন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ
পাইবেন, একাদশ বর্ষীয়া বালিকাই
ঋতুমতী। ঋতুকাল যদি যৌবনের
পরিচায়ক হয়, দায়ভাগ অনুসারে
ঋতুমতী কন্যারাই যদি ভূসম্পত্তির
উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে,
তাহা হইলে স্বভাবতই স্বীকার
করিতে হইবে, একাদশ বর্ষীয়া
কন্যাই যুবতী। ব্যতিরেক উদা-
হরণ অবশ্যম করিলে দুই একটা
পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু
তাহা সচরাচর দ্বাদশবর্ষের
উর্দ্ধ নহে। এরূপ স্থলে আমা-
দিগের মতে বর্তমান সময়ে দ্বাদশ
বর্ষীয়া কন্যাকে পাত্রস্থা করাই
বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত।
সভ্যতা, অতিমান, অথবা কোলী-
নোর অমুরোধে বাঁহারা ইহার
অনাধা করেন, ধর্ম্মানুসারে
আমরা তাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া
স্বীকার করিতে পারি না।

রোশিনার শিবজী নাটক।

—
পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক।

—
পার্কীয় দুর্গের রাজপথ।

(দুইজন যোগল সেনাপতির
প্রবেশ)

প্রথম। এই পার্কীয় দুর্গ হস্ত-
গত, আর রাজনন্দিনী রোশি-
নার যে উদ্ধার হবে, এ আ-
মাদের মনে ছিল না। আহা!
সরলা রাজবালা দুর্গাস্ত্রাদম্বার
হস্তে পতিত হয়ে, কত কষ্ট
সহ করেছেন, কতই মান-
সিক ক্লেশ পেয়েছেন, স্নেহময়
জনকজননীর অসহ বিচ্ছেদ-
যন্ত্রণায় কতই রোদন করে-
ছেন। রাজনন্দিনীর সেই
সকল কষ্ট মনে হলে বক্ষস্থল
বিদীর্ণ হয়ে যায়। যে দিন
দুর্গ অধিকার হলো, সে দিন
রাজনন্দিনীকে এসে দেখ-
লাম, যেন দীন হীনা

মলিনার ন্যায় বাম হস্তে
কপাল ধারণ করে বসে আ-
ছেন। নয়নযুগল হস্তে অবি-
রত জল ধারা পতিত হচ্ছে,
দেখে বোধ হতে লাগল যেন,
যলয় পার্বতের জুটী প্রভাবণ
আবরণ হীন হয়ে পড়েছে।
শীত কালের কমলের ন্যায়
রাজকুমারীর তেমন মুখ কমল
একান্ত মলিন হয়ে গেছে,
সুতরাং বিধুমুখের আর তেমন
শোভা নাই, শরীরের তেমন
লাবণ্য নাই, প্রভাতকালীন
চন্দ্রমার ন্যায় ত্রিহীন হয়ে
পড়েছেন।

দ্বিতীয়। আহা! তা হবে না?

যিনি জন্মাবস্থিমে ক্লেশ যে কি
পদার্থ, তা জান্‌তে না,
এক মুহূর্তের জন্যে পিতা
মাতার নয়নের অন্তরাল
হতে না, আতপতাপে স্বর্ণ
বর্ণ বিবর্ণ হবে বলে, প্রতি-
নিয়তই হিমগৃহে বাস কর-
তেন, তিনি এত দীর্ঘকাল
নিদারুণ ক্লেশ সহ করেছেন,
প্রাণসম জনকজননীর অসহ
বিরহযন্ত্রণা পেয়েছেন, ভীষণ

উক্তপ্রধান দেশে একাল পর্য্যন্ত বাস করেছেন, এতে যে রাজনন্দিনী ক্রীহীনা হবেন, একথা বলাই বাহুল্য। তবে শিবজী পরাস্ত হয়েছে, আর রাজনন্দিনী রোশিনারা যে পুনর্বার মহারাজের নিকটে প্রেরিত হয়েছেন, এই সঙ্গ-লের বিষয়। নতুবা মহারাজ আরেকজের ক্রোধে আমাদের যে কি পর্য্যন্ত দুঃ-বস্থা হতো, তা জগদীশ্বরই জানেন।

প্রথম। তা আর তুমি একবার করে বলছো, কিন্তু বলতে কি, শিবজী যে নিহত হয়েছে, এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। যে হেতু এ পর্য্যন্ত তার শব যখন হস্তগত হলো না, তখন তার মৃত্যুতে বিশ্বাস কি?

দ্বিতীয়। সে কি, তুমি যে পাগ-লের মত কথা কচ্ছ, সেই রাজিতে, শিবজীকে আমি এই পক্ষত হতে নদীতে পড়তে স্বচক্ষে দেখেছি।

প্রথম। তুমি তাকে পক্ষত হতে পড়তে দেখেছো, সে

জীবিত আছে কি বিনষ্ট হয়েছে, তা তুমি কেমন করে জানলে? তার মৃত দেহ তো এ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না, তবে তার মৃত্যুতে বিশ্বাস কি? দ্বিতীয়। না না শিবজীর মৃত্যু বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আর মনে কর, যদিও সে জীবিত থাকে, তা হলে এ অবস্থায় আমাদের আর কোন অনিষ্টই করতে পারবে না। আমরা যখন তার দুর্গ ভেদ করেছি, তখন সে বিষয়ে তোমার আর কোন চিন্তা নাই।

প্রথম। তা বটে, তবে কি না শিবজী লোকটা অতিশয় সূচতুর, ও প্রত্যাশমতি বিশিষ্ট, কালক্রমে প্রবল হলেও হতে পারবে।

দ্বিতীয়। তার নিশ্চয় কি, তা বলে আমাদের কর্তব্য কর্মে শৈথিল্য প্রকাশ করা উচিত হয় না।

প্রথম। না না তা কি হতে পারে; সেনাপতি মহাশয় যখন দুর্গের সমুদায় তার

আমাদের উপর অর্পণ করে-
ছেন, তখন আমরা প্রাণপণে
দুর্গ রক্ষা করব ।

(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) এরা
দুজন কে এ দিকে আসছে ।

দ্বিতীয় । (ত্রস্তভাবে অবলোকন
করিয়া) বোধ হয় ওরা এই
দেশবাসি হবে ।

(ক্লষক বেশে শিবজী ও দারাজীর প্রবেশ ।)

দ্বিতীয় । তোমরা কে হে অকুতো-
ভয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করছ ?
শিব । আমরা এই দেশবাসী
ক্লষক ।

প্রথম । কেমন বে কাকের ! এখন
তোদের রাজা কোথায় ? বেটা
অসভ্য দস্যু ছিল, এখন আর
দুর্গ রক্ষা করতে পারলে না ?
বেটা যেমন বজ্রাভ ছিল, তার
তেমন দুর্বস্থা হয়েছে ।

শিব । হাঁ শুনেছি, শিবজী নাকি
মরেছে ; তা মকক না কেন ।
এ দেশে যিনি রাজা হবেন,
আমরা তাঁরই প্রজা হব,
তাকেই কর দিব, রাজ্যে
বাস করব, আমরা তোমাদের

ভালোতেও নাই, মন্দতেও
নাই । ভাল, একটা কথা
জিজ্ঞাসা করি, শিবজী যে
মরেছে, তা তোমরা কেমন
করে জানলে, তোমরা কি
তার মৃত দেহ দেখেছ ?

দ্বিতীয় । বাটা নদীর জলে
পড়ে মরে কোথায় তেমে
গেছে, কিরূপে তার মৃত
দেহ দেখতে পাব ?

শিব । তবে তোমরা কেমন করে
জানলে যে শিবজী মরেছে ?

প্রথম । কেন আমরা সেই
রাত্রিতে, আলো জ্বলে তন্ন
তন্ন করে খুঁজে দেখেছি,
কিন্তু কোথাও দেখতে পেলেন
না । পব দিন নদীর ধারে
গিয়ে দেখি, যে একটা গাছ
পড়ে গিয়েছে, আর বালীতে
পায়ের চিহ্ন রয়েছে । যে
নেমক্ হারাম, আমাদের এই
দুর্গে এসেছিল, পায়ের চিহ্ন
দেখে সে বলে, যে শিবজী
এই দিকদে পলায়নের চেষ্টা
করেছিল, অন্ধকার প্রযুক্ত
নদীতে পড়ে প্রাণ ত্যাগ
করেছে ।

দারা। মহাশয়! সেই নেম্-
হারাম্ এখন কোথায়?
আর তার কি হয়েছে আপনি
কিছু বলতে পারেন?

প্রথম। (হাস্য করিয়া) সে বাটা
এই খানেই আছে, তার যেমন
কর্ম তেমনি ফল হয়েছে।
সে বাটাকে জীয়ন্তে গোর
দিয়েছি। উঃ আমার ইচ্ছে
হয় তোদের সকলকেই সেই-
রূপ করি।

শিব। কেন আমরা তোমাদের
কি অপকার করেছি? আমা-
দের গোর দেবে কেন?

প্রথম। তোরা কাফের। ভূতের
পূজা করিস, তোদের বিনাশ
করলে কিছু মাত্র পাপ নাই।

শিবজী। কি আমরা ভূতের
পূজা করি? ওরে বিধর্ষি
মুসলমান! তোরা কি মান
করেছিল, যে শিবজী মরেছে!
এই দেখ, তোদের কালের
স্বরূপ শিবজী, মেথোমুক্ত
স্বর্ঘ্যের ন্যায় পুনর্জার নমুদিত
হলো। (বস্ত্রের ভিতর হইতে
আসি নিক্ষেপণ পূর্বক) এই
পুনর্জার শিবজীকে দেখ।

দ্বিতীয়। (সভয়ে) অ্যাঁ অ্যাঁ,
এই কি শিবজী, অ্যাঁ আমা-
দের সৈন্য সামন্ত যে কেউ
উপস্থিত নাই।

দারা। (অসি নিক্ষেপণ পূর্বক)
ধর বাটারা তলয়ার ধর।

প্রথম। অ্যাঁ এই শিবজী,
তবে আর উপেক্ষা করা উচিত
হয় না, আত্ম রক্ষা কর্তব্য।
(অসি নিক্ষেপণ পূর্বক) আয়
বাটা কাফের।

নেপথ্যে। হা হা হা মহারাজ
শিবজীর জয়, মহারাজ শিব-
জীর জয়।

শিব। আয় বাটা মুসলমান,
তোদের শিক্ষা দিই। (পর-
স্পর যুদ্ধ করিতে করিতে
প্রস্থান)

(বেগে একজন মহারাজীয়
সেনার প্রবেশ)।

সেনা। (সচকিতে নিরীক্ষণ ক-
রিয়া) উঃ! কি ভয়ানক যুদ্ধ;
মহারাজ শিবজীর কি অলৌ-
কিক সাহস। এই যে মোগল-
সৈন্যেরা পরাস্ত হলো আর
কি! (উচ্চৈঃস্বরে) মহা-

রাজ! উপেক্ষা করবেন না ।
উঃ মহারাজ কি ভীষণ মূর্তি
ধারণ করেছেন, যেন সাক্ষাৎ
দেবাদিদেব মহাদেব সমরে
অবতীর্ণ হয়েছেন । এই,
এই মোগল সৈন্যেরা নিপাত
হলো (বেগে প্রস্থান) ।

ইতি তৃতীয় গর্ভাক্ষ ।

বালুকাময় স্তম্ভ ।

গংপাতা জগদী-
জ স্বরের সৃষ্টি মধ্যে
কত প্রকার অ-
ত্যাশ্চর্য্য অনি-
র্ঘচনীয় কাণ্ড সকল বিদ্যমান
থাকিয়া তাঁহার যশোযোষণা ও
তাঁহার শক্তি প্রকাশ করিতেছে ।
বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে বালু-
কাময় স্তম্ভ সকল তাহার এক
দৃষ্টান্ত স্থল । এই সকল দৃশ্য
অবলোকন করিয়া পথিক ব্রহ্মেরা
একেবারে আশ্চর্য্য ও ভয়ে অতি-
ভূত হইয়াছেন । সুবিধাত ভ্রমণ
কারী ক্রস সাহেব এই সকল আশ্চর্য্য
বালুকাময় স্তম্ভের বিষয় এই রূপ

বর্ণন করিয়াছেন । চেণ্ডী প্রদে-
শের পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে
যে বিস্তৃত বালুকাময় মরুভূমি
আছে, তথায় উপস্থিত হইয়া
তিনি দেখিলেন, যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ
অন্তরে অত্যাচ্ছ বালুকাময় স্তম্ভ-
সকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে ।
কখন কখন অতি বেগে ধাবমান
হইতেছে, এবং কখন কখন
মন্দ মন্দ পদসঞ্চারে গমন করি-
তেছে । ক্রস সাহেব ও তাঁহার
সমভিব্যাহারী লোক সকল সময়ে
সময়ে মনে করিতে লাগিলেন, যে
তাঁহারা বুঝি এই বালুকাময় স্তম্ভ
সকলের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া
হতজীবন হইবেন । যথার্থই
অপ্প অপ্প বালুকা আসিয়া
তাঁহার শরীর স্পর্শ করিয়াছিল ।
আবার পরক্ষণেই তাহাদিগের
নিকট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া
দৃষ্টির বাহির হইতে লাগিল ।
কোন কোনটা এত উচ্চ বোধ
হইতে লাগিল, যে যেমন আকাশ
স্পর্শ করিয়াছে । এইরূপ অব-
স্থাতে তাহাদের শিরোভাগ
অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্যুত
হইতে লাগিল, এবং একবার এই-

রূপ হওয়াতে একেবারে নয়নপথ হইতে অতীত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কোন কোনটার মধ্যস্থল ভাঙ্গিয়া পড়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন কামানের গোলার আঘাতে এরূপ ছর-বস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। তগবান সহস্ররশ্মি আমাদের মস্তকোপরি আরোহণ করিলে পর, উত্তর দিক হইতে প্রবল বাত্যা বহিতে লাগিল, এবং সেই সময়ে উহার সাতিশয় দ্রুত বেগে উপরি উক্ত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিযুখে ধাবিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের হইতে দেড় ক্রোশ অন্তরে একাদশটা স্তম্ভ পাশাপাশি দৃষ্টিগোচর হইল, এবং এতদূর অন্তর হইতে ক্রস সাহেব বোধ করিলেন যে উহাদিগের মধ্যে যেটা বড় তাহার ব্যাস প্রায় দশ ফীট হইবে। দক্ষিণ পূর্ব বায়ু এইসময়ে প্রবল হওয়াতে তাহারা ফিরিয়া যাইতে লাগিল। এই সকল সম্মুখে দেখিয়া ক্রস সাহেবের মনে যে কি অনির্জনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার

মনে যে ভয় সম্বলিত আশ্চর্য্য ও ভক্তিরসের উদয় হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে মহাবীর্য্যবান বীর পুরুষেরও মনে ভয়ের উদ্বেক হয়, কারণ ঐ সকল স্তম্ভ হইতে পলাইবার কোনমতে সম্ভাবনা ছিল না। অসামান্য দ্রুতগামী ঘোটক, কিম্বা অর্ধবয়ান এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। এটরূপ স্থির নিশ্চয় হইয়া ক্রস সাহেব কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় এক স্থানেই কতক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। তাঁহার উষ্ট্র সকল তাঁহাকে ছাড়িয়া এতদূরে চলিয়া গেল, যে তিনি অত্যন্ত কষ্টে তাহাদের নিকট যাইয়া পৌঁছিলেন।

আর একসময়ে, যখন ক্রস সাহেব বালুকাময় মরুভূমি পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, এরূপ কতকগুলি বালুকাময় স্তম্ভ, কিন্তু উপরোক্ত স্তম্ভ সকল অপেক্ষা আকৃতিতে নূন, তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। পশ্চিমীনায়েক তগবান মরীচিমালী অন্তাচল চূড়াবলম্বন করিবার কিছু পরেই উহার দৃষ্টিগোচর হইল, এবং উ-

হাদিগকে দূর হইতে নিবিড় কানন
বনিয়া জন্ম হইতে লাগিল । উহারা
একেবারে সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল,
এবং চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন
হইয়া গেল । প্রায় একঘণ্টা কাল,
ঐ সকল বালুকাময় স্তম্ভের উপর
সূর্য্যরশ্মি পতিত হওয়াতে উহা-
দিগকে যেন অগ্নিময় বোধ হইতে
লাগিল । ক্রম সাহেবের সমতি-
বাহারী লোক সকল এই ভয়াবহ
বাপার দর্শন করিয়া হতশ
হইয়া পড়িলেন ; কেহ কেহ
বলিতে লাগিলেন যে পৃথিবীর
শেষদিবস আসিয়াছে এবং অপরে
বলিতে লাগিলেন যে পৃথিবী দক্ষ
করিবার নিমিত্ত অগ্নিদেব আবির্ভূত
হইয়াছেন ।

ডাক্তর ক্লার্ক সাহেব ইজিপ্ত দেশ
পরিভ্রমণ করিতে করিতে এইরূপ
বালুকাময় স্তম্ভ দর্শন করিয়া যে
রূপ বর্ণন করেন, তাহা নিম্নে
লিখিত হইল । তিনি বলেন—

ক্রম সাহেব যে রূপ স্তম্ভাকৃতির
বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, সেইরূপ
কতকগুলি অতি বৃহৎ বায়ুকাময়
স্তম্ভাকৃতি অতিশয় দ্রুতপদ সঞ্চারে
আমাদের দিকে আসিতে আরম্ভ

করিল । উহারা আমাদের এত
নিকটে নীল নদী পার হইল, যে
যে ঝড় উহাদিগকে চালিত করিতে-
ছিল, সেই ঝড় আমাদের জাহা-
জকে ঘুরাইয়া ফেলিল, এবং
নৌকাকে জলমগ্ন করিতে ছাড়িয়া
দিল । আমরা তৎক্ষণাৎ জাহাজ-
কে নোজা করিবার চেষ্টা করিতে
লাগিলাম, ইত্যবসরে ঐ স্তম্ভ সকল
দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গেল ।
ইহাতে বোধ হয়, যে এই সকল স্তম্ভ
হঠাৎ কোন স্থানে পতিত হইয়া
মরুভূমি, পশু ইত্যাদিকে একেবারে
প্রোথিত করিয়া ফেলে না, ঐ
সকল স্তম্ভ যেমন ক্রমে ক্রমে
বালুকা একত্র হইয়া হয়, সেইরূপ
বালুকা সকল ক্রমে ক্রমে স্তম্ভাকৃতি
হইতে বিভিন্ন হইয়া অবশেষে
উহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে । সে
যাহা হউক এই সকল অত্যশ্চর্য্য
অনির্বচনীয় সৃষ্টি কাণ্ড দর্শন
করিয়া কাহার মনে না আশ্চর্য্য
ও ভক্তি রসের আবির্ভাব হয় !
এই সকল ব্যাপার কেবল সেই
সর্ব্বনিয়ন্তা পরম পুরুষের যশো-
যোষণা করিতেছে ।

প্রাপ্ত ।

স্বভাব-দূত কাব্য ।

প্রথম সর্গ ।

৯৩ পৃষ্ঠার পংক ।

প্রকাশিলচারুজ্যোতিদাপেতেদামিনী ।
 ঘোর নিশাকালে যথা সূচরু হাসিনী ॥
 দারুণ তমসী কোথা ? হয়ে গেল নাশ ।
 সূচরু সূচরু কর হইল প্রকাশ ॥
 ভীষণ ভাবেতে যেই আছিল সাগর ।
 দেখিতে দারুণ ভয়ে তাপিত অন্তর ॥
 বাহার লহরী মালা আগেতে নিয়ত ।
 ঘোর কোলাহলে কত হইতো উন্নত ॥
 কুনি কীট কাঁটা পূর্ণ হইয়া পঙ্কিল ।
 প্রবাহিত হতো আগে বাহার সলিল ॥
 ধূম পুঞ্জ যথা আগে, স্ববাহু বিস্তারি ।
 প্রকাশিত ঘোরদর্প, আধারে আধারি ॥
 তাহাতে উঠিত কত, তরঙ্গর বাস ।
 সেবনে যাহা হই, জীবন বিনাশ ॥
 কিন্তু এবে সেই সব, হইয়াছে নাশ ।
 প্রকাশিত দিগদশে আলোকের তাস ॥
 চাবভাবে শোভাময়, সকল হইল ।
 স্বর্গীয় সৌরভে, দিক সকল পুরিল ॥

পরমু নির্মল হল, সাগরের নীর ।
 কনকসোপানে, শোভিলেক দুই তীর ॥
 সুনির্মল স্থিরজল, টেইল শোভা ময় ।
 লুকাই লহরী মালা, মনে পেয়ে তয় ॥
 ফুটিল নলিনী দল, মাঝে মাঝে তার ।
 কহিতেকেপারে তার, শোভা চমৎকার ।
 মধু আশে মধুকর, ব্যাকুল অন্তরে ।
 মনস্থখে বসে নানা ফুল ফুল পরে ॥
 এদিকেতে শশি-প্রিয়া হয়ে বিকশিত
 করিছে সবার মন, আনন্দে মোহিত ॥
 আহা একি প্রভাবেব, শক্তি চমৎকার ।
 কখন না দেখিয়াছি, এমন ব্যাপার ॥
 মরি মরি কোন গুণে, মিলি একতায় ।
 একাধারে কমল কুমুদ, শোভা পায় ॥
 নাহি দ্বেষাদ্বেষ ভাব, মনের বিকার ।
 চন্দ্র সূর্য্য প্রতীক্ষায়, নাহি থাকে আর ॥
 হেন বুঝি হয়ে ভীত, বিরহের ত্রাসে
 অনন্ত প্রেমিক পাশে, চির স্থখে বাসে ॥
 দেখিয়া আমার মনে, হয় অহুমান ।
 বুঝি তাহাদের আর, হবে না নির্ভান ॥
 এইকি প্রথম এরা, হেথায় আইল ?
 অথবা একরূপ ভাবে, আগেতেও ছিল ।
 আছয় উহার হেথা, পূর্বাপর হতে ?
 সমভাবে সব দিন, স্মৃতিত এমতে ॥
 শশি রবি চারুতাস উপেক্ষা করিয়া ।
 সততই আছে এরা, এমনি ফুটিয়া ॥

জ্ঞান চক্ষু যাহাদের, আছে অব্যবহিত । চক্রবাক চক্রবাকী, করিছে বিহাব ।
 তাহার সতত দেখে হয়ে হর্ব চিত ॥ দ্বৈতভাব মনে, ক্ষণে নাহিক কাহার ॥
 কিন্তু এ সাগরে এক, দ্বীপ মনোহর । আরোকত নানাজাতি, চরে পক্ষিগণ ।
 হেবিলে যাহার শোভা হরিষ অনুর । মানস উন্মাদে জলে, দেয় সম্ভরণ ॥
 কিছুদর্শন ! তথাকি না বিষম দুর্দৃষ্টি । কিন্তু সে কমল দল, কাছ নাহি ছাড়ে ।
 জনেক দুর্জন আছে হয়ে অধিপতি । বরঞ্চ দিগন্তর, আশা আবো বাড়ে ॥
 বড় ছনিবার সেই, অতি দুট মতি । যদুময় সরোজিনী, ক্ষুটিত দেখিয়া ।
 যেপড়ে তাহার হাতে, হীন হয়ে অতি । করে অলি কতযত্ন, থাকিব বলিয়া ॥
 জ্ঞান চক্ষু অবরিয়া, তাহারে ভাসায় । সুমন্দহিল্লোলেকিবাশোভাশোভিতেছে
 এসব কিছুই সেই, দেখিতে না পায় ॥ প্রতিক্ষণে প্রাণ মন হরণ করিছে ॥
 সেই আবরণ গুণ, বোঝা বড় দায় । উপকূল ভাগ আহা, কিবা মনোনিীত ।
 সকল বস্তুই তাহে, বিকৃত দেখায় ॥ বসন্ত বিশ্রাম তাজি, যথা বিরাজিত ॥
 স হেরি এসব স্থান, অতি ভয় ময় । বহিয়াছে কত মত, তরুলতা গণ ।
 হমসী আরত হয়ে, চিরকাল বয় ॥ মুকুল ফলেতে শির, সবারি শোভন ॥
 এমন নির্মল জল, হইয়া মলিন । যতেক লতিকায়, পুষ্পিত হইয়া ।
 নাদা কাঁটাময় হয়ে, কোণে চিরদিন ॥ পরিয়াছে প্রেম, প্রিয়তরুকে-ছাঁদিয়া ॥
 তত ছতাশে হয়, বিয়োগির প্রায় । পরিয়া সুচারু ভান, হয়ে এক চিত ।
 দী দুখে থাকে মগ্ন, সুখ নাহি পায় ॥ পিককুল গান গায়, অতি সুললিত ॥
 কবল তাহার মাত্র, হাহাকার সার । আর যত দ্বিজদল, (হেন অনুমান)
 ক কবে উদ্ধার, দয়া নাহিক কাহার ॥ দোহার সাহায্য তরে, ধরিয়াছে তান ॥
 হতভাগ্য জীবএবে, হইয়া উদ্ধার । মলয় অনিল হয়ে, পরম মোহিত ।
 জ্ঞান মনমাঝে, লতে পুনর্জাতি ॥ কুসুম আশ্রণ তাজি, হইয়া ভ্রিত ॥
 আর নাহি হেবে সে, সাগর দুখময় । পায়পড়িতেছে কত, কামিনীনাশোনে ।
 খপূর্ণ বলি এবে, মনে বোধ হয় ॥ মস্তক নাড়িয়া বাধা, দেয় প্রতিক্ষণে ॥
 রিতেছে জলে যত, জলচর গণ । নব দুর্দাদল যত, সুরঞ্জে রঞ্জিত ।
 নসুখে করে ক্রীড়া, প্রফুল্লিত গন ॥ করিবারে পুণ্যভূমি, স্বমাপো শোভিত ॥
 বহ মলয়ানিল, মন্দভাবে বয় । ব্যাপিয়া রয়েছে সুখে, ভূমির উপরে ।
 যম সুরঞ্জে, দিক পরিপূর্ণ হয় ॥ প্রতিক্ষণে জননী, গুণ গান করে ॥
 রেছে মরালকুল, নিজ রবকরি । তেমনি মাতার প্রিয়, হয়ে চিরদিন ।
 রস সারসী চরে, প্রেমভাব ধরি ॥ কাটেকাল মনসুখে, নহে ছাঃখেহীন ॥

লভিয়া আপন চক্ষু, তখন সেজন।
 ইতস্ততঃ সৰ্বদিক, করয়ে ভ্রমণ ॥
 মনেতে হইল তার, কিবা হর্ষোদয়।
 বন্দিয়া সাধুর পদ, সকাত্তরে কয় ॥
 হে পুরুষ! জ্ঞানগুরু, ধীর মহামতি।
 মূর্ত্তিমতী দয়াসহ, যাঁহার বসতি ॥
 যাঁর সরলতা গুণ, কহিতে অপার।
 যাঁহাতে হইল আজ, আমার নিস্তার ॥
 যাঁহার প্রভাবে মম, মন-তমো নাশ।
 বিকীর্ণ হইল হৃদে, জ্ঞানালোক ভাস ॥
 জ্ঞানচক্ষে এবে আমি, হেরি সমুদায়।
 অসংখ্য প্রগতি প্রভু, করি তব পায় ॥
 কেমনেতে এ গুণের দিব, পরিশোধ।
 নাহিমম কোনগুণ, নিজে হীনবোধ ॥

জ্ঞান গুরু সদাশয়,
 হে প্রভু! মহিমাময়,
 সদাশয় তুমি দয়াময়।

করুণা বিস্তার করি,
 দাসের যাতনা হরি,
 বিতরিলে সুখ সুধাময় ॥

তোমার মহিমা যত,
 বিস্তারিয়া কব কত,
 হীন বুদ্ধি মম সাধ্য নয়।

পুরাইতে অভিলাষ,
 কহে ভবে তব দাস;
 তাহার যে নিজ পরিচয় ॥

অনন্ত স্থানের নাম,
 অশেষ মঙ্গল ধাম,
 চিরসুখ যথা বিরাজিত।

শোক ছুঃখ নাহি রোগ,
 নাহি মরণের ভোগ,
 যথায় সকলে হর্ষচিত ॥
 চির আলোকের ভাস,
 আছে যথা সুপ্রকাশ;
 তমোরাশি দূরে যায় ডরে!
 যাহা হতে সুধাকর,
 পেয়ে কর সুধাকর;
 নিরমল হেম ছবি ধরে ॥
 সময় অচল তথা,
 গ্রহ, পক্ষ, বার, যথা,
 দিবা, নিশি, বৎসর, অয়ন।
 পালাক্রমে ঋতু ছয়,
 উদয় নাহিক হয়;
 একক বসন্ত নিবসন ॥

ধরাকান্ত চির হয়ে,
 প্রভুর মহিমা কয়ে;
 সঙ্গিসহ আছে বিরাজিত।
 দ্বেষ হিংসা পরস্পরে,
 যথায় না বাস করে,
 কোনকালে করেনা অহিত ॥

প্রণয় কুসুম যত,
 প্রক্ষুটিত অবিরত,
 সুবাস মধুর মনোহর।

গন্ধবহ মন আশে,
 জমিতেছে প্রতিবাসে,
 বহিয়া সে গন্ধ চারুতর।

উদয় অচলে রবি,
 ধরিয়া অপরূপ ছবি,
 খরতর কর বিত্তরয়।

নাহি তার রাহি দিন,
কখন না হয় ক্ষণ,
সদা সম সুপ্রকাশ রয় ॥
ক্রমশঃ প্রকাশ্য ।

নূতন পুস্তকের সমালোচন ।



লীকি রামায়ণ,
আরণ্য-কাণ্ড ।
শ্রীযুক্ত রামসেবক
বিদ্যারত্ন ইহার
অমুবাদক, ইহাতে রামমীতার
চিত্রকূট বাস অবধি সীতাহরণ
পর্যন্ত অমুবাদিত আছে । রাম-
সেবক বিদ্যারত্নের বাঙ্গালা ভাষা
পাঠ করিলে আমাদিগের যথো-
চিত তৃপ্তিলাভ হয় । ইহাতেও সে
রসে বঞ্চিত হইতে হয় নাই ।
এখানি ভাস্কর-যন্ত্রে মুদ্রিত ।
মূল্য ১০ আনা ।

মোহন মনোহরা ।—শ্রীযুক্ত
গোপালচন্দ্র রক্ষিত ইহার প্রণ-
য়ন কর্তা । সুবর্ণবতী নগরীয়
ধনবন্ত সওদাগরের পুত্র মোহ-
নের সহিত লক্ষ্মীপুর নিবাসী
শান্তশীলের কন্যা মনোহরার

বিবাহ উপলক্ষে এই পুস্তক রচিত
হইয়াছে । মোহন বিবাহ রাঞ্জে
নিদ্রিতা মনোহরারে একাকিনী
পরিভ্রাণ করিয়া পলায়ন করেন ।
মনোহরা তাহাতে নানাপ্রকার
খেদ করিয়া একদা স্বপ্নে দেখেন,
এক ঐদত্য প্রিয় পতিকে হরণ করিয়া
আপনকন্যা চপলার সহিত বিবাহ
দিয়াছে । তদনন্তর মোহন পুন-
রায় লক্ষ্মীপুরে আইসেন । এই-
স্থানে মানভঞ্জন । বিস্তর বিন-
য়েও কামিনীর অভিমান দূর না
হওয়াতে প্রভাত সময়ে মোহন
হতাশ হইয়া বাণী পরিভ্রাণ
পূর্বক তৎসম্মিহিত এক উদ্যানে
অবস্থিতি করেন, তদনন্তর মনো-
হরার এক জন পরিচারিকা দ্বারা
উভয়ের মিলন হইয়াছিল ।

ইহার প্রণয়্যাংশ ব্যতীত অবশি-
ষ্টাংশ সমুদয় আরবীয় উপাখ্যা-
নের ঐদত্য ও পরীর গম্পের ন্যায়
অদ্ভুত রূতান্তে পরিপূর্ণ । ইহার
আয়তন অতি ক্ষুদ্র, রচনা নিভান্ত
মন্দ নহে, কবিতাগুলি সুমধুর
হইয়াছে । সুচারুযন্ত্রে মুদ্রিত,
মূল্য ১০ আনা ।

প্রেরিত পত্র ।

মান্যবর ত্রিযুক্ত নবপ্রবন্ধ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু ।

আমার অদৃষ্ট ।

মহাশয় ! এ ছুঃখিনী আপনাব
শরণ লইতে যাইতেছে । ইহার
ছুঃখের কয়েকটি কাহিনী কেবল
নেত্র-জলে লিখিত হইল । বালা-
বহায় লেখা পড়া শিখিয়া ছিলাম,
কিন্তু এতদিন মরিচা ধরিয়া
ছিল, কিছুমাত্র চালনা ছিল না ।
এইটাই এ ছুঃখিনীর নবপ্রবন্ধ ।

জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি সপ্ত-
গ্রাম অধিনীর জন্মস্থান । রামে-
শ্বর ভট্টাচার্য্য আমার পিতা ।
পিতা ভট্টাচার্য্য ছিলেন বটে,
কিন্তু সমাজ মধ্যে রাঢ়ীয় কুশীন,
মেল ফুলে, গোত্র মুখুর্জী, বিষ্ণু-
ঠাকুরের সন্তান, স্ব-ভাব । পিতার
একটিও পুত্র ছিল না ; কেবল
আমিই একমাত্র সন্ততি । পিতা-
মাতার একমাত্র অবলম্বন হইলে
কতদূর আদরের পাত্রী হয়, বুঝি-
তেই পারেন । আমিই তাঁহার

সম্পূর্ণ অধিকারিণী ছিলাম । যখন
আমার দশ বৎসর বয়স, সেই
সময় গুপ্তিগাড়ায় আমার সম্বন্ধ
হয় । আমার এক খুল্লভাত সর্দার
কলিকাতায় থাকিতেন । গুনি-
য়াছি, আমাদিগের বংশে যাহা
কখন হয়নাই, তিনি তাহা শিখি-
য়াছিলেন । বুঝিয়াছেন সেটি
কি ?—ইংরাজী বিদ্যা । তিনি
আমার বিবাহের সম্বন্ধের কথা
গুনিয়া বাটী আসিলেন । আসিয়া
যাহাতে আমার বিবাহ না হয়,
তদ্বিষয়ে পিতাকে কত বুঝাইলেন,-
কত সাহেব বিবির দৃষ্টান্ত দেখা-
ইলেন । বালিকা কালের কথা
বলিয়া সকল এক্ষণে মনে পড়ে
না ।

পূর্বে বলিয়াছি, পিতা আমার
ভট্টাচার্য্য ছিলেন । লোকের
বাটীতে দশকর্ম্ম করাইয়া যে যৎ-
কিঞ্চিৎ আয় হইত, তাহাতে
সংসার চলিত না, কাজেই কনি-
ষ্ঠের উপর সমুদায় নির্ভর ছিল ।
এ অবস্থায় সর্দারদেবের কথা
অগ্রাহ্য করা কি সহজ কর্ম্ম ?
কাজেই পিতা আমার তাঁহার
বাক্যেই সম্মত হইলেন । তখন

এ অভাগিনীর দশা কি হইল, পাঠক মহাশয় কি তাহা জিজ্ঞাসা করেন ! সংসার বিড়ম্বনা, ভাবী দুঃখের সম্ভাবনা এবং আজি পর্য্যন্ত যে দুঃখ ভোগ করিতেছি, তাহার যন্ত্রণা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই হইল । খুড়া মহাশয় আমার দুখানি প্রথম পাঠ্য পুস্তক আনিয়া দিলেন ;— আমার হাতে খড়ি হইল । ক্রমে বর্ণ-পরিচয়, শব্দশিক্ষা, অর্থ-বোধ ও পঠনশক্তি লাভ হইল ;— লিখিতে শিখিলাম, — তর্ক করিতে শিখিলাম । অল্পবয়সে বিবাহ করিবার নিমিত্ত যে আত্মদান হইয়াছিল, সেটী শবদেব মেখের নায়, — বসন্তের কুয়াসার নায় এবং জোয়াবের জলের নায় আমার অন্তর হইতে সরিয়া গেল ।

ক্রমে বয়স হইতে লাগিল, — আশা বাড়িল, — শিখিতে আরো ইচ্ছা জন্মিল ; কিন্তু বাঁহার নিকট শিখিতে ছিলাম, অকৃতজ্ঞ যৌবন তাঁহার নিকট হইতে আমারে হরণ করিয়া লজ্জার হস্তে সমর্পণ করিল । পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখুন, অধীনী তখন ঘোড়শী ।

পুনরায় বিবাহেব কথা উঠিল । পিতা উদ্বিগ্ন হইলেন । খুড়ার ইচ্ছা ছিল আবো কিছুদিন রাখেন, কিন্তু পিতা এবারে কিছু অধিক পিড়াপিড়ি করাতে অগত্য সম্মতি দিলেন । কুলীনের মেয়ে কুড়ি বছরেও বিবাহের যোগ্য হয় না, বাড়ীর প্রীলোকেরা তাহা জানিতেন । সুতরাং আমার মা—ঠাকুর-মা, ও পিশিমা সকলেই নিশ্চিন্ত ছিলেন । পাঠক মহাশয় ! এই সবে আমার চির দুঃখের সূত্রপাত ! অধীনী এই অবধি দুঃখ ক্ষেত্রে প্রবেশিল ।

ষটক জুটিল, — তাহার গোপনে পিতারে বলিল, গুপ্তিপাড়ার বরের বিবাহ হইয়া গিয়াছে । সূতন ভাবনা উপস্থিত । সকলেই জানেন, স্ব-ভাব কুলীনের ঘর-বর এ জাতে দুর্লভ । কেহ বলিলেন, আরো এক বৎসর পরে মিলিবে, কেহ বলিলেন, মাসের মধ্যেই ফুল ফুটিবে, আবার মা বলিলেন, যদি একান্তই না ফুটে, তবে আমার বড় ঠাকুরবীর ঘেরকম হয়েছিল, অবশেষে সেইরকম ফুল-গাছ আছে, যথাব ফুল ফুটিবে । পিতা আমার

ছমাস অনুসন্ধানের পর আসিয়া বলিলেন, নারায়ণপুরে একটা পাত্র পাওয়া গিয়াছে, ধনে, মানে, কুলে, শীলে সকল দিকেই খাঁটি, কেবল একটা দোষ—বৃদ্ধ। পিতা কহিলেন, এমন কিছু বৃদ্ধ নয়, লোকে যাঁহা বলিয়া আশীর্বাদ করে, সেই রূপ শতাব্দে হইবার এখনো দ্বাদশ বৎসর (এক যুগ) বিলম্ব! আরো একটা বিপদ। অধীনীর অদৃষ্টের বাতাস নারায়ণপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিল, পাত্র বলিয়াছেন, কন্যা অগ্নিদক্ষা। পাঠক মহাশয়! অগ্নিদক্ষা বুঝেন! যে কন্যার ভাই নাই সে অগ্নিদক্ষা। আমার ভাই নাই আমিই অগ্নিদক্ষা। কুলীনেরা অগ্নিদক্ষা মেয়ে বিয়ে করে না, কেন করেনা? কুলীনের কন্যার বিবাহের সময় সৰ্ব্বনাশ, পিতা তফাৎ হন, মাতা ক্রন্দন করেন, প্রতিবাসীরা টিটকারি দেন, কেবল ভাতা অথবা মাতুল ধরা পড়েন। অগ্নিদক্ষার গর্ভে যদি কন্যা হয় তাহার মাতুল থাকেনা, কাজেই জাতিপাতের ভয়ে পিতা দায়গ্রস্ত হন। কোন্ কুলীন এই অধর্ম রূপ হাড়ি কাঠে মাখা দিতে চান?

সুতরাং নারায়ণপুরের বৃদ্ধ বর আমারে বিবাহ করিলেন না। কারণ অধীনী অগ্নিদক্ষা! পাঠক-মহাশয়! প্রথম পরিচ্ছেদে দেখুন কেমন আমার অদৃষ্ট।

বয়স যায়—কাহারও অনুরোধে বয়স থাকেনা। যৌবন ফুরাইল; প্রোঢ়া হইলাম, দ্বিতীয় দশায় ত্রিদশে পদার্পণ করিলাম। ত্রিদশে কি? স্বর্গে! হঁ। এক প্রকার স্বর্গেই বটে। যৌবন কুসুমের সুগন্ধ অনেকদূর যায়, যে গোলাপ ফুল কেহ স্পর্শ করে নাই, নির্লজ্জ পবন তাহার পরিমলকে স্বেচ্ছাবিহারি করে। আমার বিবাহ হয় নাই, অস্পৃষ্ট গোলাপ ফুল। অহঙ্কার যদি না বলেন অদৃষ্টগুণে অধীনী সুন্দরী। অনলের কণা, সে অনল এখন নির্ক্ষাণ হইয়াছে। জ্বলন্ত সময়ে অনেক পতঙ্গ ঝাঁপ দিতে আসিয়া ছিল; কিন্তু অধীনী অকলঙ্কে যৌবনকাল কাটাইয়াছে। এখন সেই ফুটোস্ত গোলাপ শুষ্ক, একে একে পাপড়ি ঝরিতেছে, এখন আর ইহার গন্ধে কোন ছুরন্ত মধুকর ঝঙ্কার করিবে না, কেহই আর ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি-

বেনা । ত্রিদেশে পদার্পণ করিয়াছি । পাঠক মহাশয় ! এই ত্রিদেশকে স্বর্গ বলিবেন কি না ?

সপ্তগ্রাম পল্লিগ্রাম । পাঠক মহাশয়দের মধ্যে যদি কেহ পল্লিগ্রাম বাসী থাকেন, বুঝিবেন সেখানে সকলের অদৃষ্টে এরূপ স্বর্গ ভোগ কতদূর সম্ভবে । পাঠক মহাশয় কি জানিতে চাহেন এখন এ অধীনের বয়স কত ? যে দিন ত্রিদেশ বলিয়াছি, এখন আর সে দিন নাই । দিন যাইতেছে, নদীর জোয়ারের ন্যায় যাইতেছে, অধীনী এখন সেই ভরা নদীর মধ্যস্থলে । তৃতীয় দশায় আর দ্বিদেশ অগ্রসর হইয়াছে । বিবাহ হইল না । অদৃষ্টে কি তার বিবাহ নাই ?— আছে, এই অভঙ্গ বর্ষাকাল বৎসরের মড়াঞ্চল, এসময় কি সুখের দিকে মন যায় ! না আমার একটা ডালিম গাছ আর একটা বটগাছ রোপণ করে রেখেছেন, আমি তখন পাঁচ বছরের । আমিও বড় হয়ে, বড় হয়ে কেন, আর বছর মাঘমাসে একটা বছরই গোলাপের গাছ রোপণ করেছি, দেখতে দেখতে সে গাছটী আমার অন্তঃকরণের ন্যায়

কষ্টক বিশিষ্ট হয়ে বড় হয়েছে । ছয়মাস পরেই বসন্তকাল, এই বসন্তকালে ঐ তিনটীর মধ্যে একটি গাছের গলায় বরমালা দিয়ে আই-বুড়ো নাম সূচাইবো, পৃথিবীর সুখ সমাধা করিব, বিবাহ ব্রতের উদ্ঘাপন করিব, রমণী জন্মের সাধ মিঠাইব এবং কুলীন পিতার কুলের গৌরব বজায় করিব ! আর পাঠক মহাশয়েরা কি জিজ্ঞাসা করেন আর কি করিব ? সম্পাদক মহাশয় কি জিজ্ঞাসা করেন আর কি করিব, আপনার কুমারী এবং সধবা পাঠিকারা কি জিজ্ঞাসা করেন আর কি করিব, নবপরিণীত তরুবরের সহগমন করিব, সেই সহমরণ সময়ে বিধাতার নিকটে এই বর মাগিয়া লইব যে, বঙ্গদেশে যেন মেয়ে হয়ে আর না আসি ; যদি আমার অদৃষ্টের ভোগে আসিতে হয়, কুলীনের ঘরে নিকোশ কুলীনের ঘরে যেন না জন্মাই । শতজন্ম অরণ্যচারিণী হরিণী হয়ে থাকি, তাহাও ভাল, তথাচ যেন হতভাগা বঙ্গদেশে কুলীনের ঘরে মেয়ে হোয়ে জন্মিতে না হয় । পাঠক মহাশয় এই আমার অদৃষ্ট ! এই মাঘমাসে

আমার অদৃষ্টেব বিসজ্জন হইবে।
অদীনি ছুখিনী বলিয়া পৃথিবীতে
কেহ ছিল, সে নামত আর থাকি-
বে না, অদীনিব সহিত আর
কাহাবত সাফাৎ হইবে না।

সম্পাদক মহাশয়, আমার অদৃ-
ষ্টের পরিচয় শুনিলেন ? অন্বেষণ
করুন, পৃথিবীতে অন্বেষণ করুন,
কুনীনীর মেয়ের তুল্য হতভাগিনী
কোথায় দেখিতে পান কি না ?
যদিও আমার সঙ্গে সাফাৎ হইবার
আশা ফুরাইল, তথাচ আমার তুল্য
শত শত হতভাগিনী এই দেশে-
জীবিতা রহিল, তাহাদের চক্ষুজল
মুছাইবার জন্য কয়েকটি প্রশ্নের
উত্তর দিবেন। যদি সুবিধা হয়,
এ হতভাগিনীর সহমরণ স্থলে ক্ষুদ্র
স্তম্ভেব গায়ে সেই কটি উত্তর
লিখিয়া রাখিবেন।

একটী রমণী এ রাজ্যের ঈশ্বরী।
রমণীকুলের যাহাতে মঙ্গল হয়
তিনি সে চেষ্টা করেন। তাঁহার
উপযুক্ত মন্ত্রী এবং সভাসদেরা
সে চেষ্টা করেন, তাঁহার অন্তঃস্থিত
দেশ বিদেশীয় যুবকেরা ও চেষ্টা
করেন। সম্পাদক মহাশয় ! আপ-
নারা যে শ্রেণীতে বরণীয়, সেই

শ্রেণীতে অন্তরে ও বাক্যে অনবরত
সে চেষ্টাও বলবতী। বালিকা
বিবাহ দূর করিবার যুগান্তর উপ-
স্থিত। কিন্তু সভাযুগ নাই, যুগে
যুগে যুগান্তর উপস্থিত, এযুগে যিনি
শাস্ত্রকর্তা—বিবাহের শাস্ত্রকর্তা সেই
যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বালিকা বিবাহের
বিধি দেন। স্মরণ করুন তাঁহার
ব্যবস্থায় আট বছরের কন্যাদানে
গৌরীদান, নয়বছরে রোহিণীদান
এবং দশ বছরে কন্যাদানের ফল
হয়। তাহার অধিক বয়সে কুমা-
রীরা রজস্বলা। এ বাবস্থা কি আপ-
নারা অমান্য করিতে চান ? পরীক্ষা
করুন, তুলনা করুন, দেশের অবস্থা
দর্শন করুন, রমণীকুলের ফুল প্রস-
বের বিচার করুন, বিচার করিয়া
বলুন কতদিন আপনারা কুমারী
কুলকে কুমারী রাখিতে পারেন ?
এ হতভাগিনীর ন্যায় শ্মশানবাসিনী,
যে বয়সে তরুবরে বরণ করিয়া
স্বর্গ গমন করিতে চলিল, এই বয়স
পর্যন্তই কি কুমারীকাল ? না আর
কিছু অধিক ?

সপ্তগ্রাম
জেনা হুগলি
১২৭৪ সাল। } চিরছুখিনী
শ্রীকুমুদিনী দেবী।

১২৭৩।১২৭৪ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

ডাটরেক্টর অব্ পবলিক ইন্ট্রাকশন্	কলিকাতা	৬
প্রেসিডেন্সি কালেক্স লাইব্রেরী	এ (বাণ্যাসিক)	১১/
এইচ্, এফ্, ব্লেন্ড্ ফোর্ড সাহেব (H. F. BLANDFORD)	২
বেবারেণ্ড্ জে, রবিন্সন্ (REV. J. ROBINSON.)	১
মিস্, এম্, পিগট্ (MISS. M. PIGOT)	এ	১
শ্রীযুক্ত বাবু স্কুদেব মুখোপাধ্যায়	হুগলী	২০
১, হরিচরণ দত্ত	কলিকাতা	১০
১, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	এ	১
১, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	এ	১
১, প্রসাদদাস দত্ত	এ	১
১, বৃন্দাবনচন্দ্র মল্ল	এ	১
১, মোহিতমোহন গোস্বামী	খড়দহ	১
১, শম্ভুচন্দ্র কর	কলিকাতা	১
১, শ্রীনারায়ণ মজুমদার	এ	১
১, উমেশচন্দ্র পাল	এ	১
১, আশুতোষ মল্লিক	এ	১
১, ভুবনমোহন কর রায়	পৌজ্জানা, সাহাজাতপুর	১০
১, রাধানাথ শীল	কলিকাতা	১
১, কালীপ্রসন্ন ঘোষ	এ	১
১, বাণীনাথ বসু	এ	১
১, উমেশচন্দ্র কুন্ডার	এ	১
১, অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়	এ	১
১, ক্ষেত্রলাল দত্ত	এ	১
১, অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মুন্দের	৬০
১, উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১
১, তুলসীদাস রায়	এ (বাণ্যাসিক)	১১/০
১, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	এ	১
১, যথুরামোহন খাঁ	এ	১৬০
১, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	এ	১
১, নীলগনি চট্টোপাধ্যায়	এ	১
১, শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়	এ	১

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, নবপ্রবন্ধের উন্নতির নিমিত্ত কলিকাতা চোরবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মল্লিক ৮ টাকা ও সিকদারপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসাদদাস দত্ত ২ টাকা প্রদান করিয়াছেন। অপর বাঁহাদিগের সাহায্য করিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা একটু সম্বরে প্রদান করিলে অবিলম্বে বাকি পত্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব ও বাবজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

বিজ্ঞাপন।

যেদিনীশুর কালেকটরীর হেড্‌কোয়ার্টার শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার বসু মহাশয়ের অনুগ্রহ পূর্বক আমাদিগের নবপ্রবন্ধের অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তদঞ্চল নিবাসীগণ গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত মহাশয়ের নিকট সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৭১ সালের তাজ মাস হইতে বাঁহারা নবপ্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক ও মালগুন হইতে বাৎসরিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, গত শ্রাবণ মাসে তাহা ন্যশেষিত হইয়াছে। এক্ষণে পুনর্বার স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রদান করিলে চির-ব্যাপ্ত হইব। অপর বাঁহাদের নিকট আমাদের বাঁহা পাওনা আছে, তাহাও প্রদান করিয়া ব্যাপ্ত করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রী শ্যামাচরণ সিংহ নামক জর্নেলিক সরকার আমাদের নবপ্রবন্ধের কতকগুলি বিলের টাকা আদায় করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অতএব গ্রাহক হাশয়েরা উক্ত সরকারকে যেন বিলের টাকা আর না দেন, আমরা স্বতন্ত্র সরকার প্রেরণ করিব। যদি কোন গ্রাহক মহাশয় উক্ত সরকারকে দেখিতে পান, অনুগ্রহপূর্বক আমাদেব নিকট সংবাদ পাঠাইলে চিরব্যাপ্ত হইব।

কলিকাতা।

Part II.

No. 6.

NABA PROBUNDHA

A

MONTHLY MAGAZINE

নবপ্রবন্ধ ।

মাসিক পত্র ।

সদর্থমন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তরুতান্বসন্ধঃ ।

সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ ।

৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪ ।

আষ্টোম্বর ১৮৩০ ।

{ মাসিক মূল্য ১০

{ অগ্রিম বার্ষিক ১০০

নির্ঘণ্ট ।

প্ৰতিষ্ঠাপক

১৬১

সংস্কৃত কাব্যবিদ

১৬২

লিখনের প্রণালী

১৬৩

বৈদ্যনাথ নাটক ৩ খণ্ড

চক্রবর্তী

মূল্য ১০১

কলিকাতা

আমহার্ট ক্রাউ ৩৪। ১ ভবনে কাব্যপ্রকাশনস্থে

শ্রীকালীকঙ্কর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ।

নবপ্রবন্ধ কাগজ । মোটামুটি বার্ষিক ১০০ টাকায় ১২ নং ভবন ।

Price 5 annas.

মূল্য ৫ আনা ।

নবপ্রবন্ধ ।

মাসিক পত্র ।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ ।

সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ } আশ্বিন, ১২৭৪ । } মাসিক মূল্য ... ১০
৬ষ্ঠ সংখ্যা । } অক্টোবর ১৮৬৭ । } অগ্রিম বার্ষিক ২৥০

খনিজ রত্নাবলী ।

উপক্রমণিকা ।

পৃথিবী রত্ন-
গর্ভা।। নর-
লোকে যত
কিছু সমৃদ্ধি
ঐশ্বর্য্য এবং
বহুমূল্য ধাতু দৃষ্টিগোচর হয়, তগ-
বতী বস্তুজগৎ তৎসমুদায়েরই
জননী। যিনি সমাগরা ধরিত্রীর
একচ্ছত্রা সমুদায় হইতেছেন, তি-
নিও কেবল খনিজ রত্নের অধী-
শ্বর মাত্র। ভূগর্ভে অথবা সাগর-
গর্ভে যে সমস্ত রত্ন পাওয়া যায়,

তাহাই জগতের সার রত্ন, তদ্ব্য-
তীত রত্ন সৃষ্টির অন্য সূত্র কিছুই
নাই। আজি আমরা সামান্য
দৃষ্টিতে যে মৃত্তিকাকে তুচ্ছ জ্ঞান
করি, পদতলে দলন করি এবং
অমূল্য বলিয়া অযত্ন করি, বাস্ত-
বিক তাহা গুণাংশে যথার্থই
অমূল্য। পৃথিবীর মহারত্ন-সমষ্টি
ঐ মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে,
যে কহিনুর হীরকের রাষ্ট্রব্যাপী
গৌরব, তাহা এক খানি সামান্য
অঙ্গার মাত্র। অতএব যত্ন ও অধ্য-
বসায় একত্রিত হইলে সংসারের
সমুদয় রত্ন এই মৃত্তিকা হইতেই
লব্ধ হইতে পারে। সামান্যতঃ

অনেক সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থে
কুলাল চিত্রের বর্ণন দৃষ্ট হয় ।

এই পৃথিবীর সমুদায় স্থানে
কোন না কোন অভাব অবশ্যই
হইয়া থাকে, এমত অবস্থায় অভাব
দূর করিবার নিমিত্ত কোন স্থানে
কোন একটী নূতন উপায় নিরূপণ
হইলে তাহা যে সৰ্ব্বত্র সকলে
অবিকল অথবা প্রকারান্তরে গ্রহণ
করে, ইহা আশ্চর্য্য নহে । অতএব
যে সকল দেশ পূর্বে পরিচিত
ছিল না এবং অসত্য জাতীয়েরা
সংসারের সুখ-সাধনোপযোগী
অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল,
সেই সকল স্থানের সেই সকল
লোকেরা যে অন্য দেশের আবি-
ষ্কৃত বিষয়ের অনুকরণ করিতেছে,
ইহা বলা বাহুল্য । বস্তুতঃ প্রাচীন-
কালে মৃগায়পাত্রের ব্যবহার ছিল,
তাহার অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে
একটী প্রমাণ এই যে, মস্কুইটো
তীরস্থ ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে
অনেক উত্তম মৃগায় শিল্প দ্রব্য
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; যাহা
তাহারা অতি প্রাচীন চিত্রজ্ঞানে
যত্ন করিয়া রক্ষা করিয়াছে । ঐ
সকল পাত্র ঐ দেশেই যে নির্মাণ
হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই ।

যেহেতু ঐ দেশস্থ এক নদীর
উপরিভাগের অধিক দূরবর্তী
দেশে কুম্ভকারালয়ের চিহ্ন সকল
দৃষ্ট হইয়াছে ।

কুম্ভকারের বিদ্যা কত প্রাচীন,
তাহার নিশ্চিত কালানুসন্ধানে
যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকি-
লেও তদনুসন্ধানে কোন উপকার
নাই, বরং মিথ্যা চিন্তা সকল
পরিভাগ করিয়া সমগ্রমাণ ঘটনা
সকল বর্ণনা করাতে যথেষ্ট ফল-
দায়ক হইতে পারে । অতএব
যাহা অনুভব দ্বারা নির্ণয় হয় না,
তাহাতে অনর্থক কালক্ষেপ করণা-
পেক্ষা এই বিদ্যার আধুনিক অবস্থা
বর্ণনা করাতে অধিক উপকার
আছে ।

আগষ্টসের সময় বিট্রুবিয়াস
নামে এক জন রোমীয় গ্রন্থকর্তা
লিখিয়াছেন যে, তৎকালে রোম-
কেরা কুম্ভকারের মৃত্তিকা দ্বারা
জলের নল সকল নির্মাণ করিত ।
তাহারা যখন যে দেশ অধিকার
করিত সেই দেশেই তখন তাহা-
দিগের আপন বিদ্যা সকল প্রচ-
লিত করিত এবং ইংলণ্ড দেশ
তাহাদিগের অধিকারে থাকাতে
সে স্থানেও তাহারা কুম্ভালয় সং-

স্থাপন করিয়াছিল তথায় অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ঐ প্রকার নলও নিম্মাণ হইত। ঐ দেশে হাইড্রপার্ক নামে যে স্থান আছে, প্রায় এক শত বৎসর গত হইল, সেই স্থান খনন করাতে ঐ প্রকারে কিঞ্চিৎ নল উদ্ধৃত হইয়াছিল, সেই সকল নলের স্থূলতা দুই ইঞ্চি পরিমাণ। তৈল মিশ্রিত সামান্য চূর্ণ সুবকি দ্বারা ঐ সকল নল গাঁথিয়া রাখা হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন যে রোমকদিগের আক্রমণের পূর্বে ব্রিটিস জাতির কুম্ভকারের ব্যবসায়ের অনুশীলন করিত, ইহার একটা বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন এই যে, ইংরাজেরা বলেন যে, ঐ রাজ্যে স্থানে স্থানে মৃৎয় শব্দাদির সকল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য অনেক মান্য গ্রন্থকর্তাদিগের বর্ণনানুসারে এই কথাই বিশেষ যোগ্য যে, ইংরাজদিগের পূর্ব-পুরুষেরা তৎকালে বিনিসীয়দিগের নিকট হইতে ঐ সকল মৃৎয়পাত্র প্রাপ্ত হইত। ঐ উপদ্বীপের নানাস্থানে, বিশেষতঃ স্টাফোর্ডশায়ার প্রদেশে রোমীয়দিগের স্থাপিত কুম্ভালয়ের

চিহ্ন সকল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

সৎসঙ্গে কাশীবাস।



কদা কোন রাজা ছদ্মবেশে পথিমধ্যে একাকী যাইতেছিলেন ; হঠাৎ একদল দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বলিল যে আপনার নিকট যে সমুদয় দ্রব্যাদি আছে, তাহা আমাদের দিতে হইবেক; নতুবা বলপূর্বক কাড়িয়া লইব। রাজা একাকী কি করেন, সুতরাং সমুদায় (যাহা তাঁহার নিকট ছিল) দিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু তাঁহার নিকট পূর্ব-পুরুষ প্রদত্ত যে একটা বহুমূল্য অঙ্গুরী ছিল, তাহা না দিয়া বিনয় পূর্বক বলিলেন, যে উহার পরিবর্তে মূল্য পাইলে যদি তোমরা সন্তুষ্ট হও, তাহা দিতে স্বীকৃত আছি। কল্য প্রাতে

আমার বাটীতে উপস্থিত হইলে মূল্য প্রদান করিব। দম্মদের দলপতি উক্ত বাক্যে সম্মত হইল; এবং পরদিবস প্রাতে পূর্বপ্রতিজ্ঞানুসারে রাজার নিকট উপস্থিত হওয়াতে, রাজা তাহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান করত ঐষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, যে তুমি কোন্ সাহসে পুনরায় আমার নিকটে আসিয়াছ? প্রত্যুত্তরে দলপতি বলিল, মহারাজ! আমি অভিযয় দুঃসাহসের কর্ম করিয়াছি সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনি আমাদের হর্তা ও কর্তা, আপনাকে আর অধিক কি বলিব, এক্ষণে যাহা অনুমতি করিবেন, এ দাস তাহাই করিতে প্রস্তুত আছে। রাজা এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে অদ্য বেলা অধিক হইয়াছে, স্নানাহারের সময় হইল, সুতরাং আর অধিক বিলম্ব করিতে পারি না। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবার অনেক বাকি রহিল, অতএব কল্য মধ্যাহ্নে এইখানে আহা-রাদি করিবে, ও সেই সময় আমার যাহা বক্তব্য আছে, সমু-

দয় বলিব। দলপতি ইহাতে সম্মত হইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্বক গৃহাভিমুখে গমন করিল। সেই অবসরে রাজাও তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব গণকে নিমন্ত্রণ করিতে আদেশ করিলেন। পর দিবস নির্দ্ধারিত সময়ে দলপতি ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে, কেহ কেহ দলপতিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? নিবাস কোথায়? আমাদের দেশস্থ কি? প্রত্যুত্তরে রাজা কহিলেন, ইহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ নাই, তবে উনি একজন সম্ভ্রান্ত দলপতি—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আপনি যে আর কিছু বলিলেন না? আর বোধ হইতেছে যেন আপনি অর্ধেক গোপন রাখিলেন ইহার সবিশেষ কারণ আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহ পূর্বক বলিয়া বাধিত করুন। আপনার অতীক সিদ্ধ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া রাজা বলিলেন যে, “গত পরশ্ব রজনীতে আমি যখন একাকী ভ্রমণ করিতে ছিলাম, হঠাৎ এই ব্যক্তি স্বদলের সহিত

আমাকে আক্রমণ করিয়া বলিল, আপনার নিকট যে সমুদয় দ্রব্যাদি আছে, তাহা আমাদিগকে দিতে হইবেক, নতুবা বল পূর্বক কাড়িয়া লইব আমি অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া আমার একটি বহুমূল্য দ্রব্যের পরিবর্তে অর্থ দিব বলিয়া আসিতে বলিয়াছিলাম, তদনুসারে আমার নিকট আসিয়া অর্থ লইয়াছে এবং আমিও অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া উহাকে অদ্য নিমন্ত্ৰণ করাতে এ ব্যক্তি এখানে উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে ইচ্ছা করি আপনারা উহাকে বৎ-কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিবেন। যদিও আমি উহাকে অন্য প্রকারে উত্তম রূপে শাসন করিতে পারি, তত্রাচ প্রথমতঃ উপদেশ দ্বারা যতদূর হইয়া উঠে সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্তব্য। “সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট,” অতএব উহাকে কুসংসর্গ হইতে পরিত্যাগ করাইয়া বাহাতে সৎসঙ্গে থাকিতে পারে ও বাহা দ্বারা চরিত্র সংশোধন হইবার সম্ভাবনা, এমত করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তির দলপতির

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং দলপতি লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিল। পরে রাজা ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা তাহাকে অনেক উপদেশ প্রদান করাতে, দলপতির কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইলে ক্ষণকাল পরেই মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল, আমি যে কৰ্ম করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইলাম, এক্ষণে আমি আপনাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে সৎসঙ্গে থাকিব, সৎকৰ্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিব, ইহার অন্যথা হইলে আপনাদের বাহা ইচ্ছা তাহা করিবেন। কিন্তু যতদিন আমি কৃতকার্য হইতে না পারি, তত দিন আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। রাজা দম্বা দলপতির নিকট হইতে এবম্বিধ শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কিঞ্চিৎ অর্থ পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে তুমি প্রত্যহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। দলপতি রাজার অনুমত্যানুসারে প্রতিদিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিত ও সৰ্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া অতি অপদিনের

মধ্যেই একজন প্রকৃত তদ্রলোক
হইয়া উঠিলেন এবং জীবনের
অবশিষ্ট কাল পরম সুখে যাপন
করিতে লাগিলেন ।

লক্ষ্মণের প্রতি সূৰ্পণখা ।

কে তুগিকানন মাঝে পুরুষ রতন ।
রূপেতে করেছ আলো নিবিড়কানন ॥
অশ্বিনীকুমার হবে হেন মনে লয় ।
কিবা স্মররূপ ধরি হয়েছো উদয় ॥
কিবা শরদিন্দু জিনি বদন কমল ।
কুরঙ্গ খঞ্জন জিনি নয়ন চঞ্চল ॥
খগ গর্জ খরস্কারি সুন্দর নাসিকা ।
যুবতীজনের প্রিয় প্রাণবিনাশিকা ॥
মরি কিবা বক্ষঃস্থল সুপ্রশস্ত অতি ।
প্রিয়পতি ত্যজি রতি ইচ্ছাকরে রতি ॥
এমন নিদয় কেবা আছে এ ভুবনে ।
পরায়েছে যোগীবেশ তোমা হেন ধনে ॥
চাঁচর চিকুরে জটা নির্মাণ করিয়ে ।
এখন কি আছে সেই জীবন ধরিয়ে ॥
তপ্ত কাঞ্চনের নায়া অঙ্গের বরণ ।
কি দুঃখেতে চীরবাস করেছ ধারণ ॥
দেখিয়ে এ বেশ তব হেন জ্ঞান হয় ।
যোগীবেশ ধরে যেন স্মর রসময় ॥
কিবা যেন স্মরহর হয়ে শ্রদ্ধাবান্ ।
হিমালয়ে যোগীবেশ করিছেন ধ্যান ॥

বুঝিলাম নাহি তব জনক জননী ।
বুঝিলাম নাহি তব প্রেমসী রমণী ॥
এঁরা যদি রসরাজ থাকিত ভবনে ।
তবেকি আসিতে পার এবেশে কাননে ॥
হে বর নাগর ! তব মুরতি মোহন ।
হেরি সচঞ্চল হয় মম প্রাণ মন ॥
এমনি তোমার রূপে মজিয়াছে মন ।
কোনমতে নাহি পারি ফিরাতে নয়ন ॥
যেন চকোরিণী কুল অনুরাগ ভরে ।
চন্দ্রমার স্নিগ্ধকর অন্বেষণ করে ॥
নলিনী সূর্য্যের পক্ষপাতিনী যেমন ।
তোমার মোহনরূপে আমি হে তেমন ॥
চারবাস পরিহরি ওহে গুণাধার ।
কৃপা করি যদি এস ভবনে আমার ॥
মনোহর রাজবেশে মাজায়ে তোমারে
যতনে রাখিব সখা হৃদয় মাঝারে ॥
নূতন নূতন বেশ করিয়ে ধারণ ।
প্রতিদিন নবরসে মুড়াইব মন ॥
তোমারে লইয়া সখা নির্জন প্রদেশে
করিব হেনানা ক্রীড়া প্রেমের আবেশে ॥
নিকুঞ্জকানন আর ভূধরগহ্বরে ।
বিহার করিব দৌহে হরিশ অন্তরে ॥
চতুর্বিধ রসে নিত্য করাব ভোজন ।
প্রেমসী অধিক আমি করিব যতন ॥
সরিৎ সিন্ধুর অনুগামিনী যেমন ।
মুনিচয় অধিনীয়ে জানিবে তেমন ॥
রাবণভগিনী আমি সূৰ্পণখা নাম ।
কৃপা করি কৃপাবারি দেহ গুণধাম ॥

প্রাপ্ত ।

বৈদেহী নাটক ।

প্রস্তাবনা ।

(নট নটীর প্রবেশ)

নট । আজ দশানন-হারী রাম-
চন্দ্রের গুণগ্রাম এই সভায় অভি-
নয় কন্তে বাসনা হচ্ছে ।

নটী । নাথ ! রূপা বাঙা পরিত্যাগ
কর : রামচন্দ্রের গুণগ্রাম কি আর
ছাপা আছে, কত জন কত সভায়
যে রামায়ণ কীর্তিত রামচরিত
অবলম্বন করে অভিনয় করেছেন,
তার কি আর ইয়ত্তা আছে?
পুরাণ কথায় সজ্জনগণের মন
প্রফুল্ল হবে কেন? বাসি ফুল
দেখে কি অলির নেত্রের উৎসব
হয়?

নট । “দক্ষঃ দক্ষঃ ত্যজতি ন পুনঃ
কাঞ্চনং কান্তিবর্ণং, ছিন্নং ছিন্নং
ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিস্কুদণ্ডং ।
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনঃ চন্দনং
চারু গন্ধং—” ইত্যাদি ।

প্রিয়ে! মহানাটকের এই শ্লোকটী
কি তোমার স্মরণ নাই?

নটী । ভট্টাচার্য্যদের মত কথায়

কথায় সংস্কৃত বচন বল কেন?
বাঙলা করে বল্লেই ত হয় ।
তোমরা আবার স্কুলের নিন্দা
কর ।

নট । স্কুলের নিন্দা করি কোথায়?
নটী-। মনে নাই, সেই সে দিন কয়েক
জন ইস্কুলের ছাত্র অর্ধেক
ইংরেজী ও অর্ধেক বাঙলা বলে
যাচ্ছিল, তুমি তাইতে ব্যঙ্গ করে
বল্লে “ বাবুদের মাতৃভাষা বুঝি
বিলাত হতে এসেছে, না বাঙলায়
সমুদয় ভাব প্রকাশ হয় না । আ-
পনাদের জিহ্বা ইংরেজী বল্লে
বল্লে পিছল হয়ে গেছে, তাই
বাঙলা আছাড় না খেয়ে স্থির
থাকতে পারে না ” এখন তোমা-
দেরও ত তাই ।

নট । সংস্কৃত বাঙলার জননী,
তা কি জান না? যাক, ও কথায়
এখন কাষ নাই । বল্ চি, যখন
বার বার দক্ষ কল্লোও সোণার বর্ণ
বিবর্ণ হয় না, যখন পুনঃ পুনঃ
ছিন্ন হলেও ইস্কুতে রস থাকে,
আর যখন অনবরত ঘল্লেও
চন্দনের চারু গন্ধের হানি হয়
না, তখন কি দুই তিন বার
অভিনীত হলেই মহাত্মাদিগের
চরিত্রের যে হৃদয়াকর্ষক শক্তি

আছে, তা কি একেবারে লোপ পাবে ?

নটী। গ্রন্থকারেরা গ্রন্থ রচনা করার সময় ভাবে, আমার এই গ্রন্থ অবশ্যই সকলের নিকট আদর পাবে। এই অহঙ্কার তাদের মনোমধ্যে প্রবেশ কত্বেই এদিক ওদিক না তাকিয়ে পুরাণ কথায় পূর্ণ করে। কিন্তু শেষে দেখে, তাদের পূর্ণ আশা সকল হবার নয়। না চেক্লে লোকের বুদ্ধি হয় না।—যা অভিকৃতি, তাই কর; আমি এখন—

নট। হাঁ চল বেশ বিন্যাস কবে দিতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি প্রস্তাবন।

—০ঃ৩০—

প্রথম অঙ্ক — প্রথমগভীর্ণ।

অনঙ্গদেবের বন।

পুরোভাগে তাড়কার আবাস।

বিশ্বাগিত্র ও রাম লক্ষ্মণ

উপস্থিত।

বিশ্ব। চূপ কর বাপ, এখন কি কথা বলার সময়, ঐ যে রাক্ষসী

ঘর দেখা যাচ্ছে। সাড়া পেলে সেই পাণ্ডিয়সী এক গ্রাসে তিন জনকে গ্রাস করে ফেলবে।

রাম। ভগবন্! আপনার দাস রাম লক্ষ্মণ বিদ্যমান থাকতে আপনি এত ভয় করেন কেন? আপনি যে অমোঘ দীক্ষা দিয়েছেন, এখন কার্যে তার ফল দেখুন। সেই পাণ্ডিয়সী কোথায়? (ধনুটকার)।

লক্ষ্মণ। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য, রাক্ষস দেখুবো এখন। রে দুষ্টি-চারিণি, নরহত্যাকারিণি তাড়কে! আমরা তোমার ভক্তার্থ দ্বারে উপস্থিত হলেম একবারে—

বিশ্ব। (কঁপিতের) লক্ষ্মণ ওকি? বালচাপল্য কেন, এঁকি প্রাণ নিয়ে খেলা, আঁগুন নিয়ে তামাসা; আমার প্রাণ ভয়ে কেঁপে উঠছে। (আকাশে মেঘ দেখিয়া) এইত পাণ্ডিয়সী বাক্ষসা উপস্থিত, কি করি, কোথায় যাই, প্রাণ গেল, দুষ্টি ছোঁড়াদের সঙ্গে এসে প্রাণ হারালাম। (মূর্ছার)।

বাম। বৎস! কি প্রমাদ! মূনিবর একবারে হতচেতন হলেন!

লক্ষ্মণ। এসন তীরু!

রাম। তা যা হোক, ঐ যোগহরের

দিক থেকে নিব্বার পাঁতের শব্দ শুনা যাচ্ছে, তুমি মহর্ষিকে এখানে রেখে এস ।

লক্ষ্ম । যে আশ্রম (যুনির হস্তধারণ করিয়া উত্তোলন চেষ্টা)

বিশ্ব । (মুদ্রিত নয়নে) মুকেত তনয়ে ! আমি বনচারী ফলমূলাহারী শীর্ণ তাপস, আমায় বধ করোনা ; আমার দোষ নাই, এই দুটো অবোধ বালকই তোমাকে তাক্ত করেছে ; আমাকে ছেড়ে দেও, আমি নাকে খত দিয়ে বল্চি এ বনে আর কদাচ আসব না ।

লক্ষ্ম । (শ্রী করিয়া) মহাশয় ! আমি আপনার দাস লক্ষ্মণ, ভয় কি ? সেই পাপিয়সী রাক্ষসী এখনও আসে নাই । চলুন, এই নিব্বারতীপে যাই ।

যুনি । সুন্দর বলতে ! আমাকে কেন বধনা কর, আমার কোন দোষ নাই, আমি রুগ্ন, আমায় ছেড়ে দেও । লক্ষ্মণ কি আর— (অচেতন)

লক্ষ্ম । (কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া) (স্বগত) এমন ভীকৃত আর কোথাও দেখি নাই । ইহারাই আবার লোকালয়ে গেলে চোখে

গাথ দেখেন না । কেউ কথার একটু প্রতিবাদ করিলেই আরক্ত নয়নে শাপ দিতে উদ্যত হন ।

(যুনিকে লইয়া নিব্বার-
তাবে গমন)

বিশ্ব । (কিঞ্চিৎ চেতন পাইয়া মুদ্রিত নয়নে স্বগত) পাপিয়সী ছাড়লেনা, বুঝি আমাকে আশ্রমে পাক করে থাকে । এয়ে প্রস্ফলিত বহির শব্দ শোনা যাচ্ছে । কি করি, আর একবার পরিহার প্রার্থনা করে দেখি । (পকাশে ভঙ্গস্বরে) আমি ব্র—ব্রা—ব্রা—ক্ষণ—। মেরে ফ—ফ—ফল নাই ।

লক্ষ্ম । আমি আপনার দাস লক্ষ্মণ, এত ভয় কেন ? চক্ষু মেলে দেখুন ।

বিশ্ব । (অকৌশলিতনেত্রে) লক্ষ্মণ যে—আশ্রম নয় কারণ । (উপবেশন)

লক্ষ্ম । (শ্রিত বদনে) ‘আশ্রম নয়, কারণ’ মহাশয় ! এ বাক্যটির অর্থ কি ?

বিশ্ব । (চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) আমি বুঝেছিলাম, রাক্ষসী আমাদের গুড়িয়ে থাকার জন্যে আশ্রম জেলেছে, এখন দেখি আশ্রম নয়, কারণ, হা হা হা (হাস্য)

নেপথ্যে। হুঁ হুঁ হুঁ—চট্ চট্ চট্ ।

বিশ্ব । (সচকিতে) লক্ষ্মণ ! এ
আবার কি ?

লক্ষ্মণ । বুঝি তাড়কা আর্যের
সঙ্গে যুদ্ধ কচ্ছে । আমি যাই,
আপনি এখানে থাকুন, দেখে
আসি ব্যাপারটা কি ?

(ধনু গ্রহণ ও গমনোদ্যোগ)

নেপথ্যে। হায় কি হলো প্রাণ
গেল—উঁ উঁ উঁ (নিঃশব্দ) ।

লক্ষ্মণ । তাড়কা বুঝি নিহত
হলো । রক্তের গন্ধে চারদিক
ভরেছে ।

বিশ্ব । আমি তাড়কাকে দে-
খবো । লক্ষ্মণ চল যাই ।

লক্ষ্মণ । (স্বগত) যে ভয় দেখছি,
তাতে সাপ দেখে বাঘ বলে
অস্থির হওয়া আশ্চর্য্য কি ।
(প্রকাশে) আমি বিষয়টা পূর্বে
জেনে আসি, তার পর ভগবানের
ইচ্ছা হলে পুনরায় এসে নিয়ে
যাব ।

বিশ্ব । আচ্ছা, তাই ভাল ।
বৎস ! তুমি বুঝে এসো ব্যাপা-
রটা কি ?

(লক্ষ্মণের প্রস্থান ।)

বিশ্ব । ক্ষত্রিয়দের কি আশ্চর্য্য

সাহস ! রাম লক্ষ্মণ বালক, বিশে-
ষতঃ অস্পর্শ হলে। আমার
মিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেছে।
সেই একমাত্র ধনু সহায় করেই
এখন রাম রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে
প্রবৃত্ত, কিছু মাত্র ভয় নাই।
শিশুরা খেলার নূতন বস্তু পেলে
যেমন আনন্দে পুলকিত হয় ?
সেইমত লক্ষ্মণ রাক্ষস দেখতে
পার, এই আত্মদে মেতে
উঠেছে। এরূপ সাহস না থাকলে
কি দেশ রক্ষা হয় ? বুঝেছি বি-
ধাতা আশ্রয় পাথরে সূর্য্যমন্ডমে
দাহিকা শক্তি দিয়েছেন ।

(লক্ষ্মণের পুনঃপ্রবেশ ।)

লক্ষ্মণ । (সহর্ষে) যথার্থই আশ্য
এক বাণে রাক্ষসীকে বধ করে-
ছেন, এখন দেখতে বাসনা থাকে
ত আমুন ।

বিশ্ব । আমার প্রাণ এখন
পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই । রাক্ষসী
মরেছে ত ? দেখ, সাবধান, নিশা-
চরেরা বড় মায়া জানে ।

লক্ষ্মণ । মহাশয় ! আপনার দত্ত
বাণের মুখে আর মায়া খাটে না ।

বিশ্ব । তাড়কার রূপ কেমন ?
বড় ভয়ঙ্কর কি ?

লক্ষ্য। ভগবন্! সেরূপ কুরূপ
আমি আর কখনও দেখি নাই।
দেখলেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়।
তাড়কার বর্ণ রূক্ষপক্ষীয় নিপিড়
মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির ন্যায় কালো।
কুলোর মত কাণ দুটীতে মৃত নর-
কপালের কুণ্ডল, দেখলে বোধ
হয় যেন, কাদাম্বিনী সংলগ্ন বক-
শারী উড়িতেছে। নামা স্থূল,
তাতে ময়ূল উৎপাটিত হাতীর
দাঁত নলক রূপে শোভা পাচ্ছে।
নিশ্বাস প্রাশাস বিস্তৃত নামা-রক্ষ,
দিয়ে ফস্২ করে বার হচ্ছে। সরযু
নদী পার হবার সময় নদী সঙ্গমের
যেমন শব্দ শুন্তে পেয়েছিলাম,
এ শব্দ তার চেয়ে কম নয়। এই
বনের মধ্যে মধ্যে কীটজীর্ণ
বাঁশের ভিতরে বাতাস গেলে
যেমন কব্ কব্ শব্দ হয়, তাড়কার
স্থাসের শব্দ ও ঠিক সেইমত।
গলা দীর্ঘ গণ্ডারের চর্মের মত
মোটা চর্ম্মে আবৃত, আমি যত
জোরে পেরেছিলাম, তত জোরে
এক বাণ তার গলায় মারলেম,
কিছুতেই কিছু হলো না, বাণ যেন
লজ্জা পেয়ে আবার আমার তুণে
ফিরে এসে পড়লো। কণ্ঠদেশে
বড় তাঁলের মত একটা গলগণ্ড

আছে। চুল গুলি মলে ও মোটা।
ওষ্ঠের বর্ণ মেটে, তাতে আবার বড়
মাছের আঁইসের মত স্থানে২
ফেটে গিয়েছে। অধর ওষ্ঠের মধ্যে
এক প্রাদেশ ফাক, তাই দিয়ে লাল
মাটির সূপের মত অপরিষ্কার দাঁ-
তের অন্ধৈক দেখা যায়। পরিধেয়
কাপড় খানার এমন দুর্গন্ধ যে,
একদম্ভ স্থির থাকা যায় না। আমি
যুদ্ধের সময় তাকে এই অবস্থায়
দেখে একবারে অস্থির হয়েছিলাম।
নিশ্ব। হা হা (হাস্য) এরূপ কুরূ-
পের কপাত আর কোণাও শুনি
নাই। চল দেখে আসি।

লক্ষ্য। আক্ষেপে চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি প্রথম গভাক্ষ।

প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় গভাক্ষ।

তপোবন সরসী-তীরে

রাম লক্ষণ আসীন।

রাম। কি শান্তিময় স্থান! এখানে
এলে তাপিতের তাপও শীতল
হয়। স্বাধ্যায়-নিরত মহর্ষিগণের
মনোহর স্বর পক্ষিগণের কূজনের
সহিত মিশ্রিত হওয়াতে কেমন
হৃদয়াকর্ষক ও ক্রতিস্থত্বকর। অ-

বিরত হোম-ধম উখিত হও-
য়াতে রক্ষ সকলের নব পল্লব
সমুদয় নীলিমা ধারণ করেছে,
বোধ হয় পাদপগণও পরাৎপর
জগদীশ্বরের চিন্তা করবার নিমিত্ত
অক্ষমালা গ্রহণ করেছে।

লক্ষ্মী। আর্ঘ্য! দেখুন দেখুন, কি
অদ্ভুত বাপার! সিংহ শাব-
ককে দুব করে দিয়ে মৃগশাবক
নির্ভয়ে সিংহীর স্তন পান কচ্ছে।
আর সিংহীও বাৎসল্য বশতই
যেন প্রদীপ্তচক্ষু হয়ে অহ্লাদে
মৃগবৎস লেহন কস্তে আরম্ভ
করেছে। খাদ্যখাদকে এরূপ
সদ্ভাবিত আর দেখি নাই।

রাম। বৎস! অধিপতি
প্রজাদের সহিত যেমন ব্যব-
হার করেন, প্রজারাও পরস্পরের
প্রতি সেইমত আচরণ করে।
রাজা যদি প্রজানুরঞ্জে অবহিত
ধাকেন, প্রজারাও সদয় ব্যবহার
করে পরস্পরের মনোরঞ্জন কস্তে
চেষ্টা পায়। প্রধানের অনুকরণ
কস্তে সকলেই ব্যগ্র; এখানে
শাস্ত্র প্রকৃতি ঋষিদিগের আবাস।
ভাঁহারী কেহই উদ্ধত বা অত্যা-
চারী নহেন। স্বার্থপরতা কাহার
হৃদয়ে স্থান পায় না। এই জন্য

আশ্রমপদবাসী পশুদিগের মধ্যেও
কোন দ্বৈধ ভাব নাই। যদি
তপোধনগণ অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার
কস্তেন, আর মৃগয়াসক্ত হতেন, তা
হলে কি মৃগগণ আমাদের শস্ত্র-
পাণি দেখেও নিঃশঙ্ক চিত্তে
এসে আমাদের করতল অবলেহন
কস্তে, আর কুশাগ্র বোধে শাগিত
বাণের ফলা ভক্ষণ কস্তে আসতো?
লক্ষ্মী। (সম্মতিসূচক মস্তক চালনা
করিয়া) আর্ঘ্য! ঐ দেখুন, আর
একটি আশ্চর্য্য দেখুন।

রাম। কি আশ্চর্য্য?
লক্ষ্মী। এই সরোবরের মধ্যে একটি
স্বর্ণ কমল স্রোতোবেগে এক বার
জল মধ্যে ডুবছে, আবার কতক্ষণ
পরে ভাসছে। এর কারণ কি?
রাম। কোথায়? (নয়ন বিবর্তন
করিয়া) হাঁ, সত্যি ত। এত বড়
আশ্চর্য্য!

লক্ষ্মী। আপনার আদেশ হলে
আমি বাণ দিয়ে ঐ পদ্মটির মূল
উন্মূলিত করে আনতে পারি।

রাম। ওটি সরোবরের শোভা-
স্বরূপ, অকারণে একটি শোভা
হরণ করা উচিত নয়।

নেপথ্যে।

কাঞ্চন কমল বৎস! করিয়ে চয়ন।

রামের করতে কর শীঘ্র সমর্পণ ॥
লক্ষ্ম। আর্ধ্য! বনদেবী আমাকে
কমল চয়ন কন্তে আদেশ কছেন।
আমি শর সন্ধান কবুলেম।

লক্ষ্মণের পরিত্যক্ত বাণ স্বর্ণ
পদ্ম লইয়া উপস্থিত।

রাম। (একখান শরচ্ছেদিত মৃগাল-
তলে পত্র দর্শনে) বৎস! একখান
পত্র দেখ্‌চি। (পত্রোদ্ঘাটন)
আহা! তোমার বাণ বিদ্ধ হয়ে
পত্রখানা অপাঠ্য হয়েছে।

লক্ষ্ম। আর্ধ্য! আমি একবার
চেষ্টা করে দেখি, পত্রখানা পড়া
যায় কি না? (পাঠ)

জনক রাজার সুতা, অনুপম গুণযুতা।

তোমাবে করিবৈ মালা দান।

পত্র শুনি প্রীতিকর, কহিলেন মুনিবর।

বিদেহে চলহ মতিমান ॥

নেপথ্যে। (কোলাহল)

রাম! একি লক্ষ্মণ? চল কি
হলো দেখে আসি। (স্বর্ণ কমল
ও পত্র তুলে রাখিয়া গমনো-
দ্যোগ্য।

নেপথ্যে। রাম লক্ষ্মণ কি বনের
মৌন্দর্য্য দেখতেই এসেছে?

এ দিকে আমাদের সন্ধানশ—যজ্ঞ
নষ্ট হলো।

রাম। ওঃ!—রাক্ষসেরা এসে উৎ-
পাত আরম্ভ করেছো লক্ষ্মণ চল।
নেপথ্যে। তোদের অনীত
যোদ্ধার কোণায়? আজ ভাল
করে যজ্ঞ দেখাব।

রাম। (অগ্রসর হইয়া) তপো-
ধনবর্গ! শাস্ত হউন। এই আপ-
নাদের চির-কৃত-দাম রামলক্ষ্মণ
উপস্থিত। দুই নিশাচরেরা
কোণায়?

নেপথ্যে। ইস! বেটা নিজে দেড়-
বুড়ির লোক--তার বড়াই শোন,
এক গ্রামে দুই বেটাকে গিলে
ফেল্‌চি।—আমাদের তল্লাস
হচ্ছে। নর বলবান, আমরা দুর্বল—
আমাদের সন্ধানশ হলো। রাম
শীঘ্র এসো—শীঘ্র এসো।

রাম। (বায়ব্য অস্ত্র পরিত্যাগ ক-
রিয়া) রে অসৎ উত্তেজকেরা।
তোরা যেমন সংকল্প চক্ষুব শূল
জ্ঞান করিস্, তেমন এই নিষ্পাপ
শান্ত রসাম্পদ তপোবন হতে
দূর হ।

আকাশে। মলেম মলেম—আ-
মরা যাই। উঁ উঁ উঁ—রে দু-
রাঙ্গা দুর্বল, রে রক্ষকুল কালি!

আমাদের দল পরিত্যাগ কর।

শৌ শৌ শৌ (এক পতন্যুথ রক্ষ
রক্ষ ঘূর্ণন)

নপথ্যো। রাম! গাছ পড়ছে। রক্ষা
কর, রক্ষা কর।

রাম। (এক বাণে রক্ষ খণ্ড খণ্ড
এবং রাক্ষসদিগকে দূরীকৃত ক-
রিয়া) আপদ দূর হলো। হে ত-
পোধনগণ! এখন নিঃশঙ্ক চিত্তে
যজ্ঞ করুন। দুষ্কৈরা পলায়ন
করেছে।

আকাশে। (কোমল বাদ্য সহকারে
পুষ্পরুষ্টি)

ঋষিগণ। কি অশ্চর্য্য শিক্ষা! এত
দিনে আমরা আশ্রয় প্রাপ্ত হ-
লেম। কৌশল্যা আর সুমিত্রাই
রত্নগর্ভা।

আকাশে। সাধুরাম লক্ষ্মণ!

(পুষ্পরুষ্টি)

লক্ষ্মণ। অর্ঘ্য! এখন কি হবে,
চলুন বনশোভা দেখি গিয়ে,
রাক্ষসেরা ত পলায়ন করেছে।

রাম। বৎস! রাক্ষসেরা বড় মা-
য়াবী ও প্রবঞ্চক, আমরা আশ্রম
হতে দূরে গেলে আবার এসে
মহর্ষিগণের উপর উৎপাত কস্তে
পারে।

লক্ষ্মণ। তাত সত্য কথা, আমি-

দের আর কোন খানে যাওয়া
উচিত নয়।

রাম। চল এখন মহর্ষি বিশ্বা-
মিত্রের আশ্রমে যাই, বোধ করি
তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

লক্ষ্মণ। ভাল কথা তবে চলুন,
—এ পত্রখানার কোন ভাব বুঝতে
পারলেম না।

রাম। (স্বগত) আর ভাব কি
বৈদেহী আমার প্রতি প্রণয়ামিত্ত
হয়ে থাকবেন, তাই কৌশল করে
পত্র রেখেছিলেন, নতুনা বনদেবী
আমার হাতে স্বর্ণ কমল দিতে
লক্ষ্মণকে অনুজ্ঞা কল্লেন কেন?
(প্রকাশে) পত্রের ভাব বুঝে
কি ভাল করে পড়াই যায় না।

লক্ষ্মণ। (বিষন্ন বদনে) আমি
বাণ দ্বারা ভেদ করে পত্র খানা
অপাঠ্য করেছি।—বোধ হয়, কোন
নায়িকা নায়ককে আমন্ত্রণ করবার
নিমিত্ত এরূপ পত্র স্থাপন করে-
ছিল।

রাম। হাঁ তাই হওয়ার সম্ভব।
চল মহর্ষির নিকট যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—

প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় গভীর্ণ

বনদেশ—রাম লক্ষ্মণ এবং

বিশ্বামিত্র মুনি ।

—০ঃঃঃ—

রাম । মহর্ষে ! মিথিলা আর কত
দূর ?

বিশ্ব । কেন, সঙ্ক্যার পূর্বেই তথায়
যাওয়া যাবে, ক্লান্তি বোধ হয়ে
থাকে ত, চল ঐ সম্মুখবর্তী বেতস
কুঞ্জে গিয়া একটু বিশ্রাম করি ।
এখন বড় রৌদ্রের সময় ।

লক্ষ্ম । আচ্ছা হাঁ চলুন । এতদূর
লতা মণ্ডপের ছায়ায় ছায়ায় এ-
সেছি, বলে এখন এত গ্রীষ্ম
বোধ হচ্ছে ।

বিশ্ব । তবে চল ।

(সকলের কুঞ্জে গমন ও শিলা-
তলে উপবেশন) ।

লক্ষ্ম । এখন পর্য্যন্তও মধ্যাহ্ন হয়
নাই ?

বিশ্ব । তাইতো একটুকু নিদ্রা যাও,
আমিও এই শিলাতলে অল্পকাল
আরাম করি । (সকলের শয়ন ও
নিদ্রা)

রাম । (সহসা উদ্ভিত হইয়া) আহা
কি মধুর স্বপ্ন, এরূপ মনোহারিণী

কামিনী জগতে নিতান্ত দুর্লভ,
হায় সেরূপ তরল নয়ন সেরূপ
শরচ্ছত্রবিলাসিন বদন, সেরূপ
বিশ্বাবিনিন্দিত ওষ্ঠরাগ, ললিত
মুখছবি সেরূপ সমবিত্ত চাকর
বরাদ্দ আমিও কোথায়ও দেখি
নাই । একপ মনোহর রূপলাবণ্য
কি ইহলোকে সম্ভবে ? (হৃদয়কে
কিঞ্চিৎ শাস্ত করিয়া) রে অবোধ !
স্বপ্ন দর্শনে এত ব্যাকুল হলে কেন ?
স্বপ্নে কে কি না দেখে, সে সকল
কি সত্য হয় । (চতুর্দিক দৃষ্টি
করিয়া এক খান আলেখ্য প্রাপ্ত)
এ পট কেমন করে এখানে এলো ?
এত সেই স্বপ্নদৃষ্ট বরবর্নি-
নীর রূপই প্রতিভাষিত কচ্ছে ।
হায় আমি কি যথার্থই প্রবঞ্চিত
হলেম । হা মনোহারিণি তুমি
কি আমাকে উদ্বিগ্ন কন্তেই প্রয়াস
পাচ্চো । পূর্বে এক পত্র পেয়ে
অবধি শরীর মন অস্থির হয়েছে,
তাতে আবার জ্বলন্ত অনলে স্নাতা-
হতি দিলে, কেন তুমি স্বপ্নে
আমাকে আশ্রয় কল্পে, কিছুই
বুঝে উঠতে পারি না । কি জন্যই
বা “ পূর্ব পত্র আমার প্রেরিত ”
এই মাত্র বলে অন্তহৃত হয়েছে ।
তোমার প্রতিকৃতি দেখে বোধ

হয়, তুমি যার পর নাই সরল। কিন্তু তোমার কার্য্য কৌশল বড় সরল নহে। আমি তোমারই অনু-
 ধ্যানে অহোরাত্র যাপন করি। কই তুমিত আমাকে বঞ্চনা কন্তেই
 প্ররস্ত হয়েছ। পত্র খানা শর-
 ভিন্ন হয়ে সমগ্র পড়া যায় না।
 আবার এই চিত্রপটেও তোমার
 কোন উদ্দেশ্য নাই। হে কামদেব !
 এসকল তোমারই চাতুরী। সেরূপ
 মুকুমারীর হৃদয় কখনই বিষলেপ-
 ময় নহে। (চিত্র প্রত্যাবর্তন
 করিয়া) আহা আমি সরলহৃদয়া
 নিতম্বিনীর অনুচিত কুৎসা করেছি,
 এই ত তাঁর পরিচয় স্পষ্টাক্ষরে
 লেখা আছে। কি আশ্চর্য্য ! লোভ-
 নীগ্রদর্শনা কামিনীর সকলই লো-
 ভনীয়। যখন আমি প্রথমত
 তাঁর প্রতিকৃতি দেখেছিলাম, তখন
 নয়ন প্রত্যাবর্তন করার কথা
 মনে ছিল না। এখন আবার তাঁর
 পত্রাক্ষর দেখে নয়ন প্রত্যাবর্তন
 কন্তে মন নেয় না। দেখি পত্রে
 কি লিখা আছে। (পত্র পাঠ)
 ওহে দিনকর-কুল-নলিন-দিনেশ !
 বিদেহবাসিনী এই চিরঅভাগিনী
 নিবেদন করি তব চরণে বিশেষ
 অবজ্ঞা করোনা ভেবে জনমদুখিনী ॥ ১

বড় আশা ছিল মনে দিয়ে তবগলে,
 প্রেম-দরশনি সম বর বর-মালা
 মলিল সেচিব হায় হতাশ অনলে,
 জুড়াব জন্মের মত বিরহের জ্বালা ॥ ২
 হত বিধি বাদী তাহে হইল মহসা
 কহিতে না পারি আর বিদরে হৃদয়,
 —অবলা কুলের হায় মুখময় দশা
 পারে না ২ বিধি সহিতে নিশ্চয়। ৩।
 সেদিন জনক মম বিদেহ ঈশ্বর
 করিল। প্রতিজ্ঞা এক দারুণ এমন,
 শ্রবণ করিয়া যাহা ধরণী-উপর
 পড়েছিল অভাগিনী হয়ে অচেতন। ৪।
 কে বলে জনক অতি স্নেহী রসময়,
 কিসে সন্তানের মুখ হবে অনুক্ষণ,
 এই ভাবনায় তাঁর যড়িত হৃদয়।
 আগিত দেখিনা তার কিছুই লক্ষণ। ৫।
 যে কুমুদ দল রেণু পরশে অমনি
 রস্তু হতে ধরণীর কোলে খশি পড়ে
 তাহেকি পাষণ রাখা যায় গুণমণি
 জলহৃদে কভু কিহে উপল বিহরে। ৬।
 কহিল। সেদিন তাত নির্যাত বচন,
 যে জন ভাঙ্গিবে দৃঢ় হরশরাসন
 দাসীর এ পাণি সেই করিবে গ্রহণ।
 ভুলেছ কি মোরে ওরে নিদয় শমন। ৭।
 কোথা তব নবনীত গঞ্জি কলেবর
 কোথা মুকটোর এই শিব শরাসন ;
 কুলিশ কঠিন তুঙ্গ শাল তরুবর
 পারে কি কমলদলে করিতে ছেদন। ৮

বুঝেছি হে রঘুবর উত্তমে অশ্রম
সম্ভত না হয় কভু বিধির এ বিধি—
তাই ফলবতী নাহি হলো আশা মম
তবজন্য আছে অন্য কোনবামানিধি৯
কতশত কুয়ুদিনী সরস অন্তরে
প্রফুল্লিত হয়ে থাকে সুপাকর আশে
কুমদিনী আশা পূর্ণ দৈবেতে না করে,
রোহিণীর সম্ভ্রংশী মজেন বিলাসে১০
অভাগিনী কুয়ুদিনী হতাশ হইয়া
জীবনে জীবন করে থাকে বিসর্জন
আমিও তুলিব সব সলিলে পশিয়া
বিদায় হে গুণধাম হইনু এখন। ১১।
রাম । আহা বৈদেহী আমার জন্য
নিতান্তই কাতর হয়েছেন। তিনি
আমাকে একত হরধনু ভাঙ্গবার
অযোগ্য বিবেচনা করেছেন—তা-
তে আমার আমার বিলম্ব দেখে
মনঃক্ষুব্ধ হয়েছেন। এখন কি
করি কেমন করেই বা এই পত্রের
উত্তর পাঠাই। পত্র লিখবার
উপকরণ মাত্র নাই। (ইত্যন্তঃ
অবলোকন করিয়া) উফীষের এক
ভাগই পত্রিকার স্থানীয় হলো,
শর ফলক দ্বারা কোন মতে লিখা
যেতে পারে, এখন মসীর অস-
ম্ভাব—হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত—
না না বেস্ হয়েচে? এই ছিটকি-
তেই কালীর কাষ চল্বে। এখন

কি লিখবো—(গণ্ড দেশে তর্জ্জনী
সংলগ্ন করিয়া চিন্তা।) হাঁ হ-
য়েছে।
হায় চাকু চন্দ্রাননে! পাইয়া তোমার,
সরস লিখন, সব হনু অবগত
একতান মনে ভীকু পূজ সারাৎসার
অবশ্য লভিবে যাহা চির মনোগত। ১২॥
যাঁহার ইচ্ছায় বল আদেশে যাঁহার
জলবিন্দুপাতে শিলা হতে পারে জল,
তাঁহারি কৃপায় এই রামবাহু ছার
ভাঙ্গিতে পারিবেধনু প্রকাশিয়েবলি ২॥
নিস্তেজ শীতল যথা আগ্নেয় পাষণ।
পরশে ময়ূখ-মালা অগ্নি ভাব ধরে,
তথা মন্দ ভাগ্য মোর হইবে কল্যাণ
তব দ্রুত দেবনিষ্ঠা অনুকূল করে। ৩ ॥
কন্দর্প দেবের কি অনন্ত প্রভাব!
যিনি কাম্যন্ কালেও আমাকে
দেখেন নাই, তিনি কেবল তোমার
প্রতাপেই চির পরিচিতার ন্যায়
আমার নিকট পত্র লিখেছেন।
তোমার মন্থন নাম সার্থক। কামি-
নী মন রূপ সাগর মন্থন করে তুমি
কি আশ্চর্য্য সম্ভাব রত্ন সংগ্রহ
কন্তে পার। দৈবের কি অনিবার্য্য
শক্তি, বোধ করি, জনহতনয়া
বৈদেহীও আমার ন্যায় কোন
দৈব ঘটনা ক্রমে প্রণয়াসক্ত হয়ে-
ছেন, তা যা হোক এখন শীঘ্র

এই পত্রখানা প্রেরণ করা উচিত, কি জানি কুসুম-কোমল-হৃদয়া বিলম্ব দেখে উপেক্ষিত বিবেচনা করে যদি আপনার,—আপনার কেন আমার কোন অত্যাহিত করে বসেন। এখন ত আমার তদুগত প্রাণ। (তুণ হইতে একটা সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া) হে সজীব শরবর! এই পত্রখানি বিদেহ রাজনন্দিনীর নিকট দিয়ে এস, আমরা বিদেহে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হব।—

(শনু শব্দে শরের পত্র লইয়া
প্রস্থান)।

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

চারুচন্দ্রাবলী উপাখ্যান ।

১২৫ পৃষ্ঠার পর ।

দ্বিতীয় মর্গ ।



নস্তর নরপতি চিত্ররথ অমরা-বতী পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজ্য প্রত্যাগত হইলেন। নগর আনন্দময় হইল, উৎসব কল্লোলে

রাজধানী কল্লোলিত হইল, উদয় রবে দিক পরিপূরিত হইল, আনন্দনীরে নগর প্লাবিত হইল এবং মঙ্গলাচরণ স্নানিতে ত্রিদিব-কেও তিরস্কার করিতে বিরত হইল না। জলনিধি বেষ্টিত সুবর্ণশৈল মৈনাক যেমন শোভা পায়, নরেশ্বরও তেমনি প্রজাপুঞ্জ বদন বিনির্গত উদয় ধ্যান এবং মঙ্গল-স্নানিতে বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইলেন, কিন্তু সেই সুবর্ণশৈল যেমন স্বীয় সুবর্ণাভা বিস্তারিত করিয়া দিকপালকে বিকাশিত করে, নরপতি সে স্থলে হীনপ্রভ হইলেন, যেহেতু মনোরমা মিশ্র-কেশীর ভুবনমোহন রূপলাবণ্য এবং কুটিল কটাক্ষ শর ঘটন জনিত বেদনা তাঁহার মনোমধ্যে জাগরুক রহিয়াছে, এবং সর্ব-চিন্তাকে, সর্বদর্শনকে, ও সর্বা-মোদকে মানসমন্দিরে আঁসিতে বাধা দিতেছে; সুতরাং মহা-রাজের মনোমধ্যে সেই এক ভিন্ন অপরিচ্ছিন্ন স্থান পায় না। যেমন কীট-প্রবেশিত কুসুম-কুটিল স্বীয় স্তম্ভুর কান্তি বিস্তার করণে অক্ষম, সেইরূপ এই দারুণ শত্রুর শত্রুতা ভেদ করিয়া যে

মহারাজ স্বীয় জ্যোতি বিস্তার করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে? তথাপি সূচতুর নরপতি বাহ্যিক ভাবের ব্যতিক্রম না করিয়া প্রজাপুঞ্জের আমোদে আমোদ প্রকাশ করিয়া যেন আন্তরিক ভাবের আবির্ভাব করিলেন।

অতঃপর মহারাজ স্বীয় সিংহাসনে পুনরারূঢ় হইয়া রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনে দিন যাপন করিয়া প্রজাপুঞ্জের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সৰ্বদাই বিমন এবং সৰ্বদাই চিন্তা সাগরে নিমগ্ন থাকেন। সকল বস্তুই ক্রমে ক্রমে বিষের ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল শেষে আর কিছুই ভাল লাগেনা, কেন লাগে না? যেহেতু নিরোধ মদনের তীক্ষ্ণ-শর-স্বরূপিনী মিশ্রকেশী সর্ষেজ্রিয়ের মস্তি স্বরূপ মনকে হতবুদ্ধি করিয়াছে। মস্তৃণা নির্ভর-কারিণী মস্তৃণা বিহনে কবে স্বীয় কর্মে সক্ষম হইয়া থাকে? যাহা হউক, দিন দিন মহারাজের শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল, রূপ লাভ্য মলিন হইল এবং নিরন্তর হা হতাশ আসিয়া জীবনের সহচর হইল।

নরপতির একুপ হীনাবস্থা দেখিয়া পরিবারবর্গ ও অমাত্য-বর্গের মনে ক্রমে ক্রমে চিন্তার উদয় হইল। সকলেই নানাবিধ তর্ক বিতর্কে যথার্থ কারণ জিজ্ঞাসু হইল, কিন্তু কেহই কিছু স্থির করিতে সমর্থ হইল না। অপরাস্ত মাহাসিক হইয়া নরবর দ্বারাও মনোভিলাষ পূরণে সমর্থ হইল না। সকলেই নানামতে অন্যান্য ভাবে ভূপতিকে বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কি প্রকারে বিপরীত ভাব মগ্ন মনে প্রবোধের উদয় হইতে পারে? বরং বিরক্তিরই উদ্বেক হয়; প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা নির্মাণ করিতে হইলে জলের পরিবর্তে তৈল প্রদান করিলে কি রুতকার্য্য হওয়া যায়? বরং উহা আরও দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

রাজমহিষী ভূপতির দিন দিন হীন দশা দর্শনে এবং হীন গতি অনুভবে নিতান্ত বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন এবং মনোমাবে কত রূপই ভাবিতে লাগিলেন। শেষে স্থির করিলেন যে, মহারাজ অবশ্যই কোন মহিলাকে হৃদয়ের অধিশ্রী করিয়া তাহার নয়ন-

শরাঘাতে জর জর হইয়া দিন দিন শীর্ণ হইতেছেন। নতুবা অন্য কোন বিষয়ে ইঁহার এরূপ হওয়া কখনই সম্ভব নহে, কারণ যে ব্যক্তি এইরূপ অশীলী সুরমা রাজ্যের অধীশ্বর, এরূপ বিপুল বিভবের অধিপতি, এরূপ সুচতুর সুবুদ্ধিমান-মুদাবর্ণ যাঁহার অমাত্য এরূপ সুমন্ত্রণাদাতৃগণ যাঁহার সচিববৃন্দ এবং সমস্ত নরপতি-কুল যাঁহার আজ্ঞাকারী তাঁহার আর কিদের অভাব আছে এবং কোন্ বস্তুতেই বা এরূপ দুঃখের ভাজন করিতে সমর্থ হয়? অতএব ইহা নিশ্চয় যে মহারাজ কোন মহিলার মনোহর রূপ-লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন, নতুবা কি কারণে এমন হইবেন। যাহাহউক দেখিতে হইবে পরে কি হয়। এবং ইহা অবশ্যই যুক্তি সিদ্ধ যে ইহার সারতন্ত্র অতি অল্প কালেই জানিতে পারিব। এরূপ চিন্তায় রাজমহিষী একদা বিষণ্ণভাবে অবস্থিতি করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার জনৈক প্রিয়তম পরিচারিকা আসিয়া কহিল। —“রাজমহিষী আপনি কি ভাবিতেছেন, ওদিকে যে আপনার

সর্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে, তা কি আপনি জানিতে পারিতেছেন না?

রাজমহিষী সহচরীর এতাদৃক বচন শ্রবণে নিতান্ত দ্রুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“সহচরি! তুমি যে এরূপ ভাবে কথা কহিলে? কেন আমার কি সর্বনাশ হইবার সূত্রপাত হইয়াছে?

সহচরী উত্তর করিল, — “মহিষি! আপনার আর তাহা শুনিবার কোন আবশ্যক নাই, শুনিলে কেবল মনোবেদনা পাইবেন, বৈতনা”

রাজ্ঞি কহিলেন—“সে কি সহচরি! তুমি এরূপ করিতেছ কেন? সে এমন কি কথা যে, আমাকে সবিশেষ বলিতেছ না, আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে, আমার দিব্য, তুমি সকল কথা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। যদি আমার কপাল নিতান্তই ভাঙ্গিয়া থাকে, তাহা শুনিলে আমি আর কি মনোবেদনা পাইব? কারণ ক্ষণবিলম্বেই আমাকে তাহা হাতে হাতে গ্রহণ করিতে হইবে, অতএব তাহাতে আশঙ্কা কি আছে?

সহচরী কহিল, আপনি যদি

শুনিতে নিতান্তই উৎসুক হয়েন। তবে শুনুন।—“ এই কতক্ষণ আমি মহারাজের মন্দিরে গিয়া-ছিলাম, দেখিলাম মহারাজ নিতান্ত দীন ভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন এবং আপনা আপনি कहিতেছেন, হা খরনয়নে! দুর্লভ পুরুষগণকে দারুণ শর-ঘাতনই কি তোমাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম। তোমার বদন চন্দ্রমা দর্শন বিরহে আমি যে এত কাতর হইয়াছি, আর নয়নশরে এত দগ্ধ হইতেছি, তবু কি তোমার মনে দয়ার সঞ্চার হইতেছে না? তোমার লাভ্য কমল অপেক্ষাও কোমল, কিন্তু মন কেন পাষণ অপেক্ষাও কঠিন হইল? হায় তৃষ্ণাতুরের মরীচিকা দর্শনের ন্যায় আমিও কি নিরাশা-সাগরে নিমগ্ন হইব? পরে অমনি আমাকে দেখিবারাত্র নিতান্ত লজ্জিত হইয়া নিস্তক হইলেন এবং আস্তে ব্যাস্তে অর্দ্ধক্ষুট বচনে कहিয়া উঠিলেন, “পরিচারিকে কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ, মহিষী কোথায় আছেন?” আমি অমনি একটিও কথা না कहিয়া বস্ত্রে অবগুপ্ত হইয়া কুণ্ঠিত-

ভাবে সেখান হইতে অতি দ্রুত প্রস্থান করিলাম। তাই বলি কি, মহারাজ হয়ত আর কোন মহিলার রূপ দর্শনে মোহিত হইয়াছেন, তাহা না হইলে কেন এরূপ কথা कहিবেন, আর—আমার বোধ হয়, সেই জন্যই উনি দিন দিন এমন ক্ষীণ হইতেছেন, তাহলে ত আপনাকে আবার সপত্নীয়স্রুণা ভোগ করিতে হইবে।”

রাজমহিষী সহচরির এতাদৃক বচন শ্রবণে নিতান্ত ম্রিয়মান হইলেন, নিরাশা-সাগরে নিমগ্ন হইতেও ক্ষণকালের নিমিত্ত বিলম্ব করিলেন না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। হায় যে কোন ঘটনা উপস্থিত হয়, কিম্বা আশু হইবে, তাহা মনের গতিতেই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। এইক্ষণে আমি যে ভাবিতেছিলাম, “মহারাজ হয়ত কোন মহিলার রূপ-দর্শনে এরূপ হইয়াছেন” তাহা হাতে হাতেই ফলিল। হায় বিধাতঃ! সপত্নী যন্ত্রণাও কি আবার আমাকে ভোগ করিতে হইবে? এইরূপ কথনান্তর রাজমহিষী বিরসবদনে গগুহস্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সহচরী বহির্গত হইয়া কৰ্মাস্তরে ব্যাপ্ত হইল ।

রাজমহিষী পুনঃপার চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং মানস-পাটে সপত্নী যন্ত্রণার মনোগত মূর্তি করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং কখন বা তাহার ভীষণাকৃতি দর্শনে ভীত হইতে লাগিলেন । কখন বা ভাবিতে লাগিলেন যে, “আর মিথ্যা ভয়ে ভীত হইয়া কি ফলোদয়, কপালে যাঁহা আছে তাঁহাই হইবে। আমি বা কোন, যিনি বিশ্বমোহিনী মানিনী কমলিনী, তিনিও সপত্নীস্বরূপ দুবস্ত রৌদ্রের যন্ত্রণা সহ্য করিতে থাকেন, তা যাহোক তিনিও যেমন রৌদ্রকে উপেক্ষা করিয়া রবির মনোরথ পূর্ণ করেন, আমিও না হয় তাঁহাই করিব আর রূথাঁ ভাবিলে কি হইবে।”

এমন সময়ে সহচরী পুনঃপ্রবেশ করিল এবং কহিল “মহিষি ! ঐ মহারাজ প্রমোদ উদ্যানে একাকী গমন করিতেছেন, যে হেতু সে নিৰ্জ্জন স্থান, বোধ করি সেখানে মনের উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া মুহু হইবার নিমিত্ত যাইতেছেন, তা চলুন আমরাও অন্তরালে থাকিয়া

দেখিগে যে ব্যাপারটা সভ্য কি মিথ্যা।”

মহিষী ইহা শুনিয়া সম্মত হইলেন এবং উভয়ে সেই স্থলে প্রস্থান করিলেন ।

পৌণক কহিলেন “গুরো, ও-দিকে মিশ্রকেশীর যেরূপ অবস্থা হইল এবং তাঁহা কর্তৃক কিরূপ কৌশল প্রদর্শিত হইল, যাঁহাতে উভয়ে মিলনমুখে মুখী হইয়াছিল, তাঁহা শুনিতে নিতান্ত বাসনা হয়, অতএব অনুগ্রহে বিবরণ বর্ণিয়া দাসকে চরিতার্থ করুন।”

মহিষি কৌশিক কহিলেন “বৎস পৌণক ! ইহাদের রূতান্ত অতি দীর্ঘ এবং পরমানন্দজনক ও আশ্চর্য্য, যেরূপে ইহাদের উভয়ের মিলন হয়, তাঁহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, অতএব আমি ক্রমে ক্রমে এবং পরে পরে সমুদয় বিবরণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

ইতি দ্বিতীয় সর্গ ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য ।

মনোভ্রম ।

— ১৮৫ —

একদা বসন্তকালের ত্রয়োদশী-যামিনীতে যাদব ও মাধব নামক দুই মিত্র এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া ছিলেন। যাদব কহিলেন, মিত্র ! বহু দিন ইতিহাস শুনি নাই, অদ্য একটী ইতিহাস শুনিতে বাসনা হইতেছে। তোমার গম্পা করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, বিশেষতঃ আজ তোমার কিঞ্চিৎ অবসরও দেখিতেছি, যদি আমার অনুরোধ রক্ষা করা তোমার অকর্তব্য না হয়, তবে মনোভ্রমার গম্পাটী বলিয়া আমাকে সুখী কর। মাধব কহিলেন, বন্ধু ! গম্পাটি অতি দীর্ঘ, যদি বিরক্ত না হও, শ্রবণ কর। ইহা বলিয়া মাধব গম্পা আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব দেশে নীলব্রত নামে এক জন অপব্যয়ী বণিক ছিলেন। পিতা বর্তমানে তাঁহার উচিতমত বিদ্যা শিক্ষা হয় নাই। এই জন্য কেহই তাঁহাকে বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন না। সেই গ্রামে তাঁহার পিতার এক জন সমব্যবসায়ী বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম যোগানন্দ। যোগানন্দ স্বয়ং সুশিক্ষিত এবং তাঁহার একটী কুমারী কন্যা ছিল, সেটিও সুশিক্ষিত। কন্যার নাম মনোভ্রমা। এক দিন যোগানন্দ ঐ কন্যাটির বিবাহসম্বন্ধ

করিবার জন্য নীলব্রতের ভবনে উপনীত হইয়া তাঁহাকেই ঐ কন্যার পাণি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন । নীলব্রত কহিলেন, মহাশয় ! আপনি আমার পিতৃসখা, আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অনুচিত, কিন্তু বিবেচনা করুন, আমার বয়স ৪০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, আপনার কন্যা বালিকা, উর্দ্ধ্বসংখ্যা ৯ বৎসরের অধিক হইবে না । এমত স্থলে আমাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করা আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইতেছে না । আমি এই নিমিত্ত তাহাতে এক প্রকার অসম্মতি প্রকাশ করিতেছি । আপনি আমারে সে বিষয়ে ক্ষমা করুন । বরং আমি একটি অল্প বয়স্ক সুপাত্র অনুসন্ধান করিয়া আপনার আত্মজার পরিণয় বিধান সুসম্পন্ন করিয়া দিব ; তথাচ আমি নিজে সেই অপূর্ণবয়স্ক বালার পাণিগ্রহণে কখনই সম্মত হইতে পারিব না । যোগানন্দ নীলব্রতকে বিবাহবিষয়ে উদাসীন্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া নানাগত উপদেশ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন । নীলব্রত স্বয়ং তাদৃশ সুশিক্ষিত ছিলেন না, কেবল বালিকা রমণীর পাণিগ্রহণ করা নিবিদ্ধ, ইহা লোকের মুখে শুনিয়াই ঐ রূপ অস্বীকার করিয়াছিলেন । পরক্ষণেই বিবাহলিপ্সা হৃদয়ক্ষেত্রে বলবতী হইয়া অগত্যা যোগানন্দের বচনে স্বীকার করিলেন । তদনন্তর উভয়ে একত্রে যোগানন্দভবনে উপনীত হইয়া কৌলীক নিয়মানুসারে আভ্যুদয়িক ক্রিয়াদি সমাপন করিলেন,

এবং শুভ দিনে মনোভমার সহিত নীলব্রতের পরিণয় বিধান সমাধান হইল; কিন্তু যোগানন্দদুহিতা নীলব্রতকে পতিত্বে বরণ করিয়া পরম সুখাম্পদ দাম্পত্য সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন না । তিনি বালিকা বলিয়াই যে ঐ রূপ বিসদৃশ ঘটনা হইল, তাহা নহে, নীলব্রত সহজেই অক্লান্তবিদ্যা ও দুঃশীল; মনোভমা স্বভাবতঃ নম্রা ও বিদ্যাবতী । কাষেই তাঁহাদের পরস্পরের মনের ঐক্য না হওয়াতে ক্রমে ক্রমে বিপরীত ফলোৎপত্তি হইতে লাগিল । তাহাতে ক্রমাগত ছয় সাত বৎসর তাহাদিগকে মনের অসুখেই অতিবহন করিতে হইয়াছিল । রজনীষোগে মনোভমা দুই এক খানি মনোহর পুস্তক লইয়া পতিকে শ্রবণ করাইতে বসিতেন । নীলব্রত কোন কোন দিন তাহাতে বিরক্তি দর্শাইয়া হয়ত গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেন, কোন কোন দিন বা পত্নীকে তিরস্কার করিয়া অন্য গৃহে যাইয়া ক্রোধভরে নিদ্রা যাইতেন । ভাবিতেন যে, এই দুঃশীল কাগিনীটার পাণি গ্রহণ করিয়া কি কুকর্ম্মই হইয়াছে । পূর্বে ইহার পিতার নিকট যে রূপ অসম্মতি প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই বিবম পাপে লিপ্ত না হওয়াই ভাল ছিল । অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কি অধর্ম্ম সঞ্চয়ই করিয়াছি । এই সকল মনোগত কথা মধ্যে মধ্যে সুস্থ ও বারাক্ষণাগণের নিকটেও প্রকাশ করিয়া বলিতেন ।

হায়! অক্লতবিদ্যা যুবকের পক্ষে বুদ্ধিমতী ও বিদ্যা-রসগ্রাহিণী রমণী যে কত অসন্তোষ ও ক্লেশ প্রদায়িনী। তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। মনোত্তমা স্বামীর এই সকল ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, দূর হউক ; আর ওসব পুস্তক পাঠ করিয়া স্বামীর অসন্তোষ-উৎপাদিনী হইব না, অদ্যাবধি পতি গৃহে আসিলেই সাধারণ কথাবার্ত্তায় সময় যাপন করিব। পতির অপ্রিয় কার্য্য করিয়া কেনই বা ধর্ম্মের নিকট অপরাধিনী হই? এইরূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া এক একবার বিমনা হইতেন। কখন বা প্রফুল্লাভঃকরণে পতির আগমন কাল প্রতীক্ষা করিয়া আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিতেন। বর্ষাকালীন বারিধারা-সম্ভূত জলবিশ্মের ন্যায়, নিদাঘ-পরাক্ষের জলধর-সঞ্চারিণী অচিরপ্রভার প্রভার ন্যায়, ও ক্ষণভঙ্গুর বিশ্ব-মনোহর স্বচ্ছ স্ফটিকমণিচ্ছায়ার ন্যায় নবোঢ়া কামিনীর অন্তঃকরণ মুহূর্ত্তের জন্যও স্থিরতা লাভে সমর্থ হয় না, ও উদ্‌দিগের মনে কখন যে কিরূপ ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অনুভব করা দেবতারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

পূর্বে বলিয়াছি যে, নীলব্রতের অপব্যয়বিষয়িণী অনিষ্টকরী বৃত্তি অতি প্রবলা। তাহাতে তিনি দিন দিন এত দীন অবস্থায় পতিত হইলেন যে, দাস দাসী রাখিয়া গৃহকার্য্য নির্বাহ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। মনোত্তমাকে স্বহস্তেই সমুদায় গৃহ-

কর্ম সম্পাদন করিতে হইত। তাহাতেও এক দিনের জন্য তাঁহার অপ্রফুল্ল বদন নিরীক্ষিত হয় নাই। কেবল পতির কি দশা হইতেছে, সমস্ত বিভবে জলাঞ্জলি দিয়া কি রূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন, তাহাই ভাবিয়া এক একবার মিয়মাণা হইতেন ও মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার পরিবারস্থ ও প্রতিবাদী লোকেরা বিবেচনা করিতেন যে, মনোভ্রম্য বুঝি স্বামীর কটু বাক্য বশতই ঐরূপ সন্তাপচিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন, বাস্তবিকও তাঁহার পূর্ব লাবণ্য অনেকাংশে বিবর্ণ হইয়াছিল। এই রূপে কিয়দ্দিন গত হইলে একদা কামিনীযোগে নীলব্রত শয়নমন্দিরে আগমন করিলেন। দেখিলেন যে, মনোভ্রম্য একাকিনী শয্যার এক পাশ্বে শয়ন করিয়া যেন কি চিন্তা করিতেছেন। ভাবিলেন, যদি মনোভ্রম্য আমার আগমন জানিতে না পারিয়া থাকে, তবে কৌশল করিয়া কিঞ্চিৎ কৌতুক করিব। ইহা স্থির করিয়া হঠাৎ গুপ্তভাবে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, কই প্রিয়ে! আজ যে তুমি পুস্তক পাঠ করিতে বসো নাই? কেন এমন অলক্ষণ দেখিতেছি? আহা! এমন সময় আলস্য করিয়া কি চিন্তা করিতেছ? এত পাঠ না করিলে যে মনোবৃত্তি সকল মলিন হইয়া যাইবে; বিদ্যাবতী কামিনীদিগের কি এ প্রকারে বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত? মনোভ্রম্য সহসা পতিকে সমাগত

দেখিয়া সমস্ত্রমে শয্যা হইতে গাত্ৰোত্থান করিয়া কহিলেন, নাথ ! অদ্য কোন্ পথ দিয়া আসা হইল ? বসুন বসুন ! গোপনে রমণীর গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাদের অপরাধিনী করেন কেন ? অদ্য আপনাকে দেখিয়া মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়কে স্মরণ হইতেছে । বীরসিংহ-দুহিতা বিদ্যার ভবনে সুকবি সুন্দরের প্রথম সমাগমও ঠিক এইরূপ । পিপীলিকা আসিলেও বরং জীবসঞ্চার জানিতে পারা যায়, কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আপনার আগমনের কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই । এই কথা বলিয়া মনোভঙ্গা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন । তদনন্তর ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন, প্রিয়তম ! বসুন ! আপনি দাঁড়াইয়া ক্লেশ পাইতেছেন ; আমি শয়ন করিয়া ছিলাম, এটী আমার অপরাধ হইয়াছে । অথবা আমি জানিতে পারি নাই, তাহাতে অপরাধই বা কি ? নীলব্রত কহিলেন, প্রিয়ে ! অত সঙ্কুচিত হও কেন ? আমি তোমারে অপরাধিনী করিতেছি না ; তবে পুস্তক পাঠ কর নাই, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম । মনোভঙ্গা উত্তর করিলেন, নাথ ! আপনি সর্বদা আমায় পুস্তক পাঠ করিতে দেখিয়া বিরক্ত হন বলিয়া অদ্য আমার মনে এক প্রকার দ্বিষ্টার জন্মিয়াছে । আর শ্রোতা না থাকিলে বক্তা একা কি কিছু পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে ? সেই জন্যই একাকিনী শয়ন করিয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম ।

অদ্য আমার কি সৌভাগ্য ! বহু দিনের পর আপনার
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া হৃদয় আশ্বাসিত হইল। তৃষার্ত
চার্টাকিনী যেমন শুষ্ককণ্ঠ হইয়া বারি প্রার্থনা করিল,
অমনি নবজলধর হইতে সুশীতল জীবন তাহার মুখে
পতিত হইল। ত্বিভা চকোরী যেমন চন্দ্রমার প্রতি দৃষ্টি
পাত করিল, অমনি নির্মলা শশিকলা হইতে সুধারসি
হইল। নাথ ! আমার প্রতি অদ্য গ্রহদেবতাগণ অনুকূল
হইয়াছেন। নীলব্রত কহিলেন, প্রিয়ে ! তুমি যে রূপ
উৎকৃষ্টতার ন্যায় ভাব প্রদর্শন করিতেছ, তাহাতে যেন
ভোমার কোন অভিসন্ধি থাকিতে পারে এবং ভাব
ভঙ্গী দ্বারা বিবেচনা হইতেছে যেন, কিছু জিজ্ঞাসা
করিবে। অতএব যদি আমার অনুমান ভ্রমাত্মক না
হইয়া থাকে, তবে যাহা ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা
কর। মনোভ্রমা অবসর পাইয়া কহিলেন, নাথ ! আমার
মনে যে এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, যদি রুষ্ট বা
অসন্তুষ্ট না হন, তবে জিজ্ঞাসা করিয়া নিরাকরণ করিয়া
লই। নীলব্রত কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া কহি-
লেন, ভাল, কি সন্দেহ অণে শুনা যাউক, পরে সঙ্গত
অসঙ্গত বুঝিয়া নিরাকৃত করিবার বিবেচনা। সঙ্গত
হইলে অবশ্যই নিবৃত্তি করিতে যত্ন পাইব। মনোভ্রমা
কহিলেন, প্রিয়তম ! যদি অভয়দান করিলেন, তবে
নিঃশঙ্ক চিত্তে কহিব শ্রবণ করুন। আমি পুস্তক পাঠ
করাতে আপনি সে রূপ বিরক্তি প্রকাশ করেন কেন ?

তাহাতে যেন আপনার বিদ্রোহভাবই প্রতীয়মান হয়। এবং আপনি সর্বদা বাহিরে বাহিরেই কাল কাটান, গৃহ ধর্মের কোথায় কি হইল, একটিবার জিজ্ঞাসাও করেন না। ইহাতে সংসারের মধ্যে যে কত বিশৃঙ্খলা হয়, তাহা বলা বাহুল্য। কর্তা হইয়া সকল কর্মে উদাসীনা প্রকাশ করিলে সংসার যেরূপ সুনিয়মে চলে, তাহা বুঝিতেই পারেন। আপনি ওরূপ বিরুদ্ধ কার্যে কেন প্রবৃত্ত হন, আরো দেখুন! আপনার শরীর পূর্বাপেক্ষা কত ক্লশ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং আপনি যেরূপ ইতরসহবাস, ইতর কর্মে আসক্তি ও অকারণ অপব্যয় অবলম্বন করিয়াছেন, ইহাতে সংসারের মধ্যে নানা অপ্রতুল হইবার সম্ভাবনা। এসব কি গৃহীলোকের ভাল দেখায়? সেই জনাই বলিতেছি যে, এরূপ বিরুদ্ধ আচরণ কেন করেন? নীলব্রত ঈবৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, অয়ি স্নেহসুলভে! চিন্তা কি? এত অনিষ্ট আশঙ্কা কেন? পুস্তক পাঠে আমার বিরক্তিই বা কি? তুমি বিদ্যানুশীলন করিতে আমার অসুয়াই বা কি দেখিয়াছ? তবে এক একবার বলি যে, তুমি চিরকালই কি পঠদশাতেই কাটাঁইবে? কোন্ কালে আর অর্থ উপার্জনে সমর্থ হইয়া বিদ্যাশিক্ষার সার্থকতা করিবে? কবে আর তোমার মানসক্ষেত্রে জ্ঞানকলাপের আবিস্কার করিয়া লইবে?

ক্রমশঃ প্রকাশ্য ।

শ্রীযুক্ত ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন কলিকাতা	...	৬৭
.. এইচ, এফ, ব্লোন্ফোর্ড	... ৬ ...	১৭
.. এম, এইচ, এল বিবী	... ৬ ...	১১০
.. বাবু যদুনাথ মল্লিক	... ৬ ...	১৭
.. ফকিরচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৬ ...	১৭
.. কালীচরণ দত্ত	... ৬ ...	৬৭
.. দ্বারকানাথ দত্ত	... ৬ ...	৬৭
.. রাধিকাচরণ মিত্র	... ৬ ...	১৭
.. শম্ভুনাথ মল্লিক	... ৬ ...	১৭
.. গোপালচন্দ্র লাহিড়ী	... ৬ ...	৬৭
.. সুরদাস ঘোষ	... ৬ ...	১৭
.. শশিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	... ৬ ...	১৭
.. জয়গোপাল বশাক	... ৬ ...	১৭
.. নবীনচন্দ্র পালিত	... ৬ ...	১৭
.. গিরিশচন্দ্র দেব	... ৬ ...	১৭
.. মতিলাল মজুমদার	... ৬ ...	১৭
.. মদনমোহন হালদার	... ৬ ...	১৭
.. রামমুন্দর ভৌমিক	... কেতনবাড়ী, ময়মন সিংহ	৩১০
.. পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	... কাশীমবাজার, বহরমপুর	২৭
.. নবীনকৃষ্ণ বসু	... রাজমাহী, রামপুর বোয়ালীয়া	৫৭

টিক ৩২৭

বিজ্ঞাপন।

১২৭৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে চাঁহাবা নব-প্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক ও ফাল-
গুন হইতে ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, গত আশ্বিন মাসে তাহা নিঃশেষিত
হইয়াছে। অপর চাঁহাবা গত বৈশাখ হইতে ষাণ্মাসিক প্রদান করিয়াছিলেন,
তাঁহাদিগের মূল্যও পরিণোদ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে পুনর্বার বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক
মূল্য প্রদান করিবেন। যদি একমাস মধ্যে মূল্য প্রদান না করবেন, তবে তাঁহা-
দিগের দত্ত মূল্য অগ্রিম বলিয়া পরিগণিত হইবেক না; চাঁহাবা অগ্রিম মূল্য দিতে
ইচ্ছা না করেন, তাঁহাবা এবং চাঁহাদিগের নিকট অদ্যাবধি গত বৎসরের মূল্য বাকি
বহিয়াছে তাঁহারাও অবিলম্বে আমাদিগের প্রাপ্য পরিণোদ করিবেন, ইহাতে অন্যথা
হইলে আমরা ছুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগের নাম ধাম প্রকাশে অগত্যা বাধিত হইব।

১ যদি কেহ মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করেন, তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবেক না।

২ গ্রাহক মহাশয়েরা মূল্য প্রেরণকালে যেন এক আনাও অধিক মূল্যের ডাকের টিকিট না পাঠান।

৩ মফস্বলীয় গ্রাহক মহাশয়েরা অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে এই পত্র প্রদান করা যাইবেক না।

৪ সাপ্তাহিকের নূন কাহাবও নিকট অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবেক না।

৫ কেহ এই পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রতিবারে প্রতি পংক্তিতে এক আনা দিতে হইবেক।

৬ এই পত্র যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি গোড়ামাঁকো বলরাম দেব ফ্রীটের ১৮১২ নং ভবনে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষালের নিকট অথবা ঢাকার ইন্সপেক্টর এণ্ড কোম্পানির আফিসে শ্রীযুক্ত হরিমোহন কর্মকাবের নিকট পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। বালেশ্বর ও তম্রিকটস্থ স্থানের যদি কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তবে বালেশ্বর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আফিসেব ফেসীয়ার শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও ঢাকার হিন্দু হিতৈষিনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মিত্রের নিকট এবং কুমারখালীতে গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিনাথ মল্লমদাদের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এই পত্রের

মাসিক মূল্য ১০

সাপ্তাহিক মূল্য ১৮/০

বার্ষিক মূল্য ২৥০

বিনাস্বাক্ষরকারির প্রতি প্রত্যেক পত্রের

মূল্য ১/০

ডাকমাসুল প্রতি সংখ্যায় ১/০

Part II.

No 7.

NABA-PROBUNDHA

A
MONTHLY MAGAZINE.

—0000000—

নবপ্রবন্ধ ।

মাসিক পত্র ।

সদর্পসন্দোহবিচারসন্ধঃ, প্রশস্ত রত্নান্ত কৃতানুসন্ধঃ ।

সমস্তমামাজিকচিত্তবন্ধঃ, পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ ।

৭ম. স. খা। ।

{

কার্তিক, ১২৭৪ ।

নবেম্বর ১৮৬৭ ।

{

মাসিক মূল্য ... ১০

অগ্রিম বার্ষিক ২৥০

নির্ঘণ্ট ।

কাম্বের অনাথ-বিদ্যালয় ... ১৯১

তুমি কি আমার ? ... ১৯৭

রোশিনারা শিবজী নাটক ... ২০০

পাণ্ডব বনগমন কাব্য ... ২০৬

ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট !!! ... ২১৮

সুতন পত্রের সমালোচন ... ২২৪

কলিকাতা ।

Printed at the Girisha Vidyaratna Press,

No. 58—5. Mirjapur.

নব-প্রবন্ধ কার্যালয় । ষোড়াসাঁকো বলরাম দেব

স্ট্রীট ১৮২ নং ভবন ।

Price 5 annas.

মূল্য ১/০ আনা ।

নবপ্রবন্ধ ।

মাসিক পত্র ।

সদর্পমন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতান্তসন্ধঃ ।

সমস্ত সামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ ।

কার্তিক, ১২৭৪ ।

মাসিক মূল্য - - ১০

৭ম সংখ্যা ।

নবেম্বর, ১৮৬৭ ।

অগ্রিম বার্ষিক ২৥০

ফ্রান্সের অনাথ বিদ্যালয় ।



৭৮২ খৃঃ অন্দের পূর্বে
ফ্রান্সে দরিদ্রদিগের
বিশেষতঃ প্রোটে-
স্ট্যান্ট বালকদিগের

শিক্ষাবিষয়িণী অবস্থা অতি নিকৃষ্ট ছিল। সেই অবস্থা সংশোধনের যেরূপ উপায় অবধারিত হয়, ফ্রান্সের ইতিহাস মধ্যে তাহা অতি হৃদয়-গ্রাহী, বাস্তবিক ইউরোপখণ্ডের এই রাজ্য সামাজিকতা বিষয়ে অগ্রগণ্য। উন্নতি কামুক সম্প্রদায় বিশেষ আ-এহ সঙ্গকারে করাশী সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা করেন, সেই আলো-

চায় তাঁহাদিগের চিত্ত মুগ্ধ হয়। এডিনবরার সমাজবিজ্ঞান সভায় করাশী সামাজিকতা বিষয়ে যে একখানি পত্র প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার উপযোগিতা অনুসারে উল্লিখিত অভাবের মোচন হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৮২ অবদি ১৮০০খৃঃ অব্দ পর্যন্ত সকলেই জাতিসাধারণ শিক্ষাবিনিমিত্ত উদ্যোগী হইয়া-ছিলেন। প্রধান উদ্যোগ তিনটি সভা স্থাপন। প্রতিনিধি সভা, ব্যবস্থাপক সভা এবং জাতিসাধারণ সভা। এই শেবোক্ত সভার দ্বারাই করাশীবা অধিক উপকার লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট নেপোলিয়ন একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ১৮২৮ খৃঃ অন্দের পূর্বে তদ্বারা সাধারণ

শিক্ষার কোন বিশেষ উপকার দর্শে নাই, তৎপর বৎসরাবধি উন্নতিকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৪৭ অব্দের পূর্বে ৩৩,৬২৫টি (বালক শিক্ষার্থ) বিদ্যালয় ছিল, ঐ বর্ষের শেষে ৪৩,৫১৪টি হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যালয়ের সংখ্যায়ুন্নতি শিক্ষা বৃদ্ধি হয় নাই। বালিকা, শিশু ও শিক্ষকদিগকে শিক্ষিত করিবার প্রণালী তখনও অসম্পূর্ণ ছিল। পারিশ্রমিক ও শিষ্য বিদ্যালয়ের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ তখনও ছিলনা। ৭৬টি নর্মাল স্কুল ছিল বটে, কিন্তু তাহা রাখিতে হয় বলিয়াই অর্থীকার করা যায় নাই।

জাতিসাধাবণ সভাব প্রযত্নে ১৮৫০ খৃঃ অব্দের মার্চমাসে ফ্রান্সের সূতন নিয়মানুসাবে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত হয়। নত্নাট তৎকালে রাজকীয় প্রপান সভার হস্তে শিক্ষাকার্যের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নাম মাত্র। সাফাৎ সহক্ষে রোমান ক্যাথলিক ধর্মোপাসকদিগের হস্তেই সাধারণ শিক্ষাতার সমর্পিত ছিল। সচরাচর মত্তভেদে যেক্রপ ঘটয়া থাকে,

ক্যাথলিকেবা সেই স্বাভাবিক নিয়মের অধীন হইয়া প্রোটেষ্টান্টদিগকে সেই উপকারে বঞ্চিত রাখিতে বিস্মৃত হন নাই। পদ্মসংক্রান্ত তত্ত্বানুসন্ধানে তৎ পরিণাম বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। বাজমন্নিমিত্তা, সাধারণ শিক্ষাকার্যকে যেক্রপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাব বিবরণ এই— সভাপতি, সাধারণ শিক্ষার অধ্যক্ষ, চাবিজন আকবিশপ তাঁহাদিগের সূহৃৎগণের দ্বাবায় মনোনীত হইয়াছিলেন, পদ্মশালায় একজন পুবেহিত শিক্ষাসভাব দ্বারা নির্দ্ধাচিত হন, তাঁহাবা লিথেরিয়ে পদ্মশালাব আব একজন সভাকেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইস্‌বায়েল সভার আর একজন সভ্য ঐ সম্ভাদায়ে নিব্বিষ্ট ছিলেন, প্রতিনিধি সভার তিনজন সভ্য এবং বিদ্যালয় সভার তিনজন সভ্য আপনাপন সহচবদিগেব দ্বারা এব আটজন সভ্য সম্ভাটেব দ্বাবা নিযোজিত হইয়াছিলেন।

শেষোক্ত সভ্যেরা বিশেষ বিশেষ শ্রেণী হইতে মনোনীত হইয়া যাবজ্জীবন নিয়মিত বেতনে এক চির-

স্বায়া কমিটী স্থাপন করেন, তাঁহা-
দিগের পদ নির্বাচনের ক্ষমতা
সম্রাটের হস্তেই ছিল। তদ্ব্যতীত
অবৈতনিক শিক্ষাদিগের শ্রেণী
হইতে আর তিনজন সভ্য গৃহীত
হন। শিক্ষাকায়েব অপাক্ষদ্বাৰা
তাঁহারাও সম্রাটকর্তৃক নিযুক্ত
হইয়াছিলেন, কলতঃ সঙ্গপ্রকারে
সংমিলিত শিক্ষাসমাজ সৰ্ব্বাংশে
রাজ্যের অধীনই ছিল। জরডান না-
মক একজন ফরাণী, শিক্ষায়ত্না নি-
য়োগের দ্বাৰা উল্লেখ করিয়া একটা
উদাহরণ প্রদর্শন করেন। ৪০,০০০
খ্রীলোক, যাহারা ধর্মোপাসনায়
ব্রতী, তাঁহারা বালকবালিকাদি-
গকে শিক্ষা দেয়, উদারচরিত
ব্যক্তি মাত্রই ইহার প্রতিবাদী।
ঐ খ্রীলোকদিগের অঙ্কনবৎ অব-
লম্বিত ধর্ম সংস্পর্শে কুৎসাদ
বর্জিত হয় নাই। তাঁহারা উজ্জ-
বৃত্তি ভালবাসে, প্রয়োজন হইলে
ধর্মবিরুদ্ধ ব্যবহারেও অপ্রস্তুত
হয়না, একপ হতভাগ্য শ্রেণীর
দ্বারা শিক্ষাদান বিড়ম্বনা মাত্র।
লেখকের অনুমান অথবা পরিচয়
স্বার্থ কি না, কে তাঁহার বিচার
করিবেন? যেখানে ধর্ম লইয়া

গোলযোগ, সেখানে ভিন্ন মতাব-
লম্বীর ভিন্নপ্রকার সংস্কার হওয়া
অসম্ভব নহে, যাহা হউক, জাতি
সাপাষণ সভা স্থাপন হওয়াতে
ফ্রান্সেব মোভাগ্যের উদয় হইয়াছে,
স্বার্থ, সম্রাটের একাধিপত্য হেতু
কার্যাবিন্যাস সামান্য হইয়াছে,
কিন্তু ঈশ্ববকে ধন্যবাদ, ফ্রান্স
আজিও কোন স্বেচ্ছাচারী শাসন-
কর্তাব করতলস্ত হয় নাই।
একটী ধর্মসম্প্রদায়ের হস্তে
এতদৃশ গুরুভার সমর্পণ করা
সাপাষণ মতের অনুমোদিত না
হইলেও যখন সমুদায় বিষয়ে
রাজসভার কর্তৃত্ব রহিয়াছে, তখন
ভারতাপ্ত সম্প্রদায় ইচ্ছানত ব্যব-
হাব করিয়া কৃতকার্য হইতে পারি-
বেন, সে আশঙ্কা অধিক নাই,
তাহা থাকিলে এই অষ্টাদশ বর্ষেব
মধ্যে ফ্রান্সের শিক্ষাপ্রণালী
এতদূর পরিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইত না।
যে অভাবে ভারতবর্ষ মলিনা,
ইউরোপে সে অভাব অপ।
ফ্রান্সে যাহা ছিলনা, তাহা
হইয়াছে, ইহার দ্বারা বোধহয়,
স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থপর লোকেরা
নেপোলিয়নের নিকট মায়াজ

বিস্তার করিয়া কৃতার্থতা লাভে সমর্থ নহেন। বিদ্যালয়েব সংখ্যা, পাঠার্থী বালকবালিকাব সংখ্যা ও শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে ফ্রান্স রাজ্য অপেক্ষাকৃত উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া ক্রমে অধিকতর উন্নত হইবার আশা রহিয়াছে। দরিদ্র বালক বালিকারা বিনা ব্যয়ে বিদ্যা উপার্জন করিতে পারিতেছে। শতকরা ৬৫ জন লোক লিখিতে ও পড়িতে পারে, ইহা পূর্ষাবস্থার সহিত তুলনায় ৬৫ গুণ শ্রেষ্ঠ হইবে সন্দেহ নাই।

একণে পাঠকেরা দেখিলেন, ফ্রান্স রাজতন্ত্রতা ও বহুবিধ প্রতি-বন্ধকতা অতিক্রম করিয়া কেবল একমাত্র জাতিসাধারণ সভার গুণে কতদূর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। সভ্যদেশ মাত্রেই জাতিসাধারণ সভা আছে, সাধারণতন্ত্র রাজ্য এই সভার অধিক আদর হইয়া থাকে, ভারতবর্ষ সাফাৎ সম্বন্ধে সাধারণতন্ত্র না হইলেও বিদেশীয় রাজা এখানকার সাধারণ মত অমান্য করিয়া সকল কাজ

করিতে পারেন না। এরূপস্থলে ভারতবর্ষে জাতিসাধারণ সভা সংস্থাপিত হইলে আমাদের বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের যে কতদূর প্রীতি হয়, অমুভব-শালী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা প্রত্যাশা করি “সময় আইসে নাই” এই অভ্যস্ত পদটী বিস্মৃত হইয়া ভারতবর্ষীয়েরা জাতিসাধারণ একতাবন্ধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন। ইহার ফল একপ্রকারে পরিণত হইবে না। সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, স্বাধীনতা, বাণিজ্য, রাজকীয় বিচার এবং সংসারের যথাকর্তব্য সকল বিষয়েরই সংস্কারের সজ্জায় অবস্থা হইবে। যাহা উন্নতি দর্শন করিতে চাহেন, অগ্রসর হউন, অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষেব নায় সম্মুখীন রাজ্যের পূর্ব গৌরব পুনরাহ্বান করুন। সকলেই দেখিতেছেন, একজনের যত্নে কিছুই হয় না, বিশেষতঃ ধর্ম সম্বন্ধে বিপ্লব, বিদ্রোহ পুরোবর্তী। এক সম্প্রদায়ের,—মনে করুন, হিন্দু সম্প্রদায়ের একব্যক্তি একটী কপ্পনা করিলেন, অপর সম্প্র-

দায়, —মনে করুন, মুসলমান তাহাতে সম্মতি দিলেন না, কাষেই ইচ্ছাকরী কল্পনা গর্তে গর্তে বিলীন হইয়া গেল। জাতি-সাধারণ সভা হইলে এবং সেই সভায় সৰ্ব্বজাতীয় এবং সৰ্ব্ব-পক্ষাবলম্বী লোক প্রবেশ করিলে তাঁহাদিগের সমষ্টির বিচারে যাহা স্থির হইবে, তাহাতে প্রতিবন্ধকতা করিবার আর লোক থাকিবেন না।

তুগি কি আমার ?

উপক্রমণিকা ।

বিংশতি বৎসর
দু অতীত হইল, উত্তর-
 বঙ্গ-প্রদেশে একটা
 পল্লীগ్రামে এক
 ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ বাস করি-
 তেন, তাঁহার দুই পুত্র ছিল।
 ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে উপযুক্ত
 সময়ে বিদ্যালয়ে দিয়াছিলেন।
 বালকেরা স্বভাবতঃ সুবোধ; কিন্তু
 বয়ঃপ্রাপ্তির পূৰ্ব্বে হইতেই অসং-
 সন্ধে মিশিয়া নিয়ত অসংক্রীড়ায়

কাল হরণ করিত। তাহাদিগের
 পিতা অর্থ বায়ে কাতর ছিলেন
 না, সম্ভ্রানেরা যাহাতে লেখা পড়া
 শিখিয়া মানুষ হয়, অন্তরের সহিত
 সে চেষ্টা করিতেন। বিধাতার
 লিখনে যদি কেহ অবিশ্বাস না
 করেন, তাহা হইলে এই দুই
 হতভাগ্য বালকের অদৃষ্ট তদ্বিষ-
 যের উজ্জ্বল প্রমাণ প্রদান করবে
 সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ের নামে
 যত অর্থ তাহাদিগের হস্তগত
 হইত, তৎসমুদয়ই তাহারা অব-
 লম্বিত ক্রীড়াকৌতুকে বিসর্জন
 দিয়া আসিত। পিতার ভয়ে
 বিদ্যালয়ে যাইত বটে, কিন্তু
 কার্য্যে সকলই বুঝা। বুদ্ধ দ্বিজবর
 এই সকল গুপ্ত রহস্য জানিতে
 পারিয়া প্রত্যহই তাহাদিগকে
 সজুপদেশ দিতেন, নিতান্ত অসহ
 হইলে বাৎসল্যভাবে তিরস্কার
 করিতেন; কিন্তু কিছুতেই কোন
 ফল হয় নাই। নদীর জল
 স্রোতোবেগে যখন কোন উচ্চ ভূমি
 লঙ্ঘন করিয়া বক্রভাবে প্রবাহিত
 হয়, কোন্ ব্যক্তি তখন তাহার
 দুৰ্দ্ধম বেগ বালুকা বন্ধনে নিবা-
 রণ করিতে পারেন? বালকেরা

ক্রমেই অবাধ্য হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ একদা আর সহ করিতে না পারিয়া দারুণ মনস্তাপে পুত্রদ্বয়কে কহিলেন, মোকে ঈশ্বরের নিকট পুত্র কামনা করে,—পুত্রের দীর্ঘ জীবনের নিমিত্ত বর প্রার্থনা করে, কিন্তু আমি তোমাদের মৃত্যু কামনা করিতেছি। পিতার মুখে এই প্রকার তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া উন্মার্গগামী বালকদিগের মনে তিরস্কার উদয় হইল “আর এ পাপ সংসারে থাকিব না” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দুই ভ্রাতায় একত্রে গুপ্তভাবে বাটী হইতে বাহির হইল। কোথায় গেল, পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

সরোবর পুলিনে।

গ্রীষ্মকালের প্রথর রৌদ্রতাপে সমস্ত দুর্নীতি পথিক বিষণ্ণ বদনে রাজপথে ভ্রমণ করিতেছে, তাহার বিদেশী বালক। কোথায় যাইবে? কে জানে। তাহার কি নিঃসম্বল? না, না নয়। সঙ্গে অর্থ আছে।

তবে আর তাহাদিগের ভয় কি? জলে, জঙ্গলে, অনলে অথবা পৰ্ব্বতশিখরে কোথাও তাহাদিগের মার নাই, যেখানে যাইবে, সেই খানেই আমোদ,—সেই খানেই বন্ধু,—সেই খানেই মঙ্গল,—এবং সেই খানেই উন্নতি। এক্ষণে তাহারা ভারতবর্ষের উন্নতির সভ্যতার রাজধানী কলিকাতায় উপনীত হইল। সম্পূর্ণ বিদেশী হইয়া কলিকাতায় আসিল,—এক দিন আপনার বলিয়া থাকিতে পারে, এমন একটা স্থান নাই। বাহুড়াবাগানের নিকটে একটা প্রাচীন সরোবর ছিল, বহুদিনের প্রাচীন,—সেওলা ও ঝাঁকীতে পরিপূর্ণ। নগরবাসিনী ইতর কামিনীরা প্রতি দিন বৈকালে তথায় জল আনিতে যাইত। বালকদুই যখন সেই সরোবর কূলে উপবিষ্ট ছিল, তখন প্রায় বৈকাল। চৈত্র মাস,—রৌদ্রের উত্তাপ,—পথ প্রাপ্তি,—ক্ষুধা,—পিপাসা,—রজনী আগত,—নিরাশ্রয়ে কোথায় থাকিবে, সে চিন্তা,—এই গুলি একত্র হইলে মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, শরীর যেরূপ

অলস হইতে থাকে, পাঠক মহাশয় কি কখন তাহা অনুভব করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, মনে মনে সেইটী অরণ করুন। বালক ছুটির এখন সেই অবস্থা। বালক বলিয়া কি দুঃখপোষা? তাহা নয়। একটীর বয়স বিংশতি, আর একটীর ষোড়শ। দেখিতে দুটিই পরম রূপবান।

পাঠক মহাশয়! কিঞ্চিৎ দূরে দৃষ্টিপাত করুন। অরুণদেব প্রায় অস্তাচলে চলিলেন,—দুটি স্ত্রীলোক জল লইতে আসিতেছে; বামকক্ষে কুম্ভ, দক্ষিণ হস্তে ছলিতেছে,—মস্তক অনাবৃত,—পুষ্পাবৃত কবরী,—অন্ধারিত বক,—ঈষৎ চঞ্চল দৃষ্টি,—চঞ্চল অথচ স্থির। বোধ হয় যেন, এক স্থানে থাকিয়া সমস্ত জগৎ দর্শন করিতেছে। এজগতে আর কি চঞ্চল!—বিছিন্নতা। ইহাদের নিকটে কি তাহা-আছে? অথরে দৃষ্টিপাত করুন,—ঈষৎ,—অথচ ঈষৎ সুমধুর হাস্য। দেখিতে দেখিতে সরোবর তীরে উপনীত। নিবিড় অঙ্ককার, নিশীথ সময়ে ঘনগন্ধ-নের মধ্যে কলপ্রভা দর্শন করিলে পথজ্ঞাত পথিকের মনে যেরূপ

আনন্দ হয়, এই দুটি বিছিন্নতা দর্শনে বিদেশী পথিক ছুটির মনে সেইরূপ আনন্দের উদয় হইল। “জলপান কর” বারিধর একথা না বলিলেও চাতক আপন চঞ্চু বাদন করিয়া উর্জমুখে ফটিকজল—ফটিকজল রব করে। পথিকদিগের বয়স যখন ব্যস্ত হইল, তখন আর তাহাদিগকে বালক বলিবার আবশ্যক নাই, ক্রমে নাম প্রকাশ হইলে আরও অনাবশ্যক হইবে। এখন অবধি আমরা তাহাদিগকে যুবা বলিয়া সম্বোধন করিব। যুবকেরা ঐ দুটি কামিনীকে দেখিবামাত্র দাঁড়াইয়া উঠিল। কামিনী দুটির মধ্যে একটী কিছু মধুরভাষিণী। সে জ্যেষ্ঠ যুবকটীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কে? অসময়ে এখানে বসিয়া কি করিতে ছিলে? আকারে বোধ হইতেছে, তোমরা বিদেশী। এখানে বাস কোথায়?” যুবক উত্তর করিল, সত্যই আমরা বিদেশী, অদ্য এ নগরে আসিয়াছি। এখানে থাকিয়া বিদ্যা উপার্জন করিব। বাসা কোথায়, কিরূপে পাওয়া যায়, কিছুই

জানি না, কুধা পিপাসায় অত্যন্ত
কাতর হইয়াছি, এ রাজিকালে
কোথায় যাইব, কিছুই স্থির নাই।
কামিনী পুনরায় কহিল “যদি
অন্য কোন প্রতিবন্ধক না থাকে,
আমার সঙ্গে আইস,—আমি
বিদেশীদিগকে বাসা দিয়া থাকি।”
যুবকেরা আক্লাদিত হইয়া তাহার
সঙ্গে চলিল। পথে যাইতে যাইতে
কামিনী কনিষ্ঠকে জনান্তিকে
বলিল “তুমি কি আমার?”

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রোশিনারা শিবজী নাটক।

বষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গভাস্ক।

দিল্লীর রাজসভা।

(আরেঞ্জের আসীন, পাশে মন্ত্রী
দণ্ডায়মান।)

আরে। মন্ত্রী! আমার বোধ হয়,

মহারাজ জগৎসিংহ, শিব-
জীকে পরাস্ত করে, রোশি-
নারাকে উদ্ধার করেছেন।

মন্ত্রী। মহারাজ! তার আর
মনেহ আছে? মহারাজ
জগৎসিংহ যদিও বুদ্ধ হয়ে-
ছেন, তথাচ তাঁর তুল্য বীর
পুরুষ, ও যুদ্ধ বিদ্যা-বিশারদ
ভারতবর্ষে অতি বিরল। এমন
কি, আমি স্বক্ষেপে দেখেছি যে,
যুদ্ধের কথা উপস্থিত হলে,
বুদ্ধরাজের উৎসাহ ও অধ্যাব-
সায় শত গুণ প্রবল হয়।

আরে। তা আর একবার করে
বল্‌ছো। কিন্তু মহারাজ জগৎ-
সিংহ বর্তমান থাকতে ভারত-
বর্ষে একাধিপত্য স্থাপন করা
আমার পক্ষে সুকঠিন। তবে
তাঁর ভুলভল আশ্রয় করলে
অনায়াসেই হতে পারে।
কিন্তু তা আমি করবো না।

মন্ত্রী। আরে, তা আপনি কর-
বেন কেন? আপনার অভাব
কিসের? শিবজী এইবার
হস্তগত হলো, আর জগৎ-
সিংহ বুদ্ধ হয়ে পড়েছেন, ক
দিনই বা—

আরে। সে যা হউক, দুশ্চরিত্র
শিবজীর কি সাহস? আমার
শৌর্য্য বীৰ্য্য ও পরাক্রম জে-

নেও, কোন সাহসে রোশিনারাকে হরণ করলে? মহারাজ জগৎসিংহকে আমি বিশেষ করে বলে দিয়েছি যে, তাকে সেখানে বধ না করে, বন্দী করে এখানে আনেন। সে ছুরাঘাতকে স্বহস্তে বধ করলে, তবে আমার ক্রোধেব উপশম হবে।

মন্ত্রী। আজ্ঞে, এবার তা হয়েছে।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) মহারাজ! সেনাপতি ভীমসিংহ, রাজনন্দিনী রোশিনারাকে নিয়ে আসছেন।

আবে। (সহর্ষে গাত্রোথান করিয়া) মন্ত্রী! বল কি? ভীমসিংহ রোশিনারাকে নিয়ে আসছে? তবে বোধ হয়, ভীমসিংহই শিবজীকে পরাভব করেছে।

বা!—ভীমসিংহ এক জন ষষ্ঠ্যর্থ বীর পুরুষ। (পাশ্বে অবলোকন করিয়া) এই যে আগত প্রায়। মন্ত্রী! আজ আমার কি সুখের দিন, বহুকাল পরে অভুত প্রেমাস্পদ নন্দিনীর মুখশরী নিরীক্ষণ করলেন। এত দিনে মনের

উদ্বেগ দূর হলো, উৎসাহ বাড়িলো এবং ভ্রমগুলো একাধিপত্য স্থাপন করবার আশাও বলবতী হলো।

(রোশিনারাকে লইয়া ভীমসিংহের প্রবেশ।)

ভীম। (কবচৌড়ে) মহারাজের জয় হউক।

আরে। (সহর্ষে) এস এস, ভীমসিংহ। সমুদয় কুশল তো? ভীম। আচ্ছা হাঁ, আপনার কীর্য্য-প্রভাবে যখন রাজনন্দিনী রোশিনারাকে ছুরাচার দখা শিবজীর হস্ত থেকে উদ্ধার করেছি, তখন এ দাসের সকলি মঙ্গল।

আরে। ভীমসিংহ! শিবজীর হস্ত থেকে রোশিনারাকে উদ্ধার করে যার পর নাই আমার প্রিয়কাৰ্য্য করেছে। অধিক কি বলবো, তুমি আমাকে বিনামূল্যে কিনে রাখলে, আর আজ অবধি তোমাকে বিংশতি সহস্র সেনার সেনাপতি পদে নিযুক্ত করলেম।

ভীম । (করষোড়ে) রাজ আজ্ঞা
শিরোধার্য্য ।

আরে । (রোশিনারাকে আলি-
ঙ্গন ও মুখচুম্বন করিয়া) এস
মা এস। দিল্লীর রাজত্ববনে যে,
তোমার অকলঙ্ক মুখচন্দ্র পুন-
র্বার সমুদিত হবে, এ আমার
মনে ছিল না । বৎসে!
তোমার অভাব দিল্লীর রাজ-
ত্ববন শোভাশূন্য, উৎসাহ-
শূন্য, ও অন্ধকারময় ছিল ।
একমাত্র ছুরাচার শিবজীর
পরাভবে, রাজত্ববন শোভাময়,
উৎসবময় ও আনন্দময় হয়ে
উঠলো । ভীমসিংহের শৌর্য্য
বীর্য্য অনিতান্ত প্রশংসনীয় ।
ভীমসিংহের অতুল্য ভূজবলে
আমি তোমাকে পুনর্বার প্রাপ্ত
হলেম । বৎসে! আমার
আর মনে ছিল না যে, পুনর্বার
তোমার শরদশশীবিনিদিত
অমুগম মুখচন্দ্র দর্শন করে
শোকার্ত্ত মনকে শান্ত করবো ।
আমি নিরন্তর ভাবনা করতে
যে, কেমন করে ছুরাচা দস্যু
শিবজীর হস্ত থেকে তোমাকে
উদ্ধার করবো । তা, জগদী-

শ্বর এতদিনে আমার সেভাবনা
দূর করলেন, এখন সেই ছুরা-
চার দস্যুকে হস্তগত করতে
পারলে হয় । (সক্রোধে) স্ব-
হস্তে তার মস্তক ছেদন না
করতে পারলে আমার ক্রোধের
উপশম কিছুতেই হবে না ।
বৎসে! সে ছুরাচার তো
তোমার উপর কোন নির্দয়
ব্যবহার করে নি ?

রোশি । পিতঃ! আমি মহারাজ
শিবজী কর্তৃক অপহৃত হওয়া
অবধি, একাল পর্য্যন্ত তাঁর
আলয়ে পরম সুখে ছিলাম ।
উদারচরিত্র শিবজীর সৌজন্যে
আমার কোন বিষয়েরই
অভাব হয় নাই । দুঃখের
মধ্যে কেবল আপনার ও জন-
নীর মুখদর্শনে বঞ্চিত ছিলাম ।
আমি দিল্লীর রাজত্ববনে,
আপনার স্নেহরসভিষিক্ত হস্মে
যে রূপ সুখসম্বলিত কাল-
যাপন করেছি, সেখানেও সেই
রূপ সুখে ছিলাম । আমার
সুখসম্বলিততার পরিবর্তনের
জন্য উদারচরিত্র শিবজী
একান্ত যত্নবান ছিলেন ।

আরে । বৎসে! তুমি অতি সরল।
চাতুরি কাকে বলে, তা জাননা।
শিবজীর ন্যায় দুষ্চরিত্র,
কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক এ জগতে
আর দুটী নাই। তোমাকে যে
বিশেষ যত্ন করেছিলো, সে কে-
বল আমার অলৌকিক বীর্য্য
প্রভাবে, আর কিছু দিন তো-
নাকে উদ্ধার করতে না পারলে
আমাকে হতবীর্য্য জ্ঞান করে
আপনার দুষ্চরিত্রপ্রায় সিদ্ধ
করতে ক্রটি করতো না। আর
তা হলে জগৎ বিশ্বাসঘাত তৈমুর-
লঙ্গ-বংশ এককালে কলঙ্ক-
সাগরে নিমগ্ন হতো।

রোশি । না পিতঃ! আপনি অমন
করে বলবেন না। মহারাজ
শিবজীর ন্যায় ধার্মিক, উদার
হৃদয়, সুচরিত্র ও প্রিয়দর্শন
আর দ্বিতীয় নাই। পিতঃ!
অধিক কি বলবো, কি প্রয়ো-
জনে কি অপ্রয়োজনে, মহারাজ
শিবজী বিনয়ের সহিত আ-
মাকে নিয়তই প্রিয় সম্ভাষণ
করতেন। এবং আমার সুখ
সচ্ছন্দতা পরিবর্তনের জন্যে
সাধাণুসারে বড়ের ক্রটি কর-

তেন না। মহারাজ শিবজী
আমাতে অণুহরণ করে,
আপনার এবং আমার নিতান্ত
অপ্রিয় কার্য্য করেছিলেন বটে,
কিন্তু তাঁর সুশীলতা, সুজ-
নতা, অমায়িকতা, ও উদারতা
মনে হলে, করুণ ও প্রেম-
রসে হৃদয়সরোবর এককালে
প্লাবিত হয়। পিতঃ! একা-
ধারে প্রায় সমস্ত গুণ হয়
না, যিনি বলেন, আমার মতে
তিনি নিতান্ত অদূরদর্শী;
বিধাতা মহারাজ শিবজীতে
সমস্ত গুণ সন্নিবেশিত করে-
ছেন। পিতঃ! অধিক কি বলবো,
চক্রমা আর দিনমণি যেমন,
রজনী ও দিবসের ভূষণ,
তদ্রূপ একমাত্র মহারাজ
শিবজী এই ভারতবর্ষের ভূষণ
স্বরূপ। অতএব পিতঃ! অমু-
প্রোক্ত পুত্রক তাঁর সকল অপ-
রাধ মাফ করলে পরম
সুখী হই।

আরে । (সকোষে) কি? তোর
এতবড় স্পর্ধা? আমার সমু-
দ্রোই দুক্তকণ্ঠে আমার চির-
শত্রু, দুঃখচার দস্যু শিবজীর

গুণানুবাদ করছি। রে ছদ্ম-
 রিত্রা কুলকলঙ্কিনি! পিতা
 অপরাধী হলেও আমার
 নিকটে কমা নাই, তুই ইহা
 জেনেও কোন্ সাহসে আমার
 নিকটে অপরাধিনী হতে
 উদ্যত হয়েছিস! তোকে
 দিক : তোঁর অশ্রু দিক, ছরা-
 চার শিবজীতে অশ্রুগিণী
 হয়ে,—জগৎ বিখ্যাত তৈমুর-
 লঙ্গ-বংশে কলঙ্ক দিলি!
 তুই এখন আমার সম্মুখ হতে
 ছর হ, তোঁর মুখ দেখতে
 আর আমার ইচ্ছা নাই।
 (ভীমসিংহের প্রতি) ভীম-
 সিংহ! তোমার এত পরিশ্রম
 নকলি স্বার্থী হলো। এখন
 আমার বোধ হচ্ছে যে,
 এ পালিয়সী, ছদ্মচরিত্রকে
 অসত্য শিবজীর হস্তহাতে
 উদ্ধার না করাই ভাল ছিল।
 রাশি! (বগত) হায়, হায়
 বিধাতা বিমুখ হলে পিতা
 মাতা আত্মীয় স্বজন সক-
 লেই বিপক্ষ হন। আমার
 চিরসঞ্চিত আশালতা কি এক
 কালে সমলে উন্মলিতা হলো!

মনের বাসনা সকল কি মনো-
 মধো বিলীন হয়ে গেল!
 হা জগদীশ্বর! আজন্ম দুঃখ
 ভোগ করতে কি আমাকে
 পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন!
 মনে করেছিলেন, পিতা, মহা-
 রাজ শিবজীর অপরাধ সকল
 মাফ না করবেন, এবং সেই-
 সঙ্গে সঙ্গে আমার আশালতাও
 ফলবতী হবে, তা এইতো
 ভাবী সুখ সকল এককালে
 বিনাশ হলো। আর ভরসা কি!
 হায় হায়! যখন দুর্গ অধিকার
 হয়, তখন মহারাজ শিবজী
 বলেছিলেন, “প্রিয়ে! দেখো
 যেন, আমাকে বিন্মরণ হই-
 ওনা।” কতিন হৃদয় জনকের
 জন্য বোধ হয়, প্রাণনাশকে
 বিন্মরণ হতে হলো। কিন্তু
 তাঁর মোহন মূর্তি যে হৃদয়ে
 পাষণ্ডের খার ন্যায় খোদিত
 রয়েছে, তাতে এক্ষণে বিলীন
 হবে না। (প্রকাশে) পিতা!
 আপনাবচনধর্মি, মহারাজ
 শিবজীর অপরাধ সকল
 বিন্মৃত হোন, আর এ জন্ম-
 দুঃখিনীর প্রতি অমুকুল নয়নে

নিরীক্ষণ করুন। পিতঃ! আপনি যদি বিশেষ বিবেচনা করে দেখেন, তা হলে আপনার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হবে, যে মহারাজ শিবজীর তুল্য উদারচরিত্র ও বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতবর্ষে আর নাই।
 আছে। (সক্রোধে) কি? তুই এখনো ছরাস্তা শিবজীর গুণ-সুবাদে ক্ষান্ত হলিনে? দেখ, তোর কি ছরবস্তা করি। (প্রতিহারির প্রতি) প্রতি-হারি! আর অপেক্ষা করবার আবশ্যক নাই, এইদণ্ডে এই দুশ্চরিত্রাকে কারারুদ্ধ কর। আমি আর ও পাণ্ডিত্যময় মুখ দেখতে চাইনে।
 প্রতি। (করঘোড়ে) রাজাজ্ঞা শিরোধার্য। (রোশিনারার হস্ত ধারণ করিয়া) রাজ-নন্দিনি! চলো, আর রাজ-সভায় থাকবার আবশ্যক নাই।
 রোশি। (স্বরোদনে স্বগত) হায়! হায়! আমার অন্তরে কি শেষে এই হলো। হা নাথ! হা সরলহৃদয়! “জগদেব

মত এই দেখা হলো’ এই কথাগুলিই কি আজন্ম হৃদয়ে শেল স্বরূপে বিদ্ধ হয়ে রইলো? (প্রকাশে) পিতঃ! এ জন্ম-দুখিণী কি জীবনের শেষ পর্যন্ত কারাগারে থাকবে? আরে। (সগর্বে) যেমন কর্ম, তদুপযুক্ত ফল ভোগ কর।
 প্রতি। রাজনন্দিনি! চলো, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আমাকে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করতেই হবে।
 রোশি। (স্বগত) হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল, হা! হায়! পিতার হৃদয় কি কঠিন, ওঁর হৃদয়ে কি বাৎসল্য রমের লেশ মাত্র নাই! ছর হোক, আর ও সব কথায় প্রয়োজন নাই, অদৃষ্টে যা ছিল তাই হলো। (প্রকাশে) তবে চল।
 (রোশিনারাকে লইয়া প্রতি-হারীর প্রস্থান)
 আরে। আ! আপদ গেল, এমন পাণ্ডিত্যময় দুশ্চরিত্রাকে, আমি

একাল পশ্চিম স্নেহরসপর-
বশ হয়ে প্রতীপালন করে
ছিলেম। ভীম সিং! তুমি এখন
যথাস্থানে অবস্থান কর গে।
মস্ত্রি! বেলাটাও প্রায় দুই
প্রহর অতীত হলো, আর
মনটাও নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে
উঠছে, আমি এখন অন্তঃপুরে
চলেম, স্নান আহার করিগে,
তোমরাও আহারাদি করে
একটু বিশ্রাম কর গে।

মস্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(সকলের প্রস্থান।)

ইতি প্রথম গর্তাঙ্ক।

প্রাপ্ত।

পাণ্ডব বনগমন কাব্য।*

প্রথম সর্গ।

হস্তিনা নগরাধীপরাজা দুর্যোধন,
কৌরব-কুল-শেখর; সুবিপুল বাঁর
কীর্তি জগতে বিদিত, মহামানী বনি
লোকে ঘোষণে দাঁড়ায়; কেন আঁজিতনি

দ্বিসমান হয়ে অতি, বসিয়ে ভূতলে।
তাজি রাজ সিংহাসন গরকত ময়!
কহ দেবি! কেশব-বাসনা, কহ শুন,
এ দাসে সে সব বিবরিয়া বীণাপাণি!
ডাকিগো তোমারে দেবি অতিসকাতরে
মন্দমতি, মাত! আমি অতি জ্ঞানহীন
কৃপাচক্ষে চাহ একবার, উর মম
লেখনী উপরে, হও বরদাত্রী, মম
মানস মোহিনী বাঞ্ছা কর কলপ্রদা।

সুচারু মোহন ছবি, রতন গটিত
সুসভা সুরেন্দ্র সভা নিন্দিত, সুন্দর,
সুসুর নর চমৎকার, তুলনাতে
অতুল্য ধরণী মাঝে, এ হেন সভায়,
মরি, কোরবেরপতি তাজি সিংহাসন
নিমগ্ন হুথের হ্রদে, বসিয়া ধরায়,
হইয়া নীরব, নিবারণে নেত্রনীর।
বসনে বিলে; অধোমুখে তাজি ছেন
দীর্ঘ শ্বাস, হয়ে অতি ব্যাকুল হৃদয়।
দেখিয়া ভূপের ভাব সহচরী যত,
খেদে মগ্ন সচকিতা, তাজিয়া চামর,
শারি শারি দাঁড়াইলা সবে একপাশে
সরি, চিন্তাকুলা; ছত্রধর-গণ যত
ফেলি ছত্র, রহে পাশে কৃতাজলি হয়ে,
বিমনা হেরিয়া ভূপে, মগ্ন হয়ে হুথে
নর্তকীর। স্নান মুখী তাজি নর্তন।
পতাকা বাহক ফেলি টেম ধ্বজদণ্ড,
নীরবেতে একপাশে দাঁড়াইলা ত্রানে।

* এই অমিত্রাকরটির ৪৪ পংক্তি মাত্র
আমরা কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছি, অব-
শিষ্ট সমুদয় অবিকল রহিল।—সম্পাদক।

সকলেই হইল নীরব, পাত্র মিত্র,
 আছে যত বসি সভাতলে, নতভাবে ।
 গাঙ্গৈয়, বিহুর, দ্রোণ, জয়দ্রথ শল্য,
 ভুরিশ্রবা ভগদত্ত আদি যত জন,
 নীলবিল। নরবরে দেখিয়া অস্থির ।
 সকলেরি বিষন্ন বদন, কেহ কিছু
 না পায় সন্ধান : জিজ্ঞাসয়ে পরস্পরে
 চুপে চুপে, জানিতে নিগূঢ় তত্ত্ব যত ।
 সকলে বুঝায় বিধি মতে নৃপবরে,
 কিন্তু হায়! কে করে সমস্ত নাস্ত্রোকাবেগে!
 পারে কি নাড়িতে গিরি মুহূর্ত্তপবনে ?
 ভাষু কি জুড়াতে পারে অনলের তাপ ?
 নাহি কর্ণ প্রিয়তম, নিকটেতে আজি,
 অথবা মাতুল হিঁটতষী সৌবলপাশে,
 যথায় প্রকাশি দুঃখ, হইবে শীতল,
 কিঞ্চিৎ বেদনা তাঁর । সভাসদ হয়ে
 বিফল, বসিল। সভাতলে অধোমুখে ।
 দুর্ঘোষন তাজে অশ্রুধারা, তিতিবস্ত্র
 আর আর সকলে তের হিলা নীরবে ।
 আদি তা প্রথর এবে ধরি ভীষ্ম ভাব।
 উত্তরিলান ভো-মধ্য-স্থলে আসি পরি
 স্বেদ্বাস, হয়ে বিবিধ রতনে চারু
 সজ্জিত কিন্তু, রে অজ্ঞান যতাব! তুই
 দুর্জয় সত্তত কতু নহে প্রবর্তন
 তোর! এবে দ্বিগুণে বেধে, ক্রোধানল।
 করি প্রজ্জ্বলিত, পিঙ্গল নয়নে চাহি,
 করিতে লাগিল দক্ষ যত জীবকুলে

যাহারা সত্তত ইচ্ছে তাঁহার উদয় ।
 প্রচণ্ড তাপ তাপিত মৃগকুল, হয়ে,
 অতি তৃষাতুব এবে, ভ্রমিতেছে বন
 বনাস্তরে জল আশে। নরীচিকাবশে
 কতু পাইতেছে ক্লেশ। শিখিকুল ক্লান্ত
 এবে স্নান ভাবে বিশ্রামে তরুতলেতে ।
 তরু বর বেষ্টিত ব্রততী স্নান এবে,
 পল্লব পুষ্পাদি হায় হৈল শোভাহীন
 জীবকুল হইয়াছে ক্লান্ত, করে সবে
 বিশ্রাম নিজ আবাসে। ভূষিত ধূমর
 বর্ণে হৈল চতুর্দিক। দেখিয়া প্রচণ্ড
 রবি শিরোপরে হইল সঙ্কত তবে
 ভাঙ্গিবারে সভা সকলে ত্যাজিলা রাজ
 কার্য, চলি গেলা যে যার শিবির মাঝে ।
 সকলে নিষ্ক্রান্ত এবে হৈল সভাহতে
 একা মাত্র রহে দুর্ঘোষন, পৌর্ণমাসী
 গোধূলি ললাটে একটির তন শোভে
 যথা। তার কতক্ষণে, করি চিন্তা মনে,
 কিবা, উঠিলা সভা হইতে, চলিলেন
 আপন মন্দিরে ভূপবর অন্যমনা ।
 বসন লোটার ভূতলে, হায় কুশুম
 মন্দার দাম, মালিকা, হইছে ধূলায়
 ধূষরিত; হিঁড়ি রত্ন মুকুতার হার,
 যতক মুকুতাচয় পড়ে শারি শারি
 ভূতলে, আহা! যেনরে (কিদিবতুলনা)
 প্রভাতে শিশির নীরবিন্দু শাতে চারু,
 তৃণদল পরে, যবে রবি দেখা দেয়

উদয় অচলে, কুক্কুম, কস্তুর আর
কেশর চন্দন ভাসিতেছে নেত্রনীর
শ্রোতে দ্রুত, অহা যথা হিমাচলশিরে
গলিয়া তুমাররাশি পড়ে ধীরে ধীরে
বহি গাত্র; যবে রবি, খরতর কর
বিতরণে তুহপরে। পড়িয়ে কিরীট
ধ্বসি টেঁহম, চারু জড়িত বিবিধমণি;
আহা যেন সুমেকর সুবর্ণ শিখর
চারুনিভ : পড়িল সাগরনীরে ঘোণ
শব্দে, মহাবলি বৈদনভৈরব পাঁকশাটে।
এইরূপে আলু থালু বেশভূষা দবি,
চলিলা চঞ্চলচিত্তে শিবির সদনে
মগ্নহুখে। অহাবে যেমন গোপবাজ
নীলমণির বিহন, (১) হয়ে নয়নের
তারাহারা প্রায়; ফিরি যান শূন্যমনে
ব্রজধামে। ওরূপ চলিলা দুর্ঘোষনে।
চলিলা কৌরবপতি। হেন কালে কর্ণ,
সহশ্চকুনি হুর্মুখ : আসি দিলা দেখা।
লজ্জাধিল সসস্ত্রমে রাজ্য দুর্ঘোষনে।
দেখিয়া গমন স্নানমুখেতে, জিজ্ঞাসে
কৌন্তেয় অভিবিনীতভাবে। কহতুপা!
হে প্রাণসখে! কিহেতু হেন ভাবতব

(১) নন্দ যেমন নীলমণি হারা হয়ে
দুঃখে ব্রজধামে গিয়াছিলেন, দুর্ঘোষনও
ওরূপ মান-হারাজনিত দুঃখে মগ্ন হইয়া
গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। এস্থলে নীলম-
ণির সহিত দুর্ঘোষনের নামের সহিত

দেখি আজি? যেন অতি চিন্তাকুল প্রায়
কেন হেন বেশ? কেন হে অধোবদন
কেন নাহিক ও কথা? কি হয়েচে তব
কহতা প্রকাশিমোরে। সাধিত খনি
যদিও সাধিতে হয় সঙ্কটে। করিয়া
প্রাণপণ সাধিব মঙ্গল তব আশি।
হুচাইব মনোগত সমুদয় দুঃখ।
বলিয়া এতেক বাণি নীরবিল কর্ণ।
কহিলা শকুনি তবে, কহ প্রিয়তম,
প্রাণেব অধিকতুমি মোর; দেখিনে রে
বদন তোর স্নান; অমুতাপে দহে রে
অস্তুর আমার। নীক্ষণ করি আজি
তোর এ ভাব, রে কুকটু ডামণি! মোর
হৃদয় দহিছে অমুতাপেতে। কিহেতু
আজি এত স্রিয়মান তুমি, কি অভাব
তব, বল দেখি প্রকাশিয়া মোরো হায়,
স সাগরা সহস্রার অসীম রাজত্ব;
অমাত্যভানুকুমার; ভীষ্মদ্রোণাদি
সেনাপতি; সৈন্য অসংখ্য যার গণনে
যার ভুজবলে সদা ত্রিলোক কম্পিত;
বিদ্যাপরী আদিয়ার সেবাকরেনিত্য
বিপুল ধনেতে ধনি; টেঁহম রাজাবাস
চারুনিভ অয়স্কান্ত মণিতে খচিত;
কেন আজি তার হেন দশা! হায় রে এ
বড় আশ্চর্য! ভুবন যার আজীকারী
তার কিস্তিবে কোন দুঃখের ব্যাপার?
ধনদৈব হয় নাকি ধনের অভাব?

কহতবে কহ, হে কোরবকুল রবি
কিকারণে আজি এত আছ স্নানভাবে!
তবে রাজা দুর্ঘোষন ভূপকুলাধীপ,
দেখিয়া মাতুলে আর প্রাণসথাকর্ণে
সম্মুখে নিজ; হরষেতে হইলামগ্ন।
তাজিদীর্ঘশ্বাস, ফণে হাছতাশকর
কহিতে লাগিল। মৃদুসরে, হায়, নিজ
দুঃখের বারতা যেমন মৈনাকটেশল (২)
গোত্রভিদুতয়ে, পশিয়া অতলজলে;
কহে নিজদুঃখকথাবারীন্দ্রনিকটে;—
মগনি বন্ধুত্ব সবে কহিল। বান্ধবে।—
“শুনহে প্রাণসথা! হে মাতুল হিঁতমি।
শুনবে বা কিবা অভাগার মনস্তাপ?
কহিতে লজ্জায় মম না সেরে বচন,
দহন হতেছে মন প্রাণ; হায়, যথা
বনাধীপ খাণ্ডব দহিল যোর ভেজে,
যবে পার্থ দিল অগ্নি নারায়ণ সহ।”

বলিতে বলিতে অগ্নি হইল। নীরব
রোদন বদনে নতশিরে। গত দেশে

(২) যেমন মৈনাক টেশল দেবদাজ-
ভয়ে ভীতহইয়া অতল জলে ডুবে জলে-
গের নিকট দুঃখের কথা কহিয়াছিল, সেই
রূপ দুর্ঘোষন অনুভূত-রূপ শত্রুর হাত
হইতে পরিভ্রাণ পাইবার নিমিত্ত, বন্ধু-
রূপ সরোবরে লুকায়িত হইয়া আপন
মনোকথা ব্যক্ত করিলেন।

বহে অশ্রুশ্রোত! অহো, যথা গিরিশিরে
নিখর নিকর, ঝরি ঝরি ঝরি রবে
বহি গিরি দেশ, ক্রমে পড়য় ভূতলে!
ভূপের এ ভাব দেখি শকুনি, কোন্তেয়:
হইল। অবাক দৌঁছে। এচাহে উহার
মুখ পানে কেহ কিছু নাপায় ভাবিয়া
তবে কর্ণ—দিনকর সূত, ভেজে দেব
দিনকব প্রায়; কহিতে লাগিয়া মৃদু
ভাষে।—“হেবাজরাজেশ! বলকিকারণে
এত হইল। অস্তির তুমি; এই কিহে
সাজেহে তোমার? বলহে প্রাণসথা হে!
কোরব কুল-পঙ্কজনাথ স্থির হও
ধর দৈর্ঘ্য, হওনা ব্যাকুল এত; যদি
কেহ দেখে তোমার এতাব, বলদেখি
তবেকি বলিবে সেইজন। তাজশোক,
বলহে আমায় সবিশেষ; অবশ্যই
প্রতিকার করিবে তাহার, করিলাম
তোমারসদনে আমি এ প্রতিজ্ঞা দৃঢ়।”
শুনিয়া এতেক বাণী কর্ণের বদনে,
হইল। পরম হর্ষ রাজা দুর্ঘোষন;
মনের মালিন্য যত সব গেল দূরে।
বিকসিল বদন সুদাকর, মরি রে,
যেমতি দিনান্তে, প্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি
হইলে বিগত; বিস্তারিত ভায়ু করে,
নিমগ্ন সুখসাগরে যদ্রুপ ধরণী।
কহিতে লাগিল। তবে প্রফুল্ল বদনে
রাজা দুর্ঘোষন মনুষ্যময়।—“হে মাতুল!

হে সখে ! প্রাণের সমান মম তোমরা যারহেতু আমি এত হয়েছি তাপিত।” —
 সবে: কেবল সাহসে তোমাদের, আমি এতক কহিয়া নীরবিল কুরুপতি।
 হই ভূপগণ পতি যথা সুবিপুল তবে দুইজন অতি সানন্দ অন্তরে ;
 শাখা সহকারে তরুবর, প্রকাশয়ে প্রবেশিল ভূপ সহ সুবিরল গৃহে
 নিজ নাম মহাদ্রুম বলি বনমাঝে। যথা নিশান্তে নিশীশ, সহ নিজদল,
 তোমাদের সহায়েতে সর্বত্র বিজয়ী, পশে অন্তাচলস্থিত চারু হৈমশরে।
 ঋণকুলক্ষণসি, সুখেতে বাসি এরা জ্যো পুনঃ ছুঃখ সাগরেতে হইয়া মগন,
 যথা দেবরাজ, দেবদল সহকারে নীরবে আসন পরে বশিলা ভূপেশ,
 নাশির ত্রে; অতুল ত্রিদীবে বাসে সুখে চিন্তায় বদন তারি, মৌন। — হায়, যথা
 তোমাদের বাহুবলে আমার এনাগ, লঙ্কেশ্বর সভাতলে ; দ্রুত মুখে যবে
 ধরাধামে বাপ্ত সদা; যথা জ্যোতঃসত্তা শুনিলেন, প্রিয়-পুত্রগণ যত হত ; —
 যত সানন্দেতে, গাইতেছে প্রচেষ্টের দুর্কার, রাঘব রবি, রামচন্দ্র শরে।
 মহিমা সত্তত। তোমরা সহায় তার, আবার দেখিয়া হেন দশা, ভাঙ্গু স্মৃত
 কি অভাব তার এতব মণ্ডল মাঝে ? হইলা চিত্তিত অতি। তাবিতে লাগিলা
 যাহার ঘরের দ্বারে আছে প্রাশ্রবণ, হায়রে, নাজানি আজি হইয়াছে কিবা
 সেকিহে কখন ক্লেশ পায় জল হেতু ? তাই রাজা দুর্ঘোষধন (সদা যে প্রকল্প)
 তোমরা সর্ব্ব মম, জীবন হইতে হইয়াছে এত বিবাহ সাগরে মগ্ন।
 প্রিয়; তোমাদের সম বন্ধু ষোখাকারে চিন্তিয়া ক্ষণেক, তবে অতি মৃদু স্বরে
 পাব খুজিয়া এ ধরাধাম ? তোমাদের জিজ্ঞাসিল পুনঃ কর্ণ — “কিহেতু হে সখে
 ভিন্ন, কে করিতে পারে হেন মধুর চি হইলে বাকুল এত ; কে আজি করেছে
 বচন-অমৃত, আমার মানস-ক্ষেত্রে ? তোমাঃ খের ভাজন, বল তাহা মোরে।
 মম মন-সম্ভাপ গেল দুরেতে এবে আমি-পরম্পরা, সমুচিত শাস্তি দিয়া
 কথঞ্চিৎ ; তবে হেন অনুমানি মনে, তায়, করিব যেমতে পারি তব মন
 বলিলে সকল, সর্ব্ব তাপ যাবে দূরে। তোষ ; জীবন করিমু এই পণ। বল
 চল তবে চল হে প্রিয় বান্ধব কর্ণ, তবে বল, কেতব এ দুঃখ হেতু আজি !”
 হে বিজ্ঞ মাতুল-সচিবশ্রেষ্ঠ ; জুড়াব শুনিয়া প্রবোধ বাণী, হয়ে স্থিরচিত্ত,
 মনের আলা বিবলে, কহিয়া সে সব উত্তরিল রাজা দুর্ঘোষধন মৃদু স্বরে।

—“আমি কবলি ব, সখে! দুঃখের বারতা হা হা কার-রবে দিক্ করিয়া ধনিত ।
বহরিতোমায় সব !—জানত সকলি । শুনি দুর্ঘোষনের বচন, মনস্তাপ
এতব মণ্ডলে আর আছে কোনজন পায়েমনে, প্রকাশেতে কহিলা আশ্ফালি
সাদিতে অনিষ্টমম ?—আমি দুর্ঘোষন; বীবকর্ণ ধমুজ্ঞ ।—“হায়, কিকারণে
কিন্তু সেই দুর্ভাগ পাণ্ডব পঞ্চজন কেন এত কর ভয়, হে ভূপ; পাণ্ডবে!
চিরতৈরি মম । কতু না আঁটিতে পারি কি কবিতে পারে তারা তব, যতদিন
আমি যাহাদের ।—করেছে যে অপমান, রবে ভবে তব এমিত ভামুজ!—আমি
অকথ্য সেসব । কহিতে লজ্জায় মুখে বিদ্যামানে এণা বল, কোনযোধ্য আসি
নাহিবরে বাণী । হায়! কতু, জন্মাবধি হিংসিবে তোমায় ?—সুরপতিভরে যার
আগি, হইনাই হেন মানহীন কোথা, শরে, কিতয় তাহার, সেজন যাহার
কিন্তু যে লাঞ্ছনা: মার করেছে পাণ্ডবে, মিত্র-আক্রমিতে পারে কিশুগালে তারে.
হায়, স্মরিলে সে সব দহেরে এ অঙ্গ কেশরী সহায় যার? বল, কোনজন
যোর অভিমান নলতাপে । কারবেন! আছে পাণ্ডবের মাঝে, যুঝিবে যে মম
হয় ইচ্ছা নেন, নিপাতিতে হেন শত্রু! নেন! -পরাজিবে রণে ? একা ধনঞ্জয়
কিন্তু বল কিকারতে পারি আমি!—হায় মাত্র গগনায় গগি আমি পঞ্চভ্রাতা
হিমাঙ্গি কি হয় চুর্ণ ক্ষুদ্রলোষ্ট্রাঘাতে: মাঝে, আরনাহি বীরকেহ । কিন্তু বল,
অবধা পাণ্ডব তর। কে বধিবে রণে ? কিকরিতে পারিবে সে একা? কাহারেনা
কে আর করিবে দূর এ গন বেদনা । করিতয় আমি, কেবা এভুবনে মম
ধন্য ধন্য জন্মেছিল তারা ভূমণ্ডলে, সম ধমুজ্ঞ? গুরু-পদ পূজি যদি
যথার্থত: তারা ধরেছিল ধমুজ্ঞাণ: আমি পশিরণে, তিলেকে জিনিতে পারি
যথার্থত: দ্রোণগুরু দিয়াছিল শিক্ষা,—এ তিনভুবন;—অপারে কাহার সাধা!
হায়রে, এ হেন শিক্ষা কার এভূতলে! অতএব মিছা ভয় করিছ নৃগণি ।
কিন্তু থিকমোরে!—শতবার দিই থিক! বল অতঃপর, সখে! কি হইল পরে,
আমি ওত্ত জন্মিয়াছি এ ক্ষত্র কুলেতে, কেমনে পাণ্ডব চুরাচার করিয়াছে
কেন হে হেন দশা মোর তবে!—কি হেতু মর্মান্তে দত্তব ।—শুনিতে বাসনা বড় ।’
নহিবলে বলি, সহি অপমানমাত্র?”— ভবে আরজিল পুনঃ কুরুকুল-পতি

একজন বলিয়া অগ্রে হইল। বীরদর:—মহাভারত বর্ণিত “সখা শুনিবে নিভায়ে দি

শুনতবে বলি ।—হায়! কি আর বলিব
সেইসব !—জানতসকলি ।—যেপ্রকারে
(যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞকালে) সভা
ইন্দ্রপ্রস্থে, দ্বারভ্রমে হই অপমান ।
হাধিক !এবলিতেছিকিবা !—করিতেছি
নিজ শিরশ্ছেদ ! সখে, আরকেন আছ
হেন অভাগার কাছে !—হয়ে স্থিরচিত্ত
বলিতে বলিতে হেন হইলা অস্তির,
ঝরিল অঞ্জবিস্মৃ, নিপতিল উরসে
শ্রেণীবন্ধ; শোভিল যেন উজ্জ্বল তর
মুকুতারমালা গলদেশেতে—উজ্জ্বলি
হা-হতাশ করিলা খেদেতে কত মত
অবিহিত চিত্তে শুনি দুর্ঘ্যোধন বাণী
শকুনি কহিলা একান্তে কর্ণে—“হেকর্ণ
শুনিলেত সব, যতেক বলিলা ভূপ ।
যে হেতু ভূপতি, হায়, হয়ে মানহীন
পেতেছেন মনমাঝে বিবম সস্তাপ
যথা সাধ্বীসতী,—নাশে সতীত্বরতন
এবে করহে বাহাতে হয় ভাল । দেখি
রাজার যে গতি, তাহে ভিন্ন সে অরাতি
পীড়নে ; হইবেনা তাঁহার মনতোষ
এবে কিচিহ্ন উপায়, কিরূপ করিবে
আশুতুমিবলদুর্ঘ্যোধনে ।—কেমনেসে
শক্রপীড়িবেকি স্বাকরিবেকি কোশল ।’
উত্তরিলা কর্ণ ।—“কহিলে যেকথা তুমি
হে সৌবল, শুনিলাম মনঃস্থ কেন
কি আস মন্ত্রণা মোরে ? হিয়া

তুমি, তুমি হে করিবে তার সছুপায়
যেইরূপ; আরকে পারিবে হেনকবে?”
তবে মন্ত্রী শকুনি কহিলা (চিন্তা করি
কণকাল) দুর্ঘ্যোধন পানে চাহি হর্ষে ।
—“করিলু মন্ত্রণা এক, শুন-কুরুপতি
জানি আমি ভাল, যুধিষ্ঠির নৃপমণি
সদা দ্যুতকীড়াসক্ত ; অভাব খেল
তারসহ পাশা, আরাধিয়া কলিদেবে
আগে ষা-রচক্রে নলরাজা, হারাইয়া
পাশায় রাজত্ব, ভ্রমণ করিলা বনে ।
জয়করি লহ রাজ্যধন, সকলে
প্রেম বনবাসে ; নির্ঝিল্ল করহ রাজ্য
যথা ইন্দ্র দেবরাজ, বলিকে বান্ধিয়া
আর কোন আশঙ্কা রবেনা ভবেপরে ।
শুনিয়া এ হেন বাণী রাজা দুর্ঘ্যোধন
কৌরব-কুল গৌরব : হরমে কহিলা
হাসি,—“ধনাহে মাতুল ধন্যবাদ তোমা
কি অগাধবুদ্ধি ! কিবা চাতুরিকোশল !
তুমি সচিব-কুল সন্তব শ্রেষ্ঠতম ।
অসম্মা প্রণাম আমি করি তব পায় ।
মরি মরি কি মন্ত্রণা করিলেগো তুমি
শুনিয়া জুড়ালো মোর তাপিত জীবন
যথা ককটক নাগ, যবে নিষধের
পতি নলনরবর, করিলে উদ্ধার
তারে দাবানল হতে বিঘোর বিপিনে ।
যথার্থ হিতাবী মম ভোনরা দুজন,
কি আস মন্ত্রণা মোরে ? হিয়া

আজি যদি নারহিতে হেথা; বলদেখি, বেষ্টিত নীলাক্লি চারিদিকেতে; দেখিতে
কেবা বাঁচাইত মোরে এ বিপত্তিকালে, সুরমা, সুরাসুর মানব মনোহর ।
হেনরসে পরিপূর্ণ বাক্যামৃত দানে ? নিরন্তর সুধাকরে সুধাকরে করে
কিন্তু এবে করসবে আয়োজন তার, সুধাবরিষণ; মনোরম ঋতুরাজ
আর না বিলম্ব সহে; অরায় কৌশলে বিরাজেন তথা নিরন্তর অবসর
দিশতদাবিয়া, মাতুল! করহনিঃশঙ্ক ।” কালে-যবে ভাজেন ধরণী । আরআর
অমনি কহিল। কর্ণ পরম হরষে,— শোভা যত কেপারে বর্ণিতে! হেনরমা
”শুন সখা মমবর্গী; জনেক দুতেরে পূর্বীমাঝে; যথা সুখেবাসেন বাসুকী,
প্রের ইঙ্গপ্রস্তুে নিমন্ত্রিতে যুধিষ্ঠির বিস্তারি অসংখ্য কণা ধরেন বসুধা,
পঞ্চজাতা সহ, ভাণ্ডি যজ্ঞ উপলক্ষে । তাহার নিকটে এক প্রাসাদ সূচক
তাহলে আসিবে এখনি; তখন তুমি শোভমান । গঠিত হেম রতনে, মণি
করোঅমুরোধখেলিতেপাশা, আগেতে খচিত; মানব দুর্লভা; আভায় যার
পূজিয়া কলিদেবেরে। পালিতে ক্ষত্রিয় বলসি নয়ন ঝক-ঝকে, প্রকাশয়ে
ধর্ম, অবশ্য ধর্মজ খেলিতে বসিবে । দিক-দশ । সুরমা সুরমা তাহে, অতি
আমি সেইকালে আনিয়া দিব দেবল রত্নগর্ভ-সমুত রতন রাজী চারু
পরিশয়ে যার, অবশ্যই হারিবেক বিনির্মিত, মণিময় ক্ষটিকে গঠিত
বাজা যুধিষ্ঠির । জিনিয়া লইবে রাজ্য যত স্তম্ভ, তাহাহতে বাহিরায় আলো
ধন; মিটাইবে মনবাঞ্ছা প্রতিশোধে, করিয়া সভা উজ্জ্বল । ঝুলিছে ঝালর
যার হেতু পাইতেছ এত অনুতাপ । চৌদিকে মুকুতাফলে গাঁথা টেমহুজ্ঞে
তখন প্রকারে সবে পাঠাইব বনে, দ্বিরদরদ নির্মিত দ্বার শারি শারি
নিষ্কণ্টক করি এই বিপুল রাজত্ব ।” করিয়া লাঞ্জনময় দানব নির্মিত
এতেক রাধেয় রাজে কহি কুতূহলে, ইঙ্গপ্রস্তু প্রতিহার । গোপুর গর্ভিত
বাইয়া বিরলে; সানন্দে তবে অরিল নিন্দি ত্রিদিবভোরণ; তাহেদ্বোবারিব
নাগরাজে অভিযান্ত্রে যেমন রাবণ ভীমাকার তিন্দিপাল, পরশু প্রভৃতি
অমরে মহীরাবণে, শুনিলা যবে, হায়, অস্ত্রধারী কালাস্তুর কালের সমান
হত যত শ্রিয়পুঞ্জ রাধবের রণে । যত নাগ;—ভীষণ দর্শন, নানাবর্ণে

যনমদে পাশাপাশী পলিনীল করল হইয়া বর্ণিত । কাহারো সহজ কণা

কারো অসংখ্য গগনে । কঞ্চুককৃষ্ণিত
নানাতাবে নানাবর্ণে হইয়া রঞ্জিত ।
উগারিছে সম্বনে হলাহল, রোধিতে
দ্বিষদ্গতি । সম্মুখে উদ্যান সুচারু,
নানাবর্ণে তরুরাজী হৈমময় শোভে
শারি শারি হইয়া জড়িত রম্যতাব
কত বর্ণ ব্রতভী । শোভি নবদলে
মণিময়, ধরিয়াছে নানারূপ ফল :—
প্রত্যেকেই রত্ন ভিন্ন ভিন্ন, আভাময় ।
যতেক কুবের অন্তচব বন্ধ, লয়ে
নাগরাজ আজ্ঞা, রাশি রাশি করিতাহা
পাড়ি, বহাইয়া নরশিরে লইতেছে
মরুত ভুবনে : লইতেছে বক্ষরাজ
পরেতে মানন্দে পশারিয়া নিজবাহু
যেমন জননী, লয় আপন সম্বানে ।

এহেন সভায় বসি আছে নাগরাজ
পাণ্ডমিত্র সভাসদে হইয়া বেষ্টিত
হৈম সিংহানন পরে 'চমকিয়া হেন
কালে উঠে আচম্বিতে; মাথার মুকুট
পড়ে খসি বধা জলের তরঙ্গে হায়
অস্থির, ভাজিয়া পড়ে নদীতট । কাঁপি
উঠিল সিংহাসন জিজ্ঞাসিল জানিতে
কারণকার্ত্তান্তিকে । “কহহেবুধ কেন
হেন হৈল অকস্মাৎ, কহ বিবরিয়া ।’

অমনি দৈবজ্ঞ গণিলা খড়ি পাতিয়া
প্রতিয়া বল, কহিলা মানন্দ অন্তরে

সকলি জনগণে । “কহহে কান্দে

যেকারণে টলিতেছে আসন তোমার
অরিছে তোমায়, কোরবপুরেতে কর্ণ
কুরুপাতি উপকার হেতু । করিয়াছে
চক্রান্ত তাহার, কোনরূপে যুধিষ্ঠিরে
পাঠাইবে বনে সহ ভ্রাতাগণ তার ।
এহেতু যাচিতে তাহার। ভব সাহায্য
অরিছে তোমায় কর্ণ, কহিত্তবিশেষ ।”

শুনিয়া এতক দর্শীকর-কুলরত্ন
হবষে হইলা মগ্ন, সাজিলা যাইতে
কোরব নগরে । করিলা সুবেশ ভূষা
বিধিমতে । হেনকালে দেখিয়া এসজ্জা
প্রণয়িনী নাগেশী িত্রিণী তার, কহে
করি ষোড়হাত, “কহ জিবীতেশ, আজি
কেন হেন সজ্জা ; বল বল, যাবেতুমি
কোথায় ?—সেয়ে কুরুনগর তয়ানক।
দুখ দুর্ঘোষন রাজা তায়, মজ্জি তার
খলপ্রোষ্ঠ শকুনি-পাষণ্ড ; মিত্র কর্ণ
পরম গর্জিত । একের আক্রমে যার
ধরানন স্থিরা, তাহাতে মিলেছে তিন
জন-দুখকুলপ্রোষ্ঠ ; সর্জনা যে তারা
চেষ্টে-লোকের অহিত, বল কেমনেতে
যাবে তুমিতথা, লবেকি ডাকি বিসদ !
কেমনেবা আমি নাথ, ছাড়িদিহি তোমা
করি এ হৃদয় শূন্য । বিশেষত দেখ,
নরপতি যুধিষ্ঠির ধর্ম চূড়ামণি ।—
সদা যে আকারেই এই জগতের হিত

তাই অহিত তার । অসুচিত এত, হে ধূমপুষ্প উড়িল আকাশ আধারিয়া ।
নাথ, কেনকর; কহ তা দাসীরে সব । রক্তজিহ্বা বিভাবসু ঘোর কোলাহলে
উত্তরিল নাগেশ্বর;—“শুনহৃদিবাঞ্ছা করিয়া বিকটরূপে দন্ত কড়মড়ি,
যেহেতু শত্রুতা মম পাণ্ডবের সহ । ভ্রমি চতুর্দিক : গ্রাসিলেন জীবকুল
প্রথমেতে ভাবিয়া দেখনা কেন মনে তরুলতা আদি । চৌদিকে উঠিল হায়
অহিতে সদাই রত থাকয় অহিতে । হাহাকার রব । এহেনকালে, জননী
দ্বিতীয়তঃ সত্যবটে, যুধিষ্ঠির দীর, আমার হইয়া ভয়াভ, পাইয়া পথ ;
ধর্ম পরায়ণ : করেনিকো অপকার বনহতে বাহির হইয়া অতি ত্রস্তে
কিছু মম । কিন্তু, তার সোদর অজ্ঞান আসিতেছিলেন নাগপুরে । হেনকালে
করিয়াছে শত্রুতা বভেক মম সহ ; দুর্ধীনীত নশাস অজ্ঞান, হায়, তাঁয়
অদ্যপিও আচরণে আমনেতে আমার পাইয়া দেখিতে ; করিয়া শরেতে খণ্ড
শুনিয়া স্বামির বাণী, কহিলা নাগিনী খণ্ড ফেলাইল অগ্নিকুণ্ড মাঝে । প্রিয়ে
—“কহ প্রাণনাথ, কেমনে অজ্ঞানতব বলদেখি এ হেন বীহার আচরণ !
মনে করিল শত্রুতা, কেনবা সাধিল কাহার না যায় ইচ্ছা । পরিশোধ লতে
অহিততোমার; দাসীরে কহ বিবরি ।” নিপাতি এহেনশত্রু!-কে থাকে নিস্তক
উত্তরিল নাগতবে :-“শুনপ্রিয়তমে সিংহ কি নীরব থাকে শৃগাল আক্রমে!
কি আর বলিব সেইসব; স্মরিলে যে পূর্বে সখ্য ছিল মম কর্ণবীর সহ,
তাহা, হৃদয় বিদরে ! বিশেষ, বিলম্ব শোকবাদে গিয়া আমি সেকুনগরে
হয় যাইতে কর্ণ সদনে । তবে যদি (যাহার নামেতে তুমি ভয়পাও ধনী!)
একান্ত বাসনা তব, শুনতাহা বলি ।” কর্ণসহ করিয়া এদেছি ষড়বস্ত্র ।
“একদা চাকুলোচনে, খাণ্ডবকাননে, এককাল পরে তিনি পাইয়া সময়,
ধরাধামে অতুলা কানন যাহা । হয়ে করিছে স্মরণ মোরে । যাই, বিধুমুখি!
তার শোভায় মোহিত, হায়, একাকিনী দেহবিদায়; রহিতে না পারিলো আর ।
জ্বলিতেছিলেন মাতা পরম উল্লাসে । কর মঙ্গল, অবিলম্বে আসিব ফিরি ;
অগ্নিতোর হেতু, হেনকালে, নারায়ণ হরি ও চাঁদমুখ, জুড়াইব জীবন ॥”
সহ পার্থ আগুন দিলেক মহাবনে । এতেক বলিয়া তবে সরোষে ভুজঙ্গ
ঘোর রবে ঘেরিল চৌদিকে বৈদ্যনর উড়িল অঘর পথে : উজলিয়া দিক

যথা বৈনতেয় গজকল্প লইয়া
উড়িল অম্বরপথে বটকাণ্ড তাজি।
অধোভাগে তাজি কত বন উপবন
মনোহর—ফলপুষ্প সুশোভিত; কত
পার্বত শিখর উচ্চ—চুড়া উচিয়াছে
যার অভভেদী; কত ভূগুদেশ রম্য,
কন্দর, নগর, গ্রাম, শ্যামল বসুধা,
তীর তারা নিন্দা আর পবনের বেগ,
মানসিক রথ-গতি করিয়া আশ্রয়
চলিয়া অবিরাম প্রবাসি জন যেন,
অবিশ্রাম গতি ধরে যাইবারে গৃহে;
উত্তরিল কতক্ষণে নাগরাজ তবে
যথায় বসিয়া কর্ণ। করিল সম্ভাষা
সমাদরে, পরস্পর ব্যাকুলিত ভাবে
যথা সত্যপতিব্রতা পতিপ্রাপ্তে, হয়
বহুদিনান্তরে। জিজ্ঞাসিল পরস্পর
শুভ সমাচার; বসিল আসনে দোঁহে।
তবে কর্ণে জিজ্ঞাসে ফণীজ্ঞ সমাদরে:
“কহহে কিহেতু, সখা! স্মরিয়াছমোরে
হেনকালে? কেনহে বিষদেখিতোমা
বল, আমি কোন কাষ সাধিব তোমার?
করআজ্ঞা, পালিবহে প্রাণপণে আমি।”
উত্তরিল কর্ণ;—“আহা! নাজানিযেকত
পুণ্য করিয়াছি পূর্বজন্মে, সেইভাগ্য
ফলে পাইয়াছি আমি তোমা হেনমিজ।
ধন্য হে তুমি!—তুমি নাগকুলেরচারু
অজ্ঞার! নাপারিব, পাশরিতে তব

গুণ, জীব যতকাল এ ধরা ধামেতে।
দিক্ সে সুধায়,—যাহা লভিল দেবতা
কুল, মথিয়া সাগর অপার যতনে।
সুমিষ্ট কি হে সে সুধা তব বাক্যামৃত
হতে?—আহা, যাহা শ্রবণে হইলতৃপ্ত
শ্রবণ আমার; জুড়াইল প্রাণ মন।
অতঃপর শুন, সখে! যেহেতু বিষদ
তব বান্ধব বদন, আর চিন্তাকুল
মতি। কহিতেছি তাহার কারনসৰ্ব্ব।”
“এ কিছু অজ্ঞাত নয় তব: যে, ভূপেশ
দুর্যোধন মম প্রিয় বান্ধব সুশীল;—
প্রাণের সমান। যাহার ছুঃখেতে হই
ছুঃখী, সুখেসুখী; বিষাদেবিষাদিকত।
সদা বাক্তি শিববার (সেজনও হেন
মমপ্রতি, আমি যেইরূপ।) দেবপদ
পূজি মাগি যাহার কল্যাণ;—আরকিহে
কহিব অধিক? এরূপ যে প্রিয়তম;
বিষদ বদন দেখি তার, বলদেখি,
কেমনেতেথাকে প্রাণশাস্ত? দুর্যোধন
রাজা,—রাজরাজেশ্বর; পাণ্ডব ভবনে
হয়েছিল অপমান।—এইহেতু তিনি
হয়েছেন ব্যাকুলিত অতি। জানত হে,
মানমদে নতু যেইজন; সে মানের
হলেহানি, কিতাপেদহয়ে প্রাণমন
শুনসখা! এবে শত্রুদলে শান্তিভিন্ন,
হবেনা তাঁহার মনোভোষ। অতএব
ডাকিম তোমায়, করিতে সাহায্য কিদ

পূর্বসত্য মতঃ—বিশেষতঃ পাণ্ডবের
অহিত সঙ্কল্পে, তব চিরবাঞ্ছা যাহা
করেছি মন্থনা মোরা, অক্ষকীড়া চলে
জিতিয়া লইয়া তাহাদেব রাজ্যধন,
পাঠাইবে বনে; নিষ্কলক হবে রাজ্য,
ভূতলেতে আরনা রহিবে কোনশত্রু
কিন্তু তব মত কিবা কহতা আমাবে ।

এতেক বলিয়া নীববিল কর্ণ ছুই
মতি, খামিল যেন মরুভূমেতে, হায়
ভীমাকার সুপ্রবল বায়ু । কে আবএ
হেন মূঢ়মতি পদাপামে যেন কর্ণ!—
সুচন্দন তরুরাজী মাঝে জন্মিয়াছে
এ বিষরক্ষ, কুন্তীর জঠর ক্ষেত্রেতে ।

শুনিয়া কর্ণের মুখে অশুকুল বাণী,
মানন্দ অন্তবে উত্তবিল নাগবব
চাহিকর্ণে।—“হেমিত্রবলিলেযাহা মম
অভিমত তাহা; নাই ইথে ভিন্নতাব
কিছু মম । উত্তম মন্থনা করিয়াছ
সবে, ইহাতে হইবে বাঞ্ছা সিদ্ধ; কিন্তু
ভাই যত্নযোগে সাধ্য চাই তাহা । ইথে
কিকরিব আমি, করমোরেআজ্ঞা; কত
করিবনাক্রটি সাধিতে তাহা, যেকোন
প্রকাবপারি। করিমুআমিএ প্রতিজ্ঞা।

কহিলাকর্ণ, “শুনহেমিত্র, মমবাণী
আনিয়া দেহ ধৌল, এচপ যেসব
যাহাতে অবশ্য জয় হব দুর্যোধনে,
এইমাত্র তবকাছে আমার প্রার্থনা ।”

উত্তরে নাগেশ তবে।—“ওহে কর্ণবীর
কিহেহু ভাবনা তব অক্ষতবে এত?
অবশ্যই আনিদিব আমি, নাহিকোন
নন্দেহ তায়; যাহাতে অবশ্য, হইবে
জয়লাভ । কিন্তু এবেদেহ হে বিদায়,
বাণেয়, হেমিত্রকর্ণ, আসিআমিতবো-
এখন যাটব আমি আপনার পুরে ।

কিন্তু, আমি, আরনাহিআসিতেপারিব
এথা কন্সবশে; বিশেষঅজ্ঞুনে দেখি
কাঁপে ভয়ে অঙ্গ, অতএব ক্ষমিবৈহে
মোবে । পাঠাইব অক্ষ আমিকলিদেব
সহ,—জিনি আসিবেন এথা দুর্যোধন
তপোবলে।পাঠাইবতীহাবকাছেপাশী,
প্রতি পরিণয়ে যার হবে জয়লাভ ।

অতএব যাট আনি, দেওহে বিদায়,
সখে’ আরনাহি করিতেপারিবিলম্ব ।’
এতেক কহিয়া নাগ চলিল বিমানে,
যেমন ঠৈনাক টশল টৈম পক্ষতরে
চলিল পবনবেগে, হইল অদৃশ্য ।

এথা দুর্যোধনে কর্ণ কহে সবিশেষ,
হইল সকলে অতি প্রফুল্ল অন্তর,
যথা হারাদন প্রাপ্তে দুর্ধিধ যোজন ।
সময় বিলম্ব তবে নাহি করি আর,
পাঠাইল রাজদূত সভা ইন্দ্রপ্রস্থে;
আনিবারে যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চজনে,
আজ্ঞাবাহী রাজদূত গেলা ইন্দ্রপ্রস্থে,
কুরুপুরে কুরুপতি রহিলা আনন্দে ;

নীতা প্রাপ্তে সীতাকান্তলক্ষ্যাপুরে যথা
মংহারিয়া নলেশ্বরে দুর্বার সমবে।
হরষ অপীপ শুব লভিলা হরষ,
পর্যভবি পবিত্রাপে মঙ্গলা সমরে।
ইতি শ্রীপাণ্ডববনগমন কাব্যে অক্ষ-
লাভো নাম প্রথম সর্গ।

ঐপ্রহরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
পুণিয়া।

ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট !!!

এ কদা নিশাবসানে
জৈনক সিদ্ধপুরুষ
কোন গুট অস্তিত্বে
চিত্রকূট গিরিশিখর
হইতে কালিঞ্জরী পার্বতে গমন
করিতেছিলেন। গন্তব্য পথের
কিয়দূরে হঠাৎ এক মনুষ্য তাঁহার
নয়নগোচর হইল। তিনি নিক-
টস্থ হইয়া দেখিলেন, একবাদি
দীনবেশে কোন বৃদ্ধতলে বসিয়া
অনন্যমনে যেন কি চিন্তা করি-
তেছে। চিন্তা এমনি গভীর যে,
বারিবিলু তাঁহার ললাটদেশে তদ
করিয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করি-
য়াছে, কিছুই জানিতেছে না।
সিদ্ধপুরুষ তদৃষ্টে অতিশয় বিস্মিত
হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;

‘কি হইল ?’

বসিয়া কি ভাবিতেছ ? তোমার
পরিচয় প্রদানের কি কোন প্রত্নি-
বন্ধক আছে ? যদি না থাকে, তবে
আমার কোতূহল নিবারণ কর।’
এই কথায় উপবেশন-কারীর
অবনত মস্তক উন্নত হইল।

সিদ্ধপুরুষ পুনরায় জিজ্ঞাসা
করিলেন : “আপনার এ বিমর্ষ-
ভাবের কারণ কি ?” তিনি কহি-
লেন : “মহাশয়। এ হতভাগের
ছুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন ?
আমি একজন ভিক্ষাজীবী দরিদ্র
ব্রাহ্মণ। এই পৃথিবীমধ্যে আমার
সহধর্ম্মিণী ও একটা পুত্র ব্যতীত
আর কেহই জীবিত নাই। এই
স্থানের দুই ক্রোশ উত্তরে যে এক
গণ্ডগ্রাম আছে, তাহার প্রান্তভাগে
এ হতভাগ্য বাস করে। প্রাতঃকাল
হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত সমস্তদিন ভিক্ষা
করিলেও আমার অদৃষ্টদোষে
যৎসামান্য তণ্ডুলাদি হস্তগত হয়-
না। এমন কি, তদ্বারা একজনেরও
ক্ষুধা নিরুত্তি হওয়া কঠিন হয়।
কিন্তু উপায়াভাবে তাহাই তিন-
অংশ করিয়া আহার করি।
বিশেষতঃ একদিনের জন্যও আমার
জীপুত্রকে আমি স্মৃখী করিতে
পারিলাম না ! ইহা কি সামান্য
ছুঃখের বিষয় ? ঈশ্বর আমার প্রতি
যে কেন এত প্রতিফুল্ল, বলিতে
পারি না ! আমি প্রত্যহ সূর্যো-
দয়ের পূর্বে এইস্থানে আসিয়া
কর্তব্যাকর্তব্য চিন্তা করিয়া থাকি :

কিন্তু যখন মনে হয়, আমি স্ত্রীপুত্রের উদরায় যোগাইতে পারি না, তখন মানসিক যাতনায় আমার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতে থাকে ।— তা বিদ্যাতঃ ! আমাদের আব কেন জীবিত রাখিয়াছ ! আমি আর যাতনা সহিতে পারি না !” ব্রাহ্মণ এই অবধি বলিয়া নীরব হইলেন । অল্পকালের কাহিনী নিজমুখে বাক্য করিয়া তাঁহার শোকসিন্ধু উখিয়া উঠিল ; হস্তদ্বারা মুখরত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । ক্রন্দনশব্দে বিজন বন প্রতিধ্বনিত হইল ।

সিন্ধপুরুষ ব্রাহ্মণের এইরূপ অবস্থায় যারপর নাই দুঃখিত হইলেন, কহিলেন : “তাই !—তুমি কেঁদো না । আমি তোমার দুঃখ বিমোচন করিব ; স্থির হও ” এইরূপে সিন্ধপুরুষ তাঁহারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ।

কলকাল পরে ব্রাহ্মণ দৈবোবলয়ন করিলে মহাপুরুষ কহিলেন ; “জাতঃ ! অদ্য দিব্যবাসনে যখন আমি প্রত্যাগমন করিব, তখন এইস্থলে একবাব তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি ; যদি আমার আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়, তাহা হইলে এইস্থানে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিও ।” ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহাশয় ! অধিক কি কহিব, এ দাস আপনার শরণাপন্ন ; দাসের প্রতি বাহা অনুমতি করিবেন, তাহাতেই প্রস্তুত । প্র-

ত্যাগমনকালে এইখানেই আমারে এইভাবে দেখিতে পাইবেন ।

মহাপুরুষ বিদায় হইলেন । পূর্বে বলা গিয়াছে, তিনি কালিঙ্গরী পর্বতে যাইতেছিলেন, এক্ষণে তথায় গমন করিলেন । পাঠক ! এদিগে একবাব ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন । তাঁহাকে কি আর রক্ষা হলে দেখিতে পাইতেছেন ?—না, ফলকাল হইল, তিনি তথাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন ।

কয়েক দণ্ডের মধ্যে মহাপুরুষ অভিলষিত স্থানে উপনীত হইলেন । তথায় তাঁহার গুহ অভিশ্রম সম্বাদনার্থ সূর্য্যদেবের শরণ লইলেন । অতীত সিন্ধ হইল, সূর্য্যদেবের দর্শন পাইলেন । সূর্য্যদেব কহিলেন : “বৎস ! এক্ষণে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইল, আমি বিদায় হই ।” মহাপুরুষ বলিলেন ; “ঠাকুর ! আপনার অনুকম্পায় যদিও এ দাসের সমুদয় বাসনা ফলবন্তী হইয়াছে, তথাপি আর একটি প্রার্থনা আছে । অদ্য প্রাতে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের মনস্তাপে আমার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে, তাহাকে সুখী করা আমার একান্ত অভিলাষ । অতএব আপনারে সেই অভিলাষটী পরিপূর্ণ করিতে হইবে ।”

দিনপতি কহিলেন ; এখন আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারি, কিন্তু সে ব্যক্তি তাহার অদৃষ্ট

দোষে ছুঃখ ভোগ কবিতোছে ।
 একদা মধ্যাহ্নকালে ঐ ব্রাহ্মণ
 যক্ষ্মাকুলেববে এক প্রান্তবদিয়া
 বিমর্ষভাবে যাইতেছিল, আমি
 তাহার স্নানমুখ দেখিয়া বড়ই
 ছুঃখিত হইলাম ; ইচ্ছা হইল,
 তাহার দীনতার কারণ অপ-
 সারিত করিয়া দিই । তদন্তে
 এক কলস মুদ্রা ঐ প্রান্তববে প্রান্ত-
 ভাগে ব্রাহ্মণের অগোচরে গন্তব্য
 পথের একদিকে রাখিয়া দিলাম ।
 সেই স্থান দিয়া গমনকালে ব্রাহ্মণ
 মনে করিল, আজি অমুকস্থলে যে
 অন্ধকে দেখিয়া আসিলাম, সেব্যক্তি
 কিরূপে অজ্ঞাত পথ দিয়া গমনা-
 গমন করিয়া থাকে ! একবার অন্ধ
 হইয়াই দেখি না কেন, অন্ধেরা
 কিরূপে স্মৃতে পথভ্রমণ কবে । হত-
 ভাগ্য ব্রাহ্মণ এইরূপ কল্পনা করি-
 যাই চক্ষু মুদিল । যেখানে কলস
 পূর্ণ অর্থ ছিল, সেস্থান অতিক্রম না
 করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলনা ।
 অতএব বৎস ! অদৃষ্টে ছুঃখ
 থাকিলে কে তাহা মেচন করিতে
 পারে ? মহাপুরুষ পুনর্বার বিনীত-
 ভাবে বলিলেন : ভগবন ! এত
 কালের পর আমার সমুদয় ধর্ম
 বোধ করি বার্থ হইল । সেই ব্রাহ্ম-
 ãের নিকট আমি যে সত্য কবিয়া
 আসিয়াছি, তাহা বক্ষা না হইলে
 সকলই ব্যথা হইবে ; বিশেষতঃ
 সত্যরক্ষা করাই জীবনের প্রধান
 উদ্দেশ্য । এক্ষণে আপনি এ

শরণাত্তের প্রতি সদয় না হইলে
 আর সত্যরক্ষার উপায় নাই ।
 মহাপুরুষ এইরূপে তাঁহার
 নিকট বহু মিনতি করিতে লাগি-
 লেন । সূর্য্যাদেব ভক্তের কথা
 আর এড়াইতে পারিলেন না,
 পাবিশেষে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ
 করিতে সম্মত হইলেন । কহি-
 লেন : অদৃষ্টের ছুঃখ বিমোচন
 করিতে কাহাবই সাধ্য নাই । তবে
 এক্ষণে আমি তোমারে যে উপায়টী
 বলিয়া দিব, তাহাতে সেই ব্রাহ্ম-
 ãের সকল কষ্টই নিবারিত হইতে
 পারিবে । এই বলিয়া দিনপতি
 তাঁহাকে সেই উপায়টী কহিয়া
 অনতিবিলম্বে অন্তর্হিত হইলেন ।

মনোরথ সিদ্ধ হওয়াতে মহা-
 পুরুষের আর আত্মাদের পরি-
 সীমা বহিল না । ক্ষণকাল মধ্যে
 তিনি তথা হইতে কালীঞ্জরী
 পার্বত্যভিমুখে গমন করিলেন ।
 নির্দিষ্ট স্থলে আসিয়া দেখিলেন,
 ছুঃখী ব্রাহ্মণ পূর্বে কথানুসারে
 সেই বৃক্ষতলেই বসিয়া আছেন
 কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় বিমর্ষভাব
 লক্ষিত হইল না । প্রথমে মহা-
 পুরুষ তাঁহার সমুখে আসিয়া
 উপস্থিত হইলে তিনি সাধ্যানু-
 সারে তাঁহার সম্মান রক্ষা করি-
 লেন । ক্রিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর
 মহাপুরুষ ব্রাহ্মণকে কহিলেন ;
 দ্বিজবর ! ঈশ্বরেচ্ছায় আজি
 আমার মনোক্ষাম সিদ্ধ হইয়াছে,

এক্ষণে তোমার মনোবাঞ্ছা সুসিদ্ধ হইলে আমার সমুদয় পরিশ্রম সার্থক হয়। ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহাশয়! আপনি যখন আমার প্রতি মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন এবং আমি যখন আপনাব আশ্রিত হইয়াছি, তখন আব মনোবাঞ্ছাসিদ্ধি বাকি কি! নিষ্ঠুর দৈন্যা আর আমার কি করিতে পারিবে? মহাপুরুষ কহিলেন দেখ, কালিঞ্জরী পার্বতের দক্ষিণ-দিকে যে “বুঢ়াতলাও” নামে প্রসিদ্ধ ও পবিত্র সর্বোবর আছে, তাহাতে স্নান করিলে মনুষ্যের সমুদয় অর্ভীক্ষ সিদ্ধ হয়। কল্যা প্রত্যাশে তোমরা সকলে সেই সর্বোবরে স্নান করিয়া ভগবান ভাস্করের নিকট এক একটি বব প্রার্থনা করিবে; প্রার্থনা কবিলেই তিনি তোমাদিগের অর্ভীক্ষ সিদ্ধি করিবেন। মহাপুরুষ ব্রাহ্মণের হিত-কামনায় এইরূপ সংপরামর্শ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে কিঞ্চিৎ শাস্ত্রভাবে কহিলেন; মহাশয়! এ পৃথিবীতে কেহই নির্ধনের গোরব করে না। কিন্তু আপনি অমুকুল দেবতার ন্যায় আমার সমুদয় ক্লেশ বিদূরিত করিলেন! আপনার এই মহোপকার চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। মহা-

পুরুষ কহিলেন; “বন্ধো! পরোপকার, সন্ন্যাসদর্ম্মে একটি প্রধান অঙ্গ। ইহা সাধন ক্রিতে না পারিলে ধর্ম্মের নিকট পতিত হইতে হয়। অতএব তোমার যে যৎসামান্য উপকার করিলাম, তন্নিমিত্ত এতদূর বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবে না : পরোপকারই আমার জীবনের চির-ব্রত। যাহা হউক এক্ষণে সায়ংকাল উপস্থিত, চল আমবা স্বস্থানে গমন করি।” এই বলিয়া মহাপুরুষ প্রস্থান কবিলেন। ব্রাহ্মণও মহর্ষিচিহ্নে গৃহে উপনীত হইলেন।

বাৰ্ত্তিতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীপুত্র স্তম্ভার উৎপীড়নে অস্থির হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কবিলেন; আজি আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? ব্রাহ্মণ হর্ষচিহ্নে বিলম্বের সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। তৎপ্রবণে তাঁহাদিগের মনে যুগপৎ আত্মদ্রাব ও বিন্ময় জন্মিল। ব্রাহ্মণী কহিলেন, আমাদের কি এমন অদৃষ্ট হইবে? ভগবান কি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন? এ হতভাগ্যদিগের প্রতি কি তাঁহার অনুগ্রহ হইয়াছে? ব্রাহ্মণ কহিলেন; “হইয়াছে। দেবতাদিগের বাক্য কি কখন মিথ্যা হইয়া থাকে? তিনি আমাদের দুঃখে অবশ্যই সদয় হইবেন।” ক্ষণকাল

এইরূপ বাক্যাদেশের পর তাঁহারা হৃষ্টান্তঃকরণে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি দ্বারা অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুতের আয়োজন করিতে লাগিলেন ।

কালচক্রের গতি কে রোধ করিতে পারে ! রজনীদেবী ক্রমে ক্রমে গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন । এদিকে পর্ণকুটীর-বাসীরা ভোজনাদি সমাপ্ত করিয়া শয়ন করিয়াছেন । শয়ন করিয়াছেন বলিয়া যে নিদ্রিত হইয়াছেন, এমন মনে করিবেন না । সকলেরই আনন্দ হইয়াছে কি না, সুতরাং নিদ্রা নাই । দুঃখে নিদ্রা নাই, আর হর্ষে নিদ্রা নাই । শোকে নিদ্রা নাই, আর দারিদ্র্যে নিদ্রা নাই । পাঠক ! এমন অবস্থা কি কখনও ঘটিয়াছিল ? যদি কখন ঘটিয়া থাকে, তাহা দিয়া দেখ, সে সময় নিদ্রা হইয়াছিল কিনা ? তাবনা উত্তর দিবে, হয় নাই । সদাশ্রয় ব্রাহ্মণের সেই জন্য নিদ্রা হইল না । ব্রাহ্মণ মনে করিতেছেন, “আমিত ব্রহ্ম হইয়াছি, চিরদিন দুঃখভাগ করিলাম, বাঁচিতে আব ইচ্ছা নাই । এখন শ্রীপুত্র যাহাতে কিছুদিন সুখে থাকে, সূর্য্যের নিকট সেই বর প্রার্থনা ।” ব্রাহ্মণী মনে করিতেছেন, “আমি কুরুপা, স্বামী আমার নির্ধন, সেই জন্যও বটে; আর চিরকাল দুঃখে দুঃখে গেল ;—স্বামী আমার একদিনের জন্য প্রিয়সম্ভাষণ

করিলেন না । ধনের সুখে না হউক, একদিনও মনের সুখে থাকিতে দিলেন না ; সে জন্যও বটে, অতএব অদ্য রজনী-শেষে সন্ধ্যায় সরোবর-তীরে গিয়া সূর্য্যদেবের নিকটে এই বর চাহিব, যেন আমি সর্ষাপ সুন্দরী যুবতী হই । সুন্দরী হইয়া স্বামী মনোরঞ্জন করিব । আর দেবতা যখন প্রসন্ন হইলেন, তখন অবশ্যই ধন হইবে । তাহা হইলেই সংসারের সুখ জানিতে পারিব । সুন্দরী হইলে স্বামী অবশ্যই ভাল বাসিবেন । তাহাতেই চিরদিনের দুঃখ ভুলিয়া যাউক ।” পুত্র মনে করিতেছেন, “মহাপুরুষ যদি সত্য সত্যই সদয় হইয়া থাকেন, তবে কখনই এ কষ্ট থাকিবে না । পিতামাতা সুখে থাকিলে সন্তানের ইহপর উভয় লোকের সারধর্ম উপার্জিত হয় । আমি স্বয়ং উপার্জনক্ষম হইলে এ বারে দুই মনোরথ সিদ্ধ হইবে । অতএব ভগবান ভাস্করের নিকট আমি তাহাই প্রার্থনা করিব ।” এইরূপ মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে সকলের নিদ্রাকর্ষণ হইল । রজনী শেষ হইতে না হইতে ব্রাহ্মণী সর্ব প্রথমে পূর্ব্ব কথিত সরোবর-তীরে মুখে গমন করিলেন । পথিমধ্যে তাঁহার কতরূপ ভাবনার উদয় হইল । তাঁহার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দিনমণি উদয় হইলেন । ব্রাহ্মণ-

পত্নী সরোবরে অবগাহন করিয়া অরুণদেবের নিকটে পূৰ্ণকম্পিত বব চাহিলেন। ভগবান সহস্রবর্ণি তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন; তিনি সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যুবনী হইলেন তাঁহার রূপে সমুদয় অরণ্য আলোকিত হইল।

দৈবক্রমে সেই সময়ে মোগল সম্রাট আবদুলজের কালীঞ্জরী গিরি শিখর বব নিকটস্থ ববাহ অবতারে বমস্তক চূর্ণ করিবার মানসে একখানি ক্ষুদ্র অৰ্ণবপোতারোহণ পূৰ্ণকগমন কবিতৈছিলেন। অদূরবর্তী বন হঠাৎ আলোকময় দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধিৎসা উত্তেজিত হইল। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন ভূতাকে ইহার কারণানুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া কহিল; “প্রভো! এক যুবতীর সৌন্দর্য্যে বন আলোকময় দেখাইতেছে।” আবদুলজের শুনিয়া বিস্মিত হইলেন; কহিলেন, “তাহাকে যে কোন প্রকারে হউক, আমার নিকট লইয়া আইস” ভূতারা বসপূৰ্ণক সুন্দরীকে লইয়া আবদুলজের নিকট গমন করিল।

এদিকে ব্রাহ্মণ সরোবরে আসিয়া অবগাহন করিলেন। ভীবে উচ্চিয়া দেখেন, তাঁহার সহধর্ম্মীণীরে যবনে লইয়া যাইতেছে। তিনি উপায়াস্তর না দেখিয়া সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন :

“ হে ভগবন্! ব্রাহ্মণী যবনাশ্রয়! জ্ঞাপনি তাহাকে শূকরী-দেহ প্রদান করুন।” ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ শূকরী হইলেন। যবনেরা এতদ্দৃষ্টে ভীত হইয়া তাহারে মায়াবিনী বিবেচনায় পরিত্যাগ করিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মণকুমার সরোবর সম্মিধানে উপনীত হইলেন। তিনি পিতার প্রমুখাৎ সমুদয় রত্নাস্ত্র অবগত হইয়া তাঁহাকে সাস্তুনা করিয়া কহিলেন, পিতা! আপনি শোক করিবেন না, আমি মাতারে প্রকৃতিস্থ করিব। এই বলিয়া ব্রাহ্মণকুমার অবগাহনানন্তর দিনপতির নিকট প্রার্থনা করিলেন, “ হে সূর্য্যদেব! আপনি আমার জননীকে পূৰ্ণের ন্যায় প্রকৃতিস্থ করুন।” তাঁহারা অনতি বিলম্বে দেখিলেন, ব্রাহ্মণী পূৰ্ণের ন্যায় মলিনবেশে তাঁহাদের নিকটে আগিতেছেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া বিমর্ষচিত্তে ক্রীপুত্র সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই স্থানে ব্রাহ্মণেব পূৰ্ণ অদৃষ্ট ফিরিয়া আনিল। তাহারা অদৃষ্ট মান্য না করেন, তাঁহারা এই দৃষ্টান্ত (১) অনুধাবন করিবেন।

(১) দৃষ্টান্তসী আইনসর্গিক না হইলে যথার্থ উপদেশ পাওয়া যাইত।

✓ নূতন পত্রের সমালোচন ।

বকাশ-বন্ধু, মাসিক
অ পত্র ।—শ্রীযুক্ত
 আশুতোষ মুখো-
 পাধ্যায় ইহার

সম্পাদক । কলিকাতা দরমাছাটা।
 হইতে আশ্বিনমাস অবধি ইহা
 প্রচারিত হইতেছে । ইহাতে
 সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ
 সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাব লিখিত
 হইতেছে । প্রস্তাবগুলি মন্দ হই-
 তেছেন । আশ্বিন মাসের পত্রে
 পাঁচটি প্রস্তাব আছে, তন্মধ্যে
 জন্মভূমি, কিংকাজৌ পশু, এবং
 যৌবনের উন্নত আশা, এই তিনটি
 উত্তম; কিন্তু যত সংক্ষেপে উহার
 বর্ণনা হইয়াছে, তাহাতে নিতান্ত
 প্রয়োজনীয় ভাবগুলিও প্রকাশ হয়
 নাই । আয়তনের ক্ষুদ্রত্বের এই-
 একটা প্রধান অতাব । বিশেষতঃ
 ইংরাজি হইতে যৌবনের উন্নত
 আশা বিষয়িণী যে একটা কবিতা
 সংগৃহীত হইতেছে, তাহার সকল
 স্থলের রচনা সময়ানুসারিণী
 নহে । “সকাময় পোভা

যার, তেজি ভ্রম কুসংস্কার”
 ইত্যাদি শব্দেতে অত্যন্ত শ্রুতিকটু ।
 যদিও অনুসারকে বর্ণনামধ্যে ধরা
 যায় না, সুতবাং অনুসার যোগে
 বর্ণনাদিক্যও হইতেছে না; কিন্তু
 কুসংস্কার শব্দ কবিতার মধ্যে
 থাকিলে শ্রবণে স্মৃতি বিদ্ধ করে ।
 দ্বিতীয়তঃ ‘আশ্রিব, খননিব’
 ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা কোন
 কবি-বিশেষের স্মৃতি, ব্যব-
 হারবিরুদ্ধতা দোষে সহজে সকল
 শব্দের অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট,
 আমরা অনুরোধ করি, সম্পাদক
 ভবিষ্যতে সতর্ক হইবেন । উপায়
 সম্বন্ধে কোমল কবিতাকে কর্কশ
 করিবার চেষ্টা পাওয়া কবিত্বের
 উপদেশ নহে । এই পত্রের মাসিক
 মূল্য তিন পয়সা ।

১২৭৪ । ১২৭৫ সালের মূল্য প্রাপ্তি ।

(অগ্রিম)

ঐচ্ছিক বার যোগেশ্বরনারায়ণ ঘোষ	কলিকাতা (ভাদ্র হইতে প্রাবণ পর্য্যন্ত)
“ঈশানচন্দ্র সরকার	ঐ ” ”
“ অমৃতকৃষ্ণ বসু	ঐ ” ”
“ গিরিন্দ্রনাথ মল্লীক	ঐ ” ”
“ মহেশচন্দ্র কুণ্ডার	ঐ ” ”
“ তিনকড়ি দে	কলিকাতা ” ”
“ চণ্ডীচরণ বসু	গুপ্তা আউড ” ”
“ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষাল	অম্বালা ” ”
“ রামদাস সেন	বহরমপুর ” ”

ঐহকগণের প্রতি ।

যাঁহারা ১২৭৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে নবপ্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক কালগুন হইতে ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, গত প্রাবণ মাসে তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে । অপর যাঁহারা গত বৈশাখ হইতে ষাণ্মাসিক প্রাকরিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মূল্যও পরিশোধ হইয়া গিয়াছে ; এক্ষণে পূর্ণার বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিবেন । যদি একমাস মাত্র মূল্য প্রদান না করেন, তবে তাঁহাদিগের দত্ত মূল্য অগ্রিম বলিয়া পরিগণিত হইবেক না । যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারা ঐ যাঁহাদিগের নিকট অদ্যাবধি গত বৎসরের মূল্য বাকি রহিয়াছে তাঁহাদের অবিলম্বে আমাদিগের প্রাপ্য পরিশোধ করিবেন, ইহার অন্যথা হইলে আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগের নাম ধাম প্রকাশে অগত্যা বাধ্য হইব ।

শ্রী তিনকড়ি ঘোষাল

নবপ্রবন্ধ কার্যালয়ের বিক্রয় পুস্তক ।

সরিজ (দ্বাদশ শিশুর বিবরণ) শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদারের কৃত	৫০
প্রবাস (তৃতীয়বার মুদ্রিত)	ঐ ১০
শ্রী গীতাভিনয়, শ্রীযুক্ত হরিমোহন কর্মকারের কৃত	... ১০
শ্রী সত্যবান গীতাভিনয়, তিনকড়ি ঘোষালের কৃত ১০
পুণ্ডরীক, শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার কৃত ১০
তাকোমুদী (বালিকাদিগের পাঠোপযোগী) ঐ ১০

বিজ্ঞাপন ।

মদিনীপুর কালেক্টরীর হেডরাইটর শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার বসু মহা-
অমুগ্রহ পূর্বক আমাদের নবপ্রবন্ধের অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ
গাছেন । শুদ্ধকল নিবাসিগণ গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে
মহাশয়ের নিকট সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন ।

শ্রী শ্যামাচরণ সিংহ নামক জটনৈক সরকার আমাদের নবপ্রবন্ধের কতক-
বিলের টাকা আদায় করিয়া পলায়ন করিয়াছে । অতএব গ্রাহক
শ্রেণীর উক্ত সরকারকে যেন বিলের টাকা আর না দেন, আমরা স্বতন্ত্র
রূপে প্রেরণ করিব । যদি কোন গ্রাহক মহাশয় উক্ত সরকারকে দেখিতে
পায়ে, অমুগ্রহপূর্বক আমাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলে চিরবোধিত হইব ।

১কাতা ।

প্রবন্ধ কার্যালয় ।

২ নং বলরামদের স্ট্রীট ।

শ্রী তিনকড়ি ঘোষাল ।

Part II.

No. 8.

NABAPROBUNDHA

A

MONTHLY MAGAZINE

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থমন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ।

সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেব নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ।	}	অগ্রহায়ণ, ১২৭৪।	}	মাসিক মূল্য—।০
৮ ম সংখ্যা।	}	ভৈশাখ, ১৮৭৭।	}	অগ্রিম বার্ষিক ২॥০

নির্ঘণ্ট

শনিজ বস্ত্রাবলী দ্বিতীয় অধ্যায়	২২৫	{	অপূর্ণ কারাবাস প্রথম পরিচ্ছেদ	২৩৩
অবাধ্য বালকের তুদ্দিনা	২২৮		মনোভঙ্গা	২৪২
কল্লমার প্রতি প্রিয় প্রকৃতি	২৩১			

কলিকাতা

আমহার্ট ফুট্ ৩৪। ১ ভবনে কাব্যপ্রকাশযন্ত্রে

শ্রীকালীকঙ্কর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত।

নবপ্রবন্ধ কার্যালয়। যোড়াসাঁকো বলরাম দেব ফুট্ ১৮। ২ নম্বর ভবন।

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদৰ্শমন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ।

সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ } অগ্রহায়ণ, ১২৭৪। { মাসিক মূল্য ... ১০
৮ম সংখ্যা। } ডিসেম্বর ১৮৬৭। { অগ্রিম বার্ষিক ২॥

খনিজ রত্নাবলী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৬৫ পৃষ্ঠার পর।



কৃষ্ণকারের বিদ্যাচারি
খণ্ডে বিভক্ত। যে
যে দ্রব্যের দ্বারা মৃ-
ণ্ময়পাত্র নির্মিত হয় এবং যদ্বারা
সেই সকল পাত্রের স্বভাব ও গুণ
জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই প্রথম
খণ্ডের অন্তর্গত। দ্বিতীয় খণ্ডে ঐ
সকল দ্রব্য একত্রে যোগ করিবার

নিয়ম এবং পাত্র সকল গঠনের
প্রকরণ অবগত হওয়া যায়।
বাসনের নানাপ্রকার বর্ণ ও চিত্র
এবং তাহার অবস্থা পরিবর্তনের
নিমিত্ত যে সকল কারু কার্য আব-
শ্যক, তৃতীয় খণ্ডে তাহার উপদেশ
পাওয়া যায়। অগ্নি দ্বারা যে প্র-
কারে ঐ সমস্ত বস্তু দক্ষ করিতে
হয়, চতুর্থ খণ্ডে তাহার প্রকরণ
বর্ণিত আছে, কিন্তু এই সকল অ-
বস্থা বর্ণনে চিত্রের বিষয় এবং
অগ্নি দ্বারা দক্ষ করণের যে সকল
নিয়ম আছে, তাহা একত্রে বলা
যাইবে।

কুম্ভকারের সকল কর্মেই কর্দম ও চুমকি পাতর প্রধান সামগ্রী। পদার্থবিদ্যা দ্বারা এই দুই দ্রব্য মৃত্তিকার আদিম অবস্থায় গণ্য হইয়াছে। কর্দম যখন নির্মল অবস্থায় থাকে, তখন তাহাকে আলুমিনার কলঙ্ক বলে এবং চুমকি পাতরকে মিলিকমের কলঙ্ক বলে। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে আলুমিনাকে এক বিশেষ দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা হইত। পরে মেঃ সর হম্ফ্রি সাহেব তাহাকে ধাতুস্থ কলঙ্ক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।*

উপযুক্ত কর্দম এই ব্যবসায়ের উপকরণ, কিন্তু বিখ্যাত বাকুইলিন সাহেব কহিয়াছেন, উপযুক্ত পরিমাণে চুমকি প্রস্তরের ভাগ নিরূপণ করাই প্রধান কর্ম। কারণ যে যে সামগ্রীর সংযোগে বাসন প্রস্তুত হয়, সেই সকল সামগ্রী উত্তম হইলেই যে বাসন উত্তম হইবে এমত নহে, উপকরণের ভাগের পরিমাণেই পাত্রের উত্তমত্ব বা অধমত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে।

কর্দম উজ্জ্বল নহে, স্ফটিকত্ব স্বভাবও নহে, বস্তুতঃ তাহা অতি কোমল*। কর্দমে লৌ-

হের আঘাত করিলে এক দাগ উৎপত্তি হয় এবং তাহার এক প্রকার বিশেষ ঘৃণ থাকতে মৃত্তিকা নামকরণ হইয়াছে, কিন্তু সেই ঘৃণের মূল কারণ লৌহ সম্পর্ক। নতুবা নির্মল মৃত্তিকার কোন ঘৃণ থাকে না।

জল ও মৃত্তিকায় একত্রে কর্দম করিলে তাহাতে নানা প্রকার গঠন হইতে পারে। তাহার গাঢ়ত্ব থাকে, উত্তাপে কঠিন হয়, স্পর্শ করিলে তৈলাক্ত বোধ হয় এবং শুষ্ক হইলে অঙ্গুলি দ্বারা অনায়াসে মার্জন করা যাইতে পারে। মৃত্তিকা জলে একেবারে দ্রব হয় না; কিন্তু সকল পরিমাণে তাহার সহিত জল মিশ্রিত হয়। মিশ্রিত হইলে পুনরায় পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। জিহ্বা দ্বারা কর্দম স্পর্শ করিলে তাহার সহিত সংলগ্ন হয়। কুম্ভকারেরা যে মৃত্তিকা ব্যবহার করে, তাহা মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশে দ্রব হয় না; তাহাদিগের কোন কোন মৃত্তিকাতে লৌহের সম্পর্ক থাকিলে রক্তবর্ণ হয়, নির্মল হইলে শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। মৃত্তিকা যত দৃঢ় হয়, ততই কঠিন

ও পরিমিতাকার হয়, কিন্তু অগ্নির উদ্ভাপে তাহার আকারের ক্ষুদ্রতা হওয়া সাধারণ নিয়মের বিপরীত, কেবল তাহার জলীয় ভাগ বাষ্পে পরিণত হওয়াতেই ঐ প্রকার হইয়া থাকে। অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যেমন সঙ্কোচিত হয়, শীতল হইলেও সেই প্রকার থাকে। ইহা পরীক্ষা করিয়া মেং ওএজউড্ সাহেব বিবেচনা করিলেন যে, তাহার সঙ্কোচিত হইবার পরিমাণ নিশ্চিতরূপে স্থির করা যাইতে পারে; কারণ অগ্নির প্রখরতা অনুসারে তাহার আকারের সঙ্কোচ হয়; কিন্তু এই প্রকার বিবেচনা তাহার ভ্রমমাত্র। তিনিই অগ্নিপরিমাপক Pyrometer যন্ত্রের স্বষ্টি করেন, তদ্বারা অগ্নির তেজ নিরূপণ হইত। অগ্নিপরিমাণের স্বতন্ত্র যন্ত্র না হইলে প্রচলিত তাপমাণ Thermometer যন্ত্রের দ্বারা অগ্নির উদ্ভাপাদি নির্ণীত হইত না। ২৪ ইঞ্চি পরিমাণের এক খানি তৈজস পাণ্ড্রে ২ টা পিস্তলের চুঙ্গী

এতরূপ স্থাপিত, যে তাহাদিগের এক পার্শ্ব অর্দ্ধ ইঞ্চি অন্তর, অন্য পার্শ্ব এক ইঞ্চির দশম ভাগের তিন ভাগ অন্তর। ঐ চুঙ্গীদ্বয়ের গাত্রে এক ইঞ্চিকে দশ ভাগ করিয়া চিহ্নিত করা ছিল, স্তরতাং তাহার এক এক চিহ্ন ঐ সময়দয় পরিমাণের ২৪০ অংশের এক অংশ। করণওয়াল দেশের মৃৎপাত্র নির্মাণ করিবার নিয়ম এই যে সাধারণ মৃত্তিকা দুই ভাগ এবং নির্মল মৃত্তিকা তিন ভাগ একত্র মিশ্রিত করিত, সেইরূপ মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা কতকগুলি চুঙ্গী নির্মাণ করিয়া মৃদু অগ্নিতে দগ্ধ করা হইত। ঐ চুঙ্গীদ্বয়ের মধ্যে যে দিক অধিক অন্তর সেই দিকে তাহারা নিশ্চিত প্রবেশ করিতে পারিত; পরে যে অগ্নির তেজ নিরূপণ করিতে হইত, সেই অগ্নিতে পুনরায় তাহা দগ্ধ করিয়া ঐ চুঙ্গীদ্বয়ের মধ্যে প্রদান করিলে তাহা জানা যাইতে পারিত।

কিন্তু ঐ যন্ত্রের অনেক দোষ থাকিতে বহুকাল স্থগিত হইয়াছে। যেহেতু প্রথর অগ্নিতে কোন দ্রব্য অল্পকাল থাকিলে যেমত সন্কোচিত হয়, মৃদু অগ্নিতেও অধিককাল থাকিলে সেই প্রকার হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য ।

অবাধ্য বালকের দুর্দশা ।

(রাক্ষস-কবলে)

ন পল্লীগ্রামে
 একজন গৃহস্থ
 বাস করিত।
 গৃহস্থের প্রিয়
 নামে একটি মাত্র পুত্র ছিল।
 পুত্রটি দেখিতে অতি সুন্দর ও
 হুটপুট,—বয়স অল্পান ষাটশ
 বৎসর। প্রিয় সকলের প্রিয় ছিল
 মত্যা; কিন্তু পিতামাতাকে অমা-

ন্য করা তাহার একটা প্রধান
 দোষ ছিল বলিয়া, তাহাকে বিস্তর
 ক্রেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এক দিবস তাহার মাতা
 তাহাকে ডাকিয়া বলিল, বৎস!
 তুমি প্রতিদিন বনমধ্যে ক্রীড়া
 করিতে যাও; কিন্তু আমি তো-
 মাকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছি
 এবং অদাও নিষেধ করিতেছি,
 তুমি তথায় আর যাইওনা। কারণ
 তথায় একটা নরডুক রাক্ষস বাস
 করে, হঠাৎ তাহার সমক্ষে প-
 তিত হইলে, নিশ্চয়ই সে তোমা-
 কে বধ করিবে।

প্রিয় যদিও মাতৃ আজ্ঞা পা-
 লন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,
 তথাচ অধিক দিন কৃতকার্য
 হইতে পারে নাই। দৈবাৎ এক
 দিবস খেলা করিবার সময় তাহার
 গোলাটা গড়াইতে গড়াইতে অ-
 ধিক দূরে পতিত হইয়াছিল।
 বালকের স্বভাবতই চঞ্চল, সুত-
 রাৎ প্রিয়ও স্থির হইতে নাপারিয়া
 সেই গোলার নিকটবর্তী হইল;

কিন্তু গোলাটি যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, তথা হইতে যে, বন অধিক দূর ছিল না, বোধ হয়, প্রিয় তাহা পূর্বে জানিলে কখনই আশিত না। যাহা হউক, এক্ষণে সে সকল বিস্মৃত হইয়া বনের অদূরে কতকগুলি পক্ষিশাবকের কিচিমিচি ধ্বনি শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের বাসা-সন্বেষণ করিতে গেল এবং তথা হইতে একটা কাষ্ঠমার্জার দেখিতে পাইয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। এই রূপে সমুদয় (যাহা তাহার মাতা বলিয়াছিল) বিস্মৃত হইয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র একটা বজ্রতুল্য শব্দ শুনিতে পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল; কিন্তু ইচ্ছা হইলেই কার্য্য হয় না। স্মরণাত্মক মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে মনো-মধ্যে নান্য প্রকার ভাবনার উদয় হইল। এ দিকে কতকগুলি বৃক্ষের মড় মড় শব্দ, এমন কি, একশত

বৎসরের পুরাতন বৃক্ষগুলি পর্য্যন্তও ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, পদতলে ঘাস ও অন্যান্য ছোট ছোট বৃক্ষ যে রূপ দলিত হয়, সেই রূপ ঐ সকল বৃক্ষ মৃত্তিকাসাৎ হইতে লাগিল এবং ক্ষণকাল পরে যথা-র্থই একটা বৃহদাকার রাক্ষস দৃষ্টি-গোচর হইল। তাহার আকৃতি এমনি ভয়ানক যে, বর্ণনা করিতে গেলে বর্ণের অভাব হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক, পূর্বে যে বজ্রতুল্য শব্দের কথা বলা গিয়াছে, তাহা কেবল তাহার নিশ্বাসপ্রশ্বাস গতয়াতের শব্দ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

রাক্ষস নিকটবর্তী হওয়াতে, প্রিয় যার পর নাই ভীত হইল, বিশেষতঃ তাহার হস্তস্থিত ভোজনপাত্র (ঝুলিতে) অনেকগুলি বালক থাকাতে, মৃত্যু মন্মিকট বিবেচনা করিয়া একেবারে নীরব হইয়া বনান্তরালে দণ্ডায়মান রহিল। প্রিয় যদিও নীরব

হইল, তথাচ কিরূপে রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, মনো মধ্যে সে চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। রাক্ষস যাহা যাহা করিতেছিল ও বলিতেছিল, তাহার কিছুই প্রিয়ের অগোচর ছিল না। রাক্ষস নিকটে আসিয়া আপনা আপনি এইরূপ বলিতে লাগিল, “ত্রিশ-বত্রিশ-চল্লিশটি বালক হইলেই যথেষ্ট হইবে; কিন্তু তাহা ত রাত্রে ভোজন করিব, আপাততঃ কি খাইয়া উদর পূর্ণ করি? ইহাও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, যে আমি অন্যান্য রাক্ষসদিগের মধ্যে পরিগিতাচারী, অধিক ভোজন করি না, তথাচ অদ্য যদি একটি দিব্য হুটপুট বালক দেখিতে পাই, তাহা হইলে উপস্থিত জলযোগের পক্ষে বড়ই সুবিধা হয় ও আত্মাদের পরিসীমা থাকে না। আমার সঙ্গী রাক্ষসদের মধ্যে কেহ তিনটি, কেহ বা চারিটির ছান

জলযোগ করে না; কিন্তু আমি তাহাদের মত লোভী নহি, আশ্রম্যার একটি হইলেই তৃপ্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক, অদ্য একটি বালক অভাবে আমি অন্যান্য বিষয় কর্ম কিছুই করিতে পারিতেছি না।” রাক্ষস এবশ্রুকার বলিতে বলিতে প্রিয় তাহার দৃষ্টিগোচর হইল এবং মাঝ্মাদে উচ্চৈঃস্বরে বলিল “এ কি? চাহিতে চাহিতেই যে শিকার মিলিল? কুল-শুরু মহাবীর কি অনুগ্রহ! ভগবতী উগ্রচণ্ডার কি অসীম কৃপা!” এইরূপ বলিয়া অগ্রসর হইবার সময় দেখিল যে, প্রিয় পলায়নের চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে রূথা চেষ্টা। প্রিয় যখন পলায়ন করে, তখন রাক্ষসকে আর কষ্ট করিতে হইল না,—রাক্ষসের অঙ্গুলী সকল এত দীর্ঘ যে, প্রিয় তাহার অঙ্গুলীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না।

প্রিয় রাক্ষসের হস্তে পতিত

হইয়া নানা বিধ স্তুতিবাদ করিতে
লাগিল এবং ক্রন্দন করিয়া ব-
লিল, মহাশয় ! “ কে আপনি ?
আমাকে ছাড়িয়া দিন, মাতার
নিকট যাই, -সন্ধ্যা হয়, -অন্ধকারে
পথ দেখিতে পাইব না, -মাতা
আমাকে অনেক ক্ষণ না দেখিয়া
কতই উদ্ভিগ্ন হইয়াছেন, আরো
বিলম্ব হইলে আরও হইবেন ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য ।

কম্পনার প্রতি প্রিয়

প্রকৃতি ।

চিন্তিতে কি পার মোরে কল্পনা জ্বলদি ?
সেই দেখা এক দিন বাসন্তী ফাল্ গুমে,
গন্তবর্ষে, স্নানযুগ্মে এসেছিলে হেথা,
প্রিয়সখী ভাবনারে সহচরী করি,
মানস সদনে মম, বিজলীর প্রায় ।

পড়ে কি মনেতে ঘেঁষি । সে দিনের কথা ?
কহ শেখি কত আমি করিয়ে বিনয়,
জিজ্ঞাসা করেছি সাত ! তবাক্রাণী বানী ?
কোথায় ভাবনা আজি ? হেচাক্রহাসিনি !
তব চির সোহাগিনী, দুখিনী ললনা,
কেম সে কামিনী ললা, ফেলে মেত্রজল,
প্রাণের ধারা মম তিতিয়া হৃদয় ?
চাহিমা দেখিতে তারে, চাহিমা ভাবিতে
ভাবনারে, চাহিমা ত, পেয়েছি যখন
জ্বলনা কল্পনা সতি ! সন্ধ্যা দেখে তোমার ।
কিসেব সংসারচক্র, ছায়া রাজ্যপাট,
কিসের মমতা স্নেহ, পরিজন প্রতি ?
যে সকল উপসব, অন্ধি মনোপুরে,
ভাবনা আনিয়া দেয়, মায়িক সে সব ।
হাসি কাঁদি কথা কই, পাগলের মত,
যেন কে দিয়েছে খেতে উদ্ভাদ ঔষধ,
পূর্ণ করি মায়াপাত্র, মায়াবিশ্বধামে ।
আর কি ভুলাতে পাবে ভাবনা আমায়,
আর কি সে মায়াকান্না, বিষমবদন,
নিরখিয়ে মম মম হয় ব্যাকুলত ?
কে জানে কপটমায়ী জানে মায়াবিনী ?
পেয়েছি তোমারে সতি ! হৃদয় মন্দিরে,
অসার ভাবনা পথে যাব নী ত আর ?
যাবনা ত পথ ভুলে, কব না ত মুখে,
আমার আমাব এই নখর সংসার !
সুরিবনা জমে কলু, রাণচক্রাকারে,
ঘোরে যথা বায়ুবেগে কুন্তকার চাক,

যখন ঘুবাঘ তাবে কুন্ডকাবগন
 চক্রদণ্ড প্রভাবিয়া পদাশ্রিত কবি,
 অথবা বালকবৃন্দ পঞ্চবর্ষ কালে,
 উঠানেতে করে ক্রীড়া ঘুবাঘে বাটল,
 ঘুবে ঘুবে ঘোবে দেখি আমন্দ বসনে
 বাহবা লাটিম ! বলি হাস্য কবে শিশু,
 ছুটে যায় কাছে কাছে, দিয়ে করতালি,
 সে রূপে কি ঘুরি আব ঘূর্ণী বায়ু মাকে,
 সার রত্ন আজি আমি করি অবেষণ !
 কহ শুনি মনোবাণি ! ধরি পা দুখানি,
 কোম পথে, কতদূরে, পরমার্থ পথ ?
 কখন লইয়া যাও রসাতল বাসে,
 কভু পুরন্দর পুরে, বৈজয়ন্ত ধামে,
 বেদিয়ার মত দেবি ! তুলিছ কেলিচ
 নীচে উল্কে চারি দিকে ত্রীকলের প্রায়,
 এ কলে প্রকৃতি কিলো, তুলিবে শুভদে ?
 অমন্ত বিশ্বাম যথা, প্রিয় সুখধাম,
 কহ 'দেখি কৃপা কবি, সেই গথ কোথা ?
 প্রিয় হৃদি বিলাসিনি সুখদে কল্পনে !
 এই কি সে স্বর্গধাম ? যথা শচীপতি
 দেবরাজ অমবেঙ্গ অঙ্গরা বেষ্টিত,
 লভেন বিমল প্রেম, প্রেমদা বিলাসী,
 মুগ্ধ হয়ে পাবিত্তাত কুহুস আদ্রাণে,
 মৃত্যু গীত, হাস্যরসে, ছন্দুভি নিসাদে,
 স্কন্ধপদা শচী দেবী শোভা পান বাসে,
 চৌদিকে অমরবৃন্দ আসে করে সভা,
 বসিয়া থাকেন সবে, স্থির দৃষ্টি হয়ে,

উত্ততিতে বিদ্যাধরী চামর ঢুলায়,
 স্বর্ণ দণ্ড, বস্ত্র চত্র, শোভা পায় শিরে,
 অশ্বশালে উচ্চত্রবা হেমে হেঁষাবর,
 গজগৃহে ভীম নাদে, গর্জ্জি ঐরাবত,
 এই কি সে শোভাময় অমর মণি,
 এই কি অমরাবতী সর্দ বাঙুনীয়া,
 কহ সতি ! এই কি সে মোক্ষ পুণ্য স্থান ?
 এরি নাম স্বর্গ ? যথা বাসিতে বাসনা
 কোবে থাকে মানবেবা তুঞ্জিবাবে স্তম ?
 এ ত দেবি স্বর্গ ময়, ব্রহ্মভৈলি তাবে,
 স্বর্গভোগ নাহি সুখ, কর্মভোগ সাব !
 এখানে আমার সতি ! নাহি অভিশাষ,
 আরো কোথা সুখস্বর্গ আছেই নিশ্চয় !
 যথা নাই শোক দুখে জরা ব্যাপি ভয়,
 আত্মপূর, দিবা বাত্রি, মাতা পিতা দাবা,
 জাতা পুত্র পবিজন মায়ার শৃঙ্খল,
 যথা নাই রাজা প্রজা, ছত্র সিংহাসন,
 সেই খানে লয়ে চল মরুত নন্দিনি !
 এক পিতা, এক বাজা, যে বাজ্যেব সাব,
 নিত্য প্রেম সদানন্দ যথা বিরাজিত,
 সেই রাজ্যে চল দেবি ! সঙ্গে লয়ে মোবে,
 সেই খানে সার রত্ন মিলিবে আমার ।

অপূর্ব কারাবাস ।



প্রথম পরিচ্ছেদ ।

প্রথম স্তবক ।

“কস্য ভংগশাবাক্ষি কথমভাগতা বসম্ ।
কথংকেনং মহৎ কৃচ্ছ্ৰং প্রাপ্তবতাসি ভাবিনী ॥”,
মহাভাবত ।



ভাগ্য !
সৌভাগ্য-
দীপকের
এক-মাত্র
প্রচণ্ডপ-
বন! সুখ-

চন্দ্রমার উৎপাতরাহ্ণগ্রহ! তোমার
অসাধ্য কিছুই নাই, তোমার প্রচণ্ড
আক্রমণ কাহারও অবিরত নাই ।
এই চরাচর বিশ্বসংসার মধ্যে
এমন কিছুই দৃষ্ট হয় না, যাহা
তোমার ভীষণ দর্শনপথ পরিহার
পূর্বক স্থায়ীজীবনকাল সুখে অতি-
বাহিত করিয়াছে । কি সুখ সৌ-
ভাগ্য-পূর্ণ রাজার রাজত্ব, কি জল-

রাশি-পরিপূরিত অগাধ সমুদ্র,
কি গিরি নদী পরিবেষ্টিত নিবিড়
অরণ্য, সকল স্থলেই তোমার
প্রতাপজ্বালা নিরন্তর প্রজ্বলিত
রহিয়াছে । যেস্থল এক্ষণে সুখ-
সৌভাগ্য মদে উন্মত্ত, নিরন্তর
আমোদে আমোদিত, ধন রত্নে
পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে, সেই
স্থল কখন না কখন তোমার করাল
নয়নের পথবর্তী হইবে ও অবশেষে
অশেষ দুর্দশা ভোগ করিবে ।
তুমি অবলীলা ক্রমে অসঙ্কুচিত
চিত্তে চির-সুখোচিত ব্যক্তিসমু-
হকে এককালে অপার দুঃখমাগরে
নিক্ষেপ করিতেছ, ও যার পর
নাই অনর্থপরম্পরা সংঘটিত
করিয়া উহাদিগের জীবন নাশে
কৃতসংকল্প হইতেছ; তোমার
ন্যায় পামর, নিয়গ্ন ও নিষ্ঠুর
আর কেহই নাই । তুমি দুঃখীর
দুঃখে বিকট হাস্য, শোকাগ্নিতের
শোকে বিপুল হর্ষ প্রকাশ ও
ক্রন্দিতের ক্রন্দনে আনন্দ স্তুত
করিয়া থাক । যে ব্যক্তি কখন
দুঃখের মামমাত্রও জানে না,
অভাব কাহাকে বলে, শুনে নাই,
চিরকাল সুখ ভোগে লালিত, সে
ব্যক্তিও তোমার দৃষ্টিমাত্র হত-

কিস্তি হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে ; এবং তুমিও ব্যাঘ্রের মস্তগত জন্তুর ন্যায় উহাদিকে মধ্য মধ্য বিকট অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করিতেছ । দুরাচার ! তোমার কুটিল গতির যথার্থ নির্ণয় করিতে পারে, কাহারও এমন সাধ্য নাই ।

এই যে সম্মুখে বিজন অরণ্য দৃষ্ট হইতেছে, উহাতেও কি তোমার প্রবল পরাক্রম দৃষ্ট হইতেছে না ? ঐ যে যুবতী কামিনী একটা পঞ্চম বর্ষীয় বালক ক্রোড়ে করিয়া নয়নজলে ধরাতল অভিষেক করিতেছে, উহারা কি তোমারই আক্রমণে এই বিষম যাতনা ভোগ করিতেছে না ? পামর ! তোমার বীরত্ব-প্রকাশের কি পাত্রবিচার নাই ? দুঃখপোষ্য বালক, বিজন অরণ্যের নামমাত্র শুনে নাই, সর্সদাই অসংখ্য দাস দাসীতে পরিবৃত থাকিত, সেও কি এক্ষণে তোমার বিক্রম প্রকাশের পাত্র হইয়া উঠিল ? নিষ্ঠুর ! তোর হৃদয়ে কি দয়ার নামমাত্র নাই ? এই অবোধ বালক যখন ক্ষুধার অসহ্য বেদনায় কাতর হইয়া রোদন করিলে, তখন কে উহার আ-

হার আহরণ করিবে, তুম্বাক্য কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইলে কে উহারে জল প্রদান করিবে ? যুবতী এক এক বার উহার স্নান বদন নিরীক্ষণ করিতেছে, আর অবিরল নয়নজল বিসর্জন করিতেছে। পিতা নিকটে থাকিলে কি পুত্রের এরূপ দুর্দশা হেরিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন ? মাতার হৃদয় কি বিদীর্ণ হইত না ? কিন্তু রমণী কি করিবে ; বিপদ উপস্থিত হইলে রোদন ভিন্ন অবলার বন কি ? যুবতী নিরন্তর রোদন করিতেছে ও কল্পনায় বলিতেছে ।

দেবি ! বুঝি এতক্ষণের পর তোমার প্রাণধন বৎস চন্দ্রকেতুকে জন্মের মত হারাইলাম, আর ইহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলাম না । এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে এমন কিছুই দেখিতে পাই না, যদ্বারা তোমার জীবনধনের জীবন রক্ষিত হইবে । দেবি ! তুমি আমার হস্তে বৎস চন্দ্রকেতুকে সমর্পণ করিবার কালে বলিয়াছিলে যে, “সখি ! বোধ হয় আজ অবধি তোমাদিগের প্রতি আমার সখি-সম্বোধন শেষ হইল, দূরন্ত বিপক্ষে চতুর্দিক বেটনক-

রিয়াকে, অবিলম্বেই সমুদায় অধিকার করিবে ও আমাদিগের জীবন সংহার করিবে। এত কাল তোমরা যে আমার প্রতি প্রাণ অপেক্ষাও সমধিক স্নেহ প্রকাশ করিয়াছ, আমি তাহার কি প্রত্যুপকার করিলাম, বরং চিরকালের জন্য তোমাদিগকে বিপদ সাগরে ভাসাইলাম। সখি! পূর্বে এই অভাগিনীর হৃদয়ে কত প্রকার সুখাশা উদ্ভিত হইত, আশাতে কতপ্রকার স্বপ্ন দর্শন করিতাম, মরীচিকায় উদ্ভাস্ত হরিণীর ন্যায় কতবার রূপা আশার অনুসরণ করিয়া আত্মাকে মস্তোষমাগরে নিমগ্ন করিতাম। দারুণ দুর্দৈব চিরকালের জন্য আমাকে সে আশায় বঞ্চিত করিল। জানি না অঙ্কটে আরো কি দুর্ঘটন সংঘটিত হইবে। সখি! এই সুখপূর্ণ অটালিকা এক্ষণে শূন্যময় ও বিষময় বোধ হইতেছে, রাজধানীও হিংস্র পশু পরিপূর্ণ ভীষণ অরণ্যময় জ্ঞান হইতেছে। হায়! এরূপ ঘটবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। রে দারুণ দুর্দৈব! এত দিনের পর তোর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। ঐ দেখ চতুর্দিকে বিপক্ষ দলের

কোলাহল শুনা যাইতেছে, অবিলম্বেই উহার। এতলে আগমন করিবে। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, এখনই এতল হইতে প্রস্থান কর। হায়! তোমাদিগকেও আমায় পরিত্যাগ করিতে হইল, অসময়ে রক্ষার জন্যই কোথায় তোমরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে, না সেই অসময়েই আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম, আমার ন্যায় পাষণ্ড-হৃদয়া আর কেহই নাই। কিছুমাত্র অস্বথের কারণ উপস্থিত হইলে যে সখীগণের বদন সন্দর্শনেই আমার সমুদায় অস্বস্থ নিরাকৃত হইত, আমোদে পুলকিত হইয়া উঠিতাম, সেই সখীগণকেও এক্ষণে আমায় বিদায় প্রদান করিতে হইল। ”——“ সখি! কি করিব? সকলই দৈবের বিড়ম্বনা, ইহা খণ্ডন করিতে কে পারে, কাহারও এমন সাধ্য নাই। কিন্তু আমার এই শেষ প্রার্থনাটি তোমায় রক্ষা করিতে হইবে। বৎস চন্দ্রকেতু জন্মাবধি তোমারই অনুগত এবং তুমিও ইহারে পুত্র ন্যায় স্নেহ করিয়া থাক। অতএব ইহাকে আমি এক্ষণে তোমার হস্তে

নিষ্কেপ করিলাম, আজ অবধি তুমিই ইহার মাতা হইলে। সখি! চন্দ্রকেতু আমার প্রাণ অপেক্ষাও সমধিক স্নেহের পাত্র। কিন্তু এরূপ বিপদ সময় আমার নিকট থাকিলে কখনই আমি উহাকে রক্ষা করিতে পারিব না। নিশ্চয়ই বিপক্ষগণ উহাকে বিনষ্ট করিবে। কিন্তু তোমার নিকট থাকিলে কথঞ্চিৎ রক্ষার সম্ভাবনা।—— ”

কিন্তু অভাগিনী তাহার কি করিল? বুঝি এই অরণ্যমধ্যে দেবীর জীবন রত্নকে হারাইলাম। বেলা অবসান হইয়া আসিতেছে। রাত্রি কালে হিংস্র পশু সমাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে কি রূপে ইহার প্রাণরক্ষা করিব? দেবি! তোমার কিঙ্করী সেই বিপক্ষসমাকীর্ণ নগরী হইতে কথঞ্চিৎ ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াও অবশেষে বুঝি অরণ্যমধ্যে ইহার প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইল না। হায়! এই অনাশ্রয় অরণ্যমধ্যে কি রূপে এই দুরন্ত রক্তনী অতিবাহিত করিব? যে দিকে দৃষ্টি নিষ্কেপ করি, সেই দিকেই গহন কানন। কি রূপে বৎসের প্রাণ রক্ষা হইবে; চন্দ্র-

লেখে! তুমিই সার্থক জীবন পরিগ্রহ করিয়াছিলে। নগরে থাকিতেই শুনিয়াছিলাম যে, তুমি বৎস হৎসকেতুকে লইয়া নিরুপদ্রবে নগর উত্তীর্ণ হইয়াছ ও কোন ভিন্নরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ। অনায়াসেই দেবীর কনিষ্ঠ তনয়ের জীবনরক্ষায় সমর্থ হইবে, কিন্তু আমি এই দুস্তর অরণ্যমধ্যে কখনই কুমারের জীবন রক্ষায় সমর্থ হইব না। যুবতী যখন এইরূপ রোদন করিতেছে ও বিহ্বল ভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিষ্কেপ করিতেছে। তখন ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে।

অপূর্ব কারাবাস।

দ্বিতীয় স্তবক।

“———পীন-শ্রোণি পশ্যোদরাম্ ।
লক্ষ্মিভা যুগবাদ্যঃ কামস্য বণমীযিবান্ ॥”
মহাভারত।

দিবাংকর রমণীয় করুণ বিলাপ শ্রবণে অসমর্থ হইয়াই যেন অরণ্যের অপর প্রান্তে আশ্রয় করিলেন, দিবাসতী পতির দুর্দশা

দর্শনে ক্রমে মলিন হইতে লাগিলেন। সন্ধ্যাসখী হিমস্রুতিচ্ছলে অশ্রুবারি পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হস্তের মাল্যদান হস্তেই অবস্থিত। কে পরিধান করিবে? দিবস আর সে দিন নাই, সে সময় নাই, এক্ষণে পতির দৃষ্টেই দৃষ্ট, পতির দশা দর্শনেই মুগ্ধমাণ। রবিও শোকে তাপে ক্রমশ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, প্রভা প্রভাহীন, অনুমিতই হয় না। নির্দোষের পূর্ব ক্ষণে দীপ-শিখার ন্যায় দেহও বন্ধিতায় তন হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি পরোপকারে বিরতি নাই। এক্ষণে হীনাবস্থাতেও স্বকরখচিত হেমমুকুটে পাদপশিখর অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন। রবির অনুমোদিত বিবেচনায় মলয় গিরি মৃদুমন্দ বীজনে চামর বাজন করিতে লাগিলেন, বিহঙ্গমগণ স্তললিত সঙ্কীত সহকারে স্তুতিপাঠে প্ররম্ভ হইল এবং মন্তকোপরি হীরক মণ্ডিত মুনীল চন্দ্রাতপ শোভা পাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুই চিরস্থায়ী নহে, কালের করাল নয়ন কাহারই চিরন্তন সৌন্দর্য্য দর্শনে সমর্থ হয় না। এই পৃথি-

বীমগুলের সর্পস্রুতি এই একের জয় অন্যের পরাজয়, একের স্মৃতি, অন্যের দুঃখ ও একের অভ্যুদয় অন্যের বিপর্য্যয় নিরন্তর সংঘটিত হইতেছে। ইহা দেখাইবার জন্যই যেন প্রভাকর ভয়-পলায়িত গাঢ়তর অন্ধকার সময় পাইয়া ক্রমে বহির্গত হইতে লাগিল এবং প্রভাকর প্রদত্ত অনুগ্রহ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন পাদপশিখর হইতে হেম মুকুট দূরে নিক্ষেপ করিল ও উহাদিগের ব্যবধান ভূমি পর্য্যন্ত অধিকার করিল। আশ্রয় দাতার বিপদ উপস্থিত হইলে আশ্রিতেরও তাহার অংশভাগী হইতে হয়; এই কারণেই রমণীর অন্তরেও অন্ধকার আন্দোলিত লাভ করিল।

রজনী উপস্থিত; অরণ্যও বিজন, রমণী ভয়ে বিহ্বল, মুখে বাক্য নাই; মনের স্থিরতা নাই, কোথায় আসিয়াছে, কোথায় যাইবে এক কালে এই বিবেচনা শূন্য। চকিত নয়নে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু কিছুই আর লক্ষ্য হয় না, চতুর্দিক অন্ধকারে আবৃত, বনভূমি নিস্তব্ধ, কেবল মাত্র বায়ুর শব্দ শব্দ শব্দ

ও গিরিনিবারণী গণের পতন শব্দভিন্ন আর কিছুই প্রতিগোচর হয় না। অক্ষয় বালকও অন্ধ-কারে কিছু দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। কে তাহাকে শাস্ত করিবে? রমণী প্রায় চেতনাশূন্য। কিন্তু বালকের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিলে অচেতন প্রাণও যখন বিদীর্ণ হইয়া যায়, তখন যে তাহাতে একটা রমণীর কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইবে না! ইহা নিতান্ত অসম্ভব। জ্বালা সংক্রামিত ধূমসূত্র ধূমিত দশাকে কত ক্ষণ অনির্ধারিত রাখিতে পারে?

রমণী বালকের করুণ বিলাপে আর স্থির থাকিতে পারিল না। অধীর ভাবে রোদন করিতে লাগিল। অবশেষে কতক শাস্ত হইয়া বালককে শাস্ত-ভাবে বলিতে লাগিল, বৎস! আর রোদন করিও না, তোমার করুণ বিলাপে প্রাণও ভ্রব হইয়া যায়। ক্ষান্ত হও। রোদন করিয়া কি করিবে, সকলই দৈবের বিড়ম্বনা। দৈব প্রতিকূল হইলে লোকের নানা প্রকার দুর্ঘট ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। পরমে-

শ্বরকে স্মরণ কর, তিনিই স্বখা-সুখের নিদান। রমণী বালককে এই রূপ উপদেশ দিতেছে, কিন্তু কাতরতা বশত তাহারই মুখ হইতে নানা প্রকার অসংশ্লিষ্ট বাক্য বহির্গত হইতেছে। কখন তৎকালোপযোগী উত্তম উত্তম উপদেশ বাক্যে বালককে মান্ত্যনা করিতে লাগিল, কখন বা করুণ স্বরে স্বয়ংই ভয়শোক জনিত বিলাপধ্বনি করিতে লাগিল। এই ভাবে ক্রিয়াক্ষণ অতিবাহিত হইলে রমণী ভাবিল, যদিও দিবা-ভাগ কথঞ্চিৎ অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে রাত্রি উপস্থিত। রজনী যোগে নিশ্চয়ই বন্য জন্তুগণ বহির্গত হইবে এবং আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। কিন্তু এরূপ ক্লেশে বিজন অরণ্যে বাসাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। যুবতী এই নিশ্চয় করিয়া আপাতত শাস্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার জীবনের সহিত কুমারের জীবন সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহা মনোমধ্যে উদ্ভিত হইবামাত্র এককালে অধীর হইয়া উঠিল। আর শাস্তির বিষয় কি? প্রচণ্ড বাতাস-সহযোগে সলিল রাশি কোথায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকে!

যুবতী আকুল হৃদয়ে চতুর্দিক হিংস্র ময় দেখিতে লাগিল। কম্পনা দুর্দৈর্ঘ্যের উপদেশক্রমে শত শত পশুর আকার ধারণ করিয়া রমণীকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল; কিন্তু প্রকৃতির নামমাত্রও সে স্থলে উপস্থিত ছিল না। তাহারা রমণীর বন-প্রবেশের পূর্বেই কিরাতগণের কোলাহলে ও শরবর্ষণে এই বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বনমধ্যে হিংস্র জন্তুর নামমাত্র নাই। হিংস্রের মধ্যে কেবল একমাত্র দুর্ভাগ্যই বিকট বেষ রমণীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে ও তাহার দুঃখে অপরিমীম আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

রমণী যখন আপনার অন্ধমধ্যে বালককে লুপ্তায়িত করিয়া সামান্য শব্দেও জন্তুগণের আগমন আশঙ্কা করিতেছিল, তখন বনভূমির উত্তর প্রান্ত হইতে মনুষ্য কোলাহলের ন্যায় কোন শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। “কি শব্দ? মুন্নি শত্রুগণ সমুদায় বিনষ্ট করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, এখান অবধিও আমাদের অশ্বেষণে আসিতেছে; আগত প্রায়।” এই

চিন্তা উদ্ভিতমাত্র রমণী ভয়ে অধীর হইয়া উঠিল। আকুলিতচিত্তে চতুর্দিক দেখিতে লাগিল। কিন্তু কিছুই আর দেখা যায় না। পলায়নের ইচ্ছা থাকিলেও পালাইবার উপায় নাই। রক্ষণতাদি অন্ধকারে পরস্পর সংশ্লিষ্ট, স্থানটিও নিতান্ত অপরিচিত, তথাপি ক্ষান্ত নাই, বালককে অঞ্চলে আবৃত করিয়া আশ্রয় জন্য চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু যে দিকে গমন করে, সেই দিকেই রক্ষণতাদি গতি রোধ করিতেছে। তখন রমণী উপায়ান্তর না দেখিয়া রোদন করিতে করিতে কোলাহলের অভিযুক্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, মহাশয়গণ! আমাদিগকে বিনাশ করিবেন না আমরা আপনাদিগের শরণ গ্রহণ করিলাম, দেবীর নিক্ষিপ্ত ধন হরণ করিবেন না। রমণী যখন করুণস্বরে এই কথা বলিতেছে, তখন সেই দিকে আলোক মালা দেখা যাইতে লাগিল, আলোক দর্শনে রমণীর কম্পিত নিশ্চয় স্থিরীকৃত হইল, “শত্রুগণই আসিতেছে, নতুবা এই দুর্গম অরণ্যমধ্যে এই

রজনীযোগে কে আসিবে” রমণী
কি আর স্থির থাকিতে পারে?
অম্পন্দের ন্যায় ধরাতলে নিপ-
তিত।

ক্রমে আলোক মালা নিকট
বর্ত্তী। কোলাহল গগনতল স্পর্শ
করিয়াছে ও সুখপ্রসুপ্ত বিহঙ্গম
গণের আর্ভস্বরে বনভাগ আকুলিত
হইয়া উঠিয়াছে, রমণী ভয় বিক-
লিত নয়নে আলোকের দিকে
অপ্পে অপ্পে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে
দেখিতে পাইল, বিকটাকার অ-
সংখ্য মানব মমাল হস্তে সেই
দিকে আগমন করিতেছে, দেখিবা
মাত্র রমণী স্পন্দহীন শরীরে সাড়
নাই, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে,
কি! এককালে চেতনাশূন্য? সে
আকার দর্শন করিলে যখন
সাহসী পুরুষেরও শোণিত শুষ্ক
হইয়া যায়, তখন যে একটা
অবলা বিচেতিত হইবে, ইহাতে
আর বিচিত্র কি?

পাঠক! পূর্বে যে কিরাত
সৈন্যের কথা শুনিয়াছিলে, এই
সেই যুগয়াপ্রতিনিবৃত্ত কিরাত-
সৈন্য, ইহারা সমস্ত দিবস বনমধ্যে
আপনাদিগের যুগয়াকুতুল চরি-
তার্থ করিয়া এক্ষণে গৃহাভিমুখে

প্রত্যাগমন করিতেছে। ভীষণকায়
কুকুর গণ আমোদে ক্রীড়া করিতে
করিতে অগ্রে অগ্রে প্রধাবিত।
কেহ দৌড়িতেছে, কেহবা তা-
হাদিগের অনুসরণ করিতেছে,
ক্রমে রমণীর আশ্রিত তরুতলের
সম্মুখীন। রমণী চেতনশূন্য,
অবশদেহ রুদ্ধমূলে পতিত।
কুকুরগণ আমিষগন্ধের অনুসারে
সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু মানবা-
কার দর্শনে কোনপ্রকার হিংসা
না করিয়া গাত্র আঘাণ করিতে
লাগিল।

ক্রমে কিরাত গণ সেই স্থলে
আগমন পূর্বক সেই অনুপম
সৌন্দর্য্য শালিনী কামিনীকে অ-
কস্মাৎ রুদ্ধমূলে শয়ান দেখিয়া
সাবিন্ময়ে বলিয়া উঠিল, একি, এ-
রূপ রূপসম্পন্ন কামিনী তখন
নয়নগোচর করি নাই। কোথা
হইতে এ সৌন্দর্য্য রাশি উপ-
স্থিত হইল। এই কথা শ্রবণে
অন্যান্য কিরাতগণ ও পরে দল-
পতিও সেই স্থলে উপস্থিত হই-
লেন, সকলেই বিস্মিত, কেহ কিছুই
নিরূপণ করিতে পারিতেছেন।
দলপতি কামিনীর নিকটবর্ত্তী হ-
ইয়া ও আলোক দ্বারা সমুদায় অ-

বলোকন করিয়া ডাবিলেন, কোন সম্ভ্রাস্তকুল-কামিনী দম্য কর্তৃক নিহত হইয়া এই স্থলে নিষ্কিণ্ত রহিয়াছে । কিন্তু লাভণ্যজ্যোতিতে মৃতের ন্যায় বোধ হইতেছে না । অথচ নিশ্চেষ্ট, জ্ঞান নাই । গাত্রে হস্তপ্রদান করিতেছি, ইহাতেও কিছু বলিতেছে না । শ্বাসও বহিতেছে । ইহা নিতান্ত আশ্চর্য । কোন্ যুবতী কামিনী অপরিচিত পুরুষের স্পর্শ সহ্য করিতে পারে ? কিন্তু এ যুবতী তাহাতেও কিছু বলিতেছে না । তবে কি কোন কুহকিনী আমাদের ছলিবার আশয়ে এই বিজন বনে মায়া জাল বিস্তার করিয়া শয়ান রহিয়াছে ? এত কলরবে যে নিদ্রিতের নিদ্রার অপগম হইবে না, ইহা নিতান্ত অসম্ভব । যাহা হউক, ইহার তথ্যানুসন্ধান করিতে হইবে । এই কথা বলিয়া উহারে সচেতন করিবার মানসে নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই চেতিত করিতে না পারিয়া এক জন অনুচরকে বলিলেন, দেখ, কামিনী কিছুতেই চেতনা লাভ করিল না, অথচ জীবিতের ন্যায় বোধ হইতেছে,

বোধ হয়, যত্ন করিলে অবশ্যই চেতনা লাভ করিবে । আকৃতি দর্শনে বোধ হইতেছে, কামিনী কোন সম্ভ্রাস্ত কুলোৎপন্ন, কোন বিপদবশতই এই দুর্দশা ভোগ করিতেছে, যাহাতে, অবিলম্বে চেতনা লাভ করে, তাহাতে সচেষ্ট হও, কামিনীকে স্পর্শ করা অবধি আমার শরীর বিবশ হইয়া আসিতেছে । ইহার চেতনা ভিন্ন আমাকেও উহার দশা ভোগ করিতে হইবে ।

অনুচর আদেশমাত্র গ্রীষ্মাপগমের জন্য রমণীর বস্ত্রাদি কথঞ্চিৎ অপসৃত করিতে দেখিতে পাইল, এক স্কন্ধুমার কুমার অঞ্চলে আবৃত হইয়াছে । মুখে বাক্য নাই, ভয়ে আড়ষ্ট, কেবল নয়ন প্রান্ত হইতে অবিরল অশ্রু জল নির্গত হইতেছে । যদিও ভয়শোকে মলিন, তথাপি সেরূপ অপরূপ রূপ কখন তাহার নয়নগোচর হয় নাই । বালককে দেখিবামাত্র অনুচর আমোদে পুলকিত হইয়া দলপতিকে বলিল, মহাশয় ! বুদ্ধদেব আপনার প্রীতি নিতান্ত মানুগ্রহ । যদিও অনুপম রূপসম্পন্ন কামিনী অদ্যাপি

চেতনালাভে সমর্থ হন নাই ; তথাপি তাঁহা হইতেও সমধিক প্রিয়তর অন্য বস্তু আপনাকে প্রদান করিয়াছেন। আপনি যে বস্তুতে বঞ্চিত ছিলেন বলিয়া সর্কদা আক্ষেপ করিতেন, সংসারকে অসার ভাবিতেন ও আপনার অপরিণীত ঐশ্বর্য্য রাশিতে কোন্ ব্যক্তি অধিকারী হইবে? বলিয়া সর্কদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন, বুদ্ধদেবের অনুগ্রহে আজ আপনার সেই মনোদুঃখ নিবারিত হইল। দেখুন, কিরূপ অপূর্ণ কুমার-রত্ন আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বলিয়া কুমারটীকে দলপতির হস্তে প্রদান করিল। কুমার কিরাত হস্তগত হইবামাত্রই ভয়বিম্ময়ে কাঁদিয়া উঠিল ও কিরাতপতির মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। দলপতির শাস্তবাক্য নিরর্থক, কিছুতেই বালক রোদন হইতে ক্ষান্ত হইতেছে না। রমণীর নিকট যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

ক্রমে অনুচর গণের যত্নে রমণীর মোহ অপনীত হইলে কিরাতপতি সেই রমণীকে জীবিত ও উদ্ধার দেহ স্পন্দিত হইতে

দেখিয়া আত্মদে চৈতন্য-রহিতের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। দেহে বল নাই, চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান। কি করিবেন, কি করিলে রমণী সন্তুষ্ট হন ও তাঁহার অনুগামিনী হন, এই ভাবনা যেন তাঁহার মনোমধ্যে উদ্ভূত হইতে লাগিল; কিন্তু বলিবার সামর্থ্য্য নাই; উপায় নিষ্কারণেও অক্ষম, দৃষ্টি পলকহীন—রমণীমুখেই নিপতিত রহিয়াছে, কিন্তু দর্শনে অসমর্থ। বালক কিরাতপতির হস্তবেষ্টনী ক্রমে শিথিলিত দেখিয়া অবরোধ পূর্ব্বক যুবতীর নিকট গমন করিল। মাতৃ সম্বোধনে আহ্বান করিতেছে—আক্ষেপ নাই, উত্তর নাই, স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় দেখিতেছে, নাও দেখিতেছে। নয়ন বিকশিত রহিয়াছে, কিন্তু কিছুমাত্র চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে না। কুমার বাক্যের উত্তর না পাইয়া যুবতীর অঙ্কে আশ্রয় হইয়া রোদন করিতে লাগিল। রমণী বালকের করুণ বিলাপে চমকিতের ন্যায়, বিস্মিতের ন্যায়, ভয়াকুলিতের ন্যায় মহস্র উদ্ভূত হইয়া উঠিল; মোহাবেশ অপনীত হওয়াতে পূর্ব্বভাব ক্রমশ স্মৃতি-

পথে উদ্ভিত হইতে লাগিল। পূর্বে স্বপ্নের ন্যায় যাহা দেখিতে ছিল, এখন প্রত্যক্ষেই তাহা দেখিতে লাগিল। কি ভয়ঙ্কর! কালান্তক যম সদৃশ অংশুকা বন্য পশুতে চতুর্দিক পরিবৃত্ত রহিয়াছে। উহাদিগের পৃষ্ঠের এক ভাগে মাংস তার ঝুলিতেছে, অন্য ভাগে তুণীর ও বাণাসন, এক হস্তে প্রজ্জ্বলিত মশাল, অন্য হস্তে পগ-বোধক রক্তলতাদির কর্ত্তন জন্য স্ত্রীক্ষুর কর্ত্তরী, মুখমণ্ডল নানাবর্ণে চিত্রিত, গাত্রভাগ পশুচর্ম্মে আবৃত, পদতল উষ্ণচর্ম্ম নির্ম্মিত পাদুকায়া সংছাদিত ও কটিদেশ নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্রে সমলঙ্কৃত। কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! একটী সুখোচিত কামিনী যুবতী কামিনী যে এরূপ অবস্থায় বিরূপ কাতর হইবে, তাহা পাঠক বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিতেছেন, কিন্তু আমাদের যুবতী ততদূর ভীরুস্বভাব ছিল না, এই কারণে তখনও চেতনা পারবে ও উচিত-মত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিদ্ধারণে সক্ষম হইয়াছিল।

কিরাতপতি সেই মৌন্দর্য্য রাশিকে এককালে উপবিষ্ট দে-

খিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অধীর হইয়া উঠিলেন। কি করিবেন, মানস নিতান্ত চঞ্চল, কেবল মাত্র রমণীর পদ-দ্বয় দাবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, সুন্দরি! কি বলিব, বলিবার সামর্থ্য নাই। তোমার দর্শন মাত্র আমার বলবুদ্ধি অপহৃত হইয়াছে, নয়ন মন তোমার রূপ রাশিতে নিমগ্ন হইয়াছে। কিছুই স্থিরতা নাই, বলিবার বিষয় কি? তবে এই মাত্র বলিবার ক্ষমতা আছে যে, অদ্যাবধি এই নিবাস্রয় তোমার শরণাগত হইল, এই আমার অনুচরবর্গ আজ অবধি তোমার আজ্ঞাবহ হইল, সুখপূর্ণ কিরাত-রাজ্য তোমারই এক মাত্র আজ্ঞাধীন হইল। এক্ষণে ঐ বদন সুধাকর হইতে সুধামাখা অনুকূল বাক্য নিঃসৃত হইলেই এই দাম-দাসের নয়ন মন ধন রাজ্য চরিতার্থ হয়, নতুবা এই কর্ত্তরী এই ক্ষণেই অপম শোণিতে তোমার পদতল দূষিত করিবে। সুন্দরি! বদনাবরণ মোচন কর, সম্পূর্ণ মণ্ডল শশধর কি মেঘাবরণের উপযুক্ত? মৌদামিনী স্পর্শে

করতল্ অনবরত কল্পিত হই-
তেছে, হৃদয় অস্থির হইয়াছে।
বাক্ পথাভীত অবস্থা উপভোগ
করিতেছি, কে বলিবে? যে
ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও এই-
রূপ অবস্থা উপভোগ করি-
য়াছে, সেই জানে যে, অদৃষ্টপূর্ব্ব
অক্ষতপূর্ব্ব অনুপম রূপলাবণ্য-
সম্পন্ন যুবতী কামিনীর অঙ্গ স্পর্শ
কতদূর ভয়ঙ্কর! করতল পদ-
তল হইতে বিম্লিষ্ট করিবার ক্ষমতা
নাই, শুষ্ক অলাতে বহি সংযুক্ত
হইলে বিযুক্ত করা নিতান্ত স্ব-
কঠিন। হৃদয় বিদীর্ণ-প্রায়।
অসহ্য বেদনাকুষ্ঠার হৃদয়গ্রাস্তিতে
অবিরত আঘাত করিতেছে। আর
সহ্য হয় না। সুন্দরি! তোমার
কেবলমাত্র কোমল পদতল স্প-
র্শেই দেহ মন হৃদয় এইরূপ আ-
কুল হইয়া উঠিয়াছে, আত্মপর
বিবেচনা শূন্য হইয়াছে, অনবরত
কল্পিত হইতেছে। জানিনা তো-
মার সর্বাঙ্গ স্পর্শ কিরূপ ভয়ঙ্কর!
যাহা মনে উদ্ভিত হইলেও প্রাণকে
আকুলিত করে, তাহা সাক্ষাৎসম্ব-
ন্ধে কিরূপে উপভুক্ত হইতে পারে?
এই বিশ্বসংসার মধ্যে এমন কি
কোন বীর পুরুষ অবস্থিত আছে?

যে তোমার সর্বাঙ্গস্পর্শে আত্মাকে
স্থখিত করিয়া চেতনা ধারণে
সক্ষম হইয়াছে?

আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যখন
তোমার ঐ মুখ হইতে বাক্য নিঃ-
সৃত হইবে, তখন কখনই এই দেহ
সচেতন থাকিবে না। সুন্দরি! সেই
বিচেতন অবস্থাও যে ক্রিয়াত-
পতির কতদূর প্রার্থনীয়, কত যে
অনুপম সন্তোষপ্রদ, কত যে
বিমল আনন্দ সম্পাদক, তাহা
এই মন চিরজীবন কাল চিন্তা
করিলেও অনুভব করিতে পারে
না। আহা! ও বদনের প্রেম
মাখা স্বমধুর হাস্য যে এক
যুহুর্ভের জন্য দর্শন করিয়াছে,
সেই ধন্য, তাহার জন্মই সার্থক,
সেই স্বর্গমুখ উপভোগ করিয়াছে,
এই আকর্ষণ বিমারিত লোচনে
যখন কটাক্ষ সংযোজিত হয়, তখন
কি ধরামধ্যে শারীরিক বলের
নামমাত্র শোনা যাইতে পারে?
কন্দর্প কি তখনও স্বকীয় বাণাসন
ধারণে সক্ষম হন? এই সুনীল
কুক্ষিত কেশপাশ পীতলোহিত
শ্লোমর্ন্ত গগুদেশে পতিত রহি-
য়াছে, ইহা স্বপ্নে সম্ভর্শন করিলেও
কি মনুষ্য চেতিত থাকিতে পারে?

এই আরক্ত ওষ্ঠাধর যখন তাৎক্ষল-
রাগে রঞ্জিত হয়, তখন কাম-
হতাশন কাহার না অন্তরকে ভস্মী-
ভূত করে?—স্থির দৃষ্টি, পলকহীন
কপোলে শ্বেদজল বিনির্গত হই-
তেছে। স্মৃতি! অনুমতি কর, এ-
কবারের জন্য, চিরজীবনের মধ্যে
একবারের জন্য তোমার বদন
কমল যুছাইয়া দিই, শরীর পবিত্র
করি, হস্তের সার্থকতা বিধান
করি, জীবনের চরিতার্থতা সম্পা-
দন করি! অনুমতি কর। আঃ—
আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? বলি-
তে বলিতে কিরাতপতির কলেবর
কম্পিত হইতে লাগিল, মুখে
অস্পষ্ট বাক্য বিনির্গম—কই তাও
আর শুনা যায় না, অবিরল ঘর্ষ
জল বহিতেছে, শ্রীবাদেশ বল-
হীন, দৃষ্টি সঙ্কুচিত, এ কি? যু-
চ্ছার পূর্ব লক্ষণ? দেখিতে দে-
খিতে কিরাতপতি অবশদেহে অ-
নারত অপরিষ্কৃত ভূমিতলে প-
তিত হইলেন।

“কি হইল, কি হইল, কি সর্স-
নাশ! সর্সনাশি! কুহকিনি! কি
সর্সনাশ করিলি, ইনি তোমার কি
অনিষ্ট করিয়াছিলেন? তোমার
স্পর্শও যে এত ভয়ঙ্কর, অগ্রে ইহা

জানিলে কখনই ইহাকে স্পর্শ-
করিতে দিতাম না। হায় কি হইল,
অপরিমিত বলবীৰ্য্য সম্পন্ন সাহ-
সরাশি কিরাতনাথ একটা কামি-
নীর স্পর্শে গতচেতন হইলেন।
হতভাগিনি! যাহাতে আমাদি-
গের দলপতি শীঘ্র চেতনা লাভ
করেন, তাহা কর, নতুবা এই শত
শত স্মৃতীক্ষু কর্তরী তোমার সমক্ষেই
তোমার প্রিয় কুমারকে খণ্ডিত ক-
রিয়া তোকে নিধন করিবে।”,
চতুর্দিক হইতে বজ্রনির্ঘোষ সম
এই দারুণ বাক্য সমুথিত হইল।

শুনিবামাত্র রমণী যুচ্ছিত-
প্রায়। মুখে বাক্য নাই, নয়ন
হইতে দর দর জলধারা প-
তিত হইতেছে। কি করিবে,
কি করিলে উপস্থিত বিপদ হইতে
রক্ষা পাইবে, এই চিন্তা যুবতীর
হৃদয় মধ্যে উদিত হইল বটে।
কিন্তু কে উপায় নির্ধারণ করিবে?
এইরূপ বিপৎপরম্পরা কোন্ র-
মণী কোন্ বীরপুরুষ সহ্য করিতে
পারে? রমণী অধীর ভাবে রোদন
করিতে লাগিল ও উহাদিগের
মুখের দিকে সভয়দৃষ্টিতে চাহিয়া
রহিল আর অনুনয় বিনেয়র
সময় নাই। যমদূত সদৃশ কিরাত-

দল অনুনয় বিনয়ে বশীভূত হই-
বার নহে। দল হইতে ঘন ঘন
পূর্বোক্ত বাক্য বিনির্গত হইতেছে,
যুবতী উপায়াস্তর না দেখিয়া
বলিল, মহাশয়গণ ! স্থির হউন,
আমি আপনাদিগের অধিপতির
চৈতন্য সম্পাদনে চেষ্টা করি-
তেছি। “এখনিই কর, নতুবা
অবিলম্বে উচিত প্রতিফল পা-
ইবি” রমণী কি করে, দলপতির
চৈতন্যসম্পাদনার্থে উহাকে অ-
গত্যা যত্ন গ্রহণ করিতে হইল।
কিন্তু চৈতন্যাধানের উপকরণ
কিছুই নাই, কিসে চৈতন্য সম্পা-
দিত হইবে ! কিন্তু এক্ষণে যুবতী
কামিনীর একটা যুবককে চেতিত
করিবার উপকরণের অভাব কি ?

যুবতীর কোমল করতল কি-
রাতপতির অঙ্গে পদ্মদলের ন্যায়
নিষ্কিপ্ত হইল, নিঃশ্বাস পবন
বীজন সদৃশ হইল, নয়ন জল
বারিসেকের কার্য সম্পাদন ক-
রিতে লাগিল এবং কোমল বচন
পরস্পরা পরস্পর সংলগ্ন দস্তপৎ-
স্তির কথা দূরে থাকুক্ হৃদয়গ্র-
স্তিরও বিদারণক্ষম হইয়া উঠিল।
এক্সণ উপকরণসমবায় একত্রিত
হইলে যখন পাষণ্ড অঙ্কুরিত

হয়, তখন কি উহাতে একটা
সামান্য মনুষ্যদেহ চেতিত হইবে
না ? কিরাতপতি ! তুমিই ধন্য !
তোমার মোহই তোমার সুখের নি-
দান। তোমার সমতুল্য ব্যক্তি যাহা
স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারে না,
তাহা তুমি সামান্য মোহের বশী-
ভূত হইয়াই উপভোগ করিলে,
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই
স্বখ তুমি বহুক্ষণ ভোগ করিতে
পারিলে না, তোমার দেহ স্প-
ন্দিত হইতেছে, অবিলম্বেই চে-
তিত হইবে।

দেখিতে দেখিতে কিরাতপ-
তির দেহে চৈতন্যাধান হইল,
রমণীর শুশ্রূষার সহিত মোহও অ-
পনীত হইল। কিরাতনাথ কিরা-
তগণের জয় ধ্বনির সহিত গাত্রো-
থান করিবারাত্র যুবতীর অন্তরে
কুমারের জীবন নাশের বিরুদ্ধে
সতীত্বনাশের আশঙ্কা পুনরায় উ-
দ্ভীষ্ট হইয়া উঠিল। কিরাতপতি
যুবতীকে সম্মুখে দেখিয়া মোহ-
জনিত কষ্ট কিছুই অনুভব করিতে
পারিলেন না। অনুপম সম্ভোষ-
বেগ বদন-বেলা অতিক্রম করিয়া
হাস্যরূপে চতুর্দিক প্রাবিত করিতে
লাগিল। কিন্তু যুবতীর জীর্ণপ্রায়

সতীত্ব কুটীর উহার বেগে কম্পিত হইতে লাগিল।

কিরাতপতি যুবতীকে গ্লি-
মাণ ও লজ্জাতয়ে উহার নয়ন
বদন সঙ্কুচিত দেখিয়া বলিল,
সুন্দরি! ভয় নাই, আমার সহিত
আমার আশ্রয়ে চল। এই ভীষণ
অরণ্য মনুষ্যের আবাসযোগ্য
নহে। রাত্রিও অধিক হইয়াছে।
হিংস্র জন্তুগণ অদ্য আমাদিগের
শরণাপাত ভয়ে অন্যত্র গমন করি-
য়াছে, কিন্তু অবিলম্বেই এই স্থলে
আগমন করিবে ও তোমাদের
জীবন সংহার করিবে।

যুবতী কিরাতপতির ভাবভঙ্গি
দর্শনে ভীত হইল বটে, কিন্তু
লোকালয় তিন কুমারের প্রাণ
রক্ষা নিতান্ত মুকঠিন বিবেচনা
করিয়া বলিল, মহাশয়! আপনি
যাহা বলিতেছেন, সকলই সত্য,
এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে অবস্থান
করিলে কখনই আমাদিগের প্রাণ
রক্ষার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ-
তঃ যে স্থান জন্মেও দেখি
নাই, সে স্থানে এক কালে বাস
করা কখনই সাধ্যপর নহে।
থাকিলেই বা কে আমাদিগের
আহারাদি আহরণ করিয়া দিবে?

বাঘাদি হিংস্র পশুবহু হস্তে পতি-
ত হইলে কে বা আমাদিগকে
উদ্ধার করিবে? সকলই বুঝিতে
পারিতেছি, কিন্তু কুলকামিনীর স-
তীত্বনাশাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।
কলঙ্কিত দেহে যুহুর্ভের জন্যও
জীবন ধারণে আমার অভিলাষ
নাই। শত শত বন্যপশুতে আমার
দেহখণ্ডিত করুক, তাহাতেও শ্লাঘা
বিবেচনা করিব। যদিও শোকে
তাপে আমার মন নিতান্ত ক্লিষ্ট
রহিয়াছে, তথাপি “প্রভুর উপা-
কারের জন্যই আমাকে এরূপ
দারুণ দুর্দশা ভোগ করিতে হই-
তেছে,” ইহা মনোমধ্যে উদ্ভিত
হইলে এই কষ্ট কষ্ট বলিয়া অনু-
ভূত হয় না, বরং আত্মাদে হৃদয়
পুলকিত হইয়া উঠে। কিন্তু আ-
পনার বাক্য শ্রবণে আমার পূর্ব-
কষ্ট সামান্য জ্ঞান হইতেছে।
সম্ভুট মনে অস্বথের কারণ নিতান্ত
অসহ্য; যে সংকার্যের আশ্রয়
উপভোগ করিয়াছে, কি করিতেছে,
তাহার কর্ণে কুৎসিত কার্যের নাম
মাত্রও উঠিলে নিতান্ত পীড়াদা-
য়ক হইয়া থাকে। অতএব আপ-
নি ক্ষান্ত হউন, লোকালয় গমনে
আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। বরং

এই বালকটী আমি আপনাকে প্রদান করিতেছি, আপনি পুত্রের ন্যায় ইহাকে লালন পালন করিলে অবশ্যই এ আপনার বাধ্য হইবে ও অসময়ে প্রিয়কার্য্য সাধনাদি দ্বারা আপনার যথেষ্ট সম্ভোষ প্রদান করিবে।

উত্তর ঝটিকায় আশারজ্জু ছিন্ন হইল, মানসতরী নৈরাশ্য সাগরের মধ্যদেশে ঘূর্ণিত হইতেছে, কাম নাবিক ছিন্নগুণ হস্তে তীরেই দগ্ধায়মান।—অপ্রস্তুত, বলহীন, নৌকার প্রতি একদৃষ্টেই চাহিয়া রহিয়াছে, রক্ষার সামর্থ্য নাই। আরোহী দূরে অবস্থিত, অধিপতি মিয়মাণ। চেতনারহিতের ন্যায় কি দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সেই বাত্যার আন্দোলনে জীর্ণ তরী ভগ্ন হইল। যাহার সাহায্যে তিনি এত দূর-পথে আনীত হইয়াছিলেন, সে কোথায়? ছিন্ন-রজ্জু গ্রহণ করিয়াই কি পলায়ন করিয়াছে? কি কষ্ট! অধিপতি নৌকার ফলকমাত্র অবলম্বন করিয়া সাগরে মগ্নোন্মগ্ন হইতেছেন। কে সাহায্য করিবে? ধৈর্য্য-ছোট দূরে ভাসিতেছে, তরীস্বামী ধরিতে

চেঁটা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। পারিতেন কি না তারও সন্দেহ থাকিত, যদি দক্ষিণ বায়ু না প্রবাহিত হইত।

কিন্তু পতি অতি কষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন সুন্দরি! যদিও আমরা নীচ বংশোদ্ভব, যদিও আমাদের আকার প্রকার অতি জঘন্য; তথাপি আমরা গের মানস তাড়ন জঘন্য নহে, সত্য পথ হইতে বিচ্যুত করা আমাদের গের ধর্ম্য নহে, কোন অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আমরা গের মনেও ম্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। তবে যৌবন কাল অতি বিষম কাল, এই কালে লোকের অন্তর কন্দর্পের আজানু-বর্ত্তী হইয়া থাকে, কন্দর্প মনে করিলেই উহাকে যথা ইচ্ছা তথায় লইয়া যায় ও নানা প্রকার কষ্ট প্রদান করে। সেই কারণেই আমি এইরূপ উদ্ভাদিত হইয়াছিলাম, বোধ করি সকলকেই কোন না কোন সময়ে এইরূপ অবস্থা উপভোগ করিতে হইতেছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মনোভ্রম ।

১৯২ পৃষ্ঠার পর ।

প্রিয়ে ! তুমি যেরূপ উপদেশ দিতে জান ; ও যেরূপ বিদ্যাবতী হইয়াছ, তাহাতে অবশ্যই কোন না কোন উপায় স্থির করিয়া অর্থ উপার্জন করিবে। সাধে কি লোকে বিদ্যাবতী কামিনীর পাণি গ্রহণ করে ? সাধে কি লোকে বিদ্যাবতীর পতি হইতে আত্মহ পায়ে ? এবং সাধে কি লোকে এই অমূল্য নিধি প্রাপ্তির কামনা করে ? অবশ্যই কখন না কখন অসময়ে কাজে দেখেই দেখে সন্দেহ নাই। সেই রূপ তুমি আমার অদৃষ্টক্রমে যেরূপ গুণবতী হইয়াছ, তাহাতে অবশ্যই আমার বিপৎ সময়ে কাজে লাগিবে। মনোভ্রম কহিলেন নাথ ! কেন আমারে বারংবার অপরাধিনী করেন ?—এই কথা বলিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে বিবেচনা করিলেন যে, এই রূপ শ্লেষোক্তি সহ্য করিয়া নিরুত্তর হইয়া থাকাও ভাল নহে। বিষয় বুঝিয়া কথঞ্চিৎ উত্তর করিতে হইল। ইহা ভাবিয়া কহিলেন, নাথ ! আপনি যখন আমারে অভয় দিয়াছেন, তখন আর ভয় কি ? অসঙ্কুচিত চিত্তে আরো কিছু বলিব। দেখুন ! আমি অবলা। স্ত্রীলোকের ন্যায় নিঃসহায়িনী এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। পতিই অবলাগণের এক মাত্র সহায় ও আশ্রয়। আপনি জ্ঞানবান্ হইয়া অকারণে কেন আমারে অপরাধিনী করেন ?

বিবেচনা করুন, কামিনীগণের বিদ্যা শিক্ষা ধনোপার্জননের কারণ নহে। যথাসম্ভব নীতি শিক্ষা করিয়া পরিবার প্রতিপালন ও পুত্রকন্যা লালন পালন, গৃহ-কার্যের তত্ত্বাবধান ও পতিশুশ্রূষা প্রভৃতি কর্মের অনেক আনুকূল্য হয় বলিয়া লোকে-বালিকাগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। পুরুষের পক্ষে অর্থকরী ও জ্ঞানকরী দুই প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করাই বিধেয়; কিন্তু রমণীগণ শেযোক্ত বিদ্যার যথোচিত আলোচনা করিলেই যথেষ্ট উপকার দর্শিতে পারে। নীলব্রত কহিলেন শোভনে! স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছ, স্ত্রীলোকের গৃহকার্য, পুত্রকন্যা প্রতিপালন প্রভৃতি কর্ম তুমি যে রূপ করিতে জান, এপাড়ার মুখ রমণীরা কি সেরূপ করিতে পারিতেছে না? তাহাদের তাদৃশ কার্যের সাহায্যার্থে কি তোমারে আস্থান করিয়া লইয়া যাইতে হয়?

এই রূপ কথায় কথায় ক্রোধ রিপু অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বোধ হয় যেন, দশনাগ্ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, চক্ষুদ্বয় যেন জবা কুসুমের ন্যায় আরক্ত হইয়াছে; নাসারন্ধ্র হইতে যেন, বহির উত্তাপ নির্গত হইতেছে। এইরূপ ক্রোধ চণ্ডালের বশবর্তী হইয়া রোষকষায়িত লোচনে কহিলেন,—রে দুর্কিনীতে! তোর এই মোহনীয় জালে কি আমি প্রতারিত হইব? রে ধর্মঘাতিনী পাপী-

য়সি ! এই প্রকার যাদুমন্ত্রে কি আমারে ভুলাইতে পারিবি ? ধিক্ নারীদাস মানবকে ধিক্ । নিকোঁ-
থেরা তোর কথার প্রতি বিশ্বাস করুক । মূঢ়েরাই এ
কথার প্রতি বিশ্বাস করিয়া কুমারীগণকে বিদ্যালয়ে
দিয়া বেষ্যারূতি অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিউক ।
রমণীগণকে ঐরূপ জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া, আর যথেষ্টা-
চরণ করিবার পথ দেখাইয়া দেওয়া এই উভয়ই তুল্য ।
হা কুলকণ্ঠকি ! থাক এই দুষ্প্ররূতি পথেই থাক । এই
কথা বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন । মনো-
ভ্রমা এই অকাল গর্জ্জন দেখিয়া একেবারে অবাক
হইলেন । ভাবিলেন, কি সর্বনাশ ! ইঁহার যেরূপ
চিত্তবিকার দেখিতেছি, তাহাতে ইঁহার মনোমন্দির
হইতে এই বদ্ধমূল কুসংস্কার কোন কালে যে দূরীকৃত
হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবনা করা যায় না । লাভে হইতে
আমারে স্বেচ্ছাচারিণী অনুমান করিয়া গেলেন । হিত-
কথা বুঝাইতে গিয়া উত্তম পুরস্কার লাভ হইল । কি
বিপদ ! কালধর্ম্মে সকলিই বিপরীত !

আহা ! সুকুমার কামিনীজনের অন্তঃকরণ কি
সন্দেহপ্রবণ ! বিশেষতঃ মনোভ্রমা বিদ্যাবতী না হইলে
কখনই পতির তাদৃশ কটু বাক্য সহ্য করিতে পারিতেন
না । অতএব রমণীজাতির জ্ঞানশিক্ষা যে, কত অংশে
উপকারিণী ও অশিক্ষিত মূঢ় পুরুষেরা যে, কি পর্য্যন্ত
অনর্থ উৎপাদক, তদ্বিশয়ে এই উদাহরণই স্পষ্ট সাক্ষ্য

দিতেছে। মনোভ্রম ঐ রূপ বীভৎস ব্যবহার দেখিয়াই
 যে, উপযুক্ত সময় পাইলে উপদেশ দিতে বিরত হই-
 বেন, এমত ভ্রমোৎসাহ হন নাই। কহিতেন, দেখি
 যদি কোন রকমে কিছু স্বভাবের পরিবর্তন করিতে
 পারি; ইহা মনে ভাবিয়া পতির আগমন প্রতীক্ষায়
 অতি মৃদুভাবে ম্লান মুখে সময় অতিবাহিত করিতে
 লাগিলেন। প্রায় এক পক্ষ অতীত হইল, পতিসমাগম
 লাভ করিতে পারিলেন না দেখিয়া মনে মনে অতিশয়
 দুঃখিত থাকেন, কিন্তু একরূপ সাবধান যে, অন্যে তাহার
 কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না। যৎকালে অনেকের
 নিকটবর্তিনী থাকেন, তখন তাঁহার মনোগত ভাব
 এমনি কৌশল করিয়া গোপন করেন যে, তাঁহাকে
 দেখিয়া কেহই হাস্য নিবারণ করিতে পারে না। যৎ-
 কালে কেহ নিকটে না থাকে, তখন পূর্ব ঘটনা স্মরণ
 করিয়া ভাবনায় নিমগ্ন হন। নিঃসঙ্গ একাকিনী নিরব-
 লম্বনে বসিয়া থাকিলেই মনে এক প্রকার অভিমানের
 উদয় হয়। তদানুসঙ্গিক চিন্তাও আসিয়া আশ্রয় করে।
 বাম করতলে বামগণ্ড সংস্থাপিত করিয়া অনবরত অশ্রু
 বিসর্জন করিতে থাকেন। মনোভ্রমার তদানীন্তন মধুর
 মূর্তি ও বাস্পপূর্ণ নেত্রদ্বয় অবলোকন করিলে মনে
 এক প্রকার অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। বোধ হয়
 যেন, পূর্ণচন্দ্র পাণ্ডুবর্ণ মেঘাবৃত হওয়াতে চক্ষুরূপ
 চকোরীযুগল সন্মতরে রোদন করিতেছে। হায় !

প্রণয় পরাজয় নির্বোধ যুব জনের হৃদয় কি নিদারুণ ! তাহাদের বক্ষঃস্থল পাষণ অপেক্ষাও কঠিন। তাহারা যে, কেবল প্রণয় পাশচ্ছেদন করিয়াই নিরস্ত হয়, এমত নহে, স্নুকোমল স্বভাব তরুণীগণের তরুণ আশালতার মূল পর্যন্ত উৎপাটন করিতে চেষ্টা পায়। রমণীগণের উচ্ছেদ দশাকে আহ্বান করিবার ঐ এক ভয়ঙ্কর বিকার। তাহা নিরাকরণের অন্য ঔষধ প্রায়ই নাই। হায় ! দম্পতীর কি দুর্দশা ! দাম্পত্য প্রণয়ের কি দূর-বস্থা ! আহা ! মনোভ্রম। যখন পতিকৃত অপমান ও সংসারের ভাবী আপৎপাতের বিষয় চিন্তাকরত সন্তাপ সলিলে নিমগ্ন হইতে থাকেন, যখন তাঁহার কুরঙ্গ নেত্র-যুগল হইতে মুক্তা কলাপের ন্যায় নীরধারা পতিত হইয়া গওস্থল অতিক্রম করত হৃদয়কে প্লাবিত করিতে থাকে, তখন তাহা নয়নগোচর করিয়া কোন্ পাষণ-হৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার না হয় ? পাপ-মতি নীলব্রত সততই কুসঙ্গে রত। মনোভ্রমার সহিত সে দিন কথান্তর হওয়া অবধি বনে বনেই ভ্রমণ করিতেন, কখন কখন লোকালয়ে আসিয়া গণিকাগণের নিকটে মনোভ্রমার অকারণ নিন্দাবাদ করিয়া তাহাদের প্রণয়ভাজন হইতে চেষ্টা পাইতেন। নিরবধি অনাহারে তাঁহার শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া আসিল। এক দিন বেলা দুই প্রহরের সময়, যৎকালে দিনমণির উত্তাপে চারি দিক প্রাণিশূন্য প্রান্তরের ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে,

পূর্ব দিক্ যেন প্রিয়বিরহে কোণ প্রদর্শন করত দিগ্-
দাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, পশ্চিম দিক্ যেন হস্ত
বিস্তার করিয়া দিবাকরের কর আকর্ষণ করিতেছে,
গগণমণ্ডল যেন জ্বলিতেছে, সহসা মরীচিকা দৃষ্টি
করিলে মৃগতৃষ্ণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত নহে, এমন
সময়ে নীলব্রত একাকী এক উদ্যানস্থ বিটপিসমিহিত
পর্ণকুটীরে বসিয়া এক একবার পত্নীর আচরণের বিষয়
চিন্তা করিতেছেন, কত প্রকার অনিষ্ট কল্পনা করিতে
ছেন, কখন বা মনোভ্রমার সদুপদেশ বাক্য পর্যালোচনা
করিয়া কতই আশঙ্কা করিতেছেন। ইত্যবসরে তাঁহার
সহযোগী দুই বান্ধব ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানে
উপনীত হইলেন। এবং আতপজনিত শ্রান্তিদূর
করিবার আশয়ে নীলব্রতের কুটীরদ্বারস্থিত তরুচ্ছা-
য়ায় দণ্ডায়মান হইয়া বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন।
দৈবাৎ গৃহমধ্যে নীলব্রতকে সচিন্তমনা অবলোকন
করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং অলক্ষিত রূপে
তাঁহার বনগমনের কারণ কি, পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিতে
লাগিলেন। কহিলেন, এই জন্যই বোধ হয়, উঁহাকে
আর সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই রূপ উভয়ে
বিতণ্ডা করিয়া নীলব্রতকে সম্বোধন করত কহিলেন,
বয়স্য! একি? তুমি আমাদিগকে না বলিয়া কবে এ-
স্থানে আসিয়াছ? এই বিজন বনে একাকী বসিয়া কি
ভাবিতেছ? একে এই উত্তাপের সময়, তাহাতে

নিবিড় বন, একি অবস্থানের উপযুক্ত স্থান? তোমার শরীর যে একেবারে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে? হঠাৎ দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। তোমার আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, কোন দুঃসহ ভাবনা তোমাকে আক্রমণ করিয়াছে। এ অবস্থা দেখিয়া আমরা কোন ক্রমেই মনকে সুস্থির করিতে সমর্থ নহি। প্রিয় সুহৃদে! মানমুখ আমাদিগকে এই মধ্যাহ্নকালীন প্রথর রবিকিরণ অপেক্ষাও কাতর করিতেছে। নীলব্রত সচকিত মনে বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন এবং সহসা বান্ধবসমাগম লাভ করিয়া মনে মনে আপনাকে সৌভাগ্যশালীও জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ আর বাক্য স্ফূর্তি হইল না। ক্ষণকাল পরে বন্ধুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বয়স্য! এক্ষণে কোথায় গমন হইয়াছিল, এবং কোথা হইতে আশা হইতেছে, আর কোথাই বা যাইবে? তাঁহার উত্তর করিলেন, বন্ধো! আমরা কানন পরিভ্রমণেই বহির্গত হইয়া দৈবাৎ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। অন্য কোন অভিলষিত প্রদেশে গমন করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে তোমার এই বিবর্ণ আকার আমাদিগকে অত্যন্ত যাতনা দিতেছে। ত্বরায় আত্মরত্নান্ত বর্ণন করিয়া পরিতৃপ্ত কর। নীলব্রত কহিলেন, বন্ধো! তোমরা এই স্থানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম কর, আমি আমার অদৃষ্ট বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি। অথবা তাহা

শুনিয়েই বা কি হইবে ? যদি একান্তই না শুনিলে নহে, তবে শ্রবণ কর । তদনন্তর তিন জনে একত্রে উপবেশন করিলে নীলব্রত কহিলেন, বয়স্য ! জানই ত আমি সেই পাপিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া অবধি কত অসুখেই কালক্ষেপ করিতেছি ।—তাহারা এই কথা শুনিয়েই মনে করিলেন, উঃ ! ইনি অতদূর গিয়াছেন ! বয়স্য ! তার পর, তার পর ? নীলব্রত কহিলেন, তার পর সেই পরিণয় অবধিই আমার মন কেমন এক প্রকার ভ্রমোৎসাহ হইয়া গিয়াছে ; কিছুতেই কিছু ভাল লাগে না । তাহাতে আবার সেই আপৎস্বরূপা রমণীটা কথায় কথায় আমাকে নীতি বুঝাইতে আইসে ; কথায় কথায় আমাকে সঙ্কদোষ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করে এবং কথায় কথায় এক একখানা ছাপার পুথি লইয়া পাঠ করিতে বসে । আবার আত্মস্পর্ধাও সামান্য নয় । আমাকে বলে কি, নাথ ! এই এসো, দেখ, কেমন নীতি কথা ! কথার মধ্যে কি না, স্ত্রী-শিক্ষা মহোপকারিণী ; বালকবালিকাগণ জননীর নিকট উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত হয় ; বাল্যবিবাহ মহাপাপ ; বিধবাবিবাহ ধর্মশাস্ত্র-সম্মত । এই সকল অশ্রাব্য বচনেই বিরক্তি জন্মাইতে থাকে । তাহাতে আমার ক্রোধে সর্ব শরীর জ্বলিয়া যায় ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য ।

দান প্রাপ্ত ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নবপ্রবন্ধের সাহা-
যার্থ অন্বালা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষাল ৪ টাকা প্রদান
করিয়াছেন ।

১২৭৩/৭৪ সালের মূল্য প্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র আচা	...	কলিকাতা	...	১/
„ ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী	...	ঐ	...	১/
„ হারানচন্দ্র আচা	...	ঐ	...	১/
„ মধুরমোহন খাঁ	...	ঐ	...	১/
„ ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায়	...	ঐ	...	১/
„ কালীপ্রসন্ন সেন	...	ঐ	...	১/
„ হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	...	ঐ	...	১/
„ হেমচন্দ্র রক্ষিত	...	ঐ	...	১/
„ মতিলাল দে	...	ঐ	...	১০
„ দেবেন্দ্রনাথ বসু	...	ঐ	...	১/
„ অমরনাথ ঘোষ	...	ঐ	...	১/
„ ঋষিবর যুগোপাধ্যায়	...	ঐ	...	২০
„ যদুনাথ দত্ত, গড়পার	...	ঐ	...	১/
„ ভুবনমোহন কর রায়	পোজ্জানা, সাহাজাতপুর			১০০
„ স্বারকানাথ রায়	...	ঢাকা	...	১৫০
„ শ্যামাচরণ দাস	...	চৈবামা	...	১০০

টিক ১৮/০

গ্রাহকগণের প্রতি ।

১২৭৩ সালের তাত্র মাস হইতে যাঁহারা নব-প্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক ও কাল-
ভ্রম হইতে বাৎসরিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন গত আবেণ মাসে তাহা মিশ্রিত
হইয়াছে। অপর যাঁহারা গত বৈশাখ হইতে বাৎসরিক প্রদান করিয়াছিলেন,
তাঁহাদিগের মূল্য ও পরিণোদ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে পুনরবার বার্ষিক বা বাৎসরিক
মূল্য প্রদান করিবেন। যদি একমাস মধ্যে মূল্য প্রদান না করেন, তবে তাঁহা-
দিগের বস্ত্র মূল্য অগ্রিম বলিয়া পরিগণিত হইবেক না; যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিতে
ইচ্ছা না করেন, তাঁহারা এবং যাঁহাদিগের নিকট অন্যান্য গত বৎসরের মূল্য বাকি
রহিয়াছে তাঁহারাও অবিলম্বে আমাদিগের প্রাপ্য পরিণোদ করিবেন, ইহাতে অন্যথা
হইলে আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগের নাম ধাম এক্ষণে অগত্যা বাধিত হইব ।

নব-প্রবন্ধ পত্রের নিয়মাবলী ।

১ যদি কেহ মামুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করেন, তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবেক না ।

২ গ্রাহক মহাশয়েরা মূল্য প্রেরণকালে যেন এক আনার অধিক মূল্যের ডাকের টিকিট না পাঠান ।

৩ মফস্বলীয় গ্রাহক মহাশয়েরা অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে এই পত্র প্রদান করা যাইবেক না ।

৪ বাৎসরিকের ন্যূন কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য গ্রহীত হইবেক না ।

৫ কেহ এই পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহকে প্রতিবারে প্রতি পংক্তিতে এক আনা দিতে হইবেক ।

৬ এই পত্র বাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি ঘোড়াসাঁকো বলরাম দেবর স্ট্রীটের ১৮২ নং ভবনে ত্রিযুক্ত তিনকড়ি ঘোষালের নিকট অথবা ধ্যাকার ইন্সপেক্টর এণ্ড কোম্পানির আফিসে ত্রিযুক্ত হরিমোহন কর্মকারের নিকট পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । বালেশ্বর ও তম্রিকটস্থ স্থানের যদি কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তবে বালেশ্বর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আফিসের কেসীয়ার ত্রিযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও ঢাকার হিন্দু-হিতৈষণা সম্পাদক ত্রিযুক্ত হরিশচন্দ্র মিত্রের নিকট এবং কুমারখালীতে গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা সম্পাদক ত্রিযুক্ত হরিনাথ মজুমদারের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । এই পত্রের

মাসিক মূল্য ১০

বাৎসরিক মূল্য ১১/০

বার্ষিক মূল্য ২৥০

বিনাস্বাক্ষরকারির প্রতি প্রত্যেক পত্রের

মূল্য ১/০

Part II.

No. 9.

NABAPROBUNDHA

A

MONTHLY MAGAZINE.

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থমন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তরূতানুসন্ধঃ ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেব নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ। ১ পৌষ, ১২৭৪। ১ মাসিক ... ১০
৯ম সংখ্যা। ১ জ'নুয়ারি, ১৮৬৮। ১ অগ্রিমবার্ষিক ২৥।

দ্রষ্টব্য।

কিরাতার্জুনীয় ... ২৫৭	অপূর্ণকারাবাস ... ২৬৫
অরিস্টকীর্তন ... ২৬২	মনোভূমি ... ২৭৩
অশোকবনে রাবণের প্রতি জানকী ... ২৬৩	

বঙ্গিকাভা।

আগহাট্ট ফুট ৩৪। ১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশযন্ত্রে
শ্রীকালীকঙ্কর চক্রবর্তি কর্তৃক মুদ্রিত।

নবপ্রবন্ধ কার্যালয়। সোহাগীদেবী বসরান দেব চিট ১৮। ১ নং ভবন।

Price 5 annas.

মূল্য ১/০ আনা।

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ।

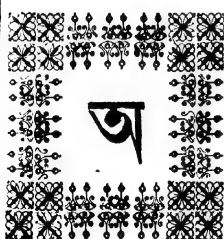
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ } পৌষ, ১২৭৪। { মাসিক মূল্য ... ১০
৯ম সংখ্যা। } জানুয়ারি, ১৮৬৮। { অগ্রিম বার্ষিক ২৥০

কিরাতাজ্জুনীয়।



চতুর্থ সর্গ।



মুখরিত মেখলাদামে ভূষিতা
পাণ্ডুবর্ণা যৌবনবতী প্রেয়সীর
ন্যায় জনসমীপে কলহংসরবে
আকুল স্থপক শস্যদামে পাণ্ডু-

নস্তর সেই
লোকর-
ঞ্জনমহা-
বীর অ-
জ্জুন স-
খীসমক্ষে

বর্ণা ভূমিতে উপস্থিত হই-
লেন। সেই গ্রামান্তসন্নিবিষ্ট ভূমি-
থণ্ডে ধান্যরক্ষসকল কলভরে
অবনত হইয়া রহিয়াছে, কর্দম
শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ও সরোবর
সকল পঙ্কজদলে পরিপূর্ণ হইয়া
রহিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন,
সেই শরদ্ধাণসম্পন্ন ভূমিথণ্ডে
অজ্জুনকে সমধিক প্রীত করি-
বার মানসে স্বকীয় শরদ্ধাণ-
সম্পত্তি উহারে উপহারস্বরূপ
প্রদান করিতেছে; ইহা দেখিয়া
অজ্জুনের হৃদয় আমোদে পুল-
কিত হইয়া উঠিল।

তখন তিনি চতুর্দিকে ভ্রমি
নিষ্কোপ করাতে দেখিতে পাইলেন,

কোন স্থলে সরোবরসকল বিশ্বয়-
 বিক্ষারিত পদ্মরূপ লোচন দ্বারা
 শফরীর পার্শ্ব পরিবর্তন দেখি-
 তেছে, প্রেয়সীর দৃষ্টিবিলাস-
 সদৃশ সেই শফরীবিহ্বলি অর্জু-
 নের মানসকেও একান্ত আকৃষ্ট
 করিয়া ফেলিল। একান্ত দুর্লভ
 যোগ্য সমাগম সংঘটিত হইলে
 কে না তাহার সম্পদাতিশয়ের
 প্রশংসা করিয়া থাকে? অতএব
 তিনি যে অম্বুজরাজি সমলঙ্কৃত
 মলিল মধ্যে কলমগুচ্ছের রমণী-
 যতা সন্দর্শনে নিতান্ত প্রীত হই-
 বেন, ইহার আর বিচিত্র কি?
 কিঞ্জলুক সংবলিত ফেণরাজি-
 মধ্যে পদ্মিনী বিকসিত রহিয়াছে,
 দেখিলামাত্র অর্জুনের অন্তরে অগ্রে
 যে স্থলপদ্ম ভ্রম সঞ্চারিত হইয়া-
 ছিল, এক্ষণে পরিবর্তিত পাণীন
 মৎস্য দ্বারা আহত জলরাশি
 দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে আর সেই
 পূর্বসংকল্প স্থান প্রাপ্ত হইল না।
 যখন তিনি দেখিলেন, নদীসকল
 ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, বে-
 গেরও তাদৃশ প্রার্থ্য নাই, কেব-
 লমাত্র ক্ষৌমবস্ত্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ
 ভঙ্গীবিশিষ্ট নৈকত্যাগে উদ্ভি-
 রেখা নিপতিত রহিয়াছে, তখন

আর তাহার হৃদয়ে আত্মাদের
 পরিসীমা রহিল না। কোন স্থলে
 দেখিলেন, ক্রমকবধূগণ সূক্ষ্মতর
 কেশর রেণু সমলঙ্কৃত স্ব স্ব
 ভ্রমধ্য বন্ধকপুষ্পে খচিত করিয়া
 অলঙ্কের ন্যায় তাশ্রবণ অধর-
 পল্লব শোভার সহিত যেন
 উহার সাক্ষ্য পরীক্ষা করিতেছে।
 পীবর পয়োধরযুগলের সর্কতো-
 ভাগে যে নালতাপ সত্ত্বপ পদ্ম
 পরাগ নিষ্কপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে
 তাহা শ্রমজনিত ঘর্ষজ্বলে দেহ-
 ময় বিস্তৃত হওয়াতেও উহার
 বিলক্ষণ শোভা পাইতেছে এবং
 আপন আপন লোচন প্রভা-
 দ্বারা কপোল সম্মিষ্ট কর্ণোৎপল-
 রাজিবও শোভা সম্পাদন করি-
 তেছে।

গাভীগণ রাত্রিশেষে বনভূমি
 পরিত্যাগ করাতে তাদ্রুশ বেগে
 গমন করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু
 বৎসের কথা স্মরণ হওয়াতে উহা-
 দিগের উদ্বিগ্নত্ব হইতে অনবরত
 দুঃখ দ্বারা ক্ষরিত হইতেছে; গম-
 নেও বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ
 করিতেছে; দেখিলামাত্র অর্জুনের
 হৃদয়ে দর্শনলালসা সাতিশয়
 পরিবর্তিত হইয়া উঠিল। উচ্চা-

সংঘর্ষে একের পরাজয়-নিবন্ধন
শারদায় পুষ্টি সম্পন্ন মূর্তিমান
দর্পের ন্যায় পরাক্রমকারী, সগর্ভ
চীৎকার সহকারে শৃঙ্গ দ্বারা নদী-
তার খনন করিতেছে। হিমালীশুভ্র
ধেনুগণ অঙ্গে অঙ্গে নদীর
পুলিনভাগ পরিত্যাগ করাতে
উহাদিগকে ঐ তবঙ্গিনীর জঘন
স্থল হইতে অপহৃত পটবস্ত্রের
ন্যায় বোধ হইতেছে, ইহা দেখিয়া
অর্জুনের আত্মাদের আর পরি-
সীমা রহিল না। কোন স্থলে
নিরন্তর সহবাসনিবন্ধন ধেনু-
সদৃশ সরল ভাষাপন্ন, ধেনুগণের
প্রতি সহোদর মেহবিশিষ্ট
গো-পালগণ গৃহের ন্যায় বনেতে ও
ধেনুগণের নিকটে অবস্থিতি করি-
তেছে। গোপকামিনীগণ নবনীত
মস্থন করিতেছে; নর্তন প্ররক্ত বার-
বিলাসিনীগণের ন্যায় উহাদিগের
বদনকমল ভ্রমর সদৃশ চঞ্চলিত
কেশদামে আকুলিত হইতেছে,
কেশরাত দস্তরাজি হাস্য জন্য ঈষৎ
বিকশিত হইতেছে ও বালাতপ-
সদৃশ আকুলিত কুণ্ডলরশ্মিতে
বিচ্ছুরিত রহিয়াছে। বিচ্ছুরিত
একমাত্র পল্লবসম্পন্ন লতার ন্যায়
নিঃশ্বাসনিরোধ জন্য উহাদিগের

অধর পল্লব কম্পিত হইতেছে।
পার্শ্ববিবর্তন জন্য নিতম্বভাগ
পরিবর্তিত হইতেছে ও মস্থন-
দণ্ড সমন্বিত রজ্জুর আকর্ষণ জন্য
উহাদিগের পাণ্ডিগুগল মনোহর
বিক্ষেপ সম্পন্ন হইয়াছে। উহা-
দিগের হস্ত বিঘূর্ণিত মস্থন দণ্ড-
দ্বারা বিকম্পিত বৃত্ত হইতে মৃদঙ্গ
গম্ভীরধ্বনি উদ্গত হওয়াতে গোষ্ঠ
প্রাঙ্গণবিহারিণী ময়ূরীরা মেঘ-
গর্জনে বোধে স্তম্ভ্য করি-
তেছে। উহাদিগের পীনোন্নত
পয়োধরযুগল মন্দ মন্দ কম্পিত
হইতেছে এবং নয়নোৎপল ও
শ্রমজন্য সাতিশয ক্লান্ত হইয়া
উঠিয়াছে; দেখিবামাত্র অর্জুনের
দৃষ্টি উহাদিগের প্রতি একান্ত
আকৃষ্ট হইয়া উঠিল।

এইরূপ দেখিতে দেখিতে
অর্জুন যে পথ দিয়া গমন করি-
তেছিলেন, তাহার বক্রগামিতা
বর্ষার অবসান হওয়াতে বিনষ্ট
হইয়াছে, প্রাস্তবর্তী শস্য সকল
রথ কর্তৃক উপভুক্ত হইয়াছে, রথ-
চক্র চিহ্নিত গাঢ় কর্দম অদ্যাপি
সীমন্তের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছে
ও নিরন্তর গমনাগমন জন্য পথ-
ভাগ কর্দম হইতে বিভিন্ন হই-

যাচ্ছে এবং কোন স্থলে বা পুষ্পিত পুষ্পনিকরে বিকাশিত আশ্রমমণ্ডপ সঙ্গ্রহ লতাগৃহ-সকল অনিন্দ্যকর্য্য। বিশুদ্ধভাব ও কার্য্যরূপ ভূষণে ভূষিত জন-গণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । অর্জুন সত্যক নয়নে এই সকল শারদীয় শোভা সন্দর্শনে সাতিশয় পুল-কিত হইয়া উঠিলেন ।

আন্তরিক অভিপ্রায়জ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই সময়ানুরূপ বর্ণনে ঔদাস্য অবলম্বন করে না, এই কারণেই অনুচর যক্ষ অর্জুনকে তদবস্থ ও শরদের তাদৃশ সূত্রীকতা সন্দর্শনে অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই বলিল, মহাশয় ! যে শরৎ কল্যাণ-কর নিয়তির একমাত্র উত্তরসাধক ও কৃষিকর্য্যাদিরূপ জগতের কার্য্য-জাতকে ফল দ্বারা সফলিত করিতেছে, স্বচ্ছসলিলবাহিনী ও নির্জল মেঘশালিনী সেই শরৎ আপনার জয়শ্রী পরিবর্দ্ধিত করুক।

মহাত্মনু ! শরদের আগমনে এই স্থলের শস্য সকল পরিণাম নিবন্ধন রমা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, নদীর ঔজ্জ্বল্য তিরোহিত হইয়াছে, পৃথিবীও পঙ্কভার হইতে মুক্ত হইয়াছে । কালধর্ম্মে

বর্ষালক্ষ্মীর চিরপরিচিত প্রেমও এককালে নিরর্থক করিয়া তুলিয়াছে । নভোমণ্ডল বিষদবর্ণ বলা-কারাজি বিযুক্ত ইচ্ছাপ্রাণ বিরহিত ও জলধর মণ্ডলে পরিশূন্য হইলেও যে অন্যাধি শোভায় সমলকৃত রহিয়াছে, ইহাই স্বভাবময়ের নিকট আহাৰ্য্য শোভার নিরর্থকতার একটা প্রধান নিদর্শন স্থল । বিকশিত কদম্বানিলে মুরতিত স্বামীরূপ বর্ষাঋতুর অত্যায়ে দিগ্‌বধূগণ যে ম্লান, পাণ্ডুবর্ণ ও হেমহার বিযুক্ত পয়োধর ধারণ করিতেছে ও নিতান্ত ক্লশ ভাবাপন্ন হইয়াছে, ইহাতেও কি উহা-দিগের শোভা সম্পাদিত হইতেছে না ?

মদক্ষয় নিবন্ধন কর্কশকণ্ঠ ময়ূরগণের উন্নতধ্বনিও আর কর্ণের সুখপ্রদান করিতে পারিতেছে না, এক্ষণে মদমত্ত কলহংস-ধ্বনিই একমাত্র শ্রুতিস্বধকর হইয়া উঠিয়াছে। প্রীতিকর বস্তু সত্ত্বে কখনই পরিচরাধিকা স্তম্ভাধিকরণে সমর্থ হয় না । ফলপাক-নিবন্ধন পাণ্ডুবর্ণ পৃথুগুচ্ছশালী শালী ক্ষেত্রসলিলাভিযুগ্মে অবনত থাকাতে বোধ হইতেছে

যেন, গন্ধ দ্বারা অনুদিত বিকশিত নীলোৎপল আশ্রমে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। যে স্থলে ক্ষেত্রবারি হরিদ্বর্ণ মৃণালকান্তিতে রঞ্জিত রক্তবর্ণ পদ্মদলশোভায় মিশ্রিত ও পরিণত ধান্যশিখরে পিঙ্গলিত হইয়া গলিতথণ্ড ইন্দ্রধনুর ন্যায় বোধ হইতেছে, যে স্থলে বনরাজিরূপ অঙ্গনাগণ বিকশিত পুষ্পনিকরে হাসিতে হাসিতে অনাকুল ও উন্মীলিত বাণকুমুররূপ লোচনে অনিলা-
হৃত সপ্তপলাশপরাগরূপ শুভ্র-
স্তনোত্তরায়নিরোধে আগ্রহ প্র-
কাশ করিতেছে ও যে আকাশ
মার্গ আর বিদ্যুতালোকে উদ্ভা-
ষিত হইতেছে না, স্বৈতবর্ণ অম্বুদ-
থণ্ডে স্ফুচ্ছায় রহিয়াছে এবং বিরল-
প্রায় সলিলকণাতে পরিব্যাপ্ত
রহিয়াছে, সেই সেই স্থল ও পথ
লক্ষ্য করিয়া হংসগণ মধুরনি-
নাদে পথভাগ আকুলিত করিয়া
গমন করাতে বোধ হইতেছে
যেন, মেঘোপরোধনির্মুক্ত দিগ্-
বধুগণ বহুকালের পর পরস্পর-
সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ধেনু-
গণ বিহার ভূমি হইতে গোষ্ঠে
গমন জন্য আগ্রহাতিশয় সহ-

কারে যূপবিমুক্ত হইয়া নিরন্তর
ক্ষীরধারা বাহী উপঃস্থল বৎস-
দিগকে উপহার সদৃশ প্রদান
করিতেছে। জগতের প্রসূতি ও
একমাত্র পবিত্রকারিণী গো-সমিতি
গোষ্ঠসমীপে বৎসকর্তৃক উপগত
হইলে স্বকৃৎযজ্ঞপ্রভৃতি মন্ত্রযো-
জিত আহুতির ন্যায় সাতিশয়
শোভা পাইতেছে। সম্মুখবর্তী
মৃগযুথ ময়ূরীকণ্ঠ অপেক্ষাও উৎ-
কৃষ্টতর গোপাঙ্গনাদিগের স্মরণ
গীত শব্দে আরুণ্ঠ হইয়া আহারে
সাতিশয় স্পৃহাসত্ত্বেও আহার
করিতে পারিতেছে না। কলম-
গুচ্ছ অবনত মস্তকে পদ্মিনীকে
নমস্কার করিতেছে, তথাপি
পদ্মিনী অবজ্ঞাপূর্বক উহাকে
প্রত্যাখ্যান করাতেই বুঝি সহচর
সলিলের সহিত অন্তঃশোষিত
ও কামতপ্ত হইয়া নিতান্ত পাণ্ডু-
বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সলিলকণ-
বাহী বায়ু পদ্মপরাগ বিচলিত
করিয়া প্রবাহিত হওয়াতে ভ্রমর-
গণ গন্ধাকৃষ্ট হইয়া রাজভয়ভীত
চৌরাদির ন্যায় গন্তব্য স্থল নির্ণয়ে
সমর্থ হইতেছে না। নভোমণ্ডল-
বিহারী শিরীষ কুমুমের ন্যায়
কোমলমুর্তি শুকাবলি প্রবালথণ্ডের

ন্যায় রক্তবর্ণ চক্ষু পুটে পিঙ্কল-
বর্ণ কলমশীর্ষ প্রাবণ করাতে ইন্দ্র-
চাপের সারূপ্য লাভ করিয়াছে ।
অর্জুনাশ্রুচর যক্ষ যখন এই প্রকার
শারদীয় শোভা বর্ণন কবিত্তেছিল,
তখন সূর্য্যামণ্ডল হইতেও সম-
ধিক উন্নত, জলশূন্য জলপররাশির
ন্যায় একত্র অবস্থিত হিমগিরি
অদূরে দেখা যাইতে লাগিল ।
অর্জুন সেই হিমালয়েব উপ-
ত্যাকভাগ শ্যামল বনরাজিতে
পরিবৃত্ত ও শিখবদেশ হিমালীশুভ্র
রহিয়াছে দেখিয়া মদরাগ বিযুক্ত
নীলবসনপরিবৃত্ত হলধরমূর্ত্তি অনু-
ধ্যান করিতে লাগিলেন ।

ইতি ভারবিকৃত কিরাতার্জুণীয়
নহাকাব্যে চতুর্থ সর্গ ॥

অরিস্টকীর্তন ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত অলক-
দত্তাত্রেয় সম্বাদ ।



হর্ষি দত্তাত্রেয়
বলিলেন, মহা-
রাজ ! যোগিগণ
যে সকল অরিস্ট
সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব মৃত্যুকাল
অবগত হইতে পারেন, আপ-

নার নিকট তাহা কীর্তন করি-
তছি, অগত হইয়া শ্রবণ করুন ।

যে ব্যক্তি দেবমার্গ, ধ্রুব, শুক্র
এবং মোক্ষায়া অরুদ্ধতীকে
দেখিতে না পায়, নিশ্চয়ই
তাহাকে সংবৎসর পরে মৃত্যু মুখে
নিপতিত হইতে হইবে । যে
সূর্য্যামণ্ডল কি প্রদীপ্ত হতাশন
কিরণরাজি-পরিশূন্য অবলোকন
করে, তাহার জীবনের আর
একাদশ মাস মাত্রকাল অবশিষ্ট
আছে । যে স্বপ্নেতে স্বকীয় বিষ্ঠা-
মূত্র কি বমন মধ্যে স্বর্ণ কিম্বা
রজত প্রত্যক্ষ দর্শন করে, সে
দশমাস মাত্র জীবিত থাকিবে ।
যাহার স্বপ্নে ভূতপিশাচাদি কি
গন্ধর্ভনগর অথবা স্রবণবর্ণ রূক্ষ-
সকল প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, নয় মাস
পরে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যুকাল
উপস্থিত হইবে । যে ব্যক্তি স্থূল-
দেহ হইতে অকস্মাৎ কুশদেহে
কিম্বা কুশদেহ হইতে অকস্মাৎ
স্থূলদেহে পরিণত হয়, প্রকৃতির
বিপরীতভাবাপন্ন সেই ব্যক্তি
আটমাস পরেই মৃত্যু মুখে নিপ-
তিত হইবে । পাংশু বা কর্দ্দম
মধ্যে বিচরণকালে যাহার পদের
তলভাগ কি অগ্রভাগ খণ্ডিত হয়,

মধ্যমাস পরেই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইবে। যাহার মস্তকের উপরিভাগে নীলবর্ণ কপোত, গৃধ্র, কাকোল বিচরণ করে, তাহার জীবনের মাসত্রয় মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

যে ব্যক্তি মেঘ শূন্য গগণের দক্ষিণভাগে বিদ্যুন্মালা সন্দর্শন করে, কিম্বা রাত্রিকালে ইন্দ্রধনু দেখিতে পায়, তাহার আর দুই মাস মাত্র জীবিত থাকিতে হইবে। যে যত, তৈল, মলিল কি আদর্শমধ্যে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনে কিম্বা প্রতিবিম্বিত স্বকীয় দেহের মস্তক দর্শনে সমর্থ না হয়, তাহাকে আর এক মাসের অধিক জীবিত থাকিতে হইবে না। যাহার গাত্রে শবগন্ধ অনুভূত হয়, তাহাকে পঞ্চদশ দিবস পরে মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইতে হইবে। মলিলে অবগাহনমাত্র যাহার হৃদয় ও পদভাগ শুষ্ক হইয়া উঠে, অথবা জলপান করিলেও যাহার কণ্ঠশেষ নিরন্ত হয় না। তাহার জীবনের আর দশদিবস মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

ক্রমশঃ।

এনে
প্রতি
জানকী।

কাব দর্পে হতেহিসু গর্ভিত লঙ্কেশ,
স্পর্শিতে সীতাব গাত্র অপবিত্র কবে—
অসহায়া অনাথিনী এবে কি জানকী?
কি তুম্হ, রাজহ তোয স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী—
তুম্হ সম স্ত্রান হয় সীতাব নয়নে।
পবদাবে পাণাসক্ত দুঃখতি দুর্জনে
হরে এনে দেবনারী এত দর্প তোর
সামান্য রমণী নয় রঘুপতি-নারী,
হুর্ঘ্যবংশ-কুলবধু, জনক দুহিতা।
যে দিনে হবিলি তুই পঞ্চবটী বনে,
দেখায়ে কনক হুগ মায়াবী রাক্ষস,
থাকিতেন যদি তথা জানকীবল্লভ,
দেখিতিসু কোন্ বীরে রক্ষে জানকীবে,
যেমন শিবাব দশা কেশরী কবলে,—
সেইরূপে নাশিতেন তোরে দাশরথী।
যিক্ রে রক্তের পতি কি কুমতি তোর,
পৃথাল হইয়ে চাস লভিতে সিংহিনী;
সরে যা পাণিষ্ট ছুট নিলজ্জ পামর;
কোন মুখে আঙুলি আঙুলিয়া পথ,
দিতে চাস কামভাবে দুগাকর কর—
পতিব্রতা সতীগাত্রে মতিয়া। মদনে,
যদি পতিপদে মতি থাকে বৈদেহীর,
যদি সঁপে থাকে মন, রাঘব চবণে,
যদি ধর্ম অমুরতা জনক নাদিনী
হয়ে থাকে চিরদিন বালিকা অবধি,
উত্তরি যৌবন পদে, একান্ত মানসে,

দেখিবি পাপাত্মা রক্ষ, প্রতাপে তাহাব
খণ্ড খণ্ড হবে তোর ঘৃণিত বসনা,
লুটাইবে দশ মুণ্ড সাগরের কূলে,
কমক রচিত লক্ষা হবে হারখার ।

কোথা তোর ইন্দ্রজিত বীর চুড়ামণি,
যার বলে বলী তুই বাধি পুরন্দরে,—
পরাসম ধরাধামে দেখিস বর্ধর,
কোথা বীরবাহু তোর শল্য সেমাপতি,
অক্ষয়কুমার কোথা ধাহুকী তরণী,
কোথা জাতা কুন্তকর্ণ অকালে যাহারে
জাগাইয়া ছিল রণে বধিতে রাঘবে,
কোথা তোর লক্ষ পুঞ্জ সওয়া লক্ষ নাতি

প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত সেমাপতিগণ,
শ্রীরাম সৌমিত্রী শরে বাসরের করে,
লাল ল নাগটে আর রক্ত শাখাঘাতে,
হিন্ন তিন্ন বীরবৃন্দ হৃৎখণ্ড সম,
ধরাশায়ী এবে সব সমুদ্র পুলিনে ।

একেশ্বর আজি তুই রক্ষিবি কেমনে,
কার বলে বলী আর হইবি রাবণ,
কেহ নাই রক্তকূলে বংশে দিতে বাতি ।

তবুও গর্জিল যেম শরদ গর্জনে,
গর্জিল যথা গুপ্তবিলে হৈম ভূজলম,
ছুঁ'বি কি স্যামারে দুই রক্ষণ শৃগাল,
দশ মুণ্ডে কুড়ি হস্তে দেখাইয়া ভয় ।

ডরে কি শিবর ভাকে সিংহের রমণী,
শৃগালের লক্ষ দেখে ডরে কি মৈথিলী
ফিরে যা রাবণ, তোর ভাকিছে সঘনে,
ভীমমাদে দণ্ড করি, প্রত্যাকরত্নত ;

পরিহরি পাপদেহ দাশরথিকরে,
চলে যা বিমানে চড়ি বৈজয়ন্ত ধামে ।

তবু যে দুরাশা আরো আসিস্ মিকটে,
দেখো না সরমা এই মরে দশানন,—
যেমন পতঙ্গবৃন্দ হর্ষে মৃত্য করি,—

ইচ্ছা করি সপে প্রাণ কাঁপিয়া অনলে,
বড় অভাগিনী সীতা জন্মমুখিমী,
অযোনিমুদ্রা হয়ে জন্মকপালিতা,
রাজকন্যা, রাজরাণী, রাজকুলবধু,
কত কষ্ট ভুগিতেছে পূর্বজন্মপাপে ।
অভিষেক দিনে স্নেহে হইয়ে বক্তিতা
আসিয়াছে বনবাসে প্রাণেশের সনে,
সেধেছে দারুণ বাধ, মহিষী কৈকেয়ী
পুঞ্জশোকে দশরথ তেজেছেন প্রাণ,
বনে হারাইয়া রামে যুগ অঘেষণে,
লক্ষণে কটাক্ত করি, করিয়ে বিদায়,
পড়িছে রাক্ষসকরে বিধির বিপাকে —
তা বলে কি হবে আজি অবিধাসী সীতা
অযোধ্যার রাজ্যপাট স্বর্নসিংহাসন,
রাজভোগ উপহার, রাজ অট্টালিকা
তেজেছে আনকী যবে যাহার কারণে,
থাকিবে হৃদয়ে ধরে সেই পা দুখানি,
পৃথিবীতে এ দুখনি জীবে যত কাল ।
কি দেখাস্ খড়্গ তুই দুই হস্ত লম্পট
প্রাণের মায়াতে, সীতা পাইবে কি ভয় ।
কখনো না কখনো না, প্রতিজ্ঞা অচল,
তুচ্ছ দেহ, তুচ্ছ প্রাণ, চাহেনা জানকী ।
দোষি রাবণ কিরে বীরপত্নী কাজ,
এখনি ত্যজিবে প্রাণ, হারি লোষ্ট্র সম
হৃদে ভাবি কমলাক্ষি কমল চরণ ।
হেনকালে নিবারিলা রাণী মন্দোদরী,
নিবর্তিলা লক্ষেশ্বর নীরবি লজ্জায় ।

অপূর্ব কারাবাস ।

২৪৮ পৃষ্ঠার পর ।



মি নিশ্চয়
বলিতে পা-
রি যে, যদি
আমার আ-
কার এরূপ

জঘন্য ও জন্ম এরূপ নীচকূলে না
হইত, তাহা হইলে তোমারই এই
মনের আবার অবস্থান্তর দর্শন করি-
তাম। যাহা হউক আর রূপা বাক্য
ব্যয়ের আবশ্যক নাই। এক্ষণে আ-
মার সহিত আমার আশ্রয়ে যাইতে
হইবে, তোমাকে এখানে রাখিয়া
কখনই আমি গৃহে যাইব না, বুদ্ধ-
দেবের এমন আজ্ঞা নাই যে,
কোন অসহায় ব্যক্তিকে মৃত্যু-
মুখে নিষ্কিপ্ত দেখিয়া অক্ষতদেহে
স্বয়ং গৃহে করিবে। অতএব কোন
আপত্তি শুনিব না, সহজেই
হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক,
আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।

তখন যুবতী কিঞ্চিৎ অপ্র-
স্তুতের ন্যায় হইয়া বলিল,
মহাশয়! আমি আপনার মতে
সম্মত হইলাম; কিন্তু আ-
মার প্রীতি কোনরূপ অহিতাচ-

রণ ঘটিলে তখনই প্রাণ পরি-
ত্যাগ করিব।

কিরাতপতি যুবতীর সম্মতি-
মুচক বাক্য শুনিবামাত্র আত্মাদে
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। প্রভুর
অভীপ্সিত বিবেচনায় দলমধ্যে
গগনস্পর্শী জয়ধ্বনি উদ্গাত হইল।
না বলিতেই সুসজ্জিত অশ্বতরী
সম্মুখে প্রস্তুত। অনুরোধে যুবতী
অগ্রে অশ্বতরী পৃষ্ঠে আরোহণ
করিলে কিরাতপতি অগ্রে আ-
রোহণ করিলেন। পশ্চাৎ অনু-
চরণ অগ্রে আরোহণ করিয়া
জয় ধ্বনিতে বনভাগ আকুলিত
করত নগরাভিমুখে গমন করিল।

তৃতীয় স্তবক ।

১. তৃতীয় স্তবক: পরিবর্তন হইয়াছে সমুদায়বন্দু ।
মহাভারত ।

“রাত্রি অবসান—উষাদেবি!
সত্তর হও, নিদ্রা-কুলকিনীর
মায়াজাল ছিন্ন কর, উহার মোহে
এখন জীবজন্তুগণ আচ্ছন্ন রাহ-
য়াছে, তামসী জবনিকা এখনো
অপসারিত হয় নাই, উদ্যোতন
কর, নিশা অদ্যাপি পতি-সহবাস-
মুখ উপভোগ করিতেছে, কুমু-
দিনী ও ঘনিণীকে অদ্যাপি উপ-

হাস করিতেছে, হিমালী-বর্ষ অথ-
নও উহাকে কেশ প্রদান করি-
তেছে, দলবদ্ধ খদ্যোতদীপিকার
পুচ্ছজ্যোতি আর কতক্ষণ তোমার
সমক্ষে জ্যোতিরূপে অনুমিত
হইবে? দক্ষিণাবধূর দুঃখনিঃ-
স্বাসে উপেক্ষা প্রদর্শন করা কি
তোমার কর্তব্য? নিশাকরোপ-
ভুক্ত তারকারুমুগ অদ্যাপি গগ-
নাজনে পর্য্যন্ত রহিয়াছে, আর
কখন সম্মার্জিত হইবে? পূর্বা-
বধূ যে স্বয়ং স্বর্ণশলাকা নির্মিত
সম্মার্জনীহস্তে তোমাকে আহ্বান
করিতেছেন? অগ্রসর হও, সম্মা-
র্জনী গ্রহণ কর; এখন কি বুঝিতে
পারিতেছ না যে, এই অখণ্ড-
রাজ্য ভিন্ন অধিকারভুক্ত হই-
য়াছে? ঐ দেখ নিশাকর পাণ্ডু-
বর্ণ কলেবরে পলায়নোদ্যত হই-
য়াছেন, নিশা স্ত্রীস্বভাব-মূলত
মমত্বে আকৃষ্ট হইয়া অদ্যাপি
স্থান পরিত্যাগ করিতে পারি-
তেছে না, কিন্তু চিন্তায় সর্ক
শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে,
অবিলম্বেই যে উহাকে নব ভূপ-
তির দারুণ প্রতাপে বিনষ্ট
হইতে হইবে, তাহা এখনও
বুঝিতে পারিতেছে না। আর নি-

শ্চিন্ত খাকিবার সময় নাই—দিবা-
কর উদিত-প্রায়, দিবাকরসারপি
অরুণদেব রাগরক্ত কলেবরে দূর
হইতে সমুদায় দেখিতেছেন, কথ-
নই তোমার এই অবিনয় সহ্য
করিবেন না; প্রকৃতিসতী তোমার
কার্য্য সমুদায় নিজে সম্পন্ন করি-
লেন, ইহা জানিতে পারিলে
নিশ্চয়ই তোমাকে তোমার অধি-
কার হইতে চ্যুত করিবেন।”

চতুর্দিক হইতে একতানস্বরে
এই মনোহর স্নানিই যেন উদ্গত
হইল। সর্কজনমনোহারী উষার
হৃদয়শোষক পক্ষীবিরাবে উষার
চৈতন্যোদয় হইল। তখন উষা-
দেবী প্রথরপ্রতাপ দিবাকর ভয়ে
একান্ত ভীত হইয়া পলায়নে
রুতনিশ্চয় হইলেন ও রবিকর
হইতে মুক্ত হইবার আশয়ে
পশ্চিমাশা আশ্রয় করিলেন।
দিগাঙ্কনাগণ উষার রঙ্গ দেখিয়া
আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারি-
লেন না, অনবরত হাস্য করিতে
লাগিলেন, উহা দেখিয়া জলে
পদ্মিনী, স্থলে কুম্মমণিকর ও
মঞ্চে মঞ্চে প্রকৃতিসতীও হাসিতে
লাগিলেন। কি মনোহর দৃশ্য!
দিবাকর আর কি নিশ্চিন্ত থা-

কিতে পারেন ? হাম্য দর্শনে
হানিতে হানিতে উদিত হই-
লেন । কোন দিকে আর হাম্যের
বিরাম নাই, কি ধাতল, কি
নভোমণ্ডল, কি উভয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বী
এই অখণ্ড ভূমিভাগ, সমুদায়ই
হাম্যময় । সমুদায় নগর নগরী
গ্রাম উপগ্রাম এই হাম্যের জ্যো-
তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ।
কিন্তু কিরাতনগরী ইহা ভিন্ন
অন্যতর আলোকে আলোকিত,
অন্যতর আঘোদে আঘোদিত ।
সে আলোকের ইয়ত্তা নাই,
আঘোদও অভূতপূর্ব । একমাত্র
নিশার অবসানে অদ্য কিরাত-
নগরে আঘোদরাশি উচ্ছলিত-
বেগে প্রবাহিত হইতেছে । পাঠক
অগ্রসর হও, কিরাত নগরীর
শোভা দর্শন কর, এ দেখ নগরের
চতুর্দিকই আল্লাদে উন্মত্ত,
উল্লাসরসির আলোকে আলো-
কিত, আর সে স্ত্রী নাই, সে
রাত্রিও নাই, এক্ষণে প্রভাত
হইয়াছে । চতুর্দিক অনন্দকল্লোলে
কল্লোলিত হইতেছে । অধিবাসি-
গণ সকলেই বেশভূষায় নিযুক্ত
রহিয়াছে । কেহ কাহারও অ-
পেক্ষা করিতেছে না, সকলেই

অগ্রসর, যে স্থলে আশাদিগের
পথভ্রষ্ট যুবতী কামিনী অবস্থিতি
করিতেছে, সেই রাজপুরীর অভি-
মুখেই অগ্রসর । রাজভবনও অদূর-
বর্তী—এ পশুরক্তরঞ্জিত রক্তবর্ণ
নিশানপট বায়ু ভরে কম্পিত
হইতেছে । নিরন্তরপ্রবাহিত জন-
স্রোতে রাজপথ আচ্ছাদিত হই-
তেছে । পুরীও লোকে লোকারণ্য,
দর্শনাগত কিরাতগণে পরিপূর্ণ,
আনন্দ-কোলাহলে পরিপূরিত ।
যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়,
সেই দিকে তাগমী মূর্তি,—মুমধুর
বন্যবেশে সুবেশিত তাগমী মূর্তি ।
দেখিতে মনোহর, মিনি দেখি-
য়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন
যে, বেশবেশিত কিরাতমূর্তি দে-
খিতে কিরূপ মুন্দর ? উৎস-
বিগলিত জলধারার ন্যায় বনলতা-
মৎস্যগিত কেশপাশে কঙ্করা আব-
রিত, গ্রন্থিসংলগ্ন কুমুমস্তবকে
গ্রন্থিভাগ পরিশোভিত, শরীরের
অপর ভাগ বল্কল পরিণদ্ধ, অন্য
ভাগ অনারত, কর্ণে কুমুমগুচ্ছ,
হস্তে লতাদুর্লাভ, কণ্ঠে বনমালা
ও সুচিত্রচিত্রে যুগ্মমণ্ডল চিত্রিত—
সকলেরই অগ্রগামী হইবার বা-
সনা । কি স্ত্রী কি পুরুষ, কাহারও

বারণ নাই, অবাধে অন্তঃপুরে গমনাগমন করিতেছে, কেবলমাত্র পারের নৌকার ন্যায় একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যই উহাদিগের গমনা-মনের সহায়ভূত রহিয়াছে।

সন্ধ্যাথেই কাষ্ঠনির্মিত দ্বিতল-গৃহ। উহার মধ্যে স্বগন্ধি কাষ্ঠ ধূমিত হইতেছে ও অন্যান্য বহুবিধ বন্য উপকরণে গৃহভাগ সুসজ্জিত রহিয়াছে। মধ্যে পল্ল-বাস্তুরণ, আস্তুরণের মধ্যভাগে আমাদিগের পথভ্রষ্ট যুবতী ও উহার অঙ্গদেশে স্নকুমার কুমার শয়ান। বনমধ্যে তামসী রজনী সমাগমে তৎকালে যাহার রূপ-লাবণ্য তাঁদ্রশ অনুভূত হয় নাই, যাহার দেহপ্রভা তমঃপক্ষে মগ্ন হইয়া মলিনভাব ধারণ করিয়া-ছিল, ও হিমালীজাল-জড়িত শশধরের ন্যায় যাহার বদনকান্তি নিতান্ত নিম্প্রভের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার সেই রূপশশী গৃহভাগ আলো-কিত করিয়া তুলিয়াছে, কিরণ-চ্ছটা কিরাতদেহের ধূসরিমা সম্পাদন করিতেছে, ও উহাদিগের মানসরূপ মলিলরাশি করাকর্ষিত হইয়াই যেন হাস্য-

রূপে পরিণত হইয়া দেহ-বেলা অতিক্রম করিতেছে। স্ন-ন্দরী কিরাতমধ্যগতা হওয়াতে মলিনাভ নভোগুলের মধ্যদেশে সম্পূর্ণমণ্ডল শশধরের ন্যায়, স্ন-নীল সরোবর মলিলে বিকশিত শতদলের ন্যায় ও রুক্ষের বক্ষঃ-স্থলান্বিত কৌস্তভমণির ন্যায় শোভা পাইতেছে। বদন শশধর হইতেও নির্মল ও প্রতিপ্রদ, নয়ন কলঙ্ক হইতেও মুনীল ও সুমধুর এবং আলুলায়িত কেশ-পাশ গগন হইতেও ঘনঘোর ও চিকণ। দেহখানি ক্ষীণবাসে আবরিত হইলেও কি শরন্মেষ-সংচ্ছাদিত শশধরের ন্যায় দর্শকের নয়ন মনকে বিকশিত করিতেছে না? ক্ষীণতা সুগঠিত হইলে যে দেহের একটা রমণী দেহের কত-দূর স্নাতীকতা সম্পাদন করে, এই যুবতীই তাহার একমাত্র নিদর্শন। এই বদনমণ্ডল যখন কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত হয়, তখন কি রসায়ন অপেক্ষা অন্য কোন উৎকৃষ্টতর রাগের কার্য সম্পাদন করে না? এই দেহ অলঙ্কৃত হইলে বিধাতার নির্মাণ রমণীয়তা স্থানে স্থানে অসংল্লিষ্টের ন্যায় বোধ

হইয়া থাকে । যদিও সে মুখে হাস্য নাই, তথাপি কি দর্শন-মাত্র ভাবকের মন চঞ্চলিত হইতেছে না । সে ভাব দর্শন করিলে কাহার না অন্তর আকুলিত হইয়া উঠে । যে ব্যক্তি সেই মগ্নে সেই রমণীকে সেই ভাবে আসীন দেখিয়াছে, সে-ই বিলক্ষণ তাহার ভাবভঙ্গী ও সুন্দরতর মুখীকতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে । যাহার রূপলাবণ্য সুবিস্তীর্ণ নগরের কাশ্মীর নগরের একমাত্র ভূষণ-রূপে পরিগণিত হইয়াছে, যাহার সামান্য মাত্র দৃষ্টিও কোন বিলাসীর প্রতি নিপতিত হইলে সে আপনাকে রূতরুতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে, সেই রূপসী অদ্য কুৎসিৎ কিরাত হস্তে পতিত হইল ! ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

এ দিকে লোকের কলরবে কুমারের আকর্ষণবিমারিত নয়নযুগল ক্রমে প্রাভাতিক শতদলদলের ন্যায় বিকশিত হইল, ভ্রমরের ন্যায় তারকাযুগল বিলসিত হইতে লাগিল, নৈশতমের ন্যায় নিদ্রাঙ্ককার দুরীভূত হইল এবং দেখিয়া শুনিয়া বদনসুধাকরও মলিনভাব

ধারণ করিল; নিশ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইল, হিমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, ও পক্ষ্যবিরাব সদৃশ করুণ কণ্ঠনিঃস্বন সমুদ্রগত হইল । কুমার ভয়ঙ্কর কিরাতমূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে স্তব্ধপ্রায়, মুখে বাক্য নাই, অঙ্গে বল নাই, দৃষ্টির স্থিরতা নাই বিকলের ন্যায় নিশ্চেষ্টের ন্যায় চিত্রিতের ন্যায় যুবতীর অঙ্কমধ্যেই শয়ান । ক্রমে নয়ন মুদিত হইয়া আসিতেছে—আর যুবতীর চিত্তিত হৃদয় স্থির থাকিতে পারিল না, পূর্বের অবস্থা দ্বিগুণভাবে যাতনা প্রদান করিতে লাগিল, ও মনোবেদনা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল । তখন যুবতী করুণস্বরে বালককে মনোোধন করিয়া বলিল, বৎস ! আর ভয় নাই, এক্ষণে তোমাকে আশ্রয়ে লইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তোমার জীবন রক্ষা হইবে বোধ হইতেছে ; যদিও ইহা কিরাতপুত্রী, তথাপি ভাবে অনুমান হইতেছে যে, ইহারা তোমার জীবনের হিংসা করিবে না, বরং যত্নে রক্ষা করিবে । শুনিয়াছি, কিরাতপতি অপুত্রক এবং তোমারে পুত্ররূপে পালন করিতে ইহার নিতান্ত বাঞ্ছা ।

যুবতীর বাক্যের বিরাম না হইতে হইতেই চতুর্দিক হইতে আনন্দ-কোলাহল সমুথিত হইল, দর্শক-গণ আত্মাদে পরিপূরিত, কিরাত-পতির অগণ্য সাধুবাদ শ্রবণ করিতেছে, ও বুদ্ধদেবের কল্যাণোদ্দেশ্যে করিতেছে। তখন মুকের বাক্যশক্তির ন্যায়, বধিরের শ্রবণশক্তির ন্যায় ও অন্ধের দর্শনশক্তির ন্যায়, যুবতীর শেষ বাক্যটি কিরাতপতির সংসার-মুখের উন্নত সোপানরূপে পরিণত হইল, উহার আশাতরঙ্গ সোপানশিখরে অধিকৃত হইল, ও অমুখের সংসার মুখময় হইয়া উঠিল। এই সময়টী যে কিরাত-পতির কিরূপ সন্তোষের হইয়াছিল, তাহা উহার অবস্থাগত ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারই সহজে অনুভব করা নিতান্ত মুকটিন।

পাঠক! এ স্থলে তোমার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, “রমণী যখন বনমধ্যে এই কুমারগ্রহণে কিরাতপতিকে অনুরোধ করিয়াছিল, তখন কি নিগিত কিরাতপতি এরূপ আত্মাদিত হইয়া নাই, আর কিরাত-গণ সহজেই অধর্মীচারী, তাহাতে

উহাদিগের দানাদানে ভেদাভেদ কি?” কিন্তু এ কিরাতরাজ মেরূপ লোক ছিলেন না, ইনি ভাবিয়াছিলেন, যদিও বনমধ্যে রমণী এই কুমারগ্রহণে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বাক্য কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। কারণ যুবতী সে সময় ভয়ে একান্ত কাঁতর। লোকে ভয়ের বশবর্তী হইয়া কখন কি না বলিয়া থাকে? ইহা বলিয়া কি তিনি সেই রমণীর একমাত্র জীবন-ধন সেই কুমাররত্ন হরণ করিবেন! ইহাও কি বুদ্ধধর্মের আনুমোদিত হইতে পারে? বল-পূর্বক পরজব্দ্য হরণ করা তাঁহার ন্যায় একজন বুদ্ধধর্মাবলম্বীর কখনই, আনুমোদিত হইতে পারে না। “তবে কি কিরাতপতি বুদ্ধ-ধর্মবিগহিত কোন কার্যেরই অনুষ্ঠান করিতেন না;” তাহাও নয়, প্রাণিহিংসাপ্রভৃতি দুই একটি কার্য বুদ্ধধর্মে একান্ত নিষিদ্ধ হইলেও চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারেই তাঁহাদিগের বংশ পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, এবং ইনিও সেই প্রকৃতি অনুসারে যুগপ্রভৃতি

ততদূর দোষাবহ বিবেচনা করিতেন না । কিন্তু মিথ্যাবাক্য, অপলাপ, প্রতারণা, অতিথির প্রতি অনাদর ও আশ্রিতের প্রতি বল-প্রকাশপ্রভৃতি কতকগুলি অসৎ-কার্য্যে ইনি সাতিশয় ঘণ্টাপ্রকাশ করিতেন । অধিক কি, তাঁহার রাজ্যমধ্যে কোন ব্যক্তি এই সকল অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বিশেষ দণ্ডও প্রাপ্ত হইত । অতএব নিতান্ত আবশ্যক বলিয়াই যে তিনি এরূপ কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব । অধিক কি, তিনি বনমধ্যে সেই যুবতীর যেরূপ তেজোগর্ভ প্রত্যাখ্যান বাক্য সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা কোন্ কামোন্মত্ত সভ্য ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে ? যদিও কিরাতরাজ নীচবংশোদ্ভব ছিলেন, তথাপি উহার প্রকৃতি সাতিশয় গম্ভীর ও কার্য্যাকার্য্যেও কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান ছিল । তবে যে উহার অন্তরে যুবতীর সহবাস রূপ বহিঃশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, ও প্রচণ্ড বাতাসিহযোগে নির্দাপিত হইয়াও অদ্যাপি ধূমিত হইতেছে, সে বিষয়ে

যৌবনসারথি কন্দর্পই একমাত্র অপরাধী । দুঃশরিত কন্দর্পের অসাধ্য কি আছে ? উহার প্রভাবে কতশত মুনি ঋষিও চির-সম্মিত তপোবলে বিসর্জ্ঞন প্রদান পূর্ব্বক কামিনীর দাস হইতেছেন, কত শত জ্ঞানবান ধার্ম্মিকও আপন আপন ধর্ম্মপথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন, ও কত শত মহান ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতিও অরণ্য কুটার আশ্রয় করিতেছেন । উহার প্রভাবেই এই ধরামধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহাদি সংঘটিত হইয়া ধরাকে মনুষ্যশোণিতে দূষিত করিতেছে । চিরদৌহর্দ্দ্য-রূপ অমৃতরাশিতে গরল উৎপাদিত হইতেছে ও ধর্ম্মরূপ উন্নত পর্ব্বত শিখরে বজ্র পাতিত হইতেছে । অধিক কি, উহার প্রভাবে যখন লোকের অন্তরে কর্তব্যাকর্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধ্যাসাধ্য কিছুই বিবেচনা থাকে না, তখন যে কিরাতপতির অন্তর উহার প্রভাবে বিচলিত হইবে না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে । আর একবারমাত্র উপদিক্ট বা তিরস্কৃত হইলেই যদি কামপ্রবণ যুবকের মন প্রকৃতিস্থ হইত, তাহা

কথাই এখন ব্রহ্মজ্ঞান । তাঁহারা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রসম্মত না হইলেও তাহাই শাস্ত্র । আর আমরা যদি শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়া কোন কথা অপ্রামাণ্য বলি, তাহা হইলেও সে অশাস্ত্র হইবে । অতএব বোধ হইতেছে যে, অধুনা মনুপ্রভৃতি স্মৃতিকারগণ পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছেন, তাঁহারা যেন এক্ষণে স্ব স্ব রূপত নিয়মসকল অশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিয়া দিতেছেন । এ সকল কালেরি দোষ সন্দেহ নাই । যাহা হউক, বয়স্য ! তুমি এই কারণে বনবাসী হইয়াছ ? ছি ! তুমি কাপুরুষ । বিবাহিতা ভার্য্যা কি এত প্রবলা হইতে পারে ? “প্রহারেণ স্তমজ্জলম্”, প্রহারে ভূত বশ হয়, আর মানুষ বশ হয় না ? নীলব্রত কহিলেন, উত্তম বলিয়াছ । আজ যদি জ্ঞান শিক্ষা দিতে আইসে, তবে উত্তম মধ্যম জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যাইবে । অদ্য যাহা মনে আছে তাহাই করিব । মিত্রদ্বয় কহিলেন বয়স্য ! দেখ ! আর এক কর্ম্ম আছে । যাহা বলিলাম, তাহাত করিবেই, কিন্তু সেই কুসংস্কারবিশিষ্টা কামিনী কখনই সরল-প্রকৃতি হইবে না । যখন তাহার পেটে কিঞ্চিৎ বিদ্যার জল পড়িয়াছে, তখন তাহাকে প্রকৃতিস্থ করা বড় দুঃসাধ্য । অতএব আমাদের বিবেচনায় কোন এক সম্বৎসর-জাতা সংস্কার দেখিয়া পুনরায় একটি বিবাহ করা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ । তাহা হইলে আর কোন উৎপাতই থাকে না । জোকের মুখে লুণ পড়ে । আর

আমরা শুনিয়াছি যে, সপত্নী হইলে পূর্বপরিণীতা বনিতাও সংস্কার প্রাপ্ত হয়। নববধূকে পতিমোহা-
গিনী দেখিয়া মনে ঈর্ষার উদয় হইলে জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর চরিত্র শোধন হইলেও হইতে পারে। সেই জন্যই অনেক বিজ্ঞ লোকে কহিয়া থাকেন, রমণীর প্রকৃতি পরিবর্তনের ঐ একটীমাত্র মহৌষধ। অতএব তুমি আর একটী বিবাহ কর। নীলব্রত কহিলেন, ভাল ! দেখা যাউক। পরে তাহাই হইবে স্থির হইল। এইরূপ কথো-
পকথন চলিতেছে, এমন সময়ে ভগবান্ কমলিনীনায়ক কমলবন পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচলচূড়াবলয়ী হইলেন। চারি দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। নীলব্রতও বয়স্যদ্বয়সমভিব্যাহারে ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনাদিবিষ্ময়িত্তা জগৎপতি কাহাকে যে কি রূপ বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া কি অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সকলই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির স্মরণোচর। তাঁহার অনন্ত মহিমার শক্তি প্রভাবে কত লোক যে কত কৌ-
শল অভ্যাস করিতেছে, তাহা তিনিই জানেন। সেই নির্বিকার যে কত লোকের মনোবিকার জন্মাইয়া দিতেছেন, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। তিনি নিগুণ হইয়াও যে কত লোককে কত গুণ প্রদান করিয়া মায়াগুণে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার নির্ণয় নাই। কত লোক যে কত প্রকার বাগ্দিদগ্ধতা শিক্ষা করিয়া প্রকৃত পদার্থকে অমূলক ও অমূলক বস্তুকে প্রকৃত করিবার পোষকতা করে,

তাহা শুনিলে মতিভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে । এই প্রস্তাবোক্ত নীলব্রতের বয়স্যাগণ এদেশীয় কুরীতিজাল দেশ হইতে অপনীত না হইবার অভিপ্রায়ে যে সকল স্বকপোলকল্পিত বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে অনভিজ্ঞ লোকেদের স্বতই প্রতীতি হইতে পারে যে, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুরীতি সমস্ত নির্দাসন করা বুঝি মহাদি মৃতিকারগণের অভিপ্রেত নহে । বস্তুতঃ শাস্ত্রোক্ত শত শত বিধানের শত শত স্থানেই সকল কুসংস্কারের প্রতিবেধ বর্তমান রহিয়াছে ।

এদিকে মনোত্তমা দিব্যবসানে সমস্ত গৃহকার্য সমাধা করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন । তৎকালে দুই একটি প্রতিবাসিকনা ও পঞ্চ ষষ্ঠ বর্ষবয়স্ক দুই এক জন বালক আসিয়া মিলিত হইল । মনোত্তমা রন্ধনকার্যে ব্যাপ্ত হইয়া নানা নীতি বিষয়ক গল্প আরম্ভ করিলেন । সমাগত বালকবালিকাগণ একমনা হইয়া শুনিতে বসিল । এইরূপ প্রায় প্রতিদিন দুই পাঁচটি করিয়া আসিয়া চারি ছয় দণ্ড রাত্রি পর্যন্ত থাকিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া যাইত । কোন কোন দিন মনোত্তমা একএকখানি মনোরঞ্জন পুস্তক পাঠ করিয়া তাহাদিগের মনোরঞ্জন করেন । যে সকল শব্দ তাহার বুঝিতে না পারে, মনোত্তমা তাহা সহজ কথায় প্রকারান্তরে বুঝাইয়া দেন । এইরূপে প্রতিবাসী অনেকগুলি কুমার-কুমারীর মানসকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয় । সে

দিন যখন ঐ রূপ বাক্যালাপ ও পুস্তক পাঠ করিতে-
ছেন, এমন সময় নীলব্রত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রন্ধন
গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, মনোত্তমা
পুস্তক পাঠ করিতেছেন, কন্যাগণ অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ
করিতেছে। ইহা দেখিয়া মনে মনে কহিলেন, কি আপদ
এখনো নিরস্ত হয় নাই ?

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ গোপনে অবস্থিতি করিতেছেন,
দৈবাৎ একটী বালিকার নয়নপথে পতিত হই-
লেন। কন্যাটি কহিল ও বো ! ঐ দাদা এসেছেন
দেখ। কেমন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের বৈ পড়া
শুনিতেছেন ! মনোত্তমা উদ্বেগ দৃষ্টিপাত করিয়াই
পতিকেকে নেত্রগোচর করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং
পুস্তক আবর্তন করিয়া কহিলেন, ভাই ! তোমারা একটু
বসো, আমি আসিতেছি। এই কথা বলিয়া তথা হইতে
উঠিলেন। নীলব্রত কহিলেন, আরে কর কি ? এ
আপদ যায় এই। তুমি বেশ পড়িতেছিলে, পড়। তার
পর সুশীলার স্বশুর সুশীলাকে কি বলিলেন ? মনোত্তমা
কহিলেন, নাথ। পরিহাস করেন কেন ? আসুন ঐ
গৃহমধ্যে যাই। নীলব্রত কহিলেন, সে কি ? আমাকে
অভ্যর্থনা কেন ? ঐ যে সব মনস্তোষিণীরা তোমার
অপেক্ষা করিতেছেন, তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করগে,
আমি এই চলিলাম। মনোত্তমা লজ্জিতা হইয়া
কহিলেন, নাথ ! কেন আমারে লজ্জা দেন ? উহাতে

আমি অত্যন্ত দুঃখ পাই। ঐ ও বাড়ীর ঠাকুরঝি বিনো-
দিনী আর মৃতন পিসিমার ছেলেরা এলেন, আর
আপনিও বাগী ছিলেন না; তাই ঐ স্নানালার উপা-
খ্যান প্রথমভাগ খানা একটু পড়িতেছিলাম, তাতে
কি দোষ হইয়াছে? নীলব্রত কহিলেন, না, দোষ কেন?
তুমি পড়িতেছিলে, তাহাতে ভঙ্গ দিলাম, সেটা আমা-
রই দোষ। সত্য সত্যই কি তুমি সেই জন্য দুঃখিত হও
নাই? মনোভ্রম হ্রাস্য করিয়া কহিলেন, প্রিয়তম!
আমি আপনার সঙ্গে কথায় পারিব না। আর বাগ্জাল
বিস্তার করাও অনুচিত। আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা
করুন। এইরূপ কথোপকথনান্তর মনোভ্রম ভোজনের
আয়োজন করিতে গেলেন। সমাগত কুমার ও কুমারীরা
মনোভ্রমার নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করি-
লেন। তদনন্তর নীলব্রতের আহ্বাবসানে মনোভ্রমা
ভোজন করিয়া শয়নগৃহে গমন করিলেন। ভাবিলেন,
আজিও একবার উপদেশ দিয়া দেখিব কি হয়। ইহা
ভাবিয়া নানা কথাপ্রসঙ্গে রজনী গভীর হইলে মনো-
ভ্রমা কহিলেন, নাথ! গৃহধর্মের কোন কথা উত্থাপন
করিলেই আপনি ত্যক্ত হইয়া চলিয়া যান। কিন্তু আমি
তাহা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কই? আপনার
যে কয়েকটি স্নানাল যুটিয়াছে, তাহার আপনারে সম-
ভাব না করিয়া পরিত্যাগ করিবে না। বারবিলাসিনী-
রাও আপনার স্বভাবিক সদাশু সকল শোষণ করি-

তেছে। দিবারাত্রিই কেবল নীচ সহবাসেই রত। একটী
কথা বলিলে গায়ে সহ্য হয় না। যেরূপ অপব্যয়ে
ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করেন, তাহার কিয়দংশমাত্র সৎ-
কর্মে ব্যয় হইলে কত মঙ্গল হইতে পারে, একবার
বিবেচনাও হয় না। এত অপরিসীম ব্যয় করিলে গৃহী
লোক কত দিন গৃহে তিষ্ঠিতে পারে? আপনি ঐ সকল
অসৎসঙ্গ ও অপব্যয়দোষ পরিত্যাগ করুন। নচেৎ
এ সংসারে আর ভদ্রতা নাই। এই সকল কথাতে আমার
এক প্রকার পতিনিন্দা করা হইল। খদ্যোত হইয়া
চন্দ্রমাকে আলোক প্রদানের ন্যায় উপদেশ দেওয়াও
হইল। অথবা তাহাও নিতান্ত দৃশ্যীয় নহে। কারণ
গত কার্তিক মাসে পুরুতবাড়ী মহাভারত কথা হইতে-
ছিল, তাহার আদি পর্বে শুনিয়াছি যে, কণ্ঠস্বমিপালিতা
বিশ্বামিত্রদুহিতা শকুন্তলা যখন স্বীয় দয়িত মহারাজ
দুয়ন্তসমীপে গমন করেন, পৌরবরাজ যখন তাঁহাকে
দুর্কাসার শাপপ্রভাবে পরিণীতা ভাষণ বা দুষ্টপূর্ব
বলিয়াও চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করেন, সেই
সময়ে শকুন্তলা বলিয়াছিলেন “মহারাজ! শুনিয়াছি যে,
পুরুবংশীয়দিগের সত্যই কুলব্রত। তা, আপনি কি
বলিয়া এই অভাগিনীর পাণিগ্রহণ সময়ে সেইরূপ
প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে সত্যপালনে পরাঙ্মুখ হই-
তেছেন? এবং কি বলিয়াই বা দুর্লভ ধর্ম সত্যকে
অপলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? অতএব রাজন।

এরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনা করা আপনার নাম ও বংশের
 অনুরূপ হইল না।, অতএব নাথ! আমিও বলি-
 তেছি যে, আপনিও এই দুঃশীলার পরিণয়কালের
 সত্যে বদ্ধ আছেন; যাহাতে সেই সত্যমুত্র ছেদ না
 হয়, তাহা করুন, আর আমার এই দুঃসাহসকে ক্ষমা
 করুন। এই কথা বলিয়া মনোভুগা বসনাঞ্চলে বদন
 আবৃত করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। নীলব্রত ক্রোধে
 অধীর হইয়া কহিলেন, হাঁ, আমিই যেন মহাপাপে লিপ্ত
 হইয়া সত্যলোপ করিতে বসিয়াছি; তুমিও ত বিবাহকালে
 সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছ এবং আমার ন্যায় নির্বোধও নও;
 তা তুমিই আমাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিও।
 রে দুষ্চরিত্রে পাপীয়সি! তুমি আমাকে নিত্য নিত্য হের
 জ্ঞান করিয়া উপদেশ প্রদান করিস্; তোর লজ্জা হয়
 না? হা ধিক্! আমাকে ধিক্! এই কথা বলিয়া কপিকুল
 যেমন বৃশ্চিক দংশনে জ্বালাতন হইয়া উঠে, সেইরূপ
 ব্যতিব্যস্ত হইয়া মনোভুগাকে পদাঘাত করিলেন। হায়!
 ক্রোধের কি বিচিত্র ভাব! ক্রোধপরবশ ব্যক্তিগণের
 কি আশ্চর্য্য প্রভাব! সর্বসংহারিণী অবিদ্যার কি চমৎ-
 কার শক্তি! স্বার্থপর বিবেকবিহীন নির্বোধ পুরুষে-
 রাই বা কি অনর্থের মূল! ধন্য রে ক্রোধ! তোর
 বশতাপন্ন প্রাণিগণ কি দুর্কর্ম্মই না করিতে পারে? এই
 ক্রোধে কত লোক প্রাণাধিক পুত্ররত্ন বিসর্জন দিয়াছে,
 এই ক্রোধে কত ব্যক্তি পরমারাধ্য জনকজননী প্রাণ

বিনাশ করিয়াছে এবং এই ক্রোধে কত জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও
 আত্মহত্যা করিয়া মহান্ অধর্ম সঞ্চয় করিয়াছেন !
 অথবা নীলব্রতের এই কার্য্য বিচিত্রই বা কি ? বিদ্যাহীন,
 কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণের উপর সকল রিপুই সমান
 ভাবে প্রভুত্ব করে । নীলব্রত সেইরূপ ক্রোধপরতন্ত্র
 হইয়া মনোভ্রমকে পদপ্রহার ও তিরস্কার করিয়া
 সেই রজনীযোগে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । পরে
 বন্ধুগণের পরামর্শক্রমে বিমলপ্রভা নাম্নী এক রম-
 নীকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে
 লাগিলেন । এই নীলব্রত ইতিপূর্বে বিবাহ করিবেন
 না বলিয়া একেবারে কৃতসঙ্কপ্ত হইয়াছিলেন ।
 এক্ষণে নবপ্রণয়িনীর পাণিপিড়ন করিয়া অবধি নিয়ত
 অন্তঃপুরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । স্ত্রীর
 অনুমতি বিনা শয়ন—অশনও নির্বাহ হইবার ব্যতি-
 ক্রম হইল । পূর্বে এই মুখ দিয়া “নারীদাসকে ধিক্ !”
 এই শব্দ নির্গত হইয়াছিল । এইরূপ রমণীর বশীভূত
 হওয়াও নিতান্ত দোষাবহ নহে । ভার্য্যা যদি স্নিগ্ধ
 প্রকৃতি ও সুবুদ্ধিমতী হয়, তবে তাহার বাক্য যথো-
 চিত সমাদর করাতে হানি নাই । অথবা অতিশয়
 বাড়াবাড়ীও ভাল নহে । নীলব্রতের এই দ্বিতীয়া
 রমণী অত্যন্ত প্রখরস্বভাবা ও ঈর্ষাপরবশ ছিলেন ।
 মনোভ্রমার প্রতিও বিলক্ষণ বিদ্বেষভাব প্রদর্শন এবং
 নীলব্রতকেও যথোচিত তিরস্কার ও অবমাননা করি-

তেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এততেও নীলব্রতের অপব্যয়, সুরাসেবা ও বারাদনা বিলাসের কিছুই দমন বা হ্রাস হয় নাই। বরং অভ্যাস সহকারে দিন দিন বৃদ্ধিই হইয়াছিল।

কালক্রমে বিমলপ্রভা গর্ভবতী হইয়া শুভক্ষণে এক পুত্র প্রসব করিলেন। নীলব্রত পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইলেন। দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিগণ, যে যাহা প্রার্থনা করিল, অসাধ্য হইলেও তাহা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। এমন কি, বলিতে গেলে একেবারে দানে কণ্ঠতরু হইয়া বসিলেন। বিমলপ্রভার অনুরোধে তখন আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকিল না। ধন্য রে অসম্প্রত প্রণয়! তুই এই পৃথিবীতে না করিতে পারিস্ এমন কর্মই নাই! বিমলপ্রভা একে স্ত্রীজাতিমূলভ হিংসা ঘেষের একান্ত বশবর্তিনী; তাহাতে পুত্র প্রসব করিয়া স্বামিসোহাগিনী হইলাম, ভাবিয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিলেন। সকল সময়ে পৃথিবীতে তাঁহার চরণ স্পর্শ হইত না। বিলাসিনীগণ সপত্নীর উপর প্রভুত্ব দেখাইয়া স্বামী-মনোমোহিনী হইতে পারিলেই ধরাকে শরা বোধ করে! বিমলপ্রভা একদিকে পতির অনুরাগ, আর দিকে সপত্নীবিরাগ ও পুত্রবতী, ইহাতে তাঁহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। মধ্যে মধ্যে মনোত্তমাকে কটাক্ষ করিয়া কত কথাই বলিতেন, তাহা বর্ণন করিতেও

দুঃখ হয়। বাস্তবিক ঈর্ষাকলুষিত মুখ স্ত্রীলোকদের এতগুলি একত্র হইলে কতদূর পর্য্যন্ত আশ্ফালন হইয়া থাকে, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। মনোভ্রম সপত্নী কি সপত্নীপুত্র হইয়াছে বলিয়া এক দিনের জন্যও ক্ষুব্ধ হন নাই; বরং সপত্নীকে সহোদরা ভগিনী ও তৎপুত্রকে স্বগর্ভজাত অপত্যসম জ্ঞান করিতেন। পতিভক্তিরও কিছুমাত্র ক্রটি করিতেন না। পুর্ব্বের ন্যায় সেবা শুশ্রূষা ও তাহার আহারের সময় সম্মুখে অবস্থিতি এবং আজ্ঞামাত্রেই আদেশ পালনে যত্নবতী থাকিতেন। তাহাতে অণুমাত্রও ব্যতিক্রম বা বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। কেনইবা হইবে? স্ত্রীলোক হইলেই যে, ঈর্ষ্যা ও অসূয়া পরবশ হইতেই হয়, এমন কিছু কথা নাই। সপত্নীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে কত রমণীকে দেখা গিয়াছে। রাজা দশরথের পত্নী কৌশল্যা, স্বামীপ্রদত্ত চরুর অর্দ্ধভাগ লক্ষ্মণজননী সুমিত্রাকে বর্জন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পর কেমন সদ্ভাব ছিল। রূপকর্কাকুমারী শর্মিষ্ঠা শুক্রাচার্য্যকন্যা দেবযানীকর্তৃক কত প্রকার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াও প্রাণান্তে তাঁহার প্রতি মন্দ ব্যবহার করেন নাই। আচার্য্যপুত্রী ঐ উপলক্ষে নহবাভূজ যযাতিকে দৈত্যগুরুকর্তৃক জ্বরাগ্রস্ত শাপপ্রদান করাইয়াছিলেন, তথাপি দানবরাজদুহিতা ভৃগুকন্যার সহিত কিছুমাত্র অসদ্ব্যবহার করেন নাই।

মনোভ্রমণে সেইরূপ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া পতি-
 শুদ্ধা ও সপত্নী এবং সপত্নীপুত্রের প্রতি যথাবৎ
 ন্যায়ানুগত আচরণ করিতেন। তাহাতে বিমলপ্রভা ও
 নীলব্রত মনে করিতেন যে, মনোভ্রমণে সৌভাগ্যলোভিনী
 হইয়াই বুঝি আমাদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন,
 বাস্তবিক তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। নির্মল শশী-
 কলা রাহুকর্তৃক প্রাসিত হয় বলিয়াই কি রাহু তাঁহাকে
 মলিন করিয়া রাখিতে পারে? ফলবতী শস্যমঞ্জরী
 কি বায়ু দ্বারা ক্ষেত্র-বিমর্দিত হওয়াতে উর্ব্বমুখী হইয়া
 থাকে? যে বস্তু স্বভাবত মধুরপ্রকৃতি, সে কি মনুষ্য
 কর্তৃক বারম্বার প্রপীড়িত হইলেও স্বভাব পরিত্যাগ
 করে? ইক্ষুদণ্ডকে অস্ত্রাঘাতে শত শত খণ্ডে খণ্ডে
 করিলে কি তাহার মধুরতা দূরীকৃত হয়? মলয়-
 পর্বতস্থ চন্দনবৃক্ষ ভুজঙ্গারত থাকাতেই কি পরিমল-
 চ্যুত হয়? চন্দন কাষ্ঠকে পুনঃ২ ঘর্ষণ করাতেই কি
 তাহা সুগন্ধব্রহ্ম হয়? এবং সুচারু স্বর্ণকে বারম্বার
 ছত্যাশনে দগ্ধ করা হয় বলিয়া কি সুবর্ণ আপন
 চারু সুবর্ণ পরিত্যাগ করে? এই সকল যেমন নিতান্ত
 অসম্ভব এবং এই সকল স্বভাবমধুর পদার্থ যখন
 প্রকৃতিচ্যুত হয় না, তখন মনোভ্রমণে, বিদ্যাবতী ও
 শান্তপ্রকৃতি হইয়া প্রাণান্তেও সংস্বভাব পরিত্যাগ ও
 কুলকলঙ্কিত করিবেন, ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত
 নহে। তাহা হইলে নীলব্রতের তদানীন্তন তিরস্কার

ও চরণপ্রহার কখনই সহ্য করিতেন না। অতএব সে আশঙ্কা করা যথ্য।

ও দিকে বিমলপ্রভার পুত্র ক্রমে চারি মাস বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। এই সময় প্রতিবাসিনী রমণীরা আসিয়া বালকের রূপলাবণ্যের প্রশংসা করিতেন। কুমারও “বীণার ন্যায় এক অক্ষ হইতে অক্ষান্তরে” বাইয়া দর্শনার্থীগণের সন্তোষ উৎপাদন করিত। জনক জননীও পুত্রের হৃদু মধুর হাস্য সন্দর্শন করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতেন। যে সময়ে বিমলপ্রভার পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, তখন মনোত্তমা পঞ্চমাস গর্ভবতী। প্রথমজাত কুমারের অকল্যাণ হইবে বলিয়া দেশাচার মতে তিনি নবপ্রসূত বালকের জাতকস্মোচিৎ কোন দ্রব্যাদি স্পর্শ করেন নাই। তাহাতে সকলেই ঈর্ষ্যাভাব মনে করিয়া তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন। ফলতঃ মনোত্তমা সে প্রকার রমণী নহেন যে, হিংসা তাহাকে আশ্রয় করিতে পারে। সে কথা কর্ণে স্থান দিলেও অধর্ম হয়। বিমলপ্রভার পুত্রের পঞ্চমাস বয়ঃক্রম হইলে মনোত্তমা এক নবকুমার প্রসব করিলেন। নীলব্রত শুনিলেন যে, মনোত্তমা একটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। বিমলপ্রভার গর্ভে পুত্র জন্মিলে নীলব্রত যেরূপ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই পুত্র হওয়াতে যদিও আন্তরিক অবশ্যই আনন্দানুভব হইয়াছিল, কিন্তু কনিষ্ঠা পত্নীর ভয়ে বাহিরে তাহার কিছুই দেখাইতে সমর্থ হইলেন

না। এই নীলব্রত পূর্বে মনোভ্রমাদত্ত উপদেশ
 বাক্যে যেরূপ অপমান বোধ করিতেন, এক্ষণে নব-
 প্রণয়ভাজন বিমলপ্রভার প্রভাবে তদনুরূপ সম্মান
 প্রাপ্ত হইতেন। সামান্য সামান্য কথান্তরের সূত্র তুলিয়া
 শতমুখী পর্য্যন্ত প্রহার করা হইত। মনোভ্রমার হিত-
 কর বাক্য তখন যে গাত্রে শেল বিদ্ধ করিত, এখন
 বিমলপ্রভার শতমুখী প্রহার অগ্নান বদনে সেই গাত্রে
 সহ্য হইতে লাগিল। হায় ! অনধীতশাস্ত্র মূঢ় যুবকেরা
 কি ভয়ানক ! সেই নির্কোষ ব্যক্তির যে, বহু বিবাহ-
 রূপ মহাপাপ সঞ্চয় করিয়া কি প্রকার সুখ সম্ভোগ
 করে, তাহা এই তন্তুবায়ে যন্ত্রস্বরূপ দুই কামিনীর
 পতি নীলব্রতকে দিয়াই প্রমাণ পুাওয়া গেল। যে
 নীলব্রতকে দিবা রাত্রির মধ্যে একদণ্ড গৃহস্থায়ী দেখা
 যায় নাই ; সেই নীলব্রত এক্ষণে দিবানিশি অন্তঃপুরেই
 আছেন। তাহাও যে নিতান্ত দুষণীয়, এ কথাও বলা
 যায় না। কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, সমতুল্য
 সঙ্গপুণশালিনী রমণীর বশীভূত থাকা তাদৃশ অনিষ্টকর
 নহে। অথবা অতিশয়ও ভাল নহে।

একদা মনোভ্রমা সন্তানটিকে অঙ্কে ধারণ করিয়া
 সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে উপবিষ্টা আছেন, এমন সময়ে
 নীলব্রত দৈবাৎ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। গমন
 করিতে করিতে সেই দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে পুত্রপানে
 ক্ষণেককাল চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে বালকের

অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রশংসা করতঃ আনন্দ অনুভব করিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে সচকিতমনে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। আহা ! পুত্রবান্ ব্যক্তিগণ কি সৌভাগ্যশালী ! তাহারা পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যে, কিরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হয়, তাহা অপুত্রক লোকেরা সহস্র যুগেও অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। এই প্রকার পুত্র প্রাপ্ত হইলে যে রূপ অপার সুখের পার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে যদি আবার পরিবারের মধ্যে অসুখা ও হিংসাপরবশ লোক থাকে, তবে যেমন সুখোদয়, তেমনি অসুখ। যেমন অহতোৎপত্তি, তেমনি গরলবর্ষণ হইয়া থাকে। নীলব্রত এমন সুখাস্পদ পুত্রনিধি প্রাপ্ত হইয়াও বিমলপ্রভার ভয়ে সঙ্কচিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে বিমলপ্রভা সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, নাথ ! ও কি করিতেছেন ? পাগলের মত স্মৃতিকাগৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে ও কি তাকাইতেছেন ? চক্ষের যে আর পলক পড়ে না ? চিত্রপুত্তলিকার প্রায় অস্পন্দ হইয়া ও কি দেখা হইতেছে ? নীলব্রত চকিত হইয়া কহিলেন, কই ? কি দেখিব ? এমন কিছু দেখি নাই। বিমলপ্রভা হাস্য করিয়া কহিলেন, এমন কিছু দেখি নাই কি ? ঐ যে স্মৃতিকাগৃহের পানে অনিমেষ-লোচনে কি দেখিতেছিলে। নীলব্রত সভয়ান্তঃকরণে কহিলেন, শ্রীমতী ! এমন কিছু নয়। তবে এই ছেলটি বড় মন্দ

হয় নাই, তাই দেখিতেছিলাম। বিমলপ্রভা কহিলেন, কে বলিতেছে মন্দ। এখন এ দিকে এসো, কোন বিশেষ কথা আছে। এই কথাতে নীলব্রত নাক-ফোঁড়া মহিষের ন্যায় প্রত্যাশিত হইলেন। মনোভ্রম দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্মৃতিকাগৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বিমলপ্রভা কহিলেন, নাথ! এইত পুত্রের অনুপ্রাশনের কাল উপস্থিত। ইহাতে কয়েকটি কৰ্ম করিতে হইবে। আমার বাপের বাড়ীর দেশের সমস্ত জাতি কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও তোমাদের সমাজস্থ সকল ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। গ্রামে ঘড়া করিয়া তৈল বিলাইতে হইবে, পুত্রের আয়ুর্বাদ্ধিকর মাসকলাই ও মৎস্য বিতরণ করিতে হইবে; বাঁধা রোশনাই করিয়া জল সহিতে হইবে; রাত্রে একদল পাঁচালী ও দুইদল তয়ফাওয়ালা বাইনাচ দিতে হইবে; আর যাহা যাহা তোমাদের রীতিব্যবহার আছে, সকলই করিতে হইবে। নীলব্রত এইসকল কথা শুনিয়া একেবারে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। কি করেন, যেরূপ অবস্থা, তাহাতে পত্নীর মনস্তৃষ্টি করা বড় সামান্য ব্যাপার নহে, ভয়ে কিছু ফুটেও বলিতে পারেন না, সুতরাং নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। বিমলপ্রভা কৃত্রিম হাস্য করিয়া কহিলেন, নাথ? আমার পুত্রের অনুপ্রাশনে তোমার মৌনাবলম্বন করা আশ্চর্য্য নহে। আজ যদি মোনতমার পুত্রের

১২৭৪ সালের মূল্য প্রাপ্তি ।

ঐযুক্ত বাবু মাণিকলাল পাইন	কলিকাতা (ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত)	১১/০
„ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	ঐ ঐ	১১/০
„ নন্দদুলাল পাইন	ঐ ঐ	১১০*
„ দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	দারজিলিং „ (মাণ্ডুল সমেত)	১১৮/০
„ প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১১
„ বামাপদ চট্টোপাধ্যায়	... ঐ	১১০
„ হরিচরণ দত্ত	... ঐ	১১
„ উমেশচন্দ্র বসু	... ঐ	১১
„ প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়	ভাগলপুর	৩৬০
„ অন্নদাপ্রসাদ রায়	বহরমপুর, কাশীমবাজার	১১০

১৫/০

১২৭৪।৭৫ সালের মূল্য প্রাপ্তি ।

(অগ্রিম)

ঐযুক্ত বাবু ঋষিধর মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা (কার্তিক হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত) ২১০
„ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	সাগর „ (মাণ্ডুল সমেত)	৩৮০

৫৬০

দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি ।

১২৭৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে ঘাঁহাবা মন-প্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক ও ফাল্গুন হইতে বাৎসরিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, গত আশ্বিন মাসে তাহা মিঃশেষিত হইয়াছে। অপর ঘাঁহাবা গত বৈশাখ হইতে বাৎসরিক প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মূল্যও পরিশোধ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে পুনর্বার বার্ষিক বা বাৎসরিক মূল্য প্রদান করিবেন; যদি এক মাস মধ্যে মূল্য প্রদান না করেন, তবে তাঁহাদিগের নতুন মূল্য অগ্রিম বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ঘাঁহাবা অগ্রিম মূল্য দিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারা এবং ঘাঁহাদিগের নিকট অন্যান্য গন্ত বৎসরের মূল্য বাহির হইয়াছে, তাঁহারাও অবিলম্বে আমাদিগের প্রাপ্য পরিশোধ করিবেন, ইহাতে অন্যত্র হইলে আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগের মাম ধাম প্রকাশে অগত্যা বাধ্য হইব।

আমাদের মঙ্গলময়ী গ্রাহক মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন যে, অগ্রিম মূল্য প্রদান না করিলে এই মন-প্রবন্ধ পত্র কাহাবও নিকট প্রেরণ করা যায় না; কিন্তু এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ গ্রাহকই অগ্রিম মূল্য প্রদান করেন নাই, ভবসী করি, তাঁহারা আর অধিক বিলম্ব না করিয়া স্বয়ং দেয় মূল্য পাঠাইয়া বাধ্যত করিবেন।

ঐ তিনকড়ি ঘোষাল ।

- সম্পাদক।

০ আনা বাকি রহিল।

নব-প্রবন্ধ পত্রের নিয়মাবলী ।

১। যদি কেহ মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করেন, তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবেক না।

২। গ্রাহক মহাশয়েরা মূল্য প্রেরণকালে যেন এক আনার অধিক মূল্যের ডাকের টিকিট না পাঠান।

৩। মফস্বলীয় গ্রাহক মহাশয়েরা অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে এই পত্র প্রদান করা যাইবেক না।

৪। বাণ্যাসিকের ন্যূন কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য গ্রহীত হইবেক না।

৫। কেহ এই পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রতিবারে প্রতি পংক্তিতে এক আনা দিতে হইবেক।

৬। এই পত্র ঘাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি সোড়াসাঁকো বলরাম দের স্ট্রীটের ১৮২ নং ভবনে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষালের নিকট অথবা ঘাটার ইন্সপেক্টর এণ্ড কোম্পানির আফিসে শ্রীযুক্ত হরিমোহন কর্মকারের নিকট পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। মফস্বলে বালেশ্বরের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আফিসের কেরানীর শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও ঢাকার হিন্দু-হিতৈষিণী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্রের নিকট মেদিনীপুর কালেক্টরীর হেড রাইটর শ্রীযুক্ত নবকুমার বসুর নিকট এবং কুমারখালীতে গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিলাল মজুমদারের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এই পত্রের

মাসিক মূল্য ১০

বাণ্যাসিক মূল্য ১১/০

বার্ষিক মূল্য ২১০

দিনাশ্রয়কারির প্রতি প্রত্যেক পত্রের

মূল্য ১/০

ডাকমাসল প্রতি সংখ্যায় ১/০

Part II.

No 10.

NABA PROBUNDHA

A
MONTHLY MAGAZINE.

—0000000—

নবপ্রবন্ধ ।

মাসিক পত্র ।

সদর্পসন্দোহবিচারসঙ্কঃ, প্রশস্তরত্নান্তকৃতানুসঙ্কঃ ।

সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ, পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ ।

১০ম, সংখ্যা ।

}

মাঘ, ১২৭৪ ।

ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ ।

}

মাসিক মূল্য ...

অগ্রিম বার্ষিক ২

নির্ঘণ্ট ।

খনিজ রত্নাবলি	২৮৯	মদ্যপান নাটক	৩
তুমি কি আমার ?	২৯১	মৃতন পুস্তকের সমালোচন ...	৫
হুইজমভূত্যেরঅত্যাচার্য্যপুতুভক্তি	২৯৬	প্রেরিত পত্র (গুপ্তকবি) ...	
কৃতপ্তের সমুচিত দণ্ড	২৯৭	ঐ (নানাবিষয়িণী পদাবলী)	১

কলিকাতা ।

Printed at the Girisha-Vidyaratna Press,
58—5. UPPER CIRCULAR ROAD.

নব-প্রবন্ধ কার্যালয় । ষোড়শাঁকো বলরাম দেব
স্ট্রীট ১৮২ নং ভবন ।

Price 5 annas.

মূল্য ১/০ আনা ।

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্ত রত্নান্ত কৃতানুসন্ধঃ।

সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ।

১০ম সংখ্যা।

মায়, ১২৭৪।

ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮।

মাসিক মূল্য - - ১০

অগ্রিম বার্ষিক ২১০

খনিজ রত্নাবলী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(২২৮ পৃষ্ঠার পর)

নি ও পায়া ইত্যাদি
চু বহু মূল্য প্রস্তরের
অধিকাংশেই মৃতি-
কার ভাগ আছে।

আলুমিনা ও সিলিকা নামক
দুই প্রকার মৃত্তিকার মধ্যে
(এক একটীর তিন্নতিন্ন অংশেই
হউক অথবা উভয়ের মিশ্রিত
রূপেই হউক) চুন ও লৌহের
কলঙ্ক ইত্যাদিরও কিঞ্চিৎ অংশ
থাকে। পৃথিবীর সকল স্থানেই
নানাপ্রকার মৃত্তিকা আছে।

কোন স্থানে পর্কত, কোন স্থানে
স্তম্ভাকার অবিকৃত মৃত্তিকা এবং
কোনস্থানে বা তিন্ন তিন্ন ধাতুর
সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।
সর্বসাধারণে বিবেচনা করেন, যে
বর্ষার জলে পর্কতের প্রস্তর সকল
ধৌত হইয়া তদন্তর্গত মৃত্তিকার
অংশ মিশ্রিত রূপে নির্গত হয়।
কালক্রমে ঐ সকল মিশ্রিত ভাগের
লঘু ও সূক্ষ্ম অংশ পৃথক হইয়া
উর্দ্ধে উঠে এবং স্তূলাংশ সকল
নীচে পড়ে।

কুম্ভকারের ব্যবহার্য্য চুম্বিক
পাতরও আদি মৃত্তিকার (সিলিকা)
মধ্যে গণ্য হইয়াছে। পর্ক-
তের শিলামাটির মধ্যে এবং স্কট-
লও ও আয়ারলও প্রদেশের
দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ চূর্ণ প্রস্তরের

(চূণের পাতরের) মধ্যে ঐ চুম্বক পাতর সর্বদাই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে স্থানে পলিপাড়ে, সে স্থানে কলঙ্কের ন্যায় ঐ সকল প্রস্তর দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড দেশের সমুদ্রতীরে, বিশেষতঃ ব্রাইটন ও তাহার নিকটস্থ স্থানে উহাকে সিজল অর্থাৎ গ্রহাচ্ছাদনের তত্ত্ব বলিয়া থাকে। ইংলণ্ডের সমস্ত কুম্ভকারগৃহে বহুকাল পর্যন্ত ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইলেও নিশ্চেষ্ট হইবে না; কিন্তু ব্যবসায়ার্থ নানাদেশে নীত হইলে, তদ্বারা যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে। এই চুম্বক পাতরের মধ্যে যে যে দ্রব্যের যত অংশ আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

সিলিকা বা চুম্বক পাতর ২৮ অংশ	
চূণ	১০ ”
আলুমিনা বা মৃত্তিকা . . .	১০ ”
লৌহের কলঙ্ক	১০ ”
অপচয়	১ ”

১০০

• নদীর চড়ায় জল নির্গত হইয়া যে বাহুকা তরক তরু করিতে থাকে, তাহাকে পলিপড়া কহে। মচরাচর এ দেশে উহাকে চর বলে।

চুম্বক পাতর ধূসরবর্ণ হয় এবং তাহার গাত্রের স্থানে স্থানে এক এক রেখা থাকে। কখন তাহার গোলাচিতি স্তম্ভ হয়, কখন বা আকারের নিয়ম থাকেনা। অভ্যস্তর ঈষৎ উজ্জ্বল; কিন্তু তাদ্ধিবার সময় সরলভাবে তাদ্ধা যায় না, যতাবতই বক্রভাবে তাদ্ধা হয়, তাদ্ধা শগুলি তীক্ষ্ণধার হইয়া থাকে তাহার দুই অংশ অন্ধকারে ঘর্ষণ করিলে গন্ধকের ন্যায় আলোক উৎপন্ন করে, তাহাতে এক বিশেষ ভ্রাণ নির্গত হয়। এই প্রস্তর খণ্ডকে জলে দ্রব করা যায় না; কিন্তু যতাবতঃ সর্বদাই দ্রবীভূত হইতেছে। বোহিমিয়া প্রদেশের মধ্যে করেনসবাদ নামক স্থানে এক খাতুস্থ উমুই (ফ্যারার) আছে, কালপ্রাপ্তি সাহেব সেই উমুইয়ের জন পরীক্ষা করিতে প্রকাশ হইয়াছিল, যে তাহার ১০০০ আউন্স (৮১ একুত্রিস সের একপোয়া) পরিমাণ জলের মধ্যে ২৫ রতি পরিমাণ চুম্বক পাতরের অংশ আছে। আইসলাণ্ড দ্বীপে রাইকম নামক স্থানে যে এক প্রসিদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণ আছে,

তাহাতে ঐ পাতুরিয়া মৃত্তিকার অংশ এত অধিক, যে তদ্বারা চতুর্দিকে রাশীকৃত প্রস্তর উচ্চ হইয়া একটা ক্ষুদ্র পর্বত বা নিরাট অটালিকার আকার ধারণ করিয়াছে। সোদা (Soda) নামক ক্ষার ঐ জলে থাকিতে বোধ হয়, তাহারই ঐ জ্বলীকরণ শক্তিদ্বারা ঐ পাতর জ্বল হইয়াছে। রাইকমের উমুইয়ের জল পূর্বে প্রায় ৬০৭০ ফীট সরলভাবে উর্দ্ধে উঠিত ; কিন্তু সম্প্রতি তাহার মুখে এক প্রস্তরাংশ পতিত হওয়াতে সেই জল এক্ষণে পান্থ দিকে ৫০৬০ ফীট দূরে প্রবাহিত হয়। প্রস্তবণের জল যখন ক্ষীত হইয়া বায়ু-পূর্ণ স্থানে প্রাবৃত হইতে থাকে, তৎকালে বায়ু সংযোগে অবশ্যই তাহার উষ্ণতা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়া শীতলত্ব প্রাপ্ত হয় ; তথাপি তাহা মৃত্তিকাস্পর্শ করিলেও অত্যন্ত উষ্ণ থাকে। অনাবৃত স্থান অপেক্ষা গভীর স্থানে জল উত্তপ্ত হইলে, তাহা অধিক উষ্ণ হয়, সেই নিমিত্ত উষ্ণ প্রস্তবণের জল সচরাচর অধিক উষ্ণ হইয়া থাকে। স্নানকুণ্ড জলের

মধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণে পাতরের অংশ পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

তুমি কি আমার ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কামিনী কুতীরে।

(২০০ পৃষ্ঠার পর)

জনী প্রায় দ্বিপ্রহর।
 রজনীগন্ধা নিস্তক। মহা-
 নগরীর যে অংশে
 কামিনীর বাস, সে
 অংশটি প্রকৃত নগরের নায়
 নহে। গ্রহের তিন দিকে কুসুম-
 কানন, মধ্যে মধ্যে এক একটি
 প্রাচীন বৃক্ষ। প্রথম দৃষ্টিতে
 পল্লীগ্রামের আভাস আইসে।
 রাত্রি অন্ধকার, জনমানবের
 বাক্য-প্রতিগোচর হয়না, থাকিয়া
 থাকিয়া গভীর পেচকের রব,
 দূরে কুকুরের রব এবং বৃক্ষাগ্রে
 অনিলের ফুর ফুর শব্দ প্রতি-
 গোচর হয়। ছুটি যুবক এক গ্রহে

আমোদিত। গভীর নিশীথকালীন
অন্ধচ্ফল পবন ঐ অশোক তরুর
পত্র সঞ্চালন করিয়া। পুষ্পমঞ্জরী
ভূমিতে ফেলিতেছে; পাশ্চাত্য
কুসুমগন্ধ চতুর্দিকে বহন করিতেছে
এবং চতুষ্পাশ্বের বায়ুকে সুশী-
তল করিয়া। প্রকৃতিগোত্রে বীজন
করিতেছে। কামিনী যুবকহুটীকে
সঙ্গে লইয়া সেই বৃক্ষতলে
উপনীত হইল,—তিনজনের শরীর
জুড়াইল। পাঠক! এমন মনো-
রম স্থানে কি কখন গিয়াছ?—
এমন কুসুমসুवासিত সমীরণ কি
কখন সেবন করিয়াছ?—আর এমন
সুস্বন্ধ অশোক তরু,—এমন মনো-
হর পুষ্পবন,—এমন সুচারু সজ্জ
নির্মল বেদিকা কি কখন দেখি-
য়াছ? আরো এ সময় মনে কর,
সুধু এই নয়,—সেই মনোহর প্র-
দেশে গভীর নিশীথে,—গভীর
অথচ জ্যোৎস্নাময়, নিশীথে সঙ্গে
কামিনী।—যুবতী কামিনী,—
যুবতী সুন্দরী, অমন মণিকাঞ্চনী-
যোগ কি কখন ঘটয়াছে?—

এমন সুরম স্থলে, এমন অশোকতলে
এমন নিশীথে কত হলে।

যথা পূর্ণ শশধর, দিতেছেন হীমকর
কামিনীর বদন কমলে ॥
মলয় মরুত আসি, বরিষে সুবাসরাশি,
মৃদুবাসে ঢুলায়ে চামর !
রমণীর হাসিমুখে, হাসিদেখে তাসিমুখে
বিতরিছে সুখা সুধাকর ॥
বিদেশে পরেরবাসে, বিদেশী নী নারী
পাশে, প্রেমআশে করি আগমন !
হয়েছো কিকতু সুখী, দিয়েছে কি বিধু
মুখী, তব করে প্রণয় রতন ?
বলদেখিসত্য করে, কামিনীর করবেধরে
পাশেছো কি হেন উপবনে ?
পরশি শীতলকর, হয়েছ কি ভাগ্যধর,
দেখদেখি ভাবদেখি মনে ॥
প্রভাতে কমলবনে, দিনপতিদরশনে,
প্রেমবনে মত্ত যথা অলি ।
ভূমিকিতে মনিসুখে, কামিনীর মুখে
ফুটায় ছ কমলের কলি ?
কেমন পাঠক! মনে হয়? এমন
শুভদিন কি কখন ঘটয়াছিল?
দেখ, এই বিদেশী ছুটী যুবার
কেমন ভাগা দেখ! ইহার। সন্ম-
দয় জগৎকে বঞ্চনা করিয়া পৃথি-
বীর অভুত্যা সুখ একস্থানে উপ-
ভোগ করিতেছে।—দেখিয়া কি
হিংসা হয়? ছি! হিংসা করিওনা।

নিজ্জনে থাকিয়া দেখ, আরো কত-
দূর হয় ।

কামিনী জনান্তিকে কনিষ্ঠকে
কহিল, পথিক ! দেখদেখি, স্থানটী
কেমন ? মুহূৰ্ত্তে উত্তর হইল,
অতি উত্তম । জ্যেষ্ঠ অপর্যায়
শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি উত্তম
বিনোদ ? কনিষ্ঠ কহিল, যিনি
আমাদিগকে আনিলেন । কামিনী
ইঙ্গিতে কহিল চুপ । বিনোদ
চুপ করিল ।

পাঠক ! বুঝিয়াছ বিনোদ কে ?
হুটী যুবকের কনিষ্ঠের নাম
বিনোদ ।—মনে রাখ, এ সময়
আরো অনেক কথা মনে রাখিতে
হইবে । এখন আইস, গোপনে
থাকিয়া শুনি, কামিনী আরো বা
কি বলে ।

কামিনী মুহূৰ্ত্তে কহিল, তোমারই
নাম কি বিনোদ ? সেইরূপ স্বরে
উত্তর হইল, হাঁ । কামিনী কিঞ্চিৎ
হাস্য করিয়া কহিল, তবে উপযুক্ত
হানেই আনিয়াছি, গ্রহে ভয় হই-
তছিল, এখানে কি ভয় হয় ?

কনিষ্ঠ কহিল, কিছু কিছু হয়,
সতী আনন্দ । কামিনী কহিল,
হবে আর না, প্রায় সমস্ত রাত্রি

জাগিয়াছ, এই কুসুমবেদিকায় শয়ন
কর,—নিদ্রা । যাও,—বিশ্রাম
কর,—আমি পাশে বসিয়া বাতাস
করিতেছি । যুবকেরা যথার্থই
ক্লান্ত হইয়াছিল, শুনিবানাত অকাত্ত
লম্বিত করিয়া শয়ন করিল ।
কামিনী কনিষ্ঠের কাণে কাণে
কহিল, নির্দোষ ! কি করিতেছ ?
তুমি ঘুমাইও না । বিনোদ সভয়ে
উঠিয়া বসিল । জ্যেষ্ঠ অত্যন্ত
কাতর ছিল, শয়ন মাতেই নিদ্রিত
হইল । নিশ্বাস দেখিয়া যুবতী
বুঝিল, সে নিদ্রিত হইয়াছে ।
কনিষ্ঠকে কহিল, বিনোদ !
আমার সঙ্গে আইস । বিনোদ
কহিল, কোথায় যাইব ?

কা—আমার সঙ্গে ।
বি ।—দাদা যাইবেন না ?
কা । চুপ ! তুমি একাকী আইস,
গোল করিলে জাগিয়া উঠিবে !

বি । ঘুমায়েছে ?
কা । ঘুমায়েছে ।
বি । তবে চল, কোথায় যাইবে ।

কামিনী বিনোদের হস্ত ধরিয়া
অন্য এক নিকুঞ্জে প্রবেশিল ।
বিনোদ সেই স্থলের শোভা দেখিয়া
কামিনীর কোড়ে মস্তক দিয়া—না

শোয়া, না বসা, এমনି ভাবে ଠେଣ
 ଦିଆ ରହିଲ । କାନ୍ଦିନୀ ତାହାର
 ମୁଖର ନିକଟେ ମୁଖ ଦିଆ କହିଲ,
 ବିନୋଦ ! ତୁମି କି ଆମାର ?

ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

ক্রমশঃ ।

দুই জন ভৃত্যের অত্যাশ্চর্য
প্রভু ভক্তি ।

মাগেরা লুকা-
নীরার অন্তঃ-
পাতী ভূমার্টী
ম অবরোধ ক-
রিয়। নগর মধ্যে লঙ্ক প্রবেশ হইবার
উপক্রম করাতে দুইটি ভূতা পূর্বেই
শত্রু শিবিরপ্রায় করিল। অনতি
বিলম্বে রোমাণেরা অত্যধিক
ভাবে সেই স্থান হস্তগত করিয়া
লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। এই অব-
সরে উক্ত দুইজন ভূতা তাহাদি-
গের কতীর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া
ঔহাকে বলপূর্বক বাহির করিল
এবং বাকভঙ্গিতে তর্জন গজ্জন
করিতে করিতে লইয়া চলিল। কেহ

তাহারা উত্তর দিত, ইনি আমাদের
পূর্ব পরিচিতি কামিনী, পূর্বে
যে-সকল অত্যাচার করিয়াছেন,
এখন সেই সমুদয়ের ফল ভোগ
করিতেছেন। এই প্রকারে তাহা-
রা সেই বামলোচনাকে নগরের
বহির্ভাগে লইয়া গেল এবং এক
প্রচ্ছন্ন স্থানে অতি সাবধানে লুকা-
ইয়া রাখিল। অনন্তর লুণ্ঠন
নিবৃত্ত সৈন্য সমূহের উপদ্রব হ্রাস
এবং নগর প্রকৃতিস্থ হইলে উক্ত
দাসদ্বয় অভিভাবিকার সহিত পুন-
র্বার নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বত্বের
আজ্ঞা পূর্ববৎ পালন করিতে অগ্র-
সর হইল। সেই রক্ষিত কামিনী
ভৃত্যদ্বয়ের অবিচলিত প্রভুত্ব
দর্শনে যার পর নাই আনন্দিত ও
যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন
প্রয়াসিনী হইয়া তাহাদিগকে
ব্রাহ্মায়ত্ত একমাত্র দাস্যবৃত্তি
হইতে নিষ্কৃতি দিয়াও পরিতৃপ্ত
হইতে পারিলেন না।

কৃতঘ্নের সমুচিত দণ্ড।

কামিলেয়াস এবং ছাত্র-
শিক্ষক।

কামিলেয়াস সেনা-
নায়ক পদে প্র-
তিষ্ঠিত হইয়া
সমিহিত রোমা-
ধিকারে উপদ্রবকারী কেল্মাই-
দিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন।
নিভা সহচর-সৌভাগ্য তাঁহার
অনুসরণ করিলে, তিনি বিপক্ষ
পক্ষের সেনা সমূহ পরাজিত
করিয়া তাহাদের রাজধানী আক্র-
মণ করিলেন। যদি এই যুদ্ধে
উত্তর সাময়িক জনগণের অবশ্য
মান্য এবং কামিলেয়াসের
সমুদয় জয়াপেক্ষা প্রাপ্ত-
সাই একটা ঘটনা সংঘটিত না
হইত, তাহা হইলে আমরা ইহার
নামও উল্লেখ করিতাম না। এক
জন-শিক্ষক তাঁহার অপ্যাপনাদীন
তদদেশস্থ আট্য সম্ভানগণকে প্রলো-
ভন দ্বারা রোমানশিবিরে লইয়া
গিয়া কামিলেয়াসের হস্তে সমর্পণ
করিল। পুত্রগণ শত্রু হস্তগত

হইয়াছে দেখিয়া নাগরিকবর্গ
অনতিবিলম্বে রোমানদিগের নিকট
পর্যাবস্থীকার করিবে, সুতরাং
শত্রুবাহ অনায়াসে কৃতকার্য হইয়া
তাহাকে অপর্যাপ্ত ধন প্রদান
করিতে বিমুগ্ধ হইবে না। এইমত
জ্ঞাপনা করিয়াই সেই শিক্ষক, তদ্রূপ
গর্হিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। নি-
র্দোষী ছাত্রবৃন্দের রক্ষণাবেক্ষণ যে
শিক্ষকের এক মাত্র কর্তব্য, তাহার
এতদূর দুৰ্বিতামুরক্তি দর্শন করিয়া
রোমান সেনানায়ক যারপর নাই
বিম্মিত হইলেন। তিনি অনেক-
ক্ষণ রোষকষায়িত লোচনে সেই
বঞ্চকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।
অবশেষে স্বরসংযত করিতে অসমর্থ
হইয়া বলিলেন, “রে ছুরায়ান্, পাপ
কারিন্ পিশাচ! তুই এতাদৃশ ঘৃণিত
অভিসন্ধি তোর ছন্দামুবর্তী লোকের
নিকট লইয়া যা; আমার ইহাতে
কোন প্রয়োজন নাই। যদিও
আমরা তোর দেশীয়দিগের শত্রু,
তথাপি যে নৈসর্গিক বন্ধনে সমুদয়
মানবজাতি শৃঙ্খলিত রহিয়াছে,
তাহা কল্পিন্ কালেও ছিন্ন হইবার
নহে; কি শাস্তি, কি শ্রীগ্রহ, সকল
সময়েই আমাদের সেই নির্দারিত

অশুশাসনামুসারী হইয়া চলা কর্তব্য।
 আমরা নির্দোষী বালকদিগের বি-
 রুদ্ধে সমর করিতে প্ররত হই নাই :
 কিন্তু যে সকল মনুষ্যের দোষ
 ভোর গর্হিতাচরণের সহিত তুলনা
 করিলে গুণ বলিয়া প্রতীত হয়,
 সেই যোদ্ধাদের প্রতিকূলে অস্ত্র
 ধারণ করিয়াছি। রে বঞ্চক ! ভোর
 ত্রিলোক-নিন্দিত চাতুর্য্যের পরি-
 বর্তে এখন রোমানদিগের কৌশল-
 পরাক্রম এবং অস্ত্রশস্ত্রের কৌশল
 ব্যবহৃত হইতে দেখ ।” এই মাত্র
 বলিয়া তিনি দুর্জয় শিক্ষকের গাত্র
 বস্ত্র উন্মোচন করিয়া এবং আনীত
 ছাত্রগণের দ্বারা বেত্রাহত হইয়া
 তাঁহাকে পুরপ্রবেশিত করিতে
 আজ্ঞা দিলেন। কামিলেয়াসের
 অলৌকিক মহামুত্তাবকতা অব-
 লোকন করিয়া বিচারকগণ সমতি-
 ব্যাহারে সমুদয় পৌরজন তৎ-
 ক্রণাৎ তাঁহার বশীভূত হইল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

প্রাপ্ত।

মদ্যপান নাটক।

প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক।

খন হরা, মান হরা, মদিরা রাক্ষসী।
 নাশিল ভারতভূমি, বীরাবেশে পশি ॥
 হায় হায় সৃষ্টি যায়, রক্ষা দেখি নাই।
 এত অপকারে লোকে, ছাড়ে না এবাই ॥
 পুত্রকনা ভাৰ্যা আদি, পরিজনগণে।
 বিসজ্জন দিয়ে যায়, সুবার কারণে ॥
 মদের অধীন লোক, পরাধীন প্রায়।
 বিবেক বর্জিত হয়ে, ভুতলে লুপায় ॥
 বলিতে মদের দোষ, বুক ফেটে যায়।
 হতভাগ্য বঙ্গভূমি, যায় যায় প্রায় ॥
 যদি কেহ বঙ্গবাসি, থাক বিদ্যমান।
 প্রজ্জ্বলিত সুরানল, করহ নির্ধাণ ॥

নবকুমার তর্কসিদ্ধান্তের
 টোলঘর।

(নবকুমার তর্কসিদ্ধান্ত ও নন্দ-
 কুমার বিদ্যাবাগীশ আসীন।)

নব। ওহে বিদ্যাবাগীশ ভায়া।

বলি কি, অদ্য বড় যে নিশ্চিন্ত হয়ে
এদিক পানি এসেছে, বড় বাড়ীতে
নাকি প্রাঙ্গণের ঘটা বড়, পত্রটত্র
বিলি কত্তে হয় নাই ?

নন্দ । আর তবসিদ্ধান্ত দাদা, সে
রামও নাই, অযোধ্যাও নাই, পত্র
পাবার সেকাল অনেক দিন
গিয়াছে, কই ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের
কোন কথা শুনি নাই, শুনলাম যে
বারুরো কতকগুলি সায়েব নিম-
ন্ত্রণ করেছেন, যেটাকা ব্রাহ্মণ-
পণ্ডিতদের দিতেন, সেই টাকায়
নাকি উইলসনের বাড়ী থেকে মদ
ও খানা আসবে ।

নব । (মাতায় হাত দিয়ে ভাবিতে
ভাবিতে) “ যদ্বিপদমর্মনসাস্থিতং ”
বিদ্যাতার মনে যা ছিল, তাই
হচ্ছে, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ
পূর্বক) ওহে ভায়া, হলো কি,
যাদের ধবে এই কলিকাতায় আছি,
যদি তারাই আমাদের বঞ্চিত কত্তে
লাগলো, তবে আর হবে কি, নাইবে
কেন, শ্যামপদ বসু এখন বাড়ীর
বর্তা হলো কি না, এটাতো অল্প
দিনের মধ্যে মাতালের শেষ হয়ে
উঠেছে । বলি ও বিদ্যাবাগীশ !
এতে কি বারদের চৌদ্দপকুষের

উদ্ধার হবে নাকি ? ব্রাহ্মণপণ্ডিত-
দের দিলে যে নাম যশ হবে, বারুরা
তার দিকে যাবেন কেন ? কতক-
গুলো পুঁইশাগ খেগো সামান্য
সায়েবের সঙ্গে মদখেয়ে ঢলা-
চলি করে বড় সুখ হবে । কাল-
ক্রমে সব লোপ হইলো, কেবল
কতকগুলো মাতালের লাফালাফি
হতে লাগলো ।

নন্দ । আর মহাশয়, দেখছেন
কি । শ্যামপদ বসুর ছোট
তাই বিয়ে ফিয়ে পাশ করে
সেটাও ঘোর মাতাল হয়ে
উঠেছে, ওটারও রকম দেখে
বাঁচনা । ঠিক যেন মূর্তিমান
হয়ে জয়গ্রহণ করেছে ।
আম্পদ্যার কথা কি বলবো
মহাশয়, আমাদের সঙ্গে
কথায় কথায় তর্কবিতর্ক করে
ও যা ইচ্ছে তাই বোলে গালি
দেয় । প্রভুব যেক্রপ অভ্যাচার
আরম্ভ হয়েছে, বোপকরি এব
মধ্যে কবে টোল ফোল ফেলে
প্রস্থান কত্তে হয়, একেতো
মারীভয়ে এদেশের প্রধান
প্রধান ব্যক্তিগণ অকালে
কালগ্রাসে পতিত হয়েছেন,

অবশিষ্ট ষাঁরা আছেন,
তন্মধ্যে অধিকাংশ মনুষ্যরূপী
গাধা সুরাদেবীর দাস হয়ে
মানবজন্ম সকল কভে লেগেছে,
মহাশয়, ক্লেশের কথা অধিক
কি বলবো, মাতালদের উৎ-
পাতে দিনে রেতে ঘুমোবার
যো নাই।

নব। (সহাস্যবদনে) ওহে
বিদ্যাবাগীশ, বলি রাতদিন
নিদ্রা হবার কারণটাই বা কি,
দিনে বুঝি মাতালদের উৎ-
পাত ও রেতে ব্রাহ্মণীর
চিন্তায় নিদ্রা হয় না?

নন্দ। তা নয়। কেন না ঘটে বাটে
নিয়ে ঘর করি, কখন কোন্
বাটা মাতাল নিয়ে শুড়ির
ঘরে দেবে, এই ভয়ে ঘুম হয়
না। যদি কিছু নিয়ে যায়, তা
হলেইতো প্রতুল।

নব। (সহাস্যে) হাঁ পরামর্শটাও
ভাল, এ যে এক প্রকার ন্যা-
য়ের সিদ্ধান্ত বলতে হবে। সে
যা হোক, তারা যখন জ্বালা-
ভন কর্তে আসে, তখন টোল
ঘরের ঝাঁপের নাদনা নিয়ে

পেটনচণ্ডী কর্তে পারনা?

নন্দ। মহাশয়, মাতালদের গায়ে
হাত তুলে কি পরিশেষে ইঁট
পাটকেল খেয়ে, মদ না
খেয়ে মাতালদের মতন অপ-
ঘাত মৃত্যু হবে? আর
মহাশয়! যে ব্রাহ্মণীর কথা
বলছেন, সে দফা রফা
হয়েছে। হায়, ছয় মাস
হলো তিনি অক্লা পেয়েছেন।
তবে কেবল জেগে থাকা
মাতাল ব্যাটাদের নিমিত্ত।

নব। ওহে বিদ্যাবাগীশ, এর মধ্যে
যে তোমার বিবেক উপস্থিত
হলো। ভাল ভাল, সাধু সাধু!
বলি ও ভাই, মাতালদের
কি এই রূপ বিবেচনা হয়
না? তা হলে তো শূওরের
ও মৃত খেয়ে এত পাপের
ভোগ ভুগতে হয় না।

নন্দ। মহাশয়, ঐ পশুগুলোর
যদি বোধ থাকতো, তবে কি
অসংখ্য মাতাল অবস্থাতে জী-
বন হারাতো। হায়! ভগবান
কি মদ্য অবতার হয়ে এইরূপে
মানবগণকে বিনাশ কচ্ছেন?
মদে যে একেবারে যুগ

প্রলয়ের ন্যায় কবে ফেলে ।
ভকসিদ্ধান্ত মহাশয় ! এত অপ-
কার সম্বন্ধে লোকে মদ্যপান
রূপ বিষম পাপপঙ্কে পতিত
হয় কেন ?

“ সুমেরু শিখর থেকে পতন যেমন ।
মদ্যপান সেইমত নাশেব কারণ ॥
সদা নীচ সহবাস বিবাদ কলহ ।
কতু গালি কতু মারি খায় অহরহ ॥
ঘৃণা লজ্জা অপমানে জলাঞ্জলি দিয়া ।
অপকর্মে রত হয় সুরার লাগিয়া ॥
কণে স্বর্গে যায় ক্ষণে যায় অধঃপাত ।
কতু শিরে পুষ্পরসি কতু বজ্রাঘাত ॥
সর্বস্ব উড়িয়া যায় লক্ষ্মীছাড়ে আগে ।
ঘটীবাটী ভিটেমাটী বেচে শেষভাগে ॥
তথাপি ছাড়ে না মদ্য এটি চমৎকার
কিজানি কুহক কিবা এছার সুরার ॥
কিছু আগে ধনশালী রহে যেই জন ।
কিছু পরে নাহি জুটে অশন বসন ॥
ঘরে পরে চুরিকরে বসন ভূষণ ।
যা পায় বিক্রয় করে সুরার কারণ ॥
শঠতা ধূর্ততা মিথ্যা কথায় কথায় ।
ছলে কলে পরধন হরিবারে চায় ॥
যে জন আশ্রয় দেয় হৃদয়ে সুরারে ।
অন্তরে অনল সম বিনাশে তাহারে ॥
চণ্ডু গাঁজা গুলিভাঙ্গ নেসা যেসকল ।
কুরার সহিত কতু নহে তুল্য বল ॥ ”

নব । ওহে বিদ্যাবাগীশ, সায়ং-
কাল উপস্থিত, এসো এখন
কোশা লয়ে উভয়ে সায়ং
সন্ধ্যা করি, পরে ভকবিত্তক
করা যাবে । (সন্ধ্যার
উপাসনা) ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

(মাতালের শিরোমণি ভট্টেশ্বর
চাটুর্ঘ্যের আপনার দল বল লইয়া
শ্যামপদ বসুর টেবঠকখানায়
প্রবেশ ।)

ভট্ট । (শ্যামপদ বাবুব
নিকটে গিয়া) বড় বাবুর জয়
হক্ ।

শ্যাম । আস্তে আজ্ঞা হক্ ।
চাটুর্ঘ্যে মহাশয়, এবার যে
অনেক দিনের পর আগত ?
(গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিষ্ঠ
হইয়া সর্বাঙ্গে প্রণাম করিয়া)
ওরে ভোলা ! শীগ্গির এখানে
ভামাক দে ।

নেপথ্যে । আজ্ঞা বাই ।

শ্যাম । কি ভাগ্য কি ভাগ্য । তাই
এদিক পানে চাটুর্ঘ্যে মহা-
শয়ের আগমন হয়েছে, সুপ্র-

ভাত! সুপ্রভাত! (ভোলা-
নাথের প্রবেশ ও ছাঁকো
প্রদান) ওরে ভোলা, ইনি
আমার পরম পুজিত মাথার
মণি।

ভট্ট। (দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া)
আশীর্বাদ করি, বড় বাবু
চিরজীবী হও, নাইতে না
কেশ ছেঁড়ে (ক্রোধ ও উপ-
হাস পূর্বক) বড় বাবু আমরা
কোথাকার কে, যখন তুমি
কর্ম্মোপলক্ষে একবার না
বোলে সাহেবদের নিমন্ত্রণ
করেছ, তখন আনার প্রতি
এত ভক্তি কেন? এ
আমাকে ঠাট্টা তামাশা কচ্ছে।
নাকি? তুমি তাই আমাকে
ভক্তি কর আর না কর; কিন্তু
আমি তোমাকে মনের সহিত
ভাল বাসি, যেমন “গাঁয়ে
মানেনা আপনি মোড়ল।”

শ্যাম। বলি চাটুর্ঘ্যে মহাশয়!
তুমি আমাকে বিলক্ষণ জান ত
যে আমি প্রোদ্ধ শান্তি কিছুই
মানিনা, ঐ দিন তোমাকে
বজ্রেশ্বর করে উত্তম ব্রাণ্ড
আর উইলসনের বাড়ীর

পাকেজ্ করা বাক্স এনে
নিবেদন করে দেব, তুমি সেই
দিন মদ পরিবেশন করবে,
সব বুঝলে,* সে দিন কি
আমাদের দিন, আর যে
সাহেবদের নিমন্ত্রণ করা
হোয়েছে, তাবা আমাকে ও
তারাচাঁদ বাবুকে সর্বদা
ইনভাইট করে মদ খাওয়ায়,
সেই জন্য তাদের বলিচি।

ভট্ট। তাই ভাল, আমি মনে
করেছিলাম যে বড়বাবু বুঝি
আমাদের মত হেজি পেজি
মুতালের সঙ্গে মদ খেয়ে
প্লেজর পাননা, সেই জন্য
সাহেবদের নিমন্ত্রণ করেছেন।
বোধ করি, আমাদের ফাঁকি
দিয়েন। বোকা ছাগলের ন্যায়
দেড়ে দেড়ে সাহেবরাই বুঝি
ব্রাহ্মণ হয়েছেন, তাহলে তোমার
মনস্কামনা সিদ্ধ হতো ও প্রোদ্ধ
টা গড়াত; ভাল, সে যা
হোক, বড়বাবু আজ থেকেই
তোমার বাপের প্রোদ্ধ গড়ান
বাক্।

শ্যাম। চাটুর্ঘ্যে মহাশয়! আজ আর
ও নেটায় কাজ নাই, আর হ-

দিন আছে বই ত নয়, কথায় বলে ভাঁত খাবি, না হাত ধুয়ে বসে আছি ।

ভট্ট । এখন আব বাবুরা মাতায় ভেল্‌দেননা, আব আমাব মতন লক্ষ্মীছাড়া প্রতি কটাক্ষও করেন না, একজন সাহেবেব মুখে এমন কথা শুন্‌লে বড়-বাবু কত কৃতার্থ বোধ কতেন; এবার মোরে সাহেব হয়ে জন্মাতে হবে, তা হলে বড়-বাবু বডা খাতির করবেন, আর লোককে কথায় কথায় ডাম্‌ বলে মারবো, (সঙ্কীর্ণের প্রতি) এখন উঠে ভাই ব্রাদার সব গা ভোল, এখানে আজ আর কিছু হবে না ।

শ্যাম । যাবে কোথা? ছোট বাবুকে ডাক্তে হাতি-মিস্কে কে পাঠাই,—হাতি মিস্কে!

হাতি । মহারাজ !

শ্যাম । শিগ্গির করে ছোট বাবু-কে হিয়া বোলায় লেয়াও ।

হাতি । যো হুকুম মহারাজ ।

(হাতি মিস্কের প্রস্থান ও তারার চাঁদ বাবুকে লইয়া থুনঃ প্রবেশ ।)

তারার । দাদা মহাশয় ! কি জন্য আমাকে হাতি মিস্কে দিয়ে ডাক্তে পাঠিয়েছিলেন, আজ্ঞা করুন, কি কত্তে হবে । (ভট্টেশ্বরের দিকে ফিরিয়া) কিগো চাটুর্ঘ্যে মহাশয়, অনেক দিনের পর যে দেখছি, বলি আছত ভাল ।

ভট্ট । আর বাবা, তোমরা তো খোঁজ খপর নাওনা । বল্‌বো আর কি, বলবার কি মুখ রেখেচ, এমন শ্রদ্ধ আস্‌চে, একবার নিমগ্ন ও কল্পে না ।

লতা পাতা মত চাপা আছি একটাই ।
আছি কিনা আছি কিছুটুকি নাহি পাই ॥

শ্যাম । ওহে তারারচাঁদ, ভট্টেশ্বর মহাশয় অনেক দিনের পর আমাদের বাড়ীতে এসেছেন, একবার সকলে মিলে আ-মোদ করা যাক্‌ (ভট্টেশ্বরের প্রতি অঙ্গুলি দেখাইয়া) ইনি আবার যেতে চাচ্ছিলেন, আরে

কপাল, এত দিনের পর এলেন,
ছুটো চারটে কথা কইবেন,
না, সদাই যাই, যাই এই জনা
তোমাকে ডেকেছি ।

তার। লোকে বলে কর্তাব ইচ্ছা
কর্ম, আনিত দাদা সব সময়েই
বাজি আছি, একবার বল্লই
হয়, আমাকে দাদা ধরে
আন্তে বল্ল বেঁদে আনি ।

ভট্ট । তবে বাবা একবার বোত-
লটা আনতে বলতো, আমার
ভাট গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে
গেচে ; কিন্তু বাবা আর একটা
কথা বলি শুন । (অঙ্গুলি দ্বারা
নিকটে আসিবার সঙ্কেত)
চাটুর্নী না হোলে বাবা আজ
কাল মজা নাই ।

তার। আজ্ঞা মহাশয়, আপনি
যখন যজ্ঞেশ্বর হয়ে বোসে
আছেন, তখন কিসের অভাব,
আপনার দরশনে ঐবকুল
বাস ।

শ্যাম । (চক্ষু নিম্নীলিত করিয়া)
আজ মশাই তোমায় নেসায়
বুঁদকরে দেব, আজ বাবা তুমি
বড় চড়ে থেছে ।

তার। দাদা মহাশয় ! আমি

বলি আজ বাড়ী ছেড়ে অন্য
কোথা আড্ডা নিলে ভাল হয়
না ? আমাদের বাড়ীতে অ-
শৌচ, আর লোকেই বা কি
বলবে, মাই বা কি মনে
করবেন ।

শ্যাম । বলবে আবার কি ? মা বে-
চীর জনো এত ভয় কর কেন,
ও বুড়ী বেচী আর কদিন
বাঁচবে, এবার বাছাপন শক্ত
হাতে পড়েছেন, আমি কম
বাপের ব্যাটা নই, আমার
শরঙ্গ কিছু কতে এলেই এখনি
গলা টিপে দূর করে দেব ।

ভট্ট । বড় বাবু ! ছোট বাবু যা
বলচেন, তা বড় মিথ্যে নয়,
কথাটী বড় শক্ত, ঠাট্টা
তামাসা করে উড়িয়ে দিলে
হবে না ।

শ্যাম । চাটুর্ন্যো মশায়, সেকি ?
আপনিও যে সিঙ ভেঙ্গে বাছ-
রের দলে মিশতে যান, আমি
বরাবর মনে করেছিলাম, যে
ভট্টেশ্বর মহাশয় একজন
পাঙ্কালোক, তা আজ তার
বিপরীত দেখছি ।

ভট্ট । সে যা হোক, এখন ছোট

বাবুর কপাটার কি ক্রলেন?
শ্যাম। (স্বগত) আজ সন্ধ্যা
হোক, বেটীকে একবারে অক
পাইয়ে দেব, দেখবো আজ
বাহাদুর কিসে রক্ষা পান,
এতো রাম নয়, এ রাবণের
হাতে পড়েছেন।

তার। আমি তো মশাই বলে-
ইচি, একবার দাদা রাজি হলেই
হয়। পরশু বাবার প্রাজ্ঞ, তাই
জনা দাদা বড় ভাবিত আছেন।

ভট্ট। আরে না, না, তোমার দাদার
ধাতু আমি বিলক্ষণ জানি। শ্যাম-
পদ বাবু কি মনে মনে গিজির
কচোন, তা তুমি বুঝতে পার নাই,
(শ্যামপদ বাবু প্রতি) ওগো
বড়বাবু! কি ভাবচো? তারাপদ
চিকই বলেচে, শুভকর্মে দেরি করা
ভাল নয়।

শ্যাম। আচ্ছা, তবে চল।

(ভট্ট ও শ্যামের প্রস্থান।)

তার। (স্বগত) দাদা খেপেছেন না
কি? ভট্টেশ্বর যেমন গাধা, দাদা ও
তেমনি গরু হয়েছেন, কি করবো
বল, কালের গতিকেই সব কর্তে
হয়! ঔনি বাড়ীর কর্তা, যদি ওঁর
মত না চলি, তা হলে অমনি

দুব করে দেবেন। হা বিখাতঃ!
আমার কপালে কি এই ছিল!
মাতালদের সেবা কর্তে হলো!
সবই আমার কপালের দোষ!
আর ভাবলেই বা কি হবে! যে
কর্ম্মে হাত দিয়েছি, তা শেষ করাই
ভাল। এখন যাই, আর বেলা নাই।

(প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

ক্রমশঃ।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

মহা ত্রিষুক্ত বাবু
অ। হরিমোহন গুপ্ত
কর্তৃক তুলসী-
দাস গোষাামী-
কৃত রামায়ণের অনুবাদ প্রাপ্ত
হইয়াছি। আপাততঃ প্রথম খণ্ড
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে
বালকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডের বশিষ্ঠ-
ভরতসংবাদ নামক নবম সর্গ
পর্যন্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে।
তুলসীদাস গোষাামীকৃত রামায়ণের
সহিত বাল্মীকি রামায়ণের সমুদয়
এক হয় না। তুলসীদাস আপন

গুরুর নিকট রামায়ণ প্রবণ করিয়া
আপনার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ।
নিম্ন লিখিত কবিতাতে তিনি
নিজেই বলেনঃ—

‘আমি তাহা শুনি নিজ গুরুসম্মিধান ।
‘রামকথা’ সুখকর ক্ষেত্রের সমান ॥
তখন বাজক ভাল বুঝিতে না পারি ।
সজ্ঞানতা অন্ধকার ছিল মনে তারি ॥
শ্রোতা বক্তা জানীহবে রামকথা গুঢ় ।
নতুবা বুঝিবে কিবা যেইজন মূঢ় ॥
তবু বলিলেন গুরু পুনশ্চ আমারে ।
বুঝিয়ে কিঞ্চিৎ নিজ বুদ্ধি অমুসারে ॥
করিলাম তাই তার ভাষা বিবরণ ।
অবোধ চিত্তের মন প্রবোধ কারণ ॥”

বাল্মীকিরামায়ণে মহর্ষি বাল্মীকি
নারদের নিকট রামকথা অবগত
হইয়া গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত
হন, তুলসীকৃত রামায়ণে তরদ্বাজ
মুনি যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে রামের
কথা-জিজ্ঞাসা করেন । তুলসীদাস
নিজ কবিত্বশক্তির ভূরিই প্রমাণ
প্রদর্শন করিয়াছেন । তিনি যে
একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তাহা দ্বিধা-আর
সংশয় নাই । তাঁহার কবিতা সকল
অতিশয় সুন্দর ও মনোহারিনী,
অমুবাদে তত মনোহর হয়না বটে,
কিন্তু ক্রীষক হরিমোহন ও

মহাশয় একজন সুকবি, তিনি
অমুবাদে যতদূর মিষ্টতা রাখা
সম্ভব, তাহা রাখিয়াছেন । তাঁহার
ভাষা প্রাঞ্জল ও সরল হইয়াছে ।
একগুণে ভবসা করি, যে তিনি
অন্যান্য খণ্ড প্রচারে কৃতকার্য
হয়েন । পাঠকগণের গোচরার্থ
নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল ।
“উদিত উদয়গিরি-রূপ-মণ্ডোপর ।
রঘুকুলতরুণ অরুণমনোহর ॥
সাপু সরসিজ বন হইল প্রকাশ ।
লোকের নয়নভৃঙ্গ পরমউল্লাস ॥
নৃপতিগণের আশা নিশা বিনাশিল ।
গগনে নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভা হরি নিল ॥
লুকাইল পেচক কপট ভূপ আর ।
চক্রবাক মুনি মনে আনন্দ অপার ॥
সবা কার অমুমতি লয়ে তার পর ।
চলিলেন রাম যেন প্রমত্ত কুঞ্জর ॥
অনিমিষে কোতুক দেখিছে সর্বজন ।
কিরূপে করেন রাম কোদণ্ডভঞ্জন ॥
সীতাসনে এসেছিল সহচরী বত ।
পরম্পর বলাবলি করে এই মত ॥
কেহ কহে জনকে বলুক নহে কেহ ।
আপনার প্রতিজ্ঞা ভূপতি ছেড়ে দেহ ॥
কেহ বলে বটে অই সামান্য আকার ।
অতুল বিক্রম বল সাধ্য বলে কার ॥
কোণার অগস্ত্য কোণা সিদ্ধ ভয়ঙ্কর ॥

একই গল্পে গেল উদর ভিতর ॥
 ক্ষুদ্র অবয়ব অতি দেখ দিবাকরে ।
 উদয়েতে অবনীর অক্ষকার হরে ॥
 অক্ষর নির্মিত মন্ত্র লক্ষ্য অতিশয় ।
 দেবতা দানব যক্ষ বাঘা ভাব হয় ॥
 কুসুমের শরধনু রতিপতি ধরে ।
 কারসাপা তার আচ্ছাদন যেকবে ॥
 অতএব সকলে জানিবে মনে স্থির ।
 হরধনু ভঙ্গ করিবেন রঘুবীর ॥
 শুনিয়ে তাহার বাক্য সুখী রামাগণ ।
 সীতা কিন্তু মনে মনে করেন চিন্তন ॥
 হে হবপার্কীতি বিধি হে গণনাযক ।
 তোমরা সকলে হও কলাগদায়ক ॥
 কোথা বিরূপাক্ষ ধনু কুলিশ কঠোব ।
 কোথা সুকুমার রাম নবীন কিশোর ॥
 হীবা কি ভাঙ্গিতে পারে শিরীষ সুমন ।
 দয়া কবি দেহ বিধি জনকে সুমন ॥
 একবার সীতারে দেখেন রঘুপতি ।
 পুনর্বার চাহিছেন ধনুকের প্রতি ॥
 শিশুশাপে যথা দেখে বিনতা কুমার ।
 হরচাপে রাম হেরিছেন সেপ্রকাব ॥”

ইহাতে পাঠকমণ্ডলীর স্মৃতি
 প্রতীতি হইবে যে, ইহার ভাষা
 অতি সরল ও প্রাতিমধুর । কিন্তু
 “পাপীরা জন্মাবধি সুখে কালা-
 তিপাত্ত করে” কবি এই ভাবটী
 যথেষ্ট কেম লিখিয়াছেন বুঝা

গেল না । এই পুস্তকের মূল্য দশ
 আনা মাত্র ।

২১-চতুর্দশপদী কবিতামালা ।—
 বহরমপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু
 রামদাস সেন ইহার প্রণয়ন করি-
 য়াছেন । ইহাতে মিত্রামিত্র ছন্দে
 ত্রিচত্বারিংশৎ কবিতা আছে ।
 প্রত্যেক কবিতাই চতুর্দশ পদে
 সমাপ্ত, এই নিমিত্ত ইহার নাম
 চতুর্দশপদী । ইহার অধিকাংশই
 সরল, সুমিষ্ট, এবং গাঢ় ভাবসম-
 য়িত ।—বস্তুতঃ কবিতাগুলির প্র-
 শংসা অপেক্ষা কবি স্বয়ং অধি-
 কতর প্রশংসাতাগী হইতেছেন ।
 অশ্লদেহীয়া জমীদারসন্তানেরা
 প্রায়ই বিলাসকুঞ্জে অবস্থিতি
 করিয়া অলসভাবে সেবা করেন,
 রামদাস বাবু সর্বাংশে সেই দোষ
 পরিবর্জিত । বিশেষতঃ কাব্য-
 সাহিত্যে ইহার যথেষ্ট উৎসাহ
 দৃষ্ট হইতেছে । চারি বৎসর পূর্বে
 একখানি এবং এই এক বৎসরের
 মধ্যে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত
 করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করি-
 লেন । এতমিমিত্ত আমরা সন্তুষ্ট
 চিত্তে এই অমুরাগবান সুবাজমী-
 দার মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান

করিভেছি। প্রস্তাবিত কবিতা-
মালা হইতে তিনটী কবিতা উদ্ধৃত
করিয়া দেওয়া গেল।

“(বিষপূর্ণ পাত্র হস্তে
কৃষ্ণকুমারী ।)”

স্বর্গীয় অমৃত ইহা কে বলে গরল !

সমুদ্র মন্থনে যাহা দেবতাসকল
উঠাইল যত্ন করি। পিতার আদেশ
পালিবারে :- হলাহল স্মরিয়া মহেশ
মুহূর্ত্তেকে করিপান আছাদ অন্তরে
দেখুন আমার কার্য্য দেবতা নিকরে ॥
পরিণয় কালে নারী বসন ভূষণে
স্বসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। বিবিধ রঞ্জে ॥
রঞ্জে সুকোমল তনু। আমিও তেমন
পরিয়াছি চেলবস্ত্র সুবর্ণ রতন
সাধিতে পিতার আজ্ঞা ! দেশের মঙ্গল
হয় যদি মোর হতে, জীবন সফল ॥
বিসর্জি পরাগ করি সর্প বিষ পান।
মৃত্যু অন্তে যেন ঈশ স্বর্গে পাই স্থান ॥

(বীর বাক্যাবলী ।)

কত্রোচিত কার্য্য কিহে মিবারাধিপতি
এইহে তোমার ? চিন্তিলে অশ্রুতপূর্ব্ব
অন্তুত ঘটনা, শোক রাগ হৃদিমধ্যে
হয় উপস্থিত ; দহিতে জীবন মোর ।
যবন লম্পট আমীরের উপদেশ
শুনি তুমি, কলিকালে এই বীরপণা

দেখাইলা আর্ষ্যগণে ? এমন দুর্দ্দতি
কেন দিলা ভীমসিংহে একলিঙ্গ হর।
স্থাপন করিতে সন্ধি রাজপুতনায়,
সুবর্ণ পুতলী কৃষ্ণা হৃদয়ের ধন
বিসর্জিলা জন্মমত। দিকহে তোমায় !
অদ্যহতে সূর্য্যবংশে দিলে ভুগি কালী
রাজপুত্র-কুল-লক্ষ্মী ; এ ঘটনা হেরি ;
অবশ্যই তাজিবেন তব পাপ-পুরী ।”

(বান্ধীর রাণী লক্ষ্মী বাই ।)

ক্রোধে রক্তবর্ণ অক্ষি মুগেজ্ঞ কেশরী ;
বিপিনে ঐহিষদল নিরীক্ষণ করি,
গজ্জিয় একাকী ধায় করিবারে রণ
ভেমতি তুমিহে বামা অশ্বে আরোহণ,
(দেবী জগদ্ধাত্রী যেন শাদ্দুল বাহন)
মাথায় মুকুট অঙ্গে নানা অভরণ,
হস্তে তীক্ষ্ণ তরবার ধারণ করিয়া
পশেছসমরে। যথা কালী-হরপ্রিয়া—
নাশিবারে দৈত্যকুল হইলা উদয় !
সম্মুখ সমরে শত্রু করি পরাজয়—
নাশিতে রাজ্য-কণ্টক, এ প্রতিজ্ঞা ভব,
পুনরায় এ ভারতে হিন্দুগণ সব,
স্বাধীন করিতে সতি ! হইল মানস ।
চিরদিন কবি তব গাইবেক যশ ॥

৩।—কাব্যমঞ্জরী।—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলে-
জের ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ

বন্দোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে চতুর্দশটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি সরস ও সুপ্রাচ্য। বিদ্যালয়ে কবিতা পাঠ করান যাঁহাদিগের অভিপ্রেত, এরূপ পুস্তক তাঁহাদিগের নিকট আদরণীয় হইবে। কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১০ আনা। পাঠকগণের গোচরার্থ একটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

“সরল শিশু ও শুভ্র ফুল।

আমরি! সরল শিশু! ভব চারু করে!
কেমন সুন্দর শুভ্র ফুল শোভা করে।
উচিত এরূপ মেলা বিমল বিমলে।
পবিত্র পবিত্রে, আর কোমল কোমলে।

শুভ্রতব মানস কমল মনোরম,
যথা ওই ফুল ফুলদল শুভ্রতম।
রিপুর পীড়ন আর চিন্তার দহন।
অন্তর তোমার কঁড় করেনি সহন।

অঞ্চল হৃদয় তব! প্রসূনের পানে,
হেরিছ সত্য নৈত্রে প্রফুল্ল বয়ানে।
কিন্তু তুমি শ্রান্ত হয়ে কণকাল পরে,
ছিঁড়িবে কুমুম চারু, ছড়াইবে ঘরে।

ক্ষতি নাই, ফেলেদিও শ্রান্তিবোধ হলে,
হিমালী-সম্মিত-খেত কুমুম ভূতলে।
রেখ যেন ওই শুভ্র সরল অন্তর,
বিগত হইলে শিশুকাল মনোহর।”

৪।—পদ্য-পুণ্ডরীক।—

কুমারখানী নিবাসী শ্রীযুক্ত
বারু হরিনাথ মজুমদার কর্তৃক
প্রণীত। এখানি পদ্যময় পুস্তক,
পদ্যগুলি অতি সরল ও সুমধুর।
ইহা বিদ্যালয়ের বালক বালিকা-
দিগের পাঠোপযোগী। আমরা
ভরসা করি এখানি বিদ্যালয়ে
ব্যবহৃত হইবে। ইহার মূল্য তিন
আনা। পাঠকগণের গোচরার্থ
কয়েক পঙ্ক্তি কবিতা নিম্নে
উদ্ধৃত করা গেল।

“নাশের হেতু।

রাজ্য-নাশ হেতু, রাজ্য অবিচার।
কার্য্য-নাশ হেতু, আলস্য সবার।
বুদ্ধি-নাশ হেতু, মাদক-সেবন।
ঋদ্ধি-নাশ হেতু, জাতি-বিরোধন।
বাস্ত্য-নাশ হেতু, রাজি-জাগরণ।
কাঙ্ক্ষা-নাশ হেতু, অমূল-চিন্তন।
মান-নাশ হেতু, মিথ্যা-আচরণ।
প্রাণ-নাশ হেতু, রিপু-পরায়ণ।
সুখ-নাশ হেতু, পর-সুখে দাহ।
সর্বনাশ হেতু, বালক-বিবাহ।”

প্রেরিত পত্র ।

(গুপ্তকবি ।)

১২৮ পৃষ্ঠার পর ।

বিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত,
 সংবাদ প্রভাকর
 সম্পাদন ব্যতিরেকে
 যে কয়েকখানি পুস্তক
 প্রণয়ন অথবা সংকলন করিয়া
 গিয়াছেন, এক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ
 বাহুল্য পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি ।
 আমার মনের অভিপ্রায় সাধারণ
 অভিপ্রায় হইবে কি না, জানি না,
 তথাচ যখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ
 করিয়াছি, তখন আমি যতদূর
 বুঝি, প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত
 হইলাম ।

প্রথম,—গুপ্তাকর ভারতচন্দ্র
 রায়ের জীবন-চরিত ।—গুপ্তকবি
 ক্রমাগত দশ দ্বয়সর নানাদেশে
 ভ্রমণ করিয়া বহুকষ্টে কয়েকজন
 কবির জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়া
 ছিলেন । ৩ রামপ্রসাদ সেন
 কবিরঞ্জন, রামনিধি সেন, (নিধু-
 বারু) হরঠাকুর, রামবল্লভ, মির্জাই

দাস টেবরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস,
 রাসু মুসিংহ এবং আর কয়েকজন
 মৃত কবির জীবনচরিত সংগ্রহ
 করেন । ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন
 চরিত তন্মধ্যে প্রধান । প্রধান
 বলিবার হেতু এই যে, ভারতচন্দ্র
 রায় শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন । দ্বিতীয়তঃ
 গুপ্তকবি আপনার প্রভাকর পত্রে
 উল্লিখিত কবিগণের জীবনবৃত্তান্ত
 প্রকাশ করিয়া তন্মধ্যে হইতে
 কেবল ভারতচন্দ্র রায়েরই জীব-
 নাংশ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত
 করিয়া গিয়াছেন । পুস্তকখানি
 উপাদেয় হইয়াছে । আমাদি-
 গের দেশে জীবনচরিত লিখিবার
 রীতি নাই, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই
 নবীন পথ উদ্ভাবন করিতে আমরা
 আজিও তাঁহার মৃত নামে শত
 ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকি ।
 ভারতচন্দ্র ব্যতীত আর যে সকল
 কবির জীবনচরিত প্রভাকরে
 প্রকটিত আছে, সেগুলি পুস্তক
 হইয়া প্রকাশিত হইলে অনেক
 উপকার হয় । আমাদিগের হৃদ্য-
 গাক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অকালে
 সংসার ত্যাগ করিতে, তাঁহার
 মনোরথের সহিত আমাদিগের

মনোরথ অসিদ্ধ রহিয়াছে ।
 শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত এক্ষণে
 স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পদ ও
 স্থান অধিকার করিয়াছেন । ইনি
 স্বর্গীয় কবির কনিষ্ঠ । ইঁহার
 দ্বারা আমরা যে, কিছুই প্রত্যাশা
 করি না এমন নহে । মহৎ বংশ
 ও মহৎ আশ্রয়ে লোকের যতদূর
 আশা থাকে, আমাদিগের তাহাই
 আছে । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আহা
 নিদ্রা পবিত্রাগ করিয়া অনন্য-
 কর্মে, অনন্যমনে, অনন্য চিন্তায়
 নিবিষ্ট হইয়া যে সকল মহার্য্য
 মার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন,
 তাঁহার কনিষ্ঠ ইচ্ছা করিলে কি
 সেই গুলি স্মৃতি ভূষণে সাধারণের
 সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারেন
 না ? অবশ্যই পারেন । কেবল
 তাহাই কেন, তাহার সহিত স্বর্গীয়
 বিখ্যাত কবির (তাঁহার জ্যেষ্ঠের)
 জীবন-চরিত পর্য্যন্ত নিবন্ধ করিতে
 পারেন, তবে কি জন্য করিতেছেন
 না ? স্বর্গীয় কবি যখন ভারতচন্দ্র
 রায়ের জীবন-চরিত সমাপ্ত করেন,
 তৎকালে দৈববাণীর ন্যায় বলিয়া-
 ছিলেন “আমি সজীব থাকিয়া
 এই গুরুতর ব্যাপার সহজে সম্পন্ন

করিতে পারি, এমন সম্ভাবনা
 দেখিতে পাই না, কেননা একে
 ধনাত্মক, তাহাতে আবার দৈহিক
 বলের হ্রাস হইয়া, ক্রমে মৃত্যুর
 দিন নিকট হইয়া আসিতেছে ।
 ফলে মনোময় পরমপুরুষের মনে
 কি আছে, বলিতে পারি না ।
 কোনরূপ দৈব ঘটনার দ্বারা
 ভবিষ্যতে আর কোন ব্যাঘাত না
 জন্মিলে অতিশ্রেষ্ঠ বিষয় সুসিদ্ধ
 করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব,
 নচেৎ এইপর্য্যন্তই শেষ করিতে
 হইল ।” আক্ষেপের বিষয় এই যে,
 তাঁহার দৈববাণী যথার্থই হই-
 য়াছে । বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত কি-
 রূপে এই মনস্তাপ সহ করিতে-
 ছেন, তিনিই বলিতে পারেন ।
 যঁাহার জ্যেষ্ঠজাতা এতদূর জগ-
 জ্ঞানিত কবিশৈলাত করিয়া-
 ছিলেন, তিনি সেই সুবিখ্যাত
 জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম ও বহু
 প্রমার্জিত গুণ পুনরুদ্দীপিত করেন,
 ইহাই সকলের বাসনা ।

দ্বিতীয়,—প্রবোধ প্রভাকর ।

এখানি ধর্ম্মপ্রতিপাদ্য গ্রন্থ ।
 গদ্য অপেক্ষা পদের ভাগ অধিক
 পদ্যগুলি সুমিষ্ট । বেদান্তের

জানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড নীমাংসা
করিবার ছলে পিতাপুত্রের কথোপ
কথন প্রমোত্তর রীতিতে শ্রেণী-
বদ্ধ হইয়াছে। আমাদের
বিদ্যালয় সমূহে যদি ধর্মসংক্রান্ত
পুস্তকাদি পাঠনার রীতি থাকিত,
তাহা হইলে আমি সাহস পূর্বক
এই পুস্তক বিদ্যালয়ে ব্যবহার
করাইতে অস্বরোধ করিতাম।
বাল্যবিক পুস্তক নির্বাচনের দোষে
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্য
যে রূপ অঙ্গহীন রহিয়াছে, এই
পুস্তক ও ইহার শেষোক্ত সমা-
লোচিত পুস্তকখানির সহিত আর
কয়েকখানি বিখ্যাত গ্রন্থকারের
হিতকর পুস্তক প্রবেশিত হইলে
সে অঙ্গহীনতা অবশ্যই সম্পূর্ণতা
প্রাপ্ত হইতে পারে সন্দেহ নাই।
পুস্তকের একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত
হইল :—

পুত্রের প্রতি পিতা ।

“কুটেতবে বলি, যদি, কুটাইলে মুখ
কারে তুমি সুখ বল, কারে বল দুখ ?
ওরে বাপু, মিছে ছাপু, গুণনাকো আর
বতকিছু জানোসব, সুখের ব্যাপার ॥
জন্মে তুমি বলিতেছ, দুখ-দুখ-দুখ ।

জন্মি বলি দুখ নয়, সুখ-সুখ-সুখ ॥

এই দুখ, দুখ নয়, সুখের আধার।
বিনা দুখে সুখলাভ, কবে হয় কার ?
এজগতে না থাকিলে, দুখের প্রচার।
সুখের সম্মান তবে, কে করিত আর ?
এই দেহ না হইলে, অসুখের ধাম।
সুখভোগে, কে লইত ঈশ্বরের নাম ?
সুখে দুখে, যুক্তদেহ, সেরূপ প্রকার।
প্রদীপের পশ্চাতে, যে রূপ অন্ধকার ॥
সুখের যে, মর্ম, তাহা, দুখেই প্রকাশ।
দুখের শেষেতে হয়, দুখের বিনাশ ॥
দুখভোগ হোলে আর, দুখ নাহিরয়।
বিষের ঔষধ বিষ, যে প্রকার হয় ॥
জগতে দুখের সৃষ্টি, করিলেন যিনি।
ভেবে দেখ, কত বড়, জানগুরু তিনি ॥
দুখ-লাভে অভিশাপ, কেহ নাহিকরে।
সুখের সম্মোগ আশা, সকলেই ধরে ॥
সেই সুখ সঞ্চয়ের, সছুপায় চাই।
বিনাকষ্টে সহজেতে, কোথাতারে পাই ?
বিনা সুখনাহি হয়, দুখের সংহার।
কাজেই করিতে হয়, অন্বেষণ তার ॥
বিদ্যা বিনা জ্ঞানলাভ, কখনো নাহয়।
বিনাপ্রমে সেই বিদ্যা, কেকরে সঞ্চয় ॥
সেই প্রম সহকারে, কষ্ট-ভোগ কত।
কিন্তু তায়, কষ্ট যায়, জনমের মত ॥
বেদুখেতে জ্ঞানপাই, প্রমের কৃপায়।
এখানেকি, সেদুখেরে, দুঃখ বলা যায় ?

বিদ্যার অভাৱে ক্লেশ, ক্লেশ কভু নয় । সাধুসঙ্গ স্বর্গসুখ, পাইবে কেমনে ?
 একেবারে ক্লেশশেষ, লেশ নাহিরয় ॥ নীতি, ইতিহাস-কাব্য, গ্রন্থ জ্ঞানময় ।
 মূঢ়তার অন্ধকার বিদ্যাকরে নাশ । এ সকল রচনায় বহুকষ্ট হয় ॥
 এইহেতু বিদ্যা-লাভে, সবারি প্রয়াস ॥ চিন্তায় ব্যাকুল হোয়ে, দিবানিশি জয় ।
 বিদ্যায় না হতো যদি, দুঃখ নিবারণ ॥ নিদ্রাআর আহারের থাকেনা নিয়ম ॥
 বিদ্যায় না হতো যদি, সুখেরসাধন ॥ কিন্তুসেই, গ্রন্থগুলি, প্রকাশিতহোলে ।
 বিদ্যালোভে অমুরাগী, কেহইত তবে ? কীর্তির কুর্জীরেবাস, নাশ নাই মোলে ॥
 মুখহোয়ে দুঃখভোগ, করিতই সবে ॥ যতকাল, রবি শশী, হইবে উদিত ।
 ন্যায়মত কার্যকরি, অর্থ উপার্জন । সঙ্গীব রহিবে তুমি, নামের সহিত ॥
 বিনাছথে, বিনাপ্রমে, কে পেয়েছে ধন ॥ রচনার কালে বটে, নানামতে দুঃখ ।
 বিনা ধনেসংসারেতে, কেবা পায় সুখ ? মনেকর, সাজহলে, সেসুখ কি সুখ ॥
 ধনহীন জনে হয়, সবাই বিমুখ ॥ শরীরে যখন হয়, রোগের সঞ্চার ।
 দারী, স্নাত, আদিকরি, তুফনহে কেহ । সে সময়ে কেনকর, ঔষধ ব্যাতার ?
 দুখিবোলেজ্ঞাতিগণ নাহিকরেস্নেহ ॥ ঔষধ সেবন কর, এই উপদেশে ।
 রীতিমত দুঃখভোগ, ধন উপার্জনে । খেলেপরেসুস্থ হয়ে, সুখপাবে শেষে ॥
 সে দুখেরে, দুখআমি, কহিব কেমনে । তখন ভেষজ বিনা, বাঁচিতে কে পারে ।
 বাপধন, দিয়ে মন, কর প্রনিধান । প্রাণের পীড়নহয়, পীড়ার প্রহারে ॥
 আহাির বিরহে দেহে, নারিহয় প্রাণ ॥ দুখের না হলে জন্ম, এতিন ভুবনে ।
 ধনীহও, দীনহও, যতদিন রবে । সুখের প্রবৃতি তবে, হইত কেমনে ?
 আহািরের আহরণ, করিতেই হবে ॥ সাধুকর্মে, সুখলাভ, নিশ্চয় জানিয়া ।
 রন্ধনাদি আহরণে, কষ্ট কিছু বটে । সাধুহোয়ে করে জীব, যত সাধুক্রিয়া ॥
 ভেবেদেখ শেষেতায়, কতসুখ ঘটে ॥ পাপকর্মে পরবাদ, ঘটে তাপশোক ।
 সেই অন্ন যদি তুমি, না দেও উদরে । সাবধানহোয়ে তায়, কান্তপায়লোক ॥
 কঠোর জঠরজ্বালা, বারণ কে করে ? বিষয়েতে এইদুখ, হয় দুপ্রকার ।
 সাধুভাবে সদালাপ, সুজনের কাছে ? 'প্রমাধীন' কর্মফল' দুইনাম তার ॥
 লবণই তথা যেতে, পথক্লেশ আছে ॥ 'প্রমাধীন' দুখ বাহা, দুখ সেভোনয় ॥

কলত সে সুখকর, সুকর্ম সাধিলে । অবিনাশি সেই সুখ, মনের আগারে ॥
 সুখময়, নাহি হয়, কুকর্ম করিলে ॥ ওরে বাপ্ সে যে বড়, বিষম ব্যাপার ।
 সুখনষ্ট, কতকষ্ট, পরিশ্রম সার । সহজে সে সুখলাভ, কবে হয়কার ?
 কুকর্মের কলপায়, অশেষ প্রকার । ত্রিতাপে তাপিত জীব, দুখি নিরন্তর ।
 প্রাণাধীন দুখবোগে, সদা হিতকর ॥ সে সুখ কিরূপে হবে, তাদের গোচর ॥
 হাতেহাতে কলপাবে, অতি হিতকর । সন্ধানতে প্রাপ্ত হয়ে, শান্তি-সরোবর
 সুফল, কুফল, কিছু, নাহয় বিফল । যদাপি প্রবেশকরে, জলের ভিতর ॥
 বেরূপ করিবে কর্ম সেইরূপ কল ॥ তবেই ত্রিতাপ-জ্বালা, দূর তার হয় ।
 সন্ধ্যাবিত সুখকর, কার্যাকব সুখে । সন্তোষের সলিলেতে তৃপ্ত হোয়ে রয় ॥
 তাহাতেকখনো তুমি, পড়িবেনা দুখে ॥ বাস্তবিক, কে করিবে, বস্তুর নির্ণয় ।
 অসম্ভব আশা হয়, দুখের কারণ । শাস্ত্রের সন্ধান বিনা, সন্ধান কিহয় ?
 সুখ-সহ, কিসে তার, হইবে মিলন ? শাস্ত্রপাঠে, গুরুমুখে, উপদেশ লও
 অবহার দাস হোয়ে, বাসকর তবে । বস্তুতত্ত্ব তত্ত্বপেয়ে, সুখী হোয়ে রও ॥
 কিছুতেই তবে আর, অসুখ নাহবে ॥ যে গুরু, প্রথমেতে, উকার না আছে
 কৃপানিধি, কৃপা-নিধি, করিবেন দান । যেওনা যেওনা কভু, সে গুরুর কাছে ॥
 কোন ধন বড় নহে সুখের সমান ॥ তারে তুমি গুরুবল, শাস্ত্রজ্ঞানী যেই
 সেই সুখ, সেই দুখ, অধীন তোমার । শাস্ত্রতত্ত্ব-নেত্রহীন, গুরুনয় সেই ॥
 মনের ভিতরে থাকে, মনের ব্যাপার । কিদ্বিতে, কিদেবেশেষ, সঙ্গতীকিতার ?
 মনেতে সন্তোষ যদি, স্বভাবে সঞ্চারে ॥ হিতেহবে বিপরীত, একে হবে আর ॥
 তারি কাছে দুখতবে, আসিকি প্রকারে ? দুখের মুখেতে যদি, না হবে পতন ।
 দুখের কারণ বত, কর পরিহার । শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান তবে, কর আলোচন ॥
 কারণে নাহয় যেন, কার্যের সঞ্চার ॥ সেতত্ত্বের তত্ত্বনিতে, ভেবোনাকো দুখ ।
 “কর্মহোলে, কিছুতেনা যায় যোগাযোগ ॥ চরমে পরমকল, অবিচ্ছেদে সুখ ॥
 হবেই হবেই হবে, জুপিতে সেভোগ ॥ পরীক্ষায় প্রাপ্ত হবে, প্রমাণ তাহার ।
 এসুখেরবাক্যে আর নাহি প্রয়োজন ॥ সুখসুখ, দুখদুখ, করিবেনা আর ॥
 “মিতাসুখ” করেবলে, করহ প্রবণ ॥ এখনি মনের জন্ম, সব মাঝে দিটো ॥

সক, মোটা চালেতে, চলতাল চেলে ।
পুলিপিতে কোথামিটে শুকনো নাথলে ।

তৃতীয়, হিতপ্রভাকর ।—বিশ্ব-
শর্ম্মার পঞ্চতন্ত্রোক্ত মিত্রলাভ,
সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ এবং সন্ধি, এই
চারিটি মূল্যাংশ অবলম্বন করিয়া
এই পুস্তক রচিত হইয়াছে ।
ইহাতেও পদ্যাংশ অধিক । কবি
ইহাতে মূলগ্রন্থের আভাস ও গম্প-
নাত্র ছায়াধরূপ রাখিয়া কবিত্ব-
শক্তির স্বভাবানুরূপ শাখাপ্রশাখা
বিস্তৃত করিয়াছেন । এ পুস্তক-
খানিও বিদ্যালয়ে ব্যবহারের
উপযুক্ত । কয়েক বৎসর হইল,
ইহা বেথুন বালিকা-বিদ্যালয়ে,
ট্রেনিং আকাডেমী, ওরিয়েন্টল
সেমিনারী এবং আর দুই একটি
বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইয়াছিল ।
ভূমিকাস্থলে কোন সাহেবের
স্বাক্ষরিত একখানি পত্র দৃষ্ট হয় ।
মেং বেথুন বালিকাদিগের শিক্ষো-
পযোগী সরল বাঙ্গালা পদ্য-
পুস্তক ছদ্মপাত্র্য দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র
গুপ্তকে তদুপযুক্ত একখানি পুস্তক
লিখিতে অনুরোধ করেন । উক্ত

বেথুন সাহেব ইংরাজি ভাষায়
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে তদ্বিষয়ে ১৮৫১
খৃঃ অব্দের ৭ই জুলাই নিবসে যে
পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম এই :—

আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি
বাঙ্গালাভাষায় আপনি একজন
সজীব স্রুতি । আপনি যদি
পরিশ্রম করিয়া অল্পবয়স্ক কুমার
কুমারীদিগের পাঠনা করণ এক-
খানি কাব্য রচনা করেন, তাহা
হইলে আপনার দেশীয় লোকেরা
অবশ্যই আপনার নিকট বাধিত
হইবেন এবং তাঁহাদিগের কৃত-
জ্ঞতার সূত্রে আমিও স্বকৃতজ্ঞতা
স্বীকার করিব । আপনি যদি
ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বালক-
বালিকাদিগের পাঠার্থ ইংরাজী-
ভাষায় যে সকল সুললিত কবিতা
আছে, আমি তাহার নিদর্শন
আপনাকে দেখাইতে পারি । তাহা
যে আপনার পক্ষে অবলম্বিত
বিষয়ে সাহায্যদান করিতে, ইহা
বলা বাহুল্য । আরও আমি
আপনাকে অনুরোধ করিতেছি,
যে পুস্তক লিখিবেন তাহাতে অ-
বিত্র অথবা অশ্লীলতাব যেন স্থান
না পায় । এ অনুরোধ কবিতায়

কবিতায় অনুরোধ প্রকাশ করিতেছি ।

বিশেষ হেতু এই, আমি শুনিয়াছি
আপনাদিগের দেশের অনেক সু-
প্রসিদ্ধ প্রসংশনীয় গ্রন্থকারগণ এ
দৌষের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে
পারেন না।

বেধুন সাহেবের অমুরোধে
হিতপ্রতাকরের জন্ম হইয়াছে।
কবি স্বয়ং ইহা মুদ্রিত করিয়া
বাইতে পারেন না। তাঁহার
অমুজ পূর্বোক্ত রামচন্দ্র বাবু এ
পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহা
বিদ্যালয়ের ব্যবহার্য বলিয়া পূর্বে
স্বীকার করিয়াছি, কোন্ কোন্
বিদ্যালয়ে ব্যবহার হইয়াছিল
তাঁহাও বলিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে
ইহার ব্যবহার নাই। ইহা শিক্ষা-
সভার বিবেচনার ক্রটি বলিতে
হইবে।

পুস্তকখানি স্বরূপ উপাদেয়
হইয়াছে, সামান্যতঃ নিম্নোক্ত
একটী কবিতা তাহার পরিচয়
দিবে। কবিতা এইঃ—

“খলচরিত্র।

নমস্কার কর সবে খলের চরণে।
জননী না শৌক পায়, খাহার মরণে।
নরাধম কেহ নাই, খলের সমান।

বিশ্বধর ধরে বিষ, বিষে হয় হিত।
খলের তুলনা শুধু, খলের সহিত ॥
সাপের কামোড়ে বটে প্রাণে নাহি বাঁচে
কিন্তু ভায় বাঁচিবার, সম্ভাবনা আছে ॥
দ্রবাণ্ডণ, জলসার, বাড়ান ঝোড়ানে।
সর্পাঘাতে কেহ কেহ, বেঁচে থাকে প্রাণে ॥
ভুজঙ্গবাতাসে খেয়ে থাকে পরিতোষে।
জগতের প্রিয় নয়, খলতার দৌষে ॥
খলজন নাহি বধে, কামোড় মারিয়া
সর্বনাশ করে শুধু, পরশ করিয়া ॥
খল গিয়া ছল করি, এক জনে ধরে।
সেই যোগে পরস্পর, কতলোক মরে ॥
সঙ্গ আর পরশেতে, করে অপকার।
পাছেড়া, ছেঁচোড়ানয়, সেকপ প্রকার ॥
চিত্র করে চিত্র করে, তুলী তুলি করে।
স্বরূপ, বিরূপ, রূপ, কত রূপ করে ॥
চিত্রের কৌশল তার, অতি অপরূপ।
সমভূমি, উঁচু, নিচু, দেখায় যেরূপ ॥
সেই রূপ ভাব ধরে, খলজন যত।
অসত্যেরে সত্য করি, ভান্ন করে কত ॥
তাদের অসাধ্য ভাই, আছে, আর কি বা।
দিবারে রজনী করে, রজনীরে দিবা ॥
ছলনার সূচনায়, সুন্দর সঙ্গতি।
সতীরে অসতি করে, অসতীরে সতী ॥
কেমন বিচিত্র ভাব, ধরিয়াছে খল।
জলের অনল করে, অনলেরে জল ॥
কিভাৱে খেলিছে ভাব, মনের বিচিত্র ॥

বিধাতার অগোচর, কিজানিবে নরে ॥ মুখে করে মধুরমি, বাহিরে সরল ।
 খল কতু নাহি হয়, বিনয়ের বশ । মনের ভিতরে ভরা, কেবল গরল ॥
 তারকাছে, কোথা আছে, সুজনের বশ ॥ বাপবোলে, সযোজন মুখের উপরে ।
 প্রজা কর স্তব কর, সেবা কব যত । কত কটু কহিতেছে, ভিতরে, ভিতরে ॥
 বিপরীত ফল লাভ হবে তায় তত ॥ প্রকাশেতে শিষ্টালাপ কত তায় তুর ।
 অকপট প্রেমভাবে, প্রেম নাহি পায় । গোপনে রোপণ করে, নাশের অঙ্কুর ॥
 সমাদরে তুষ্ট নয়, এ যে, বড় দায় ॥ সাক্ষাতে সন্মান করে, করিয়া চাতুরী ।
 কুজন যদ্যপি হয়, পৃথিবীর পতি । অসাক্ষাতে ইচ্ছাকরে, পেটে মাঝে ছুরি ॥
 তখাচ হবেনা তার, সুপবিত্র-মতি ॥ অতিশয় মায়াপটু অপক্লপ ঠাট ।
 মিত্রভাব যত ধব, শত্রু তত হয় । খলজনে শিখিয়াছে, কি আশ্চর্য্য নাট ॥
 যে লয় শরণ, তাব, মরণ নিশ্চয় ॥ বিষয়েতে তুষ্ট নয়, কেমন পাতক ।
 শঠ-সঙ্ক ভয়ানক, অনল সমান । উপকার পেয়ে হয়, গুণের ঘাতক ॥
 শঠেব সন্তিত বাস, না হয় বিধান ॥ বিন্ময় হয়েছি দেখে, শঠের ব্যাভার ।
 ধূর্তলোক আপনার, কুশল কারণ । যাহার আশ্রয়ে থাকে, মন্দ করে তার ॥
 অনায়াসে বধ করে, পরের জীবন ॥ অমুগত হোয়ে যাব, হিত ভিক্ষামাগে ।
 সমুদয় পাপ কর্মে পটু অতিশয় । তাহার অনিষ্টে যেন, করিয়াছে আগে ॥
 দয়া নাই, ধর্ম নাই, নাই লজ্জা ভয় ॥ মহৎ স্বভাব, তার, মহৎ যে হয় ।
 আশ্রয়ের সন্ধি হোলে, বেরূপ প্রকার । আশ্রয় দাতার কাছে, নত হয়ে রয় ॥
 একেবারে পোড়াইয়া, করে চারখার ॥ কৃতজ্ঞতা ধর্ম সেই, প্রকুল অন্তরে ।
 শঠ-সঙ্ক, অবিকল, সেরূপ প্রকার । আপনার সাধা মতে, উপকার করে ॥
 উত্তম অধম করে, নাহি রাখে সার ॥ কমল আশ্রয় করি, অমল কমল ।
 বহুরূপী প্রায় খল, ঠাট করে কত । মধুভরে ঢল ঢল, হাসা খল খল ॥
 আপনার কার্যকালে, ছলে, হয় নত ॥ সৌরভে করিয়া কত, গৌরব বিস্তার ।
 একটাই, একরূপ, তাব নাহি ধরে । আশ্রয় জলে করে, শোভার আধার ॥
 যেখানে যেমন দেখে, সেইরূপ করে ॥ সেই জলে মকরাদি, করিয়া বিহার ।
 স্তুতি, নাত, প্রিয়ভাব, এমত প্রকার । নিরন্তর করে শুধু, পাপের সঞ্চার ॥

উপকার কতু তার, নাহিকরে ভুলে ॥
 দর্শন গ্রহারে কমে, আগ্রমেআঘাত ॥
 আগ্রয়েতেথেকেকরে, মূলেরবাঘাত ॥
 চন্দ্রনের তরু কত, সুখেব নিলয় ।
 কোন্ স্থান হিংস্রকেন, অধিকৃত নয় ?
 বিষধর থাকে মূলে, ফুলে মধুকর ।
 আগার ভল্লুক উঠে, শাখায় বানম ॥
 আগ্রয় পাইয়া তার, গুণ নাহি ধরে ।
 পরস্পর সকলেই, অপককার করে ॥
 সারআছে, বস্তুআছে, রসআছেষথা ।
 ছরাচার ছুঁর্জনের, সমাগম তথা ॥
 মহত্তের কাছে পেয়ে, মহৎ আগ্রয় ॥
 স্বভাবের দোষে কতু, মহৎ না হয় ॥
 বিষবৃক্ষে দিলে পবে, অমৃতের জল ।
 প্রসব করেনা কতু, স্নমধুর ফল ॥
 বৈধেরেখেতাপদেও, ঘৃতদিয়া ধুয়ে ।
 কুকুরের ল্যাজ তবু, বাবেনাকো মূয়ে ॥
 আপনার কিছু মাত্র, নাহি উপকার ।
 অকার্যণে কবে শুধু, পর অপকার ॥
 দন্দ বিনাভাল কর্ম, কতু নাহি জানে ।
 ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্য পাপ, কিছুনাহিমান ॥
 ধন নাই, বল নাই, এমন যে খল ।
 তার ভয়ে কাঁপে সদা, সূজম সকল ॥
 খল যদি ধনবান, বলবান, হয় ।
 কোনমতে ভবে আর, রক্ষা নাহিহয় ॥
 দেশের সকল লোক, করিয়া অধীন ।

কাজেকাজে তার কাছে, সবে পরাভবা
 আপনার ইচ্ছামত, কর্ম করে সব ॥
 কারে মারে কাটে, কারো লোটেপুর ।
 কারেকারেদেশেথেকে, কোরেদেয়দূর ॥
 এইরূপে তার ভয়ে, সবাই অস্থির ।
 কখন কিকোরেবসে, কিছুনাহি স্থির ॥
 যে রাজার দেশে কয়ে বসৎ অসৎ ।
 সে দেশেতে মাথাপড়ে, সমুদয় সৎ ॥
 বিশেষত শঠ যদি রাজপ্রিয় হয় ।
 সেরাজাররাজ্যে আব, ধর্ম্মনাহিরয় ॥
 নাথ-পুরে সেধে লয়, মানসিক-ক্রিয়া ।
 রাজ্য করে ছাবখার কুমন্ত্রণা দিয়া ॥
 করিয়া সুহৃদ ভেদ, প্রমাদ স্বটায় ।
 পরস্পর প্রেমাভাব, নাহি থাকে ভায় ॥
 কুমন্ত্রিম মন্ত্র-দোষে, বুদ্ধির বিকার ।
 নৃপতির করে নানা পাপের আধার ॥
 কেবাআয়, কেবা পর, থাকেনাবিচার ।
 বিপরীত ভেবে হিত, একে করে আর ॥
 এরূপ শঠের কথা, কি বলিব আর ।
 শত শত ঠাঁই আছে, প্রমাণ তাহার ॥

ত্রিযুক্ত সম্পাদক মহাশয় সমীপেযু ।

নানাবিষয়িণী পদাবলী ।

এক অনুচা যুবতী একটা নবীন যুবককে
 দেখিয়া সহচরীর প্রতি বলিতেছেন ।

আহা নই!

বারণ না শুনে মন, ভাবে সদা সেইজন,

যথা সেই গুণধর,

ধায় তথা নিবস্তুর,

এ দেখি বিষম দায়, কিকরিব হায়হায়,

যায় বুঝি প্রাণ যায়,

এই অবলার ॥

সই লো ! —

পাব কিরে সেই মম, মানস রঞ্জন ।

পূরিবে মনের আশ, দুঃখরাশি হবে নাশ,

সুখের সাগরে,

লয়ে সে নাগরে,

সহ সে হৃদয়ধন, সুখে দিব সন্তরণ ।

রবে না রবে না আর,

এ ঘোর যাতন ॥

সইলো !

তুমিই উপায় মোর, দেখিলো এখন ।

যাঁর সুবাস্তিতপায়, সাঁপিয়াছি মনকায়

মরি মরি হায় হায়,

বুঝি সখি ! প্রাণ যায় ।

করিতো রপায়নতি, এনে দেসে প্রাণপতি,

যুড়াকু যুড়াকু মম,

ভাপিত জীবন ॥

আহা সখিরে !

বরঞ্চ এ আছি ভাল । আইলে যামিনী,

বিনে সে রতন ।

সহিয়া যাতন ॥

উছ উছ মরিমরি, হায় হায় হরিহরি,

সে যাতনা সমান শমন ।

দুর্নিবার দাবানলে, যেন বনস্থল জলে,

সেইরূপ করিবে দহন ।

—

যখন কুমুমদল, কাননে ফুটিবে ।

সুরভি সৌভ তার, যখন ছুটিবে ॥

মনেবড় ভয়বাসি, উদ্দিয়া সন্তাপরাশি,

জ্বালবে বালায় বড়,

হয়ে নিদারুণ লো ।

পাবন হইয়া মন্দ, লয়ে তার সেইগন্ধ ।

যখন বহিবে সই,

হইবে যে খুন লো ॥

প্রাণের পরম আশা, তখন ছুটিবে ॥

কোটিমণিমুক্তামত, রমণীয়শোভাকত,

ধরিয়া যতেক তারাচয় ।

হাসিয়া আমার দুখে, ভাসিয়া মনের সুখে

আকাশেতে হইবে উদয় ।

তখন কেমন করে, এ অবলা প্রাণধরে,

সহিয়া তাদের উপহাস ।

বল সই বল বল, প্রাণ হলো সঞ্চল,

মনেকি রহিল মনোআশ ?

বৈকালিক উদ্যান ভ্রমণে কোন নায়ক

নায়িকার কথোপকথন ।

নায়িকার উক্তি ।

হয়েছে উদ্যান সুশোভন ।

আমার দখিয়া কিন্তু, ওর চারুশোভা

বিমোহিত হইতেছে মন ।

আহা-মরিকিবা, প্রকাশে সুবমানিতা

না জানি আইলে বিভা,

আরো কত হয় ।

(যবে পূর্ণ শশধর, রমণীয় সুপাকর,
সুখে বিতরয় ॥)

বল নাথ কোথাকারে আছে তেনজন
সেকালে মদন বিধি, করিতে লজ্জন ।

নায়কের উক্তি ।

প্রাণপ্রিয়ে বলিলে যে কথা মিথ্যানয়।

যদিও উদ্যানশোভা, বটে মধুময় ॥

কিন্তু বল তারসনে কি কায় আমার ?

দেখিতাই তার শোভাচয় ?

তথাধীন হইযবে, কেমনেতে কইতবে,

দেখিতেছি শোভাসব তার ।

প্রভুজনপ্রিয়যাহা, ভূতাকরে আশতাহা

এত নাকি হগে থাকে,

এ কোন বিচার ॥

ন্যায়েতে পরম ভোষ, দোষেতে বিষম-

রোষ,

প্রভু হতে ন্যায়যত, তার লাভস্থল ।

তবে বল কি কারণে, হেরিব সে উপবনে,

যখন হেরিব তব বদন কমল ?

তবে কেন বলিছ এমন ।

হেরিতেছি মনোআশে,

ও চাঁদ বদন ॥

নায়িকার উক্তি ।

ওহে নাথ ! কেবা ভাল বলয়ে পবন ।

আজ যেন আছে ভাল, তুমি যদি যাও কাল ।

উভয়ে একাকী হব,

পাশরি এ গুণ সব,

সেই কালে উভয়েরে, করিবে দহন ।

জ্বালাইবে ঘোরতর, এই প্রাণ মন ॥

নায়কের উক্তি ।

কি জানি ও সব প্রিয়ে, মিছে তর্কবাদনিয়,

আমি কেন হব আলাতন ।

বৈদেচ প্রণয়ডোরে, এ প্রাণ থাকিতে,

হব কি একাকী ? যবে না হবে মোচন !

বিশেষতঃ ঐষে পবন,

হাজার হউক মন্দ, মোর কিবা বল ।

জেনে তার রীতি নীতি, হবে কোন ফল ।

যদি সে জগত প্রাণ, লোকে এই অভিমান ;

অথচ বিগুণ গুণ, দারুণ দুষণ ।

তাহাতে কি বাসে ভয় আমার এমন ?

যবে তব মুখ সুধা, পিয়ে নাশিয়াছি ক্ষুধা,

হয়েছি যখন আমি অমরের প্রায় ।

তখন কি ভয় আর যাতনার দায় ॥

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পোষ্টমাস্টার—টিটেলিয়া ।

১২৭৩।১২৭৪ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত রেবেরেণ্ড, জে, লং ...	কলিকাতা (ভাদ্র হইতে শ্রাবণ) ... ৩
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর রায় ...	ঐ ... ১৫
,, অবিনাশচন্দ্র দত্ত ...	ঐ ... ১০
,, কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায় ...	ঐ ... ২
,, হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সব আসিস্ট্যান্ট সার্জন, লুডিয়ান	৫৮

৭১৮০

১২৭৪।১২৭৫ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

(অগ্রিন)

শ্রীযুক্ত বাবু বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা (ভাদ্র হইতে শ্রাবণ) ..	২১
,, দেবেন্দ্রনাথ বসু কাঁশারীপাড়া ঐ (অগ্রহায়ণ হইতে কার্তিক) ২১	২১
,, প্রতাপচন্দ্র মিত্র ... ঐ (অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ) ১৮	১৮
,, নবগোপাল ঘোষাল, সব আসিস্ট্যান্ট সার্জন, আরা	
(কার্তিক হইতে আশ্বিন)	৩১
,, দেবেন্দ্রনাথ বসু শ্রীধরপুর, যশোহর (ভাদ্র হইতে শ্রাবণ) ৩১	৩১
,, নবকিশোর সেন, ডেপুটি ইনস্পেক্টর, শ্রীহট্ট ঐ ... ২১	২১
,, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষাল ... অম্বালা ... ঐ বাকি ১৮	১৮
,, হীরালাল চট্টোপাধ্যায় ... বালেশ্বর ... ঐ ... ৩১	৩১
,, শিবচন্দ্র মল্লিক ঐ .. ঐ ... ৩১	৩১
,, রাধানাথ দাস ঐ .. ঐ ... ৩১	৩১
,, দামোদরপ্রসাদ দাস ... ঐ ... ঐ ... ৩১	৩১
,, উমেশচন্দ্র মণ্ডল ঐ .. ঐ ... ৩১	৩১

৩২৫৮

দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৭৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে যাঁহারা নব-প্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক ও কাল্পনিক হইতে ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, গত শ্রাবণ মাসে তাঁহা নিঃশেষিত হইয়াছে। অপর যাঁহারা গত বৈশাখ হইতে ষাণ্মাসিক প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মূল্যও পরিশোধ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে পুনর্বার বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিবেন; যদি এক মাস মধ্যে মূল্য প্রদান না করেন, তবে তাঁহাদিগের দত্ত মূল্য অগ্রিম বলিয়া পরিগণিত হইবে না। যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিতে ইচ্ছা না করেন তাঁহারা এবং যাঁহাদিগের নিকট অদ্যাবধি গত বৎসরের মূল্য বাকি রহিয়াছে, তাঁহারাও অবিলম্বে আমাদের প্রাপ্য পরিশোধ করিবেন, ইহাতে অন্যথা হইলে আমরা হুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগের নাম ধাম প্রকাশে অগত্য বাধ্য হইব।

আমাদের মক্কেলীয় গ্রাহক মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন যে, অগ্রিম মূল্য প্রদান না করিলে এই নবপ্রবন্ধ পত্র কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না; কিন্তু এ পর্যন্ত অধিকাংশ

নব-প্রবন্ধ পত্রের নিয়মাবলী।

১। যদি কেহ মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করেন, তবে তাহা হণ করা যাইবেক না।

২। গ্রাহকমহাশয়েরা মূল্য প্রেরণকালে যেন এক আনার অধিক লোর ডাকের টিকিট না পাঠান।

৩। মফস্বলীয় গ্রাহক মহাশয়েরা অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে এই পত্র দান করা যাইবেক না।

৪। বাণ্যাসিকের স্থান কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য গ্রহীত হইবেক না।

৫। কেহ এই পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রতিবারে প্রতি পংক্তিতে এক আনা দিতে হইবেক।

৬। এই পত্র বাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি ঘোড়াসাঁকো বল-মন্দের স্ট্রীটের ১৮২ নং ভবনে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষালের নিকট থবা থ্যাকার ইম্প্রিঙ্ক এণ্ড কোম্পানির আফিসে শ্রীযুক্ত হরিনোহন শ্রম্কারের নিকট পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। মফস্বলে লেখকের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আফিসের কেসীয়ার শ্রীযুক্ত হীরা-লাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও ঢাকার হিন্দুহিটৈবিগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রিশ্চন্দ্র মিত্রের নিকট, মেদিনীপুর কালেক্টরীর হেড্‌রাইটর শ্রীযুক্ত বেকুমার বসুর নিকট এবং কুমারখালীতে গ্রামবার্তা প্রকাশিকা সম্পা-ক শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদারের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারি-বন। এই পত্রের

মাসিক মূল্য	১০
বাণ্যাসিক মূল্য	১১/০
বার্ষিক মূল্য	২১০
বিনা স্বাক্ষরকারীর প্রতি প্রত্যেক পত্রের মূল্য					১/০
ডালমাসুল প্রতি সংখ্যায়			১০

বিজ্ঞাপন।

আমাদের নবপ্রবন্ধের ১ম ভাগের ৮ম সংখ্যা আবশ্যক হইয়াছে। যদি কেহ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, আমার নিকট পাঠাইলে মূল্য প্রাপ্ত

Part II.

N. 11.

NABAPROBUNDHA

A
MONTHLY MAGAZINE.



নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ।

সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেব নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ, ফাল্গুন, ১২৭৪। মাসিক ১০
১১শ সংখ্যা। মার্চ, ১৮৬৮। অগ্রিমবার্ষিক ২১।০

কিরাতার্জুনীয় ৩২১	নূতন পুস্তকের সমালোচন ৩৩৫
অরিস্টকীর্তন ৩২৭	অপূর্বকারাবাস ... ৩৩৭
অবাধ্য বালকের দুর্দশা ৩২৯	মনোভ্রম ৩৪৫
নিবাগে কানন-বাসী নবীন—৩৩৩	

কলিকাতা।

আমহার্ট স্ট্রীট্ ৩৪।১নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীকালীকঙ্কর চক্রবর্তি কর্তৃক মুদ্রিত।

নবপ্রবন্ধ কার্যালয়। ষোড়শীকো বলরাম দেব স্ট্রীট ১৮। ২ নম্বর ভবন।

Price 5 annas.

মূল্য ১/০ আনা।

বিজ্ঞাপন ।

আমরা কলিকাতার অন্তঃপাতি উত্তর বরাহনগর নিবাসী ত্রিযুক্ত
ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে নবপ্রবন্ধের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়াছি।
নবপ্রবন্ধ এবং নবপ্রবন্ধ কার্যালয়ের বিক্রয় পুস্তক সকল মুখোপা-
ধ্যায়ের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন ।

আমাদের নবপ্রবন্ধের ১ম ভাগের ৮ম সংখ্যা আবশ্যক হইয়াছে।
যদি কেহ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, আমার নিকট পাঠাইলে
মূল্য প্রাপ্ত হইবেন।

সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন ।

যোড়াসাঁকোস্থ হিতৈষিনী পাঠশালা ।

প্রায় বৎসর ত্রয় অতীত হইয়াছে, উপরোক্ত পাঠশালাটি স্থাপিত
হয়। এক্ষণে উহার কার্য যোড়াসাঁকো বলরাম দেবরী ঙ্কীটে ২১
সংখ্যক ভবনে হইতেছে; বালকগণের বেতন অবস্থা বুঝিয়া আট
আনা। এই পাঠশালা প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত
ও তিন্টা হইতে সায়ংকাল পর্যন্ত খোলা থাকে; প্রাতঃকালে
তাল্পাতা কলাপাতা ও কাগজে লেখা এবং অঙ্ক শ্রেণী বিভক্ত
হইয়া পাঠ্য পুস্তক সকল পাঠ করে এবং মৌখিক নীতি শিক্ষা ও
পঞ্চাদির বিষয় শিক্ষা করে; বালক সংখ্যা প্রায় ৩০। ৪০টি ঐ সঙ্গে
একটি বালিকা বিদ্যালয়ও খোলা যাইবেক, তাহাদিগের আর বেতন
থাকিবে না এবং বাঙ্গালা ১২৭৫ সালের ১৫ আষাঢ় হইতে ২৫ আষাঢ়
পর্যন্ত যে কোন বালক পাঠশালা ভুক্তাভিলাষী হইবেক তাহাদি-
গের নিকট হইতে ১০ চারি আনা হিসাবে বেতন লওয়া। যাইবেক এই
পাঠশালার ৮টি শ্রেণী আছে, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া যে বালক
যে শ্রেণীর উপযুক্ত, হইবেক তাহাদিকে সেই শ্রেণীতে নিযুক্ত করা
যাইবেক।

ঐবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক ।

নবপ্রবন্ধ ।

মাসিক পত্র ।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তরূতানুসন্ধঃ ।

সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেব নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ	}	ফাল্গুন, ১২৭৪ ।	}	মাসিক মূল্য...।০
১১শ সংখ্যা ।		মার্চ, ১৮৬৮ ।		অগ্রিম বার্ষিক ২।০

কিরাতাজ্জুনীয় ।



পঞ্চম সর্গ ।

ই হিমা-
লয় মেরু
এ পর্বতের
জয়ার্থই
কি শিখ-
রমালা ন-
ভোমগুলে বিস্তারিত করিয়াছে ?
না নভোমগুল সমুদ্রজনার্থই সমু-
দ্র্যত হইয়াছে ? অথবা বলবতী
দিগন্তদিগ্ধক্ষা চরিতার্থ করিবার

জন্যই এরূপ উন্নত মস্তক হই-
য়াছে ? যাহাকে দর্শনমাত্র লো-
কের অন্তরে এইরূপ ভাবো-
দয় হইয়া থাকে, ও এক ভাগে
তপনমণ্ডল উদ্দীপ্ত কিরণরাজি
বিস্তার করাতে ও অন্যভাগে নৈশ
তম বিরাজিত থাকাতে যে হিমা-
চল পৃষ্ঠদেশালম্বিত গজচর্মধারী
দেবদেব মহাদেবের অউহাস্যের
অনুকরণ করিতেছে, মহাবীর
অর্জুন তপস্যার্থ সেই ভূধররাজ
হিমালয়ে গমন করিলেন ।

তখন সেই কুবেরানুচর যক্ষ
হিমালয়কে উদ্দেশ করিয়া অর্জু-
নকে বলিতে লাগিল, মহাশয় ! এই
হিমালয়ে ভূচর খেচর ও স্বর-

লোক সমুদায় বাস করিতেছে, অথচ কেহ কাহারও আবাসস্থল লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না, ইহাতে বোধ হইতেছে ভগবান্ শশিশেখর আপনার প্রভুত্ব প্রখ্যাপনাথই বুঝি এই হিমালয়কে ত্রিভুবনের প্রতিনিধিস্বরূপ নির্মাণ করিয়াছেন। এই হিমালয়ের শিখর সকল অনন্তের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হওয়াতে ও গুহা সকল সুদীপ্ত রত্নরাজিতে বিভূষিত থাকাতে সৌদামিনী-খচিত শারদীয় মেঘমণ্ডল কি পরাভূত হইতেছে না?

কোন স্থলে উদ্দীপ্ত রত্নরাজি পটমণ্ডপ সঙ্কশ শুভ্রবর্ণ কিরণমালা বিস্তার করিতেছে, সুরবধু কর্তৃক উপভুক্ত লতাগৃহ সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে এবং পুষ্পদামে বিভূষিত পুষ্পবন সমুদয় বিকসিত রহিয়াছে, ও অত্যুন্নত শিলামধ্যরূপ গোপুর সমলঙ্কৃত ও পূর্ণোক্ত পটমণ্ডপাদি সদৃশ রত্নকিরণাদিরূপ সম্পদ পরিবৃত্ত নগরীই যেন বিরাজিত রহিয়াছে। সৌদামিনী বিরহিত গর্জন পরিশূন্য বারিবিহীন পাণ্ডুবর্ণ শরশ্বেদ ইহার নিতম্ব ভাগে বিলম্বিত থাকাতে

হিমাচলকে সঞ্জাতপঙ্কের ন্যায় অন্তর্মিত হইতেছে। এই হিমালয়স্থ নদীগণের অবতার সকল সমবিষমভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, আকর জাত মাতঙ্গ রুদ্ধে উহার তটভাগ ভগ্ন করিয়াছে ও অবগাহনাদিতে বিশেষ উপযোগী মলিল রাশির উপরিভাগে বিকসিত পদ্মদামে বিভূষিত পদ্মবন সকল মাতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে। কোন স্থলে নববিকসিত জপাকান্তির অনুরূপ কান্তি-বিশিষ্ট পদ্মরাগপ্রভৃতি মহামূল্য রত্ননিকরের কিরণমালা কাঞ্চন ভিত্তিতে নিপতিত হইয়া অননুমেয় সঙ্কারাগ বিস্তার করিয়াছে। কোন স্থলে কদম্ব রুদ্ধে স্থূলতর কদম্বসকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, কোন স্থলে নীলবর্ণ তমালমালা বিরাজিত রহিয়াছে এবং ক্ষরিত-গগু মধুধুমুর্ভি করীসকল স্থানে স্থানে বিচরণ করিতেছে।

এই হিমাচলের শিলোচ্চয় সকল রত্নরাজি বিরাজিত গুহাভাগ সকল লতাগৃহ সম্পন্ন, নদীগণ বিকসিত শতদলে ও পুলিনভাগে সমলঙ্কৃত এবং বৃক্ষ সকল কুমুম নিকরে নিরন্তর সুশোভিত হইয়া

রহিয়াছে। কোন স্থলে সুরধ্বনি
মেখলাদামে নিগড়িত নিবিড়তর
জঘনমণ্ডল দ্বারা নদীমলিল আ-
দীড়িত করিতেছে। কোন স্থলে
কামিনী-কুল-কমনীয় বকুলকুল
সর্পকূলে আকুলিত হইতেছে।
কোন স্থলে শিখরসংলগ্ন বিষদবর্ণ
হিমশৃঙ্গ নানাবিধ মণিপ্রভায় ইন্দ্র-
চাপের অনুরাগ করিতেছে, এবং
কোথাও বা হিমশৃঙ্গ ইন্দ্রচাপ
বিরাজিত প্রকৃত মেঘমণ্ডল কেবল
মাত্র গর্জন দ্বারাই অনুনিত হই-
তেছে।

এই হিমাচল হিমাদিবিষদ
অসংখ্য মন্তক দ্বারা মেঘমার্গকে
সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত করি-
তেছে, ও দর্শনমাত্র লোকের
পাপরাশি বিনষ্ট করিতেছে।
আত্মপুরুষের ন্যায় ইহার অন্ত-
র্ভাগ যে নিতান্ত দুর্গম, তাহা
দুর্যোধ শাস্ত্রাদিতেই প্রমাণ করি-
তেছে এবং ঐ আত্মপুরুষের ন্যায়
ইহাও যে অতিগহন ও দিগ্-
ব্যাপী, তাহা স্বয়ং পদ্মযোনিই
বিশেষ অবগত আছেন। ইহার
মনোহর পল্লবপুষ্পবিরচিত লতা-
পুষ্ক ও বিকসিত পদ্মদল সম-
লঙ্কৃত মলিলরাশি সন্দর্শন করিলে

ধীরস্বভাবা রমণীরাও অতি-
সারিকারুত্তি অবলম্বন করিয়া
থাকে। এই হিমালয় নায়মা-
গানুসারী ও ভাগ্যবানদিগের
একান্ত স্থলভ ও ধনাধিপ কুব-
রের সম্ভোদায়ক অত্যুৎকৃষ্ট
মহাপদ্মাদি ধনরাশি দ্বারা পরি-
পূরিত হওয়াতে সর্গ মর্ত্ত পা-
তাল ত্রিভুবনকে অতিক্রম করি-
য়াছে। যাঁহার মহিমা ত্রিভুবন
মধ্যে কোন ব্যক্তিই পরিজ্ঞাত
নহে, সেই ভবানীপতি যখন
ইহাতে বাস করিতেছেন, তখন
ত্রিভুবন মধ্যে ইহার সদৃশ উৎকৃষ্ট
কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই। জন-
গণ জন্মজরাবিহীন পরম পবিত্র
ব্রহ্মপদলাভে অভিলাষী হইলে
আগমের ন্যায় তমোনাশক এই
হিমালয় হইতেই ভববন্ধছেদনফল
সদজ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

ইহার কোন কোন স্থলে শয্যা-
ভাগ অলঙ্করণ রঞ্জিত, কুমুম
কেশরে খচিত ও ক্রিষ্ট কুমুমনি-
করে পরিব্যাপ্ত থাকাতে সুর-
কামিনীদিগের উদ্রিক্ত রাগজনিত
অত্যুৎকৃষ্ট মুরত বিশেষ সূচিত হ-
ইতেছে। নয়শালী ভূবনপুঞ্জিত
ভূপতির নিকট সম্পদরাশি যেক্ষণ

আধারমণ্ডলগণত স্বীয় মহিমা প্রকাশে সমর্থ হয়, সেইরূপ ত্রিভুবনপুজিত এই হিমালয়-জাত ওষধিসকল সন্ধ্যাদি গুণ সাহায্যে প্রকাশক্ষম জ্যোতিসহকারে নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে। এই হিমাচল কুবরীনিদানে নিরন্তর নিদানিত হইতেছে, কুয়ুমগুচ্ছ পরিশোভিত রুক্ষসমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, বরণ রুক্ষে আবরিত রহিয়াছে এবং সন্তাপনাশক উষীরমণ্ডিত করিদিগের সন্তোষদায়ক তরঙ্গিণীমালায় নিরন্তর কল্লোলিত হইতেছে। এই হিমালয়ে মদসেকলিপ্ত দেব-হস্তীদিগের কপোলঘর্ষণ স্থলে ভ্রমরমালা নিপতিত হইতেছে ও কোকিলগণ-বিকসিত আত্ম-যুকুলের অনুরূপ গন্ধবিশিষ্ট উহার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অকালে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই হিমাচল নিরন্তর প্রচলিত অপ্সরা-দিগের নিতম্বমণ্ডল দ্বারা সাতিশয় স্মৃত্তিকতা ধারণ করিতেছে স্মৃশ্বন প্রবাহিত প্রবাহসমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং ইহাতে মর্ত্যলোকের একান্ত দুঃস্বপ্নাণ্য অধোলোকরক্ষিতা বাসু-

কীর সাতিশয় প্রিয়তর অমৃত-রাশি অবস্থিত রহিয়াছে। সুর-সুন্দরীরা এই স্থলে আগমনপূর্বক মনোহর লতারাজিকে ভবন ও হরিচন্দনের নূতন প্রবাল রাশিকে শয্যা কল্পনা করিয়া রতিশ্রমা-পহারী নলিনী দলবায়ু অনুভব করত যখন বিহারমুখ উপভোগ করিয়া থাকে, তখন কি তাহাদিগকে এককালে স্বর্গ মুখ বিস্মৃত হইতে হয় না? পার্বতী এই স্থলেই জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়া মহাদেবের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং মহাদেবও ভবানীর জলজন্তু বিলজ্ঞান-জন্য চঞ্চল লোচন দ্বারা তপস্যা হইতেও সমধিক আকৃষ্ট হইয়া স্বেদকণলাঞ্জিত করদ্বারা উহার করাগ্র ধারণ করিয়াছিলেন। দেবাসুরগণ মন্ত্ৰনমহায়ত্নে যে মন্দর পর্বতকে অনন্তরাজ্যুতে বন্ধন করিয়া জলনিধি মন্ত্ৰন করিয়াছিলেন ও যাহার ব্যবর্তন জন্য জলরাশি আলোড়িত হওয়ায় পাতালতল পরিস্ফুট হইয়াছিল, ঐ সেই মন্দরাক্রি নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। এই পর্বতে হংসবিষদ স্ফটিক ও রজ-

তময় ভিত্তিকান্তি তপনরশ্মিতে
বিচ্ছুরিত হইয়া সমধিক শোভা
পাইতেছে, কিন্তু উর্দ্ধভাগ নী-
লাভ ইন্দ্রনীলে খচিত থাকাতে
মধ্যাহ্ন সময়েও স্বাস্থ্য জ্যোৎস্না-
কান্তি বিস্তার করিতেছে । ই-
হাতে ললিত ললনাদিগের জ্বি-
লান মদুশ তরঙ্গিত সলিল মধ্যে
পল্লজদল মৃদুপবন দ্বারা বিক-
ম্পিত হওয়াতে বিলাস স্ত্যেয়
অনুকরণ করিতেছে । এই পর্কতেই
ভগবান ভবানীপতি ভবানীর
পাণি গ্রহণ করেন ও পাণিগ্রহণ
কালে পরিণেতার হস্তবিগলিত
সর্পরূপ কৌতুক সূত্র দর্শনে পা-
র্কতীর লোচনযুগল ভয় জন্য
ও দেহযষ্টি সত্ত্বিকভাবে জন্য
বিকম্পিত হইয়া উঠে । নভো-
মণ্ডল প্রসারী বহুসংখ্য তপন
রশ্মি এই হিমালয়স্থ ক্ষটিক মণি-
কিরণে মিশ্রিত হইয়া মহত্বে সংখ্যা
অতিক্রম করিতেছে । যক্ষাধিপ
কুবের দেবদেবকে সম্ভট করি-
বার মানসে যে স্থলে উন্নত তোরণ
সমলঙ্কৃত পুরী নির্মাণ করিয়া-
ছিলেন, হিমাচলের উপাস্তবর্তী
এ সেই কৈলাশ পর্কত রবিকে
অকালে অন্তমিত করিতেছে ।

এ পর্কতের গুহাস্থিত রত্নরাজির
কিরণমালা বপ্রাস্তরে সংক্রামিত
হইয়া যে অননুমেষ ভিত্তিশক্তি
সম্প্রাত করিয়াছিল, নিরন্তর প্রা-
হিত বায়ু সঞ্চারণে সেই সন্দেহ
নিরাকৃত হইতেছে ।

এই ভূধর সম্প্রাত শম্পরাশি
কদাপি পুরাতন হয় না, ললিনী-
দল সর্কদাই শ্যামল মূর্তি পরি-
গ্রহ করিয়া রহিয়াছে, ও নানা
বর্ণ কসুমস্তবক সমলঙ্কৃত তরু রা-
জির পল্লবদল সর্কদাই অপরিণত
রহিয়াছে । নবপক্ষ সংচ্ছাদিত
শুকাবলির ন্যায় কোমল মূর্তি
মরকতমণি এই পর্কতের পর্যাস্ত
দেশে পর্যাস্ত রহিয়াছে দে-
খিয়া বালভূণ বোধে হরিণীগণ
ভোজনার্থ প্ররুত হইয়া অবশেষে
যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে,
এ দেখুন সেই মরকত মণি রবি-
কিরণ সম্পর্কে কিরূপ মধুর
কান্তি বিস্তার করিতেছে । বিক-
মিত স্থলপদ্ম বন হইতে উথা-
পিত বাতাসমণ্ডলিত পদ্মপরাগ
নভোমণ্ডলে স্তবর্ণময় আতপত্র-
শোভা বিস্তার করিতেছে । এই
পর্কতে মুরতরঙ্গিনীর তটভাগে
যে পদপদবী নির্জগু রহিয়াছে,

উহার বামপদবী অলঙ্কারাগাঙ্কিত ও ক্ষুদ্রতর এবং দক্ষিণপদবী অলঙ্কারাগপরিশূন্য ও অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর হওয়াতে নিয়মসম্পন্ন হরগৌরী মূর্তির প্রাভাতিক প্রদক্ষিণ ক্রিয়া সূচিত করিতেছে। রক্ততত্ত্বি প্রতিফলিত ও চঞ্চল শাখাস্তর বিগলিত তপনকররাজি আদর্শ বিশ্বের সাক্ষ্য লাভ করিয়াছে। প্রকাণ্ড দেহ বিশিষ্ট এবং উচ্চতম শৃঙ্খলাচ গণাধিপতি মহাদেবের রূপতদর্শনে মূরবধূরা নবোদিত সম্পূর্ণ মণ্ডল শশধর অনুমান করিতেছে। লঘুতর বারি-বিহীন ও খণ্ডিত কলেবর জলধরমণ্ডলে যে খণ্ডিত ইন্দ্রধনু সজ্জাত হইয়াছে, নানাবর্ণ মণি কিরণ উহার খণ্ডিত ভাগ পূরণ করিয়া দিতেছে। এই পর্কেই হর শেখরীভূত শশীকলা প্রতি যামিনীতে অমৃত কলসাক্ষিত কিরণমালাদ্বারা অভিনব সজ্জাত তরু লতাপল্লব মৃদিত করিয়া অরণ্যের পর্যন্তভাগ ধবলিত করিতেছে। যে পর্কে বনভাগ পর্যন্ত প্রসারিত স্তব্ধ কান্তি দ্বারা প্রাবারবেষ্টিতের ন্যায় অনুমিত হইতেছে, আপনার পিতার অ-

ত্যস্ত প্রিয়তর এই সেই ইন্দ্রকীল পর্কে সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছে। এই পর্কে স্তব্ধময় শুভ-ভূমি সজ্জাত লতারাজি পবনবেগে বিকম্পিত হওয়াতে রবিকর প্রতিফলিত স্তব্ধকান্তি চপলার ন্যায় বিলসিত হইতেছে। হরিচন্দন রক্তের স্কন্ধভাগ মদম্পিত থাকাতে বোধ হইতেছে, মূর হস্তীরা এই মাত্র এই স্থল দিয়া গমন করিয়াছে। গমনকালে উহাদিগের গণ্ডস্থল রক্তস্কে ঘর্ষিত হওয়াতে যে প্রকাণ্ডকায় সর্পগণ ভূমিতলে নিষ্কিপ্ত হইয়াছিল, অদ্যপি তাহারা সেই স্থলেই নিপতিত রহিয়াছে এবং রবিকিরণরাজি সজল জলধরকান্তি ইন্দ্রনীলমণি রম্মিতে বিচ্ছুরিত গুহাভাগে নিপতিত হইয়া তিমির বিমিশ্রিত শিখা-দ্বারা গুহামধ্যাগত, রত্ননিকর সূচিত করিতেছে।

মহাশয়! এইস্থলেই তপস্চরণের বিশেষ উপযুক্ত, আপনিও সাতিশয় ভদ্রস্বভাব, তথাপি হিতজনক কার্যসামর্থন করিবার সময় বহুবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া মঙ্গলকার্যের নানা প্রকার বাধা

উৎপাদন করিয়া থাকে, ইন্দ্রি-
য়াধ্বও সর্বদা উৎপত্তগামী হইতে
চেষ্টা পায়, অতএব সাবধানপূর্বক
মহর্ষির আদেশানুসারে ক্ষত্রিয়-
ধৰ্ম্মে অবস্থিত ও প্রমাদ পরি-
শূন্য হইয়া এইস্থলেই তপস্যা
আচরণ করুন। ভগবান্ উমা-
পতি আপনারে তপোক্তেশনিবা-
রগন্ধম সাধু প্রবৃত্তি প্রদান করুন।
লোকপালগণ আপনার তপো-
বল রক্ষা করুন ও কার্যক্ষমকরী
সমধিক ফলশালিনী অনুষ্ঠান
পদ্ধতি আপনাকে প্রদান করুন।
আমি এক্ষণে আমার আবাসস্থলে
চলিলাম।

এইরূপ হিতোপদেশ প্রদানপূ-
র্বক কুবেরানুচর যক্ষ গমন করিলে
অর্জুন কথঞ্চিৎ উন্মনস্কের ন্যায়
হইয়া উঠিলেন, সীধুবিরহ সংঘ-
টিত হইলে যখন সজ্জনমাত্রেরই
অন্তঃকরণ আবলিত হইয়া থাকে
তখন যে অর্জুন এরূপ উৎকণ্ঠিত
হইবেন, তাহাতে আর আশ্চ-
র্যের বিষয় কি?

অনন্তর সেই মধুরমূর্তি অর্জুন
মানসবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া
যক্ষের বাক্যানুসারে সেই সারবান
অনতিক্রমণীয় অচিরভাবী কলো-

উৎপাদক স্থূলতর সেই অভী-
ক্ষিত ইন্দ্রকীল ভূপরে স্বকীয়
পুরুষকারের ন্যায় আরোহণ
করিলেন।

ইতি ভারবিকৃত কিরাতাজ্জুনীয়
মহাবাব্যে পঞ্চম সর্গ।

অরিফকীর্তন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণাস্তর্গত অলর্ক-
দস্তাত্রেয় সম্বাদ।
২৬৩ পৃষ্ঠার পর।



ব্যক্তি স্বপ্নেতে ঋক্ষ
নামক বানরে আ-
রুঢ় হইয়া স্থূললিত
সঙ্গীত সহকারে
দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে থাকে,
তাহার জীবনকাল আর মুহূর্ত্ত
মাত্রও অবসর প্রার্থনা করে না।
স্বপ্নেতে রক্ত কিশা কৃষ্ণাঙ্গর-
পরিধারিণী কোন রমণী গান
কিশা হাস্য করত যাহাকে দক্ষিণ-
দিক হইতে অন্যত্র লইয়া যায়,
এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নেতে মহাবল
পরাক্রান্ত বিবস্ত্র ক্ষণককে হাস্য
করিতে কি বাচালতা প্রকাশ
করিতে দেখে, সেই ব্যক্তির মৃত্যু-

কাল অতি নিকটবর্তী। যে স্বপ্নেতে আপনার মস্তক পঙ্কিল সাগরের তলভাগে নিমগ্ন দেখে, তাহার সদ্যোমৃত্যু উপস্থিত। যা হার স্বপ্নেতে কেশ, অঙ্গার, ভস্ম সর্প ও জলশূন্য নদী প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহার একাদশ দিবস পরে নিশ্চয়ই মৃত্যু সংঘটিত হইবে। ভয়ঙ্করমূর্তি বিকটাকার ও উদ্যাত-মুখ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষগণ যে ব্যক্তিকে স্বপ্নাবস্থাতে গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তির মৃত্যু সদ্যই সংঘটিত হইবে। সূর্যাদেব উদিত হইলে শৃংগালগণ মৃদুদীর্ঘ চীৎকার সহকারে যাহার সম্মুখীন হয়, তাহার স্বাভাবিকই আর অস্বাভাবিকই হউক, মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হইয়াছে। ভোজনমাত্রই যাহার আবার ক্ষুধায় উদর আকুল হইয়া উঠে এবং দস্তে দস্ত বিঘর্ষিত হইতে থাকে, নিশ্চয়ই তাহার আয়ুঃ নিঃশেষিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি দীপগন্ধ অনুভব করিতে সমর্থ না হয় এবং কি দিবা কি রাত্রি সর্বদাই ভয়দর্শন করে, অথবা অন্যের নয়ন তারকামধ্যে আপনার প্রতি-বিম্বিত মূর্তিদর্শনে সমর্থ না হয়, সে কদাপি জীবিত থাকিতে সমর্থ

হয় না। নিশীথসময়ে ইন্দ্রধনু ও দিবাভাগে গ্রহগণ যাহার প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, সে যেন আপনার জীবনকে বিনষ্টপ্রায় বিবেচনা করে। যাহার নাসিকা বক্র ও কর্ণদ্বয় ঈষৎ উন্নতানত হয়, এবং বামনেত্র হইতে অনবরত জলধারা বিগলিত হইতে থাকে। তাহাকে অবিলম্বেই মৃত্যুযুগ্মে নিপতিত হইতে হইবে। যখন লোকের বদনমণ্ডল আরক্তিম ও জিহ্বা শ্যামলবর্ণ হইয়া উঠে, প্রাজ্ঞগণ তখনই তাঁহাদিগের মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হইয়াছে, বিবেচনা করিবেন। যে ব্যক্তি স্বপ্নেতে উক্টু কিশ্বা রামভে আরোহণ করত দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করে। তাহার সদ্যই মৃত্যু সংঘটিত হইবে। ঐয ব্যক্তি হস্তদ্বারা আপনার কর্ণদ্বয় আবরণ করিয়া স্থায়ী কণ্ঠবিনির্গত শব্দ শ্রবণে অসমর্থ হয়, এবং যাহার চক্ষুর জ্যোতি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হইয়াছে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে কোন গর্ত্তে নিপতিত দেখে, এবং পতন মাত্র যদি এ গর্ত্তদ্বার রুদ্ধ হইয়া উহার নির্গমের বাধা প্রদান

করে, তাহা হইলে পশ্চিমেরা উহার
অপর দেহ কণ্ঠনা করিয়া থাকেন ।
যে স্বপ্নে অগ্নি কি সলিলমধ্যে
প্রবেশ করিয়া যদি তাহা হইতে
নির্গত হইতে সমর্থ না হয়,
তাহা হইলে তাহার জীবনকাল
সেই পর্য্যন্তই নিঃশেষিত হইল ।
রাত্রি কি দিবস মধ্যে যে ব্যক্তি
দুরাচার ভূতগণ কর্তৃক আহত
হয়, তাহা হইলে সেই সময়
হইতেই তাহাকে মৃত্যুমুখে নিপ-
তিত হইতে হইবে । যাহার উদ্ধ-
সংক্রান্তি দৃষ্টি আর সুসংস্থিত
না হয় ও পরিবর্তিতভাগ লো-
হিত বর্ণ হইয়া উঠে এবং বদন
হইতে অগ্নির উষ্মা বিনির্গত
হইতে থাকে, অথবা নাভিদেশ
মুশীতল হইয়া যায়, তাহাকে
মগ্ন রাত্রি শেষে মৃত্যুমুখে নিপ-
তিত হইতে হইবে । যে ব্যক্তি
স্বীয় পরিহিত গুরু বস্ত্রকে রক্তবর্ণ
নিরীক্ষণ করে, তাহার মৃত্যু অতি
নিকটবর্তী । স্বভাব কি প্রকৃতির
বিপর্য্যয় সংঘটিত হইলে মৃত্যুর
আর অধিক কাল অবশিষ্ট থাকে
না । আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে
লোকে গুরুজন ও পূজ্য ব্যক্তিদি-
গের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়,

দেবগণকে অর্চনা করেনা, ব্রাহ্মণ
ও মাননীয় বৃদ্ধের নিন্দা করিয়া
থাকে, পিতামাতা ও জামাতার
সম্মাননা করে না । এবং জ্ঞান-
বুদ্ধ যোগী কি অন্যান্য সদাশয়
ব্যক্তিগণের অবমাননা করিয়া
থাকে ?

অলকরাজ ! এই আমি তো-
মার সমক্ষে সমুদায় অরিষ্ট সবি-
শেষে কীর্তন করিলাম ; কিন্তু
যোগিগণ সংবৎসর পরে ইহার
ফলাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

অবাধ্য বালকের দুর্দশা ।

(রাক্ষস-কবলে)

২৩১ পৃষ্ঠার পর ।



হাস বলিল, তুই
কি রূপা বকিতে-
ছিস্ ? বালকেরা
কোন্ কাজে আ-
ইসে, আমি তাহা জানিতে
চাহি । তোর মা কেমন আশ্চর্য্য
স্ত্রীলোক ? যাহা হউক, আর
তোকে অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা
করি না । এই বলিয়া প্রিয়ের হস্ত-
ধারণ করিয়া নিজ পুরীমধ্যে

লইয়া গেল। তথায় পৌঁছিয়া-
মাত্র বুলিস্ বালকদিগকে একটা
বৃহৎ গহ্বরমধ্যে রাখিয়া দিল
এবং প্রিয়ের স্থলকায় দেখিয়া
অধিকক্ষণ লোভ সম্বরণ করিতে
পারিল না। অবশেষে রাফস
দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,
যে অদ্য আর কাঁচ নাই, অদ্য
আমি যথেষ্ট আহার করিয়াছি,
আরও অধিক আহার করিলে
পীড়িত হইব। এই বলিয়া এক-
শত হস্ত উচ্চ এক পাষণস্তম্ভের
উপর প্রিয়কে রাখিয়া দিল।

পাঠকেরা এখন বিবেচনা করুন,
স্বপ্নোপরিষৎ প্রিয় “আমি রাফ-
সের ভোজ্যের নিমিত্ত এখানে
রহিলাম,” ইহা ভাবিয়া কিরূপ
আকুল হইতে লাগিল,—তাহার
মনে তখন কি রূপ ভাবের
উদয় হইল এবং দূরস্থ মাতা
পিতাকে স্মরণ করিয়া কতই
ক্রন্দন করিল! সেইখান হইতে
পুনঃ পুনঃ সতৃষ্ণ নয়নে দেখিল,
রাফস এখন কি করিতেছে,—রা-
ফস এখন কি বলিতেছে; দে-
খিয়া শুনিয়া তাহার হৃদয় আরও
কম্পিত হইতে লাগিল,—দুটি
চক্ষে জলধারা আসিল। এমন

সময় সেই বিকটাকার নরভুক এক
তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে লইয়া স্তম্ভে
উঠিল,—প্রিয়কে সেই ছুরি
দেখাইয়া বিকট ভঙ্গিতে কহিল,
“দেখ, কল্য প্রাতঃকালের জন্য
তোমার নিমিত্ত কেমন ছুরি
কাঁপিতেছে। হা! আজি আমি
ভোরেই উঠিব!! তুমি কেমন
স্বন্দর ছেলে! যেন পদ্মের খণ্ড,
তুমি কি বোধ কর, তোমার মা এ
ভাল বাসিবে না? হা! হা! হা!
ভাল, তোমার মার নাম কি ব-
লিতে পার? তাহার সঙ্গে এক-
বার সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যক
হইতেছে।

প্রিয় রাফসের একটা কথায়ও
প্রত্যুত্তর করিল না, বরং রাফ-
সের হস্তে তীক্ষ্ণ ছুরি দেখিয়া
ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। রাফস
সুরাপানে মত্ত হইয়া, তাহার
সম্মুখে উপবেশন পূর্বক ধূমপান
করিতে করিতে নিদ্রিত হইল
এবং তাহার নাসাগর্জনে সমস্ত
গৃহা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।
প্রিয় রাফসকে একরূপ অবস্থায়
দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিল,
যে যদি এখানে থাকি, তাহা
হইলে নিশ্চয়ই রাফস আমারে

থাইয়া ফেলিবে। যদি কোন কো-
শলে পলাইতে পারি, তবেই নি-
স্তার পাই, অতএব এই সময় পলা-
য়নের চেষ্টা করা আবশ্যিক। এইরূপ
ভাবিতে ভাবিতে যখন দেখিল
যে, রাক্ষস যথার্থই অঘোর হইয়া
ঘুমাইতেছে, তখন স্তম্ভের চতু-
স্পার্শ উত্তমরূপে পরীক্ষা ক-
রিতে প্রস্তুত হইল। দৃঢ় প্রস্তুরে
স্তম্ভ নির্মিত,—প্রত্যেক কেন্দ্র এবং
পার্শ্বদেশ অখণ্ড পাষাণে আবদ্ধ।
দেখিতে দেখিতে প্রিয় স্তম্ভ
হইতে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নীচে
নামিল, -নীচে নামিয়া দেখিতে
পাইল, যে রাক্ষস দ্বারের নিকট
পা ছড়াইয়া নিদ্রা যাইতেছে।
প্রাণের মায়া প্রতিবন্ধক মানে
না, প্রিয় তাহার উপর দিয়াই
পলায়নের উপক্রম করিল। রাক্ষ-
সের পায়ে তাহার পদাঘাত হও-
য়াতে, রাক্ষস ক্ষণমাত্র সচকিত
হইয়া উঠিল,—নিদ্রার ঘোরে
জড়িতস্বরে কহিল, “সেই দুই
ইন্দুর আমার গায়ের উপর দিয়া
যাইতেছে।” প্রিয় তাহা শুনিয়া
কাঁপিল,—ভয়ে ভয়ে গহ্বরের
এক তমসাবৃত কোণে লুকাইল,—
—বাসনা, রাক্ষস পুনরায় নিদ্রিত

হউক, নীরবিল্পে পলাইব। প্রিয়
যে স্থানে লুকাইল, সেটা বাস্ত-
বিক গহ্বরের কেন্দ্র নহে, রাক্ষ-
সের ত্রিবন্ধনযুক্ত রুহৎ উষ্ণীষ,
যাত্রাওয়ালাদিগের তাজের ন্যায়
তিন থাকা পাগড়ী,—প্রিয় তাহার
মধ্যম থাকে লুকাইয়া রহিল।

এমন সময় রাক্ষসের নিদ্রাভঙ্গ
হইল; রজনীও অধিক নাই,
প্রায় উষাকাল। রাক্ষস নিদ্রো-
থিত হইয়া, উদ্বেগ, দৃষ্টিপাত
পূর্বক কহিল, বালক! শাগিত
ছুরিকা ঘরিতেছে,—আইস, আ-
মার জঠরানল মুকোমল মাংসে
স্বশীতল কর। প্রিয় উত্তর দিল
না। রাক্ষস পুনরায় চীৎকার
করিয়া ডাকিল। উত্তর পাইল
না,—মনে করিল, স্তম্ভের অন্ত-
রালে লুকাইয়াছে। চতুর্দিকে হস্ত
বাড়াইয়া দেখিল, গাত্র স্পর্শ
হইল না,—গর্জ্জন করিয়া কহিল,
ধূর্ত! লুকাইয়া আছ? কোথায়
লুকাইয়াছ? পরিহাস করিতেছ?
আমার সহিত চাতুরী করিতেছ?
চাতুরী খাটিবে না, এখনি গ্রাস
করিব, কেহই রক্ষক নাই। এই
বলিয়া ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন
পূর্বক প্রভাতালোকে তন্ন তন্ন

করিয়া অন্বেষণ করিল, কোথায়ও পাইল না। প্রিয় প্রকাণ্ড উষ্ণী-
ষের প্রচ্ছন্ন স্থানে লুকাইয়া ব-
সিয়া আছে,—রাক্ষস তাহারে
কোথায় পাইবে? রাক্ষসের উ-
ষ্ণীষ, আমাদের একটা ক্ষুদ্র গৃহ
বলিলেও হয়। প্রিয় তাহার মধ্য
প্রকোষ্ঠে আছে, কাহার সাধ্য
তাহার সন্ধান পায়। রাক্ষস তা-
বিল, প্রিয় পলাইয়াছে,—বন-
মধ্যে পলাইয়াছে,—ক্রোধানল
চতুষ্পার্শ্ব প্রজ্জ্বলিত হইল,—নাসা-
রন্ধ্রে যেন অগ্নি জ্বলিল,—শশ-
ব্যস্তে উষ্ণীষ মস্তকে দিয়া
নিক্ষেপিত অসি ধারণপূর্বক
কাননাভিযুক্তে চলিল। সূর্য্যদেব
প্রকাশ হইয়াছেন,—প্রিয় রাক্ষ-
সের মস্তকে থাকিয়া অগ্নি অগ্নি
আলো দেখিতেছে। একটা কষ্ট;
—নিশ্বাস নির্গমের পথ নাই।
মস্তকে ছুরি ছিল, তদ্বারা উষ্ণী-
ষের উপরিভাগ কর্তন করিতে
লাগিল।—মানুষ বাহির হইতে
পারে, কাটিয়া একপ পথ
করিল।—সেই সময় দৈবক্রমে
ক্রোধানল রাক্ষসের মস্তকে প্রি-
য়ের ছুরির অগ্রভাগ বিদ্ধ হয়।
রাক্ষস যৎকিঞ্চিৎ বেদনা অনু-

ভব করিয়া কহিল, উঃ! আমার
মস্তকে কি হইল? বোধ হয়,
ক্ষুধায় এমন হইতেছে! যাহা
হউক, দ্রুত যাওয়া যাউক।
এখনি সেই কোমল মাংস স-
ম্মুখে পাইব। কপ্পনা করিতে
করিতে দ্রুত—পদে চলিল।
নিকটেই নিবিড় বন,—তরুশা-
খায় গমনপথ আচ্ছন্ন,—প্রিয়
স্বযোগ পাইয়া একটা বৃক্ষের
শাখা ধরিল এবং অতি সাব-
ধানে রাক্ষসের মস্তক হইতে
ধীরে ধীরে বৃক্ষে আরোহণ ক-
রিল। ঔদরিক রাক্ষস উদরের
জ্বালায় ছুটিয়া যাইতেছিল, গৌ-
ভরে বলদূর অগ্রসর হইয়া গেল।
তাহার “শিকার” তাহাকে ফাঁকি
দিয়া বৃক্ষে রহিল, সে তাহার
কিছুই জানিল না।

এদিকে রাক্ষস দৃষ্টিপথের
অগোচর হইলে, প্রিয় গুপ্তভাবে
বৃক্ষ হইতে নামিয়া অন্য পথে
প্রাণপণে দৌড়িয়া বাটীতে উপ-
নীত হইল। তাহার মাতা কাঁ-
দিয়া কাঁদিয়া অন্ধপ্রায় হইয়া
ছিলেন, প্রিয় মা মা বলিয়া নিক-
টস্থ হইবা মাত্র যেন স্বর্গ হাত
বাড়াইয়া পাইলেন। জননী

স্নেহ জননী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে
পারেন না,—বুঝাইয়া দিতেও
কাহারও সাধ্য নাই। যদি কোন
মাতাপিতা এই রূপে হারা-
নিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, মনের
সহিত ঐক্য করিয়া আনন্দের
সীমা নিরূপণ করিবেন, আমরা
তদ্বিষয়ে অক্ষম, স্মরণার্থে নিরন্তর
হইলাম। প্রিয় তদবধি জননীর
একান্ত আজ্ঞানুবর্তী হইয়া সৎ
শিক্ষায় নিবিষ্টচিত্ত হইল,—স-
র্বদা সৎপথে বিচরণ করিয়া
পরিবারবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন ক-
রিতে লাগিল এবং দুর্শ্রুতি পরি-
হার করিয়া সৎকর্মে স্মৃতি
প্রদান করিল।



হায় বে জনম ভূমি ! ত্যজিয়ে তোমারে,
ত্যজি জন্মদাতা পিতা, জননী দেবীরে,
ত্যজিয়ে প্রিয়সীরঙ্গ, পরাণ-পুতলী,
স্বর্ণলতা গৌতাময়ী হৃদয়ের ধন,
চিরমোহাগিনী বামা নবীনা ললনা ;
দুখে দুখী হুখে সুখী, অর্দ্ধ-স্বরূপিনী
হুলিয়ে অপত্য স্নেহ, কন্যা পুত্রগণে,
বাখিয়ে তোমার কাছে, কি বিবাগে আজি
মবিচীকা জমে ভ্রমি মাগার বিজ্ঞমে,
কেন আসিয়াছি আমি ইহ বনবাসে ?

একি ভয়ঙ্কর বন ! ঘোর তমস্বিনী
ফেলিছে নিঃশ্বাস যেন, অচেতন স্নেহে
নিবিড় আঁধারে ঘোর, শুদ্ধ ধরাতল,
পশু পক্ষী আদি সব, নীরব নিদ্রায়,
থেকে থেকে শুনি স্তম্ভ পঁচকের রব
দূর বনে গর্জিৎ যেন করে প্রতিধ্বনি।
উড়িছে শব্দোত্তমালা বৃক্ষ আলো করি,
শাখাপত্র আচ্ছাদিয়ে ক্ষুদ্রপক্ষ পুটে—
সাজাইছে প্রকৃতির চঞ্চল কিরণে—
প্রকৃতি স্তম্ভরী যেন, মাঝিকে ভূষিত।
এত যে স্তম্ভর দৃশ্য বৃক্ষলতা দলে,
তবু মোর মানসাক্ষি তৃপ্ত নাহি হয়।

ভয়েতে কাঁপিছে হিগা, দারুণ হুঁসায়
শুকাইল কণ্ঠ মম স্নিগ্ধ যাগিনীতে !

হায়রে ! অবোধ ভ্রান্ত মানব মানস !
কি সুখ লাভিতে এলি হইয়ে গম্যাসী ?

সত্য বটে, নানা চিন্তা বহুকপী হয়ে
গ্রাসিতে আইসে সেই মায়িক সংসারে,
জগতের কোলাহল নানা বিসম্বাদে,
সচঞ্চল হয় চিত্ত, চাহেনা থাকিতে,
পঙ্কিল মানবপুরে পরিজন সনে ;
সত্য বটে, দারা পুত্র জনক জননী—
জ্ঞাতা, ভগ্নী, জ্ঞাতি, গোত্র, আত্মীয়স্বজনে
বন্ধ করে রাখে এক তৈত্তরবী মায়ায় ;
পরিবার পুৰিবার অমন্ত্য ভাবনা—
দিবা নিশি ফেরে সঙ্গে ঘুবাইয়ে মাথা ;
সত্য বটে, অকালেতে আত্মীয় বিয়োগে,
শোক, দুঃখ, মনস্তাপে বন্ধ করে মন ;
সত্য বটে, রাজা, চৌব, অনলের ভয়ে,
সম্মি থাকিতে হয়, অতি সশঙ্কিত ;
সত্য বটে বিপক্ষের বিপক্ষ বচনে,
বন্দী সম স্তম্ভিত হান চাটুকার মুখে,
ফেলে তোলে মিচে উজ্জ্বল থাকিয়া থাকিয়া,
জ্বালাত্তন করে তলু নামামত বিবে,
রহেনা বাসনা আর থাকিতে সংসারে,
কায়েই উদাসী হতে বাঙা করে মন ।
বিরাগে বিবাগী হয়ে ভাজিয়াছে যারা—
সুখের সংসার-ধর্ম আমার মতন—
হইয়াছে অল্পতাপী, অথবা স্রুখেতে—
করিছে সতত ধ্যান সেই পরাংপরে,
বিধপতি বিশ্বকর্ত্তা, নিত্য নিরঞ্জন !
সত্য সত্য সত্য স্রুখে, স্রুখী ব্রহ্মচারী,
দেখিছে জ্ঞানের চক্রে পরবক্ষরপ ;
আমিও দেখিতে পারি, যোগবলে যদি
যোগী হয়ে মহাযোগে তাবি মহেশ্বরে,

মহামন্ত্রে মোহচক্রে ছিন্ন ভিন্ন করি,
জয়ী হতে পারি বিধে, মাশি রিপুদলে ।
পারি বটে ; কিন্তু কতু পারিব কি তাহা ?
অজ্ঞান ভ্রমাদ জীব, বন্দি মায়াপাশে,
ধূম্য হস্তে ধূম্য বক্ষে, জ্ঞান অজ্ঞ বিনা,
কেমনে কাটিব সেই মায়ার বন্ধন ?
ঘুরিতেছে মায়াবিনী, কুহকী রাক্ষসী,
পাছে পাছে দিবা রাত্রি, ধবিসী কুন্তলে,
দেখাইছে বিভীষিকা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
কেমনে হইবে স্থির পামব মানস—
বিভু পদে ? দণ্ডে দণ্ডে ঘুরিতেছে মায়ী,
দারা পুত্র পরিজনে সদা পড়ে মনে,
সদা মনে পড়ে সেই বস্তু নিকেতন,
কেমনে সে সব আমি পাসবি এখন ?
সত্য বটে, চক্ষু মুদে তজনা মন্দিবে,
দেখিয়ে বাতিব আলো কাণ্ডাসন পারি—
পরিবৃত সত্যবৃন্দে, গালিচা আসনে
তুলে তুলে বেদমন্ত্রে কবিয়াছি ধ্যান,
“সত্য, জ্ঞানমনস্কম্, পড়িয়াছি তথা,
নামামত উপদেশ, কবেছি প্রদান
সত্যবৃন্দে ; দস্ত করি পরম উল্লাসে,
বাহবা দিয়াছে যত দর্শকমণ্ডলী—
বরষিয়ে শোভাস্তবী করতালি সহ ;
ফুলেছি গরবে মাতি প্রতি লোমে লোমে,
ভাবিয়াছি মনে মনে আমি বড় লোক !
ঈশ্বর সহায় মোরে ব্রহ্মবাদী আমি !
লয়েছি কোণলে তাঁর চরণ আশ্রয়,
দেখিতেছি চক্ষু চক্ষে সেই বিশ্বরূপে,
লয়েছেন কোলে তুলে প্রিয়পুত্র বলে ।
সত্য বটে, বিপ্রকুলে লইয়া জন্ম,
দূর কবে ফেলে দিছি যজ্ঞ উপবীত,
ভ্যাজিয়াছি জ্ঞাত্তেদ ব্রথা অভিমানে,
জগতের হাড়ি মুচি একত্র বসিয়ে—

ভোজন করোছি সুখে পাতাপাতি করি,
গৌদামিনী কন্যা দিছি ছুতরে বিবাহ,
তা বলে কি এত মনে হয়েছে বিকার—
ছাড়িতে পারি কি কতু বিষয়েব মায়া ?
অদৃশ্য, অচিন্ত্য, এক দৈত্বের তরে ?
কখন না কখন না, তা কি কতু হয় ?
সহস্র সহস্র মুদ্রা জমিদারী হতে—
এসে থাকে প্রতিবর্ষে ভাণ্ডারে জামাব,
ধর্ম বল, কর্ম বল, তাহাতেই সব ।
এখানেত তত টাকা পাবনা দেগিতে,
কে দিবে আনিয় তাহা এ বিজন বনে ?
কে নিবে প্রজাব কাছে বার্ষিক নজব ?
কে করিবে জবদানী ধরে এনে প্রজা ?
ধান্যক্ষেত্র বন্ধ কবে, কে বাড়াবে কব ?
কাব কাছে দাঁড়াইবে প্রজাবা আমাব—
ঘোড়াহাত কবি অগ্রে গ্রহাবেব ভয়ে ?
কে কবিবে মোকদ্দমা করিতে শাসন—
দবিস্ত কৃষকগণে, কে করিবে সারা ?
আমিই তাদের প্রভু, আমিই ভূপাল,
আমার প্রভুত্ব যত এত আছে কার ?
মনোহর অট্টালিকা, দ্বারে দৌবারিক,
অধ, গজ, কত শত, রক্ষিত নিয়ত,
অজ্ঞতাবহ সদা মম অসংখ্য কিস্কব,
তা হতে কি সুখী আমি হব এ কাননে ?
অদৃশ্য দৈত্বের ভেবে কি হইবে মম ?
ভাবি যদি গৃহে বসে ভাবিব ভাঁহায়,
সুখভোগে মলয়াইয়া অবসর ক্রমে ।
পাই পাব কুপা তাঁর, না পাই না পাব,
সুখভোগ কেড়ে নিতে, নারিবেত কেহ ?
মোহিনী রমণী মম থাকিবে মিকটে,
কায়। ছায়া সম কত করিবে বিলাস,
দুঃখফেনমিত শয্যে করিব শয়ন,
সেই মম বন্ধ প্রাপ্তি সেই স্বর্গধাম ।

সংসারে থাকিয়া যত ধর্ম কর্ম হয়,
তা কি কতু হতে পাবে নিবিড় গহনে ?
নির্বোধ ভিকারী যত পুবা মুনি পাষি,
বনে বসে অহরহ তপস্যা কাঁবত,
প্রতারিতে জীবগণে, সংসারের সুখে !
আমি কি কবিব তাহা ? হয়ে জ্ঞানবান ?
জমির কাননে সদা, সিংহ ব্যাঘ্রসনে ?
গ্রাসিবে হিংস্রক জন্তু করি আক্ষালন ?
শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে হব পশুর আহার ?
কখন না, কখন না, কখনই নয়,
যাই আমি নিজ বাসে, এই চলিলাম,
থাকুক সম্যাস ধর্ম বনবাसे পড়ি,
যে চাহে লইবে এই, তত্ত্ব যোগাশ্রয় !
এ কার্য আমাব নহে, গৃহাশ্রমী আমি ।
চলিল নরক বাসে নবীন সম্যাসী ।
বকের ধার্মিক ভাণ হইল প্রকাশ ॥

নূতন পুস্তকের সমালোচন ।

লদময়স্তু
নাটক ।—
শ্রীযুক্ত কা-
লিদাস মা-
ন্যাল ইহার
প্রণয়ন করিয়াছেন । গ্রন্থখানি
আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীতি-
লাভ করিলাম, কিন্তু অনেক গান
থাকাতে এই নাটকে দোষ ঘটি-
য়াছে । নাটকে অধিক গান দেওয়া
কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে, কারণ
স্বাভাবিক নায়ক নায়িকা গান

করে না। বিশেষতঃ দুঃখ কিম্বা
ত্রাসযুক্ত হইলে গান করা অতিশয়
অসম্ভব, উহা কোন ক্রমেই স্বভাব-
সিদ্ধ নহে। দময়ন্তীর সম্মুখে
ভুজঙ্গ দেখিয়া অতিশয় ত্রাসযুক্ত
হইয়া গান করা অতিশয় স্বভাব
বিগর্হিত কার্য্য। কারণ যে সময়ে
লোকে ভয়ে অভিভূত হয়, সে
সময় কি কখন গান গাওয়া সম্ভব
হইতে পারে? এইরূপে অপর
অপর স্থলেও গান সকল দেওয়া,
দুষণীয় হইয়াছে। আমরা শুনিয়া-
ছিলাম, যে এই নলদময়ন্তী গীতা-
ভিনয়রূপে অভিনীত হইয়াছিল,
সেই জন্যই ইহাতে বোধ হয়,
গান এত অধিক, কিন্তু যখন
ইহাকে নাটক নাম দিয়া মু-
দ্রিত করা হইয়াছে, তখন ই-
হাতে এত গান দেওয়া কোন
ক্রমেই বিধেয় হয় নাই। গ্রন্থকার
নব, এই জন্য আমাদের অধিক ব-
ক্তব্য নাই। ভরসা করি যে, দ্বিতীয়
বার মুদ্রাস্থনকালে ঐরূপ গান
গুলি আর না থাকে। গ্রন্থকারের
এটি বিবেচনা করা উচিত, এবং
জানাও কর্তব্য যে, নাটক ও গীতা-
ভিনয় উভয় এক সামগ্রী নহে,
উহার ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। গ্রন্থ-

কার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন,
যে তিনি সুবিখ্যাত মাইকেল মধু-
সূদন দত্ত মহাশয়ের অনুকরণ
করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রচনা
অনেক লইয়াছেন বটে; কিন্তু
তাঁহার এই নাটকখানিকে একটা
দুটি ব্যতীত গান বর্জিত করিলে
ভাল হইত। ইহা ক্যানহোপ
যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা।

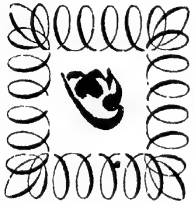
২।—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত
রামায়ণ দ্বিতীয় সংখ্যা।—আদি-
কাণ্ডের একাদশ সর্গে কুমারদিগের
জন্মাবধি ঊনবিংশ সর্গে ধনুর্ভঙ্গ
পর্যন্ত এই সংখ্যাতে প্রকাশিত
হইয়াছে। দুইস্থল হইতে কয়েক
পংক্তি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া
দেওয়া গেল। ইহা ঢাকার মুলত
যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১/০ আনা।

তাড়কা বধাংশে ।

“গারীচ মুচ্ছিত হলে ঐরামের গরে
ভয়ানক রক্তদল হাহাকার করে ।
স্থির লক্ষ্য রামচন্দ্র সুবাহ লক্ষিয়া
হানিলেন অগ্নিবাহ নভ আচ্ছাদিয়া,
অগ্নিমুখে তুলারানি তিস্য হয় যথা ।
সুবাহ সদল শরানলে দগ্ধ তথা ।
আইল রাক্ষস যত যজ্ঞ ধ্বংসিবারে
রামশর ত্যাগ নাহি করিল কাহারে ।
প্রাণভয়ে যে সকল রক্ষ লুকাইল ।
সন্ধানি সে সব রক্ষে জীবনে মানিল ॥
মিরীক্ষিয়া ঐরামের বিক্রম ভীষণ ।
মহাপুলকিত চিত্ত, প্রীত আধিগণ ॥”

অপূর্ব কারাবাস ।

২৭২ পৃষ্ঠার পর ।



নিবাসিত দ-
শকগণ আ-
ছাদে পু-
লকিত হ-
ইয়া কর-

পুটে নিবেদন করিল, মহাশয়! আপনার রাজ্যমধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে, যে আপনার ইচ্ছার প্রতিকূল আচরণ করিবে? আপনি যে রূপ প্রজাহিতৈষী, তাহাতে আপনার কোন অন্যায ইচ্ছা হইলেও যখন আমাদিগকে সাধ্যানুসারে উহার সংমাধনে চেষ্টা পাইতে হইবে, তখন আপনার এই সাধু ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণাশঙ্ক। কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আপনার অবসানে রাজ্য অরাজক হইবে, আমরা নির্ম্মমূলক হইব, অরাজক রাজ্য অন্যঅধিকারভুক্ত হইবে, কোন্ পামরের ইহা অনুমোদিত হইতে পারে? এই রাজ্য বাহাতে সুরক্ষিত হয়, যাহাতে আমরা সুশাসনে পালিত হইতে পারি ও যাহাতে ধরামধ্যে আপনার

বংশ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, ইহা কাহার না অনুমোদিত? আপনি যে রূপ অভিলাষ করিয়াছেন, ইহা সকলেরই অভিলষিত। এক্ষণে আমরা বুদ্ধদেবের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন তিনিও আপনার এই মঙ্গল ইচ্ছার অনুমোদন করেন ও উত্তরকালে ইহার সাধুফল প্রদান করেন। মহাশয়! এতদিনের পর বুঝিলাম রাজ্যলক্ষী আপনার বংশগৌরব পরিত্যাগে কখনই সম্মত নহেন, হইলে কখনই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইত না। দুর্গম অরণ্যমধ্যে এরূপ অপূর্ব কুমার লাভ কখনই অম্প ভাগ্যের আয়ত্ত নহে। দৈব নিত্য সাধুগ্রহ না হইলে এরূপ সৌভাগ্যোদয় কি রূপে সম্ভবে! কিন্তু এই সৌভাগ্য কেবল যে আপনারই ঘটিয়াছে, ইহা বিবেচনা করিবেন না, রাজার সুখদুঃখে যখন প্রজারাও সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে, তখন আমরাও আপনার এই সৌভাগ্যের অংশভাগী হইয়াছি, এবং তজ্জন্য আমোদও উপভোগ করিতে আমাদের নিত্য বাসনা হই-

যাচ্ছে, যদি ইহা আপনার অনু-
মোদিত হয়, তাহা হইলে আমা-
দিগকে আদেশ করুন ও নগর
মধ্যেও ঘোষণা করিয়া দিন ।

• কিরাতপতি প্রজাগণের বাক্য-
শ্রবণে সাতিশয় পুলকিত হইয়া
উঠিলেন ও উহাদিগকে অগণ্য সাধু-
বাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, দর্শ-
কগণ! তোমাদিগের বাক্য শ্রবণে
আমি যে কি পর্যাস্ত সন্তুষ্ট হইলাম,
তাহা যদি দেখাইবার হইত, তাহা
হইলে এই হৃদয় এক্ষণেই বিদীর্ণ
করিয়া দেখাইতাম যে আমার
হৃদয়ে আমোদপ্রবাহ কি রূপ
উচ্ছলিত হইতেছে। দর্শকগণ!
কি বলিব, আমি নিজেই বুঝিতে
পারিতেছি না যে, আমার অন্তরে
কি পরিমাণে আমোদ রাশি
উদ্ভূত হইয়াছে, অদ্য আমি যে-
রূপ আমোদ উপভোগ করি-
তেছি, এরূপ আমোদ যে ধরা-
মধ্যে প্রতিক্তিত ছিল, ইহা অগ্রে
এক মুহূর্তের জন্যও জানিতে
পারি নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয়
বলিতে পারি যে, ইহাই সন্তো-
ষের শেষ সীমা ও ইহা অপেক্ষা
অধিকতর সন্তোষ আর ধরাতলে
অবস্থিত নাই। থাকিলেও তাহা

নিরর্থক। কারণ যাহা উপভুক্ত
হইয়া মনুষ্যকে চেতিত রাখিতে
পারে, তাহার নামই 'প্রকৃত
সন্তোষোপভোগ। নতুবা অচে-
তনাবস্থায় লোকের মানস কোন
বিষয়ের উৎকর্ষাপর্ষ বিবেচনা ক-
রিতে সক্ষম হয় না। ইহা অপেক্ষা
সমধিক সন্তোষ সঞ্চারিত হইলে
যে মনুষ্যকে বিচেতিত করিবে,
তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ
নাই। তোমাদিগের বাক্যের অব-
মান সময়ে আমারই হৃদয় যে কি
রূপ অবস্থা উপভোগ করিয়াছিল,
হস্ত পদ যে কি রূপ অস্পন্দ হইয়া-
ছিল, শরীর যে কি রূপ আকুল
হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আর
এক্ষণে কি রূপে বলিব, সেই সম-
য়েই যখন আমার হৃদয় তাহার
ভাবাবধারণে সমর্থ হয় নাই,
তখন এক্ষণে আর কি রূপে
অবধারিত হইবে? কিন্তু একটা
বিষয়ে—এই কথা বলিতে বলিতে
কিরাতপতি' মৌনাবলম্বন করি-
লেন, প্রসন্নবদন মলিন হইল,
ও উন্নত মস্তক অবনত হইল।
ভাবে অনুমান হইল, যেন কিরাত-
পতির অন্তর কোন দুর্ভাবনায়
আকুলিত হইতেছে। অন্য কোন

ভাবনা নহে, যুবতীর সহবাস ভাবনারূপ দুর্ভাবনাই মূর্খতল মলিল সেকের ন্যায় আমোদ বহুি সস্তাপিত তাঁহার মানসবারিকে স্তম্ভিত করিল। তখন তাঁহার অন্তর যে মূখদুঃখ মিশ্রিত হইয়া কি প্রকার অপূর্ণ ভাবধারণ করিয়াছিল বোধ হয়, কিরাতপতি স্বয়ংও তাহা অনুভব পারেন নাই। রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় হৃদয় মলিনতাপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিকীরিত সন্তোষ জ্যোতি সঙ্কুচিত হইয়া আসিল ও নভোমণ্ডলের ন্যায় বদনমণ্ডলও অন্ধকারে আবরিত হইয়া অশ্রুবিম্বু তারকায় পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল এবং মনুষ্য যে এক অবস্থায় বিক্ষণস্থায়ী সন্তোষ উপভোগ করিতে পারে না অপরিমিতমুখ স্বচ্ছন্দ সত্ত্বেও যে অন্যবিধ মুখের কামনা করিয়া থাকে, ও মুহূর্ত্তমাত্র আপনাকে মুখিত দেখিতে পারে না, কিরাতনাথ তাহারই একমাত্র নিদর্শন স্থল হইয়া উঠিলেন।

কিরাতগণ কিরাতপতির ভাব দর্শনে কিঞ্চিৎ ব্যথিতের ন্যায় হইয়া বলিল, মহাশয়! কি নিমিত্ত আপনার মানস সহসা

ভিন্নভাবে পরিণত হইল, কে আপনার মুখিত মানসে অমুখের কারণ উৎপাদন করিল, কি নিমিত্তই বা এরূপ মুখের সময়ে আপনি শ্রিয়মাণের ন্যায় হইয়া উঠিলেন? যদি তাদৃশ গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে প্রকাশ করুন, সাধ্যাত্ম হইলে এখনিই নিরাকৃত হইবে, সন্তোষামৃতে এখনই আপনার হৃদয় পুনরায় বিচ্ছুরিত হইবে ও গাঢ় নিখাত হইলেও আপনার মনঃশল্য এখনই উৎপাটিত হইবে। ধরামধ্যে এমন কি অমুখের কারণ বিদ্যমান আছে, যাহাতে আপনারও মানস এরূপ ক্লিষ্ট হইতে পারে! যাহা স্বয়ং বুদ্ধদেব অনুগ্রহনা করিলে আমাদিগের কাহারও দ্বারাই সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, আপনার সেই পুত্রহীনতারূপ মনোদুঃখ যখন নিরাকৃত হইয়াছে, তখন আবার আর কোন্ অনিষ্টচিত্তা আপনার অন্তরকে এরূপ ব্যথিত করিতে পারিতেছে? বলুন, এখনি নিরাকৃত হইবে। মহাশয়! আপনার ইচ্ছামাধনের জন্য এই নগরবাসী সমস্ত লোকই এক মাত্র প্রিয়তর স্ব স্ব জীবন প্রদানেও

কুণ্ঠিত নহে, বলুন আর আমর। আপনার একরূপ মলিন বদন নিরীক্ষণ করিতে পারি না। আজ্ঞা করুন, প্রভুর নিয়োগ পালনে হৃদয় অস্থির হইয়াছে।

কিরাতপতি অতিকষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, দর্শকগণ! আমি যে জন্য একরূপ কাতর হইয়াছি, সে জন্য তোমাদিগকে একরূপ আকুল হইতে হইবে না, সামান্য একটা বেদনা আমার অন্তরকে একরূপ ব্যথিত করিতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র চিন্তার প্রয়োজন নাই। তোমাদিগের বাক্যেই আমার সমুদায় অসুখ নিরাকৃত হইয়াছে। তোমরা এক্ষণে আপনাদিগের আত্মোদানুরূপ কার্য্যজ্ঞাতদ্বারা নগরকে আনন্দিত কর, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা ও একমাত্র আদেশ।

কিরাতগণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া স্বস্থ আবাসাভিযুগে গমন করিলে রাজপুত্রী নিস্তব্ধ হইল। ও বিজনতা দর্শনে যুবক যুবতীর হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিল। কিরাতপতি উহাদিগের সমক্ষে আপনার মনোভাব কথঞ্চিৎ গোপন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু

ঐ চিন্তা ক্রমশ উহার মনোমধ্যে স্ফুটনশয্যে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন উনি কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান রহিত হইয়া উঠিলেন, যে রূপেই হউক, কামিনীর সহবাস স্মৃথ উপভোগ করিতে হইবে, ইহাই স্থির করিলেন ও কামিনীর প্রত্যাখ্যান বাক্য অন্যপ্রকারে পরিণত করিয়া তুলিলেন, ভাবিলেন যুবতীর কখনই বৃহজ্জন সমক্ষে একজন অপরিচিত পুরুষের নিকট আপন মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না। অতএব নির্জনে স্থলে যুবতী কখনই সে রূপ ভাব অবলম্বন করিতে পারিবে না। আর আমাকে সেই বনমধ্যে সামান্য কিরাত জ্ঞানে সেই রূপ আচরণ করিয়াছিল, ইহা বলিয়া কি এক্ষণেও সেই রূপ আচরণ করিবে? ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। কামিনীর মন কতক্ষণ কাটিন্য অবলম্বনে সমর্থ হয়? আর যদি উহার সে রূপ ইচ্ছা না হইত, তাহা হইলে কখনই আমার সহিত আমার আলয়ে আসিতে স্বীকৃত হইত না, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, উহার মনোগত ইচ্ছা সত্ত্বেও লজ্জা ভয় প্রযুক্ত

তৎকালে উহা প্রকাশ সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে আর তাড়নাবৈ-
রূপ্য অবলম্বন করিবে না। অতএব
যাহাতে উহার মানস প্রলোভিত
হয়, তাহাতে আমাকে সাধ্যানু-
সারে চেষ্টা পাইতে হইবে।
চেষ্টার অসাধ্য কি আছে, চেষ্টা
করিলে যে প্রলোভনপর একটি
কামিনী মন যুবকের অনুকূল-
চরণ করিবে না, ইহা কখনই
সম্ভাবিত নহে। এই স্থির করিয়া
উহাদিগের আহাদির জন্য অনু-
চরীগণকে আদেশ করিয়া স্নান-
হার নির্মাহার্থে আপনিও গৃহা-
ন্তরে গমন করিলেন ও কামিনীর
মনোরঞ্জনার্থ নানাপ্রকার কম্প-
নায় আকুলিত হইতে লাগিলেন।
কিন্তু কামিনীর মনোরঞ্জন নিতাস্ত
দুরূহ, কেবল দিবসই অতিবা-
হিত হইতেছে, চেষ্টারও ক্রটি
হইতেছে না। তথাপি কার্য্যফল
দূর্বপথে অবস্থিতি করিতেছে।

চতুর্থ স্তবক ।

“যুথভ্রষ্ট বন্যকরিণী বদ্ধ হই-
য়াই কখন বন্ধনকর্তার বশ্যতা স্বী-
কার করে না, কিন্তু কখন না কখন

যে তাহাকে বশীভূত হইতে হ-
ইবে ও আশার অনুরূপ বিচরণ
করিতে হইবে। ইহাতে আর
সন্দেহমাত্র নাই। চিরপরিচি-
ত যুথপ্রীতি কতকাল মানসকে
আকুলিত রাখিতে পারে? নব-
প্রদত্ত প্রীতিকুসুমের সৌরভে কি
তাহার হৃদয় আমোদিত হইবে
না?” কিরাতনাথ এই আশাতেই
বিচরণ করিতেছেন, ও নানা
প্রকার প্রীতিজনক উপহারে
কামিনীর হৃদয় বশীভূত করিতে
চেষ্টা পাইতেছেন। যুবতীর
প্রীতি সঞ্চার হইবে বলিয়াই
বালককে অনুরূপ শিক্ষকের হস্তে
সমর্পণ করিয়াছেন, ধনুর্বিদ্যা
শিক্ষার জন্য ধনুর্বেদপারদর্শী
শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং
শারীর রক্ষার্থ উপযুক্ত দাস দাসীও
নিয়োগ করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু যুবতী স্বীয় প্রতিজ্ঞাতেই
অবিচলিত রহিয়াছে, উপহারীকৃত
বস্তুরাশিতে আশ্রয় নাই, তোষা-
মোদ বাক্যে কর্ণপাত নাই ও
কিরাতপতির স্নানবদনে দৃকপাত
নাই। সর্কদাই বিষমবদন, আস্ত-
রিক তুষ্টির নামমাত্র নাই, শারী-
রিক পুষ্টির সম্ভাবনা কি? কাঞ্চনী

প্রতিমা দিবসধূসর শশধর মূর্তির
অনুকরণ করিয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ
শিরারাজি বদনমণ্ডলে বিরাজিত
হইয়াছে, নয়ন জ্যোতিহীন, বদন
লাবণ্যহীন, ওষ্ঠাধর রক্তবিহীন,
আরক্তিমা কালিমায় পরিণত হই-
য়াছে ও মূর্ত্তুল ক্ষীণতা কঙ্কাল-
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ভয়ের
কারণ অসত্ত্বেও রমণী যেন সর্ব-
দাই ভয়ভীত, জ্ঞানসত্ত্বেও অজ্ঞা-
নের ন্যায় অবস্থিত, ক্ষুধাসত্ত্বেও
ভোজনে ইচ্ছা নাই ও স্নেহসত্ত্বেও
কুমারের প্রতি প্রীতি নাই। সর্ব-
দাই কি যেন ভাবিতেছে, বারম্বার
আস্থানেও উত্তর পাওয়া দুষ্কর।
কিরাতপতি দিবা নিশি নিক-
টেই আসীন রহিয়াছেন। নির্নি-
মেঘ নয়ন যুবতী বদনেই নিক্শিপ্ত
রহিয়াছে ও দরদরিত জলধারা
বক্ষঃস্থল প্রাবিত করিতেছে। উভ-
য়েই সমান অবস্থায় অবস্থাপিত।
যুবক যুবতী এক গৃহে এক আসনে
অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি
উভয়ের অন্তঃকরণরক্তি নিতান্ত
বিসদৃশ। কিরাতপতির হৃদয় এক
আশঙ্ক বিচরণ করিতেছে, কামি-
নীর হৃদয় অন্য প্রকারে বিচরণ
করিতেছে। মূর্ত্তুল গোলোকের

উপরিভাগে পাতিত জলধারা
দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কি একত্র
মিলিত হইতে পারে?

কিরাতনাথও দিন দিন ক্ষীণ
হইতে লাগিলেন, শরীর অস্থি-
চর্মসার ও ধূসর বর্ণ হইয়া উঠিল,
কিছুতেই সন্তোষ নাই, সর্ব-
দাই অন্যমন, হৃদয়ে কামশিখা
নিরন্তর প্রজ্বলিত রহিয়াছে, বহি-
সখা নিঃশ্বাসবায়ু অনবরত প্রবা-
হিত হইতেছে, গাত্রদাহও শরী-
রকে আকুলিত করিতেছে, আর
শাস্তির বিষয় কি? দেহকুটির তন্ম
প্রায়, কিছুতেই নিরস্ত হইতেছে
না, মূশীতল মৃণালদল আর্দ্র উষী-
রানুলেপন ও জলমিত্ত পদ্মিনী-
পত্রশয্যা সমুদায়ই নিরর্থক, কিছু
তেই কিছু হইতেছে না, বাহ্যিক
আড়ম্বরে অন্তর্দাহের কি হইবে?
“অন্তরে যে বহি প্রজ্বলিত রহি-
য়াছে, তাহার কি হইতেছে,” কি-
ছুই না। যুবতী সেইরূপ স্বীয় অধ্য-
বসায়েই দ্রুত সংকল্প রহিয়াছে
প্রজাবর্গের শাস্তবাদ অনুনয় বি-
নয়ে কিছুই হইতেছে না। “যুব-
তীর চিরসংলপ কিছুতেই নিরা-
কৃত হইবার নহে” প্রজাগণ এই-
রূপ অনুমান করিয়া স্থির করিল,

যখন ঐ কামিনীর সহবাস ভিন্ন রাজা কখনই স্মৃষ্ হইবেন না, বরং প্রাণ যাইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা, তখন যাহাতে কিরাতপতি যুব-তীর সহবাসলাভে সমর্থ হন, তাহা সম্পাদন করা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য। রাজার কোনরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই আমাদের যোরতর বিপদে পড়িতে হইবে। বিজয়-নগরীর অধিপতি খলস্বভাব অমরসিংহ নিরন্তর আমাদের রক্তাস্থেষণ করিতেছেন, সুযোগ পাইলেই রাজ্য অধিকার করিবেন ও পূর্বের ক্রোধ স্মরণ করিয়া আমাদের বিষম যাতনা প্রদান করিবেন। অতএব যাহাতে রাজা অবিলম্বে স্মৃষ্কায় ও সবল-শরীর হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমাদের সাধ্য পরত চেষ্টা পাইতে হইবে। কিন্তু “বলপূর্বক সতীর সতীত্ব নাশ” ইহা মনে উদ্ভিত হইলে যখন আমাদেরও আন্তরিক গ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন যে ধার্মিকপ্রবর কিরাতপতি উহাতে সম্মত হইবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে কি নিমিত্তই বা

প্রার্থিত বস্তু হস্তমধ্যে থাকিতেও এরূপ কষ্টভোগ করিবেন ?

ময়ুদায়ই নিরর্থক, আমাদের মন্ত্রণা আকাশলতার পুষ্পচয়নের ন্যায় কোন কার্য্যকরই হইতেছে না। কিরাতপতির জীবনরক্ষা ও দুষ্ট স্বভাব অমরসিংহের হস্ত হইতে আমাদের পরিত্রাণ পাওয়া নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠিল। কিরাতগণ দলবদ্ধ হইয়া যখন এইরূপ মন্ত্রণা করিতেছে, তখন গৃহের বহির্ভাগে সহসা পদশব্দ শোনা যাইতে লাগিল, অকস্মাৎ মনুষ্য পদধ্বনিতে কিরাতগণ শশব্যস্ত হইয়া সেইদিকে দ্রষ্টি নিক্ষেপ করাতে দেখিতে পাইল, এক জন কাশ্মীরদেশীয় মনুষ্য সেই দিকে আগমন করিতেছে, দেখিবামাত্র ভয়ে উহাদের মুখ-মণ্ডল শুষ্ক হইয়া গেল। ভাবিল, অমরসিংহ কোন রূপে রাজার অবস্থা জানিতে পারিয়াছেন ও মনে মনে কোন রূপ দুষ্ট অভিসন্ধি স্থির করিয়া এস্থলে দূত লোক প্রেরণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আমরা বিনষ্ট হইলাম। অমরসিংহের কৌশল খলতাপূর্ণ, উহার খলতাজালে একবার নিক্ষিপ্ত হ-

ইলে আর নিস্তার নাই, এক্ষণে কর্তব্য কি? এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় আগন্তুক সেই স্থলে উপস্থিত। আগন্তুক সেই স্থলে উপস্থিত হইবামাত্র কিরাতগণ উঁহাকে বসিবার আসন প্রদান পূর্বক সাদর সম্ভাষণে বলিল, মহাশয়! কি নিমিত্ত এস্থলে আগমন হইয়াছে? রাজা অমরসিংহের কুশল ত? এক্ষণে কাশ্মীর-নগরের রাজসিংহাসনে কোন ভাগ্যবান অধিরূঢ় হইয়াছেন? আগন্তুক উহাদিগের বাক্যশ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলেন তিনি ভাবিয়াছিলেন, যে অসভ্য কিরাতগণ ভিন্নদেশীয় বলিয়া উঁহার প্রতি নিতান্ত অসদাচারণ করিবে এবং কোন প্রকারেই উহাদিগের নিকট হইতে অনুদ্ভিষ্ট যুবতী ও কুমারের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে না; কিন্তু সেই রূপ বিনীতভাব ও উচিত মত অভ্যর্থনা দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, শুনিয়াছিলাম কিরাতগণ অতিশয় অসভ্য ও নিষ্ঠুর, কিন্তু কার্য্য দেখিয়া সেরূপ ত কিছুই অনুমিত হইতেছে না। অথবা উহাদিগের

বাক্যদ্বারা এই বোধ হইতেছে যে, ইহারা দুরাত্মা অমর সিংহের পক্ষ, ও আমাকে তাহারই প্রেরিত বিবেচনায় এইরূপ সমাদর করিতেছে। যদি ইহারা কোন রূপে আমাকে মহারাজ অমর কেতনের অনুচর বলিয়া জানিতে পারে, তাহা হইলে আমাকে যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করিবে এবং কার্য্যসিদ্ধ হওয়াও দূস্বর হইয়া উঠিবে। অতএব এক্ষণে অমর সিংহের পক্ষ বলিয়াই আপনাকে পরিচয় প্রদান করিতে হইল, এই স্থির করিয়া বলিলেন, রাজা অমরসিংহের সর্দাদ্বীন কুশল। তাঁহার সাহায্যেই মহারাজ জয় সিংহ কাশ্মীরের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মনোভ্রম।

২৮৮ পৃষ্ঠার পর।

নাথ! আজ যদি মনোভ্রমার পুত্রের অনুরোধন হইত, তবে এতক্ষণ তোমার মুখের কাছে বাসুকীও লজ্জা পাইতেন। নীলব্রত লজ্জা পাইয়া মৌনব্রত ভঙ্গ করিলেন। কহিলেন, প্রাণাধিকে! কেন আমাকে অকারণে তিরস্কার কর? আমি অনন্যামনা হইয়া অনুরোধনের শুভ দিন নির্ণয় করিতেছিলাম। নতুবা তোমার মনস্তৃষ্টির নিমিত্ত আমি আমার প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি। বিশেষত প্রাণাধিক প্রিয় কুমারের অনুরোধন, ইহাতে যাহা অসাধ্য, তাহা করিতে হইলেও বিমুখ হইব না। মনোভ্রমা স্মৃতিকাগৃহ হইতে এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন, উঃ! ইনি যেন রাজা দশরথ ও উত্তানপাদের অংশ অবতার! নীলব্রত এইরূপে প্রণয়িনীর মনে সন্তোষ জন্মাইয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্কাশিত হইলেন এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া অর্থ সংগ্রহার্থে গমন করিলেন, হারানন্দ নামে তাঁহার এক বণিক মিত্র ছিল;—নীলব্রত তাঁহার নিকট হইতে দশ টাকা কুসীদে পাঁচ সহস্র টাকা ঋণ করিয়া আনিলেন। অনুরোধনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। মনোভ্রমা ভাবিলেন, কি সর্বনাশ! কিরূপে এই দুঃসহ অনর্থপাতের বিষয় একবার পতির কর্ণগোচর করি। কিরূপে এই কথা তাঁহারে কৌশলক্রমে

বুঝাই ; অথবা আর বুঝাইলেই বা কি হইবে ? যাহা হইবার তাহা দেখিতেই পাইতেছি। প্রদীপ যেমন মির্কাণ সময়ে কখনো উজ্জ্বল কখনো অন্ধকার হইয়া প্রভা হত হয়; এই ঘটনাও প্রায় তদ্রূপ। বিনাশো-
 মুখ হতাশনের ন্যায় ইহাঁরও ক্ষয়দশা উপস্থিত হই-
 য়াছে। উৎসন্ন যাইবার আর অধিক বিলম্ব নাই।
 এক্ষণে উপায় কি ? এদেশীয়েরা স্মৃতিকাগারকে যেরূপ
 নরকতুল্য অপবিত্র স্থান জ্ঞান করেন, তাহাতে তাঁহারা
 প্রাণান্তেও এখানে আসিতে সম্মত হইবেন না ; দৈবাৎ
 যদি স্মৃতিকাগৃহের বা নব প্রসূতির বাতাস গাত্রে লাগে,
 তবে তৎক্ষণাৎ সুরধনী জলে স্নান করিয়া পবিত্র দেহ
 হন। আমিও যে, কোনগৃহে গমন করিতে অনুমতি
 প্রাপ্ত হইব, তাহাও অসম্ভব। যদিপি আমি দেশাচার
 অমান্য করিয়া কোন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি, তাহা
 হইলে এখনি আমাকে ধর্ম্মঘাতিনী বলিয়া তিরস্কার
 করিবেন এবং শিব স্বস্ত্যয়ন ও তুলসী দান করিয়া
 গৃহকে সংস্কৃত করিয়া লইবেন। অতএব এক্ষণে কি
 করি ? অথবা এখনোত ষষ্ঠ মাস পূর্ণ হইবার বিলম্ব
 আছে ;—ব্যবহারানুযায়ী ছয় চাঁদ ত এখনো পরিপূর্ণ
 হয় নাই। তত দিনে আমি, এস্থান হইতে বহির্গত
 হইতে পারিব। মনোত্তমা এইরূপ চিন্তায় সময় ক্ষেপ
 করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এক মাস অতীত হইলে
 তিনি সপুত্র স্মৃতিকালয় হইতে বহির্গতা ও কৃতজ্ঞান।

হইয়া গৃহে উঠিলেন । সেই রজনীতে অবসর পাইয়া নীলব্রতকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন নাথ ! এই দুর্ভিক্ষ-নীতা আবার অদ্য আপনারে কিছু নিবেদন করিতে প্রস্তুত আছে । ইহাতে চরণ প্রহার লাভ হইলে তাহা আমার পক্ষে শ্লাঘ্য । তিরস্কার লাভ হইলেও তাহা পুরস্কার । তাহাতেও রমণী জাতির উৎকৃষ্ট ভাগ্য অপেক্ষা করে । আমি সে দিন স্মৃতিকাগৃহে অল্প অল্প শুনিতে পাইতেছিলাম যে, ছোট বধু আপনাকে কতকগুলি অন্যায় ব্যয়ে অনুরোধ করিয়া এই শুভানুপ্রাশনে আমোদ আশ্লাদ করিতে বলিতেছেন ! আপনিও তাহাতে কম্পতরু হইব বলিয়া সায় দিলেন । এক্ষণে আমি সে বিষয়ে কোন কথা বলিলেই আপনি তাহা বিপরীত ভাবিয়া আর একখানা করিয়া তুলিবেন ; কিন্তু নাথ ! অমৃতে অরুচি হয় না । তবে এক্ষণকার যেরূপ সময় ও যদ্রুপ অবস্থা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা চাই । গৃহস্থ লোকের পক্ষে সর্বদা ওজন বুঝিয়া চলা নিতান্ত আবশ্যক । চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মুক্ত হস্তে অনবরত অর্থ ব্যয় করিলেই বড় লোক হওয়া হয় না । অতএব এই সময়ের সমুচিত, যাহাতে লোক সমাজে নিন্দা না হয়, তাহার সমুচিত, ও বিধি বোধিত রূপে কৌলিক প্রথা অনুসারী বস্ত্র বজায় রাখিয়া একদম সম্পাদন করিলেই ভাল দেখায় । অনর্থক পাঁচালী, বাইনাচ, রোমন্থাই প্রভৃতিতে অর্থ ব্যয় করা আমার অনুমো-

দিত হয় না এবং জল সওয়া রীতিটীও বড় উত্তম রীতি
 নহে। অধিকন্তু অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ওরকম নাচ
 তামাসা দিতে কাহাকেও দেখি নাই। যদিও কেহ দেয়,
 তাহার অপব্যয়ী সন্দেহ নাই। ইহাতে আপনার
 যাহা অভিরুচি হয় করুন। বিমলপ্রভা এই সকল কথা
 শুনিয়া অকালের জলদগর্জনের সদৃশ তর্জনে করিয়া
 কহিলেন, হ্যাঁগা ! তুমি যে বড় স্বামীকে নীতি বুঝাইতে
 বলিয়াছ ? তা, তুমি একাই কি দশ হাত বাহির করিয়া
 সমুদায় ভক্ষণ করিবে ? আমার কি আর মনুষ্যজন্মের
 সাধ নাই ? লোকে বলে যে, বিদ্যা শিখিলে হিংসা
 ছেব থাকে না কিন্তু তোমার স্বভাবে তাহার সম্পূর্ণ
 বৈপরীত্যই লক্ষিত হইতেছে। মনোভ্রম কহিলেন,
 ভগিনি ! তুমি যে ঐরূপ মনে করিবে, তাহা আমি
 পূর্বেই অনুভব করিয়াছি ; এবং সেই জন্যে আমি
 গোপনে পতিকে কোন কথাই বলি নাই। দেখিলাম
 যে, তুমি ওখানে গৃহসজ্জা করিতেছ, তাই আরো
 ডেকে ডেকে ঐ কথা বলিতেছিলাম। আমি শপথ
 করিয়া বলিতে পারি, যদি আমি তোমার পুত্রকে স্বর্গভ-
 জাত পুত্রের ন্যায় না ভাবি, আর যদি অসুয়াপরবশ
 হইয়া এই কথা বলিয়া থাকি, কিম্বা যদি আমার মনে
 কোন প্রকার ভিন্ন ভাব থাকে, তবে পরমেশ্বর তাহার
 বিচার করিবেন। কোন কালেও যেন আমার মঙ্গল না
 হয়। কি বলিব ভগিনি। এ কেবল আমারই অদৃষ্টের

দোষ । সাধারণ কথায় বলে যে, অকারণে নষ্ট চন্দ্রের
কলঙ্ক । আমার এই অপবাদও সেইরূপ । অথেষ্ট
জানিয়াছিলাম যে, আমার এই অমৃতময় বাক্যের
বিষ ফল উৎপন্ন হইবে । তা, আমার বলাও অনুচিত
হইয়াছে । এক্ষণে তোমাদের যাহা ভাল বিবেচনা হয়,
তাহাই কর । আমার তাহাতে কিছুই বলিবার নাই ।
বিমলপ্রভা কহিলেন হাঁ, তাহাই ভাল । অমৃত কথা
এক্ষণে তোলা থাকুক, তোমার পুত্রের অন্নপ্রাশনের
সময় অমৃত বর্ষণ করিবে । কেন আর এসময় বিষে অমৃত
মিশ্রিত কর । নীলব্রতও মনোভ্রমার বাক্যে উপেক্ষা
করিয়া তথা হইতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন । মনো-
ভ্রমার যাহা বুঝিবার তাহা বুঝিলাম, এই কথা বলিয়া
অধোবদনে, বসিয়া রহিলেন । বিমলপ্রভা সপত্নীকে
হতমানিনী দেখিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন ।
অন্নপ্রাশনের উদ্যোগ হইতে লাগিল । সকলেই
আজ্ঞাদিত । সকলের অঙ্গেই আনন্দচিহ্ন লক্ষিত
হইতে লাগিল । সকলের মুখেই মঙ্গলধ্বনি প্রতিধ্বনিত
হইয়া উঠিল । নগর কোলাহলময় হইয়া পথিক লোকের
মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল । পাঁচ সহস্র টাকা ব্যয় ।
সামান্য কথা নহে । পুরোহিতগণ ললাটে সুরধনী
মৃত্তিকার দীর্ঘপুণ্ড্র, সর্কাদে তীর্থমৃত্তিকা লেপন, গাত্রে
হরিনামাবলী বস্ত্র, কটীদেশে উত্তরীয় বন্ধন করিয়া জয়ো-
চ্চারণ করিতে করিতে নীলব্রত নিকেতনে সমাগত হই-

লেন। তখন অন্নপ্রাশনের সাত দিন অবশিষ্ট আছে। আগামী সোমবার অন্নপ্রাশনের শুভ দিন ধার্য্য হইল। পুরোহিতগণ পাঁচ দিন থাকিতে চণ্ডীপাঠ ও স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেহ বা নিমন্ত্রণের পত্র বিলীর ভার গ্রহণ করিলেন, কেহ বা আহারীয় দ্রব্যাদি আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন, কেহ বা বাইওয়ালী মনোনীত করিতে চলিলেন, কেহ বা পাঁচালীর বায়না করিতে ছুটি-লেন, কেহ বা বাদ্যকর বায়না করিতে গেলেন, কেহ কেহ বা স্বর্ণকারগণের উপর শাসন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা জলসওয়া, তৈল বিতরণ ও রোষ-নাইয়ের ব্যাপারে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; এই রূপ শত শত কর্ম্মে শত শত লোক নিযুক্ত হইলেন। সমারোহের আর সীমা পরিসীমা নাই। শনিবার বৈকালে দলাদলীর ঘোট বসিল। কায়স্থের দলাদলী। দুই এক জন ভূদেবও মধ্যে মধ্যে দেখা দিলেন। তাঁহারা সকল নৈবেদ্যতেই অধিকারী। “বর্ণনাং ত্রাঙ্গণো গুরুঃ,” এই অভিমানেই দিবানিশি মত্ত। ফলে গুরু হইয়া যে, কি করিতেছেন, তাহাতে জঙ্কেপও নাই। যাহা হউক এ দলাদলীটি মন্দ হইল না। ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, শিম, গোস্বামী প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ একত্র হইলেন। প্রায় সকলের মস্তকেই এক এক পাক্ এবং প্রায় সকলের হস্তেই এক এক ছুঁকা। কোন কোন ত্রাঙ্গণের মস্তকে কেশশিখা ও হস্তে তাম্রকুট-

চূর্ণ নস্যের শস্যুক । বাস্তবিক এই রূপ অঙ্গ সৌষ্ঠব না হইলে দলাদলীর ব্যাপারে বড় একটা রং আসে না । বোধ হইল যেন, এক দল রামায়ণ গান উপস্থিত হইয়াছে । গ্রামের মহামহিম প্রধান ব্যক্তিগণ একত্র না হইলে প্রায় দলাদলী বসে না । এ সকল মহৎ কর্মে সাধারণের মতের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখে না এবং তাহার প্রয়োজনও নাই । একটা প্রকাশ্য স্থানে দলাদলীর সভা হইয়াছে । চতুর্দিকে সমাগত দর্শক লোক, মধ্যস্থলে দলপতি মহাশয়েরা । কি অভিমন্ত্য বধ, কি মহিষাসুরের যুদ্ধ, অথবা কি মহীরাবণ বধ, কি হয়, তাহার নিশ্চয় নাই ? কেহ বলিতেছেন, ঐ ওপাড়ার তারিণী মিত্র বিধবা বিবাহের মতস্থ লোক, উহাকে একঘোরে করা যাউক । কেহ কহিতেছেন, ঐ অমুক ঘোষের কন্যা দত্ত বংশীয় পাত্রে প্রদত্ত হওয়াতে উহার কুল নষ্ট হইয়াছে উহাকে নিমন্ত্রণ করা হইবে না । কেহ কহিতেছেন, ঐ রমানন্দ বসুর একটা কন্যা দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা ছিল, তাহার পর বিবাহ হইয়াছে । উহাকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য ; আর এক মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন ওহে ! সেই বিবাহটাতে রমানন্দ বসু কৌলীন্য মর্যাদা গ্রহণ করে নাই । বোধ হয়, তাহার কোন বিশেষ কারণ থাকিতে পারে ; অতএব উহাকে জাত্যন্তর করিতে হইবে । কেহ বলিলেন, নীলব্রতের বাড়ীতে যাওয়া হইবে না ;

উহার স্বশুর যোগানন্দের এক কন্যা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে বলিয়া যোগানন্দের ষোড়শ বর্ষীয় এক পুত্রের অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই। এই কথা শুনিয়া এক শিরোমণি ভট্টাচার্য্য নস্য গ্রহণ করিয়া কহিলেন, অঁ্যা! জীলোক হইয়া বিদ্যা শিক্ষা? আর ষোড়শ বৎসরের পুত্র অবিবাহিত? তবে ত তাহাদের হাতে জলগ্রহণ করা হইবে না। বিশেষতঃ যে সকল রমণী বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহারা সকলেই বেশ্যা। ইহাতে কেহ কহিলেন, মহাশয়! যোগানন্দের যে কন্যা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, সেই কন্যাকেই নীলব্রত বিবাহ করিয়াছেন। এমন সময় নীলব্রত সেই রক্তভূমিতে উপনীত হইলেন। শিরোমণি ব্যস্তসমস্ত হইয়া নস্য গ্রহণ করিয়া কহিলেন, অঁ্যা! আমাদের এই ইনি; এই,—এই,—নীলব্রত? তবে—তবে—; মিত্রজা কহিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! তবে—কি?—শিরোমণি মস্তক চুলকাইয়া কহিলেন, তবে,—জীলোকের বিদ্যা শিক্ষাটা বড় দোষ নয়, ঐ ষোড়শ বৎসরের পুত্রকে বিবাহ না দেওয়াটাই দোষ। এই কথাতে কেহ কেহ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কেহ কেহ ক্রোধভরে সভা হইতে উঠিয়া চলিলেন; কেহ বা তাহাদের পশ্চাদ্গমন করিয়া পায়ে ধরিতে লাগিলেন। মহাভুলুঙ্গুল উপস্থিত; সে সময়ে কে কাহার গায়ে পড়ে, কে কারে মারে, কে কাহার কথা শোনে, তাহার স্থিরতা নাই।

১২৭৪ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত ডাইরেক্টর অব পব্লিক ইন্সট্রাক্সন্ কলিকাতা	...	৬.
„ বেবরেশ্ জন, রবিন্সন গবর্নমেন্ট ট্রেসলেটর	৳ ...	১
„ বাবু ক্ষেত্রমোহন দে ৳ ...	১
„ কালীপ্রসন্ন হালদার ৳ ...	১
„ মকুটাচরণ মিত্র ৳ ...	১
„ গোপাল লাল বসাক ৳ ...	১
„ রুন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল ৳ ...	
„ রাখানাত শীল ৳ ...	১
„ আশুতোষ মল্লিক ৳ ...	১
„ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৳ ...	১
„ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৳ ...	১
„ গিরিশচন্দ্র দেব ৳ ...	১
„ মথুরমোহন ঝাঁ ৳ ...	১
„ নবীনচন্দ্র পালীত ৳ ...	১
„ কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৳ ...	১
„ কানাইলাল বসাক ৳ ...	১
„ গুরুদাস ঘোষ ৳ ...	১
„ মদনমোহন হালদার ৳ ...	১
„ প্রসন্নকুমার মিত্র ৳ ...	১
„ প্রসাদদাস দত্ত ৳ ...	১
„ শশীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৳ ...	১
„ ফকিরচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৳ ...	১
„ কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৳ ...	১
„ শত্ৰু চন্দ্র কর ৳ ...	১
„ রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৳ ...	১
„ কৈলাসনাথ বসু ৳ ...	১
„ তারিণীগোপাল পালিত ৳ ...	১

মোহিতমোহন গোস্বামী	খড়দহ	১১
অমদাশ্রমদ রায়	কাশীমবাজার, বহরমপুর	২১
নবীনকৃষ্ণ পালীত, ছোট আদালতের জজ, মেদিনীপুর	৩১০
শ্রীচরণ রায়	(কার্তিক হইতে চৈত্র)	১১৮০
শীতলচন্দ্র বাগ্‌চী	গোয়ালপাড়া	১১০
প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী	এ	১১০
উমেশচন্দ্র গুপ্ত	এ	১১০
কমললোচন দত্ত	এ	১১০
দ্বারকানাথ বাগ্‌চী	এ	১১০
প্রসন্নকুমার ঘোষ	এ	১১০
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	এ	১১০
বগীরাম দাস	এ	১১০
নবীনকৃষ্ণ বসু, আসেসর কালেক্টর, রামপুর বোয়ালীয়া	৬০

৫২৮০

দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৭৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে তাঁহারা নব-প্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক ও দ্রাব্য ন হইতে ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান কবিয়াছিলেন, গত আশ্বিন মাসে তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। অপব তাঁহারা গত বৈশাখ হইতে ষাণ্মাসিক প্রদান কবিয়াছিলেন, ষাণ্মাসিক মূল্যও পরিশোধ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে পুনরায় বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক প্রদান করিবেন; যদি এক মাস মধ্যে মূল্য প্রদান না করেন, তবে তাঁহাদের দত্ত মূল্য অগ্রিম বলিয়া পরিগণিত হইবে না। তাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিতে না করেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদিগের নিকট অদ্যাবধি গত বৎসরের মূল্য বাকি হইয়াছে, তাঁহারাও অবিলম্বে আমাদের প্রাপ্য পরিশোধ করিবেন, ইহাতে অন্যথা হলে আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগের নাম ধাম প্রকাশে অগত্য বাধ্য হইব।

আমাদের মকদ্দমীয় গ্রাহক মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন যে, অগ্রিম মূল্য প্রদান না হইলে এট নবপ্রবন্ধ পত্র কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না; কিন্তু এ পর্যন্ত বিকান্ত গ্রাহকই অগ্রিম মূল্য প্রদান করেন নাই, তরঙ্গ কবি, তাঁহারা আব অধিক রস না করিয়া স্বয়ং মূল্য পাঠাইয়া বাধ্য করিবেন।

শ্রী তিনকড়ি ঘোষাল।

সম্পাদক।

Part II

N.12.

NABA PROBUNDHA

A
MONTHLY MAGAZINE.



নবপ্রবন্ধ

মাসিক পত্র।

সদর্থমন্দেরবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তরূতানুসন্ধঃ ।

সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ } চৈত্র, ১২৭৪ ।	{ মাসিক ১০
১২শ সংখ্যা } এপ্রেল, ১৮৬৮ ।	{ অগ্রিমবার্ষিক ২৥০

কাচ ৩৫৩	মনোস্তম্ভা ৩৬৯
অপূর্ণকারাবাস ৩৫৪	উপসংহার ৩৭৯
একটা রাজনীতি ৩৬৫	পত্রপ্রেরকের প্রতি ... ৩৮০
নূতন পুস্তক ও পত্রের সমা- লোচন ৩৬৬	

কলিকাতা ।

আমহার্ট স্ট্রীট্ ৩৪। ১নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীকালীকিন্সর চক্রবর্তি কর্তৃক মুদ্রিত ।

নবপ্রবন্ধ কার্যালয় । ষোড়শীকো বসবাস দেব স্ট্রীট ১৮ । ২ নম্বর ভবন ।

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ ।

সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ, চৈত্র, ১২৭৪ । মাসিক ১০
১২শ সংখ্যা, এপ্রেল, ১৮৬৮ । অগ্রিমবার্ষিক ২৥০

কাচ ।

৬৩ পৃষ্ঠার পর ।

হামুলা
মণি মক-
লের কা-
চ নির্মিত
নকলমণি
প্রস্তুত ক-

রিবার নিমিত্ত একরূপ শিশা ঘট
কাচ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

উহাতে শিশার ভাগ প্রায় শত-
করা ৫৩ অংশ থাকে । উহাকে
অধিক গলনীয় করিবার নিমিত্ত

একটু বোয়াক্স, * মিশ্রিত করা
হয় । এইরূপ কাচকে উপযুক্ত
রূপে কর্তন করিয়া নকল হীরার
প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহাকে
গোমেদক মণির † পীত রঙ
বিশিষ্ট করিতে হইলে শতকরা
এক ভাগ লৌহের পারকু মাইড ‡
মিশ্রিত করিতে হয় ।

ইহা হইতে নকল নীলকান্ত
মণি প্রস্তুত করিতে হইলে একটু
কোবল্ট মিশ্রিত করিলেই হইয়া

* Borax.

† Topax.

‡ Peroxide of Iron.

থাকে। কি কি দ্রব্য মিশ্রিত করিলে কাচে ভিন্ন ভিন্ন রঙ করা যাইতে পারে, তাহা পশ্চাতে লিখিত হইল। একটু ক্রোম* মিশ্রিত করিলে কাচে হরিৎ রঙ হয়; কোবল্ট দিলে ঘোর পীত হইয়া থাকে। কোবল্ট এবং ম্যাঙ্গানিস মিশ্রিত করিলে কাল রং হয়; তাম্র দিলে হরিৎ এবং স্বর্ণ ও টিন্ মিশ্রিত করিলে অতি সুন্দর পদ্মরাগ মণির রঙের কাচ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উষ্ণতা ও শীতলতা প্রযুক্ত কাচের যে রূপ অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

কাচের জিনিষ পত্র হঠাৎ অত্যন্ত শীতল ঘর হইতে উষ্ণ ঘরে আনিতে হইলে, কাটিয়া যায় ও চূর্ণ হইয়া পড়ে। কাচের দ্রব্য প্রস্তুত হইলে, উহাকে ক্রমে ক্রমে শীতল করিলে প্রায় ঐরূপ হয় না। কিন্তু ঐরূপ করিলেও যদি একটা শীতল কাচের দ্রব্যেতে গরম জল ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, কারণ উস্তাপ লাগাইলে কাচ বিস্তৃত হইয়া থাকে।

* Chrome:

অপূর্ব কারাবাস ।

৩৪৪ পৃষ্ঠার পর ।

হারাজ অমরকেতন কি জীবিত আছেন ? ”

“তিনি জীবিত আছেন, কিন্তু কোথায় যে পলায়ন করিয়াছেন, অদ্যাপি তাহার অনুসন্ধান হয় নাই,” “উহার পরিবারবর্গ কোথায় কিরূপে অবস্থিতি করিতেছে ? ” “উহার পরিবারগণ উহার সহিতই গমন করিয়াছে, কিন্তু রাজ্যচ্যুত হইবার পূর্বেই যে উহার সম্ভানদ্বয় কোথায় প্রেরিত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় হইতেছে না। ” “রাজ্য অমরসিংহের পিতা যে অমরকেতনের প্রধান মন্ত্রিপদে অধিরূঢ় ছিলেন, তিনি এক্ষণে কোথায় ? ” “তিনি এখন মহারাজ জয়সিংহেরই প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাহারই বুদ্ধিকৌশলে অমরকেতন রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া মহারাজ জয়সিংহ তাঁহার উপরই কাশ্মীরের রাজ্যভার প্রদান করিয়া আপনি নামমাত্র অধীশ্বর

হইয়া রহিয়াছেন, কাশ্মীরের শাসন কার্য তাঁহারই একমাত্র আজ্ঞা-ধীন ।” “আমরা রাজা অমরসিং-হের সাহায্যার্থ গমন করিতে পারি নাই, তাহাতে বোধ হয়, রাজা আমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া-ছেন ?” আগন্তুক ভাবিয়া আ-কুল,—উহার বিষয় কিছুই জানি-তেন না, কি উত্তর করিবেন কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতে-ছেন না । ক্রীতগণ উহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল, মহা-শয় ! স্বরূপ-কথনে সঙ্কোচের বিষয় কি ? বলুন, আপনার অবিদিত কিছুই নাই । অমরসিংহ নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রতি স্নাত-ক্রুদ্ধ হইয়াছেন । কিন্তু আমরা কি করিব, মহারাজ অমরকেতনের পূর্বপুরুষ কর্তৃকই আমরা এ স্থলে আনীত হইয়াছি । অমরকেতনই যেন আমাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন, ইহা বলিয়া কিরূপে আমরা তাড়ন কৃতপ্তের ন্যায় পূর্বকথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহারই বিনাশার্থ অস্ত্রধারণ করিব ? ইহাতে আমাদিগের প্রতি ক্রোধপরবশ হওয়া তাঁহার তাড়ন ন্যায় কার্য বোধ হইতেছে না ।

আগন্তুক ক্রীতগণের সেইরূপ বিনয়োদ্ধত-বাক্য শ্রবণে অনুমান করিলেন, ইহারা মহারাজ অমর-কেতনের প্রতিই স্নাতশয় ভক্তি-বিশিষ্ট, কিন্তু আমাকে অমরসিং-হের পক্ষীয় বিবেচনায় কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেছে না এবং বোধ হয়, অমর সিংহ যুদ্ধ সময়ে সাহায্যার্থ ইহাদিগকেই আহ্বান করিয়াছিল, কিন্তু ই-হারা পূর্বোপকার স্মরণ করিয়া তাহাতে অসম্মত হয়, সেই জন্যই এইরূপ বলিতেছে । ক্রীতগণ তোমরাই ধন্য ! অমর সিংহ ! অসভ্য বন্য ক্রীতগণেরও যে-রূপ মদ্বন্ধি ও কৃতজ্ঞতা দেখি-লাম, তাহার শতাংশের একাংশও যদি তোমাতে থাকিত, তাহা হইলেও তুমি আপনাকে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইতে, দুর্গম অরণ্য বাসেও ই-হারা যে রূপ সন্মান রাশি সঞ্চয় করিয়াছে, তুমি নগর মধ্যে বাস করিয়াও তাহাতে সমর্থ হও নাই । মহারাজ অমর কেতন তোমাদিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার ও যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই কার্য তা-

হার অনুরূপই হইয়াছে। পামর !
 তোর ন্যায় কৃতত্ত্ব ও নিষ্ঠুর
 এই অখণ্ড ভূমণ্ডল মধ্যে আর
 কেহই নাই। তোর হৃদয় পাষণে
 নির্ম্মিত দয়ার লেশ মাত্র নাই !
 সত্যতার নামমাত্র নাই। তোর দে-
 হই কেবল মনুষ্যচর্য্যে সংচ্ছাদিত
 কিন্তু হৃদয় পাপে পরিপূর্ণ। যে
 অমরকেতন তোকে পুত্রের ন্যায় ও
 তোর পিতাকে জ্যেষ্ঠ মহোদয়ের
 ন্যায় ভাবিতেন, তোকে অঙ্গে ও
 তোর পিতাকে মস্তকে বহন করি-
 তেন, সেই তোদের হস্তেই কি তাঁর
 এত দূর দূরবস্থা সংঘটিত হ-
 ওয়া উচিত ? বিশ্বাসঘাতক নরা-
 ধম ! যে ক্ষণ ভঙ্গুর দেহের
 সুখমৌক্যার্থে তুই এই মনুষ্য-
 বিগর্হিত পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান
 করিলি, সেই দেহের অবসানে
 তোর যে কি রূপ গতি হইবে,
 তাহা স্বয়ং বিধাতারও বুজির
 অগম্য। পাপিষ্ঠ ! এই বহুমতী কি
 তোরই তার বহনে আপনাকে
 পাপিয়সী জ্ঞান করিতেছেন না ?
 কাশ্মীররাজ্য কি তোর পাপানলেই
 ভস্মীভূত হইবে না ;—পৃথিবী
 বিদীর্ণ হও, অন্তরে স্থান দান
 কর, ক্রোধ বন্ধু প্রজ্জ্বলিত হইয়া

হৃদয়কে দাহন করিতেছে, সহ্য
 হয় না, যে স্থলে ঐপাপিষ্ঠের নাম
 মাত্রও কর্ণকে ব্যথিত করিতে না
 পারে, এমন স্থলে লইয়া চল।—
 ক্রোধে আগন্তকের মস্তক ঘূর্ণিত
 হইতে লাগিল, চতুর্দিক শূন্যময়
 দেখিতে লাগিল, ও মুখমণ্ডল-
 বিরাজিত উষ্ণশোণিতের বাষ্প
 সদৃশ নিঃশ্বাস বায়ু ঘন ঘন ব-
 হিতে লাগিল। কিরাতগণ আগ-
 ন্তকের আকার দর্শনে ক্রুদ্ধের ন্যায়
 বিবেচনা করিয়া বলিল, মহাশয় !
 আকার দর্শনে আপনাকে বিল-
 ক্ষণ ক্রুদ্ধের ন্যায় বোধ হইতেছে,
 কিন্তু ঐ ক্রোধ অরণ্যরূপিতের
 ন্যায় কোন কার্য্যকরই হইতেছে
 না। আমরা যাহা ভাল বুঝিয়াছি
 করিয়াছি, তাহাতে কাহারও ভয়ে
 ভীত হইব না। যদি অমর সিংহ
 হীনবল জানিয়া আমাদিগের
 প্রতি পীড়নই করেন, তাহা হ-
 ইলে নয় আমাদিগের পূর্বাধাস
 বিদ্রোহ ভূমিতে গমন করিব, তথাপি
 পাপকার্য্যে সাহায্য প্রদান করিব
 না, অধিক কি প্রাণ সত্ত্বেও ঐ
 পাপিষ্ঠের মতে সম্মতিও প্রদান
 করিতে পারিব না।

সুধাবর্শী অক্ষর পংক্তি সস্তা-

পিত হৃদয়কে মুশীতল করিল, বাত্যাবেগ চঞ্চলিত মানসবারি মেঘনির্ম্মুক্ত জল প্রপাত স্পর্শে শাস্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল এবং অরুণবর্ণ বদনকাস্তিও পুনরায় স্বীয়মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। দৈব-নিগ্রহে একান্ত পীড়িত ব্যক্তির পরোক্ষে যদি কোন ব্যক্তি তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাতে দুঃখিত ব্যক্তির অন্তরে যে কি পরিমাণে সন্তোষরাশি সঞ্চারিত হয়, তাহা এই আগন্তুকই বিলক্ষণ জানিতে পারিতেছেন, তথাপি আত্মগোপনে চেষ্টার ক্রটি হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, আগন্তুক ভাবিলেন, কথা দ্বারা ত ইহাদিগকে অমরসিংহের প্রতি সাতিশয় বিদ্বেষ-পরবশ বোধ হইতেছে, তথাপি যাহাতে সেই বিদ্বেষভাব সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহা করা আমার একান্ত কর্তব্য। এই স্থির করিয়া বলিলেন, তোমরা কি বলিলে? মহারাজ অমরসিংহ পাপিষ্ঠ! বলপূর্ব্বক অন্যের রাজ্য অধিকার করা যখন ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম, তখন কি শত্রু কি মিত্র, সকলের নিকটই অসম্মুচিত

চিন্তে পরাক্রম প্রকাশ করায় কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই।

যাহাই হউক, সামান্য কিরাত-মুখে এরূপ বাক্য নিতান্ত অসহ্য। কি বলিব, যদি আজ আমি এরূপ অসহায় না হইতাম, যদি কাশ্মীর দেশীয় পাঁচ জন ব্যক্তিও আমার সহচর থাকিত, তাহা হইলে এখনই ইহার সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিতাম। কাশ্মীররাজ অমর সিংহ পাপিষ্ঠ, আর অরণ্য-বাসী ব্যাধেরা পুণ্যাত্মা? এ কথা শুনিলে কোন্ ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারে? “মহাশয়—” “ক্ষান্ত হও আর তোমাদিগের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে আমার প্ররুত্তি নাই; তোমাদিগের অধিপতিকে সংবাদ দেও, যাহা কিছু বলিতে হয়, তাহার সঙ্গেই বলিব। সামান্য কিস্করেরা রাজদূতের অথবা রাজ প্রতিনিধির সহিত বাক্যালাপের উপযুক্ত নহে।”

কিরাতগণ তাহার বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, পূর্ব্ব ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু কিরাতপতির ভয়ে অতি কষ্টে ক্রোধাবেগ সংবরণ করিয়া

এক জন অনুচরকে আদেশ করিল। দেখ দলপতি কি করিতেছেন; যদি কথঞ্চিৎ সুস্থ শরীর থাকেন, তাহা হইলে তাহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন কর এবং তিনি যে রূপ আদেশ করেন, তাহা অবিলম্বে আমাদিগকে জানাও, তৎপরে যে রূপ করিতে হয় করিব। বলিষা মাত্র অনুচর দলপতি সমীপে গমন করিল, এবং তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া সেই স্থলে আসিয়া বলিল, যিনি রাজা অমর সিংহের নিকট হইতে এ স্থলে আসিয়াছেন, তাহাকে সেই স্থলে গমন করিতে আদেশ করিলেন। “মহাশয়! ইহার সহিত দলপতির নিকট গমন করুন, আগন্তুক গাত্রোথান করিলেন, কিরাতগণ আরক্তনয়নে তাঁহার মুখের প্রতি দ্রষ্টি নিষ্কপ করিতে লাগিল। আগন্তুক আপনার ইচ্ছা ফলবতী বিবেচনা করিয়া পুলকিত মনে অনুচরের সহিত কিরাতপতির নিকট গমন করিতে লাগিলেন।

উর্দ্ধে বাতয়ন। বাতায়নের নিম্নভাগ মেঘসমূহ কাষ্ঠাবরণে

আবরিত, এবং উপরি ভাগ প্রভাত দিবাকরের ন্যায় রাগরক্ত বদন কান্তি দ্বারা বিচ্ছুরিত। বদনশোভাও কথঞ্চিৎ পরিচিতের ন্যায় অনুমিত হইতেছে, সন্দেহও সম্পূর্ণ রূপ রহিয়াছে, তথাপি আগন্তকের হৃদয় নৈশ তিমির সমূহ দুঃখভারক্রিম কমলদলের ন্যায় বিকসিত হইতে লাগিল, কিন্তু যখন তুল্যরূপ অন্য বাতায়নে প্রভাতকালীন ক্ষীণকান্তি শশধরের ন্যায় অন্য বদন নিরীক্ষণ করিলেন, তখন আর সন্দেহের নামমাত্র রহিল না, হৃদয় সম্পূর্ণ রূপে প্রকুল্লিত হইয়া উঠিল ও মধুর তুল্য অন্তর্কালিমা নিরস্ত হইয়া গেল। নিরস্ত দরিদ্রের অপরিমিত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির ন্যায় ঐ দর্শনটী তাঁহাকে এককালে অস্থির করিয়া তুলিল। আত্মাদের ইয়ত্তা নাই। বহুকাল পরে অপ্রার্থিত অনাশ্বাসিত বস্তুর দর্শন লাভ করিলেন। যাহার উদ্দেশ্যে তিনি এতকাল বনে বনে অনাহারে দিবারাত্রি পরিত্রমণ করিতেছিলেন, যাহার অদর্শনে এক দণ্ডের নিমিস্তও মুখস্থচ্ছন্দ লাভ করিতে পারেন নাই ও যা-

হার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বুদ্ধ-
পিতা মাতা সৰ্বদাই হা হতাশ
করিতেছেন, সেই বস্তু অগ্রে উপ-
স্থিত, দূরন্ত বিপক্ষের হস্তে দিনষ্ট
হয় নাই, নিরাপদে তাঁহারই
পিতার অনুগত ও পক্ষীয় ব্যক্তির
হস্তে লালিত হইতেছে, ইহা অ-
পেক্ষা আহ্লাদের বিষয় এই ভূম-
ণ্ডলে আর কি বিদ্যমান আছে।
আগন্তুক চিত্রাৰ্পিতের ন্যায়দণ্ডায়-
মান, নড়িবার শক্তি নাই। অনি-
শেষ নয়ন উৰ্দ্ধভাগেই নিষ্কিপ্ত
রহিয়াছে। কর্তব্য কর্ম দূরে অব-
স্থিত করিতেছে, গন্তব্য স্থানও
অন্তর হইতে অন্তরিত হইয়াছে।
সঙ্গে যোঁ কিরাতপতির অনুচর
রহিয়াছে, তাহাও স্মরণ নাই।
সে যে তাহার এই ভাব দর্শনে
কি মনে করিতেছে, তাহাতেও
জ্ঞান নাই। পূর্বের ন্যায় এক-
ণেও সেইরূপে দণ্ডায়মান, কলে-
বরও সেইরূপ নিষ্কম্প ও নিশ্চেষ্ট।

অনুচর আগন্তুকের ভাবভঙ্গি
দর্শনে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিষ্কম্প
করিতে লাগিল, কিছুই দেখিতে
পাইল না। কিন্তু তাহার সংশ-
রিত দৃষ্টি উল্কে নিষ্কিপ্ত হইবা-
মাত্র সেই মেঘ সঙ্কশ গবাক্ষের

আবরণিকা শশিকলাকে অন্ত-
হিত করিল। অনুমানে বোধ
হইল, যেন কেহ গবাক্ষদ্বার
রোধ করিল, কিন্তু কে যে উহা
রোধ করিল, অনুচর তাহার
কিছুই বুঝিতে পারিল না। অব-
শেষে আগন্তুককে সম্বোধন ক-
রিয়া বলিল, মহাশয়! কি দেখি-
তেছেন, কিরাতনাথ আপনার
অপেক্ষায় অম্লস্থ শরীরেও সময়
প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিলম্ব
করিবেন না, চলুন, আপনার
জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অবস্থিতি
করিতেছেন। “চল, যাইতেছি,,
এই কথা বলিয়া চিন্তাকুলিত
চিত্তে অনুচরের সহিত শূন্যহৃদয়ে
কিরাতপতির নিকট গমন করি-
লেন।

পঞ্চম স্তবক ।

কিরাতনাথ আবাসগৃহের বহি-
র্ভাগে সামান্য আসনে অর্দ্ধ শয়ি-
তাবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছেন।
শরীর মাতিশয় দুর্বল, এমন কি
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আপন আপন
ভাগ বহনেও অক্ষম, লাভণ্যজ্যোতি
চিন্তায় অপনীত হইয়াছে, ও স্থল-
তর শিরারাজি বিরাজিত রুদ্ধ

কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মে সেই অস্থিময় নরদেহ আররিত রহিয়াছে, দেখিলে কাহার না অন্তরে ভয়ের উদ্বেক হইয়া থাকে? আগন্তুক সেই অদ্ভুত পূর্ব ভয়ঙ্কর কিরাতমূর্ত্তি দর্শনে মহস। ভীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ভয়াবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া বিন্মিতভাবে অগ্রেই উঠারে সেই বিরূপতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিরাতপতি মৃদুস্বরে বলিলেন, আন্তরিক অস্থখই আমাকে এইরূপ বিরূপ করিয়া তুলিয়াছে। “আন্তরিক গ্লনি? এমন কি—” অর্দ্ধমাত্র বলিয়াই আগন্তুক ফ্রাস্ত হইলেন, বুঝিলেন, সেই যুবতীই তাঁহার এইরূপ অস্থখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কিরাতপতি যুবতী ও কুমারকে তাহার নিকট গোপন করিবার মানসে প্রস্তাবিত বিষয় হইতে ফ্রাস্ত করিবার নিমিত্ত বলিলেন মহাশয়! মহারাজ অমরসিংহ কি অভিপ্রায়ে আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, বলুন, যদি প্রতিপালনের যোগ্য হয়, ত এখন প্রতিপালন করিব। “গদিও তিনি জানেন ও আমিও জানি—তেছি যে, তাহার আদেশ রূপা,

আপনার নিকট কোন কার্য্যকর হইবে না, তথাপি বলিবার নিমিত্ত যখন এতদূর শ্রম করিয়া আসিয়াছি ও যখন প্রভুর আজ্ঞা পালন ভূতোর একান্ত কর্তব্য, তখন আমার কর্তব্য আমি পালন করি, এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরূচি হয়, করিবেন। “উপযুক্ত আদেশ হইলে পালনে বাধা কি? কিন্তু অসঙ্গত হইলে কিরূপে প্রতিপালন করিতে পারি!” “আজ্ঞা উপযুক্ত আর অনুযুক্ত কি? প্রভু বাহা আদেশ করিবেন, অবিচারিত চিন্তে প্রতিপালন করা আশ্রিত মাত্রেই কর্তব্য, তাহা করা করিলে বরং পাপী হইতে হয়।” “মহাশয়! আমরা অসভ্য বন্য জাতি, আমাদের তাহ্মশ সঙ্ঘুক্তি ও সাধু বিবেচনা কোথায়? কিন্তু আমাদের মতের সহিত বিভিন্ন হইলে পরমারাধ্য পিতার বাক্যেও অবহেলা করিয়া থাকি।” “তবে কি মহারাজ অমরসিংহের বাক্য রক্ষা হইবে না?” বলুন যদি রক্ষার হয় ত এখন সম্পাদন করিব,, “বুঝিয়াছি, আর বলিবার আবশ্যক নাই। কিরাতরাজ! পদে পদে অমরসিংহের অবমাননা

করা আপনার কর্তব্য হইতেছে না। এখন আর সেই দুরাত্মা অমরসিংহের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নাই যে, অমরসিংহের আজ্ঞা অবহেলন করিয়াও রক্ষা পাইবেন, এক্ষণে অমরসিংহের পরম বন্ধু মহারাজ জয়সিংহ কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করিয়াছেন,, “ব্রথা বাচালতা প্রকাশে আবশ্যিক নাই। যাহা বলিতে হয় বলুন, আমার শরীর নিতান্ত অসুস্থ, এক্ষণে অবস্থায় আর অধিকক্ষণ অবস্থিত থাকিতে পারিব না।, কেবল যদি শুনিলে নিমিত্তই হয়, তাহা হইলে বলিবার আবশ্যিক নাই—অথবা আদেশমত কার্য্যকরণে দোষ কি? শুনুন, মহারাজ অমরসিংহ বলিয়াছেন যে, “শুনিলাম, আপনি কাশ্মীর দেশীয় একটা অনুদ্ভিষ্ট যুবতী ও সুকুমার কুমার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং ঐ যুবতীর উপর বলপ্রকাশেরও চেষ্টা করিতেছেন, যুবতী কাশ্মীর দেশীয়, কাশ্মীর দেশীয় ললনার প্রতি বন্য ক্রীড়াগণের আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত অসহ্য ও অসহ্য। বিশেষতঃ সামান্য কোন অনুদ্ভিষ্ট

দ্রব্য পাইলেও যখন উহাতে ভূপতিরই ন্যায় অধিকার নিদ্ভিষ্ট রহিয়াছে, তখন যে আমার অধীনস্থ একখণ্ড অরণ্যের উপর আধিপত্য লাভ করিয়া প্রায় আমারই সংসারভুক্ত যুবতীকে রক্ত করিয়া তাহারই প্রণয়পাত্র হইতে প্রার্থনা করা অথবা তাহার উপর বল প্রকাশ করা সহ্য করিতে পারিতেছি না। অধিক কি, মনে হইলেও ক্রোধে শরীর অধীর হইয়া উঠে। অতএব যদি আপনি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে শ্রবণমাত্র অবিচারিত চিন্তে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ইহার নিকট যুবতী ও কুমারকে প্রদান করিবেন, ভিন্নমত করিলে অবিলম্বেই সমর স্থলে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবা।” সুমুদায় বলিলাম, এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় করুন, ক্রীড়াপতি উহার বাক্য শ্রবণে দুঃখিত মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমি যাহারই গোপন চেষ্টা করিতেছিলাম, তাহাই দুরাত্মার কর্ণগোচর হইয়াছে। আর উপায় নাই, যুদ্ধ কাল নিশ্চয়ই নিকটবর্তী হইয়াছে। একবার উহার প্রার্থনা

অগ্রাহ্য করাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া আছে, তাহাতে আবার দ্বিতীয় কারণ উপস্থিত, ইহাতে কখনই ক্ষান্ত থাকিবে না। কি কর্তব্য? যদিও যুবতী আমার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করিতেছে, তথাপি উহাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারিব না! বিশেষতঃ এরূপ সদাচার-পরায়ণ ধনুর্সিঁদ্যায় পারদর্শী ভক্তিনিষ্ঠ ও স্নেহাঙ্গদ কুমারকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব,—কখনই পারিব না, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি পারিব না। দুরাত্মা অমরসিংহ আমার চির-শত্রু, কেবল যে ইহা করিলেই উহার কপটতা হইতে পরিত্রাণ পাইব, তাহা কখনই সম্ভাবিত নহে। আমার সর্বনাশ সম্পাদনে সেই মায়াবী কখনই সাধ্যের ক্রটি করিবে না। যেরূপে পারুক, দিবানিশি আমার অনিষ্ট সাধনে চেষ্টা করিবে; অতএব এই দুঃসময়ে পুত্রকল্প উপযুক্ত কুমারকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া অপেক্ষাকৃত সমধিক বিপদগ্রস্ত হইবার আবশ্যক কি?—কিন্তু সহসাও কোন কার্য করা কর্তব্য নয়, যদিও

তাহার অভিপ্রায় কপটতা-পূর্ণ, তথাপি অন্যান্য আত্মীয় গণের সহিত পরামর্শ না করিয়া প্রকৃত উত্তর প্রদান করা অনুচিত। কীরাতপতি এইরূপ ভাবিতেন, কিন্তু আগন্তুক উহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন, ইহাতে আর চিন্তার কি আছে? যাহা ভাল বোধ হয়, বলুন, তাহাতে সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনার সহায়বল ও ক্ষমতার বিষয় বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া উত্তর প্রদান করিবেন, দেখিবেন পরে যেন অমরসিংহের হাস্যের পাত্র হইতে না হয়। “কীরাতপতি যাহা করিবে, তাহাতে উপহাস করা অমরসিংহের সাধ্যাত্ত নহে। উহার বলবিক্রম আমার অবিদিত নাই।” “ভাল, পরে কাহারও তাহা অবিদিত থাকিবে না, এক্ষণে যাহা বলিতে হয়, বলুন।” “অদ্য আমি ইহার ভাল মন্দ কিছু-রই উত্তর প্রদান করিতে পারিব না, কল্য যাহা হয় বলিব। অনুগ্রহ করিয়া অদ্য আপনাকে এই স্থলে থাকিতে হইবে।” উভয়ের এইরূপ বাকবিতণ্ডা হইতেছে, ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত।—

সমস্ত দিবস অনিয়ত পরি-
শ্রমের পর দিবসনাথ বিশ্রামার্থ
গিরিগহ্বরে লীন হইলেন, নিশা
বধু সহচরী সন্ধ্যার সহিত অনুরূপ
বেশভূষায় পরিবীত হইয়া অমৃত
পূর্ণ স্মরণমালা হস্তে ধারণপূর্বক
পূর্বাঞ্চলে প্রকাশমান হইলেন।
আগমন কালে বিকম্পিত কর-
যুগল হইতে মন্দ মন্দ অমৃত বিন্দু
ক্ষরিত হইতে লাগিল, কি মধুর
স্পর্শ! অঙ্গে মিত্র হইবামাত্র
মানিনীর মান ভঙ্গ হইল, বিরহিণীর
শরীর দ্রব হইতে লাগিল, যুবক
মিথুন মুগ্ধ হইয়া পড়িল ও পতিত
হইবে জানিয়াও অভিমানিকারী
পিচ্ছিল মার্গে পদার্পণ করিল।
এদিকে সৃগয়াপ্রতিনিবৃত্ত কিরাত-
গণ তীরবিক্ত পশু পক্ষী প্রভৃতি
স্বক্কে করিয়া স্ব স্ব আবাসাভি-
মুখে প্রবেশ করিতে লাগিল
এবং কিরাতবালকেরা দলবদ্ধ হ-
ইয়া পেনুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
রঞ্জু বদ্ধ মৃত পক্ষী হস্তে করিয়া
বন হইতে গ্রামাভিমুখে প্রতি-
নিবৃত্ত হইতে লাগিল।

ক্রমে সময় উপস্থিত—নিতান্ত
প্রিয়তমা হইলেও নিশাসহবাসে
আর অধিকক্ষণ থাকা নিতান্ত

অনুচিত ইহা ভাবিয়া সন্ধ্যাসখী
যুবতীকে যুবতীর সহচরীর ন্যায়
প্রিয় সখী নিশাকে পরিত্যাগ
করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। নিশা
হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু যুবতী
সহচরীর হস্ত ধারণ করিয়া কাঁদি-
তে লাগিল।

তখন যুবতীর সহচরী যুব-
তীকে কাঁদিতে দেখিয়া করুণ-
স্বরে বলিল সখি! কি করিব,
অধিপতির আদেশ নিতান্ত ক-
ঠিন, এত কাল কি দিবা কি
রজনী, সর্ব সময়ই তোমার সহ-
বাসে কাল যাপন করিয়াছি,
এক দণ্ডের নিমিত্তও তোমার
চক্ষের অন্তরাল হই নাই, কিন্তু
আমরা পরাধীন, ইচ্ছা বিরহেও
অগত্যা প্রভুর আজ্ঞা পালন ক-
রিতে হইতেছে। স্থির হও, মতীর
মতীত্ব বুদ্ধদেব রক্ষা করিবেন।
সখি! রোদনে ক্ষান্ত হও, হস্ত
ছাড়িয়া দেও, ভয় নাই, কিরাত
পতির চরিত্র তাড়ন কঠোর নহে,
কখনই তিনি তোমার অমতে
তোমার গাত্রপর্যন্ত স্পর্শ করিবেন
না।” “যাহাই হউক তুমি এখানে
হইতে অন্যত্র যাইতে পারিবে
না, যাইলে নিশ্চয়ই আত্মঘাতনী

হইব। সখি! এই দুর্গম অরণ্য মধ্যে আপন বলিয়া ভাবে এমন আর আমার কে আছে, যে অবধি আমি এ স্থলে আসিয়াছি, সেই অবধি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, তুমি নিকটে থাকিলে পূর্বের দুঃখ আমাকে তাড়ন প্রদানে সমর্থ হয় না। তোমার মুখ দেখিলে আমার হৃদয় প্রকুল হইয়া উঠে, শরীর পুলকিত হইতে থাকে, চতুর্দিক আমোদময় দেখিতে থাকি। কিন্তু তোমার বিরহ কখনই সহ্য করিতে পারিব না। সখি! এই বিপদ সময় তুমিও কি আমায় পরিত্যাগ করিবে? তাহা হইলে আমাকে আর কে আশ্রয় দিবে, কাহার নিকট শরণাপন্ন হইব? সখি! আজ আমার এই প্রাণের ভিতর যে কিরূপ করিতেছে, তাহা বলিতে পারিতেছি না, যদি এই কঠিন প্রাণ এই দেহ হইতে এখনি বহির্গত হয়, তাহা হইলে আর এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। কি বলিব যখনি ঐ পাপাত্মার কথা আমার স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়, তখনই হৃদয় এককালে অধীর হইয়া উঠে।”

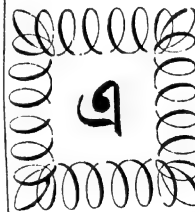
“সখি! কি করিবে, কাহারও এ বিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই, স্বয়ং অধিপতিই তোমার প্রণয়াকঙ্কী, তাহার ইচ্ছার বিপরীতাচরণ করিতে পারে, কাহারও এমন সাধ্য নাই। ছাড়িয়া দেও, রাত্রি হইয়াছে, বোধ হয় আমারই জন্য কিরাতপতি আসিতে পারিতেছেন না” বলিয়া সহচরী যুবতীর বলহীন হস্ত হইতে হস্তমোচন করিয়া মত্তর পদে গৃহের বহির্গত হইলেন। যুবতীও শূন্য হৃদয়ে স্থলিতপদে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ক্রমে উভয়েই উভয়ের সম্মুখীন। কিরাতপতি উহাদিগকে ঐরূপ সবেগে আগমন করিতে দেখিয়া বলিলেন, কি হইয়াছে? ঐরূপ মত্তর গমনের কারণ কি? সঙ্গিনী সম্মুখে কিরাতপতিকে দেখিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, মহাশয়! ইনি কোন রূপেই আপনার সহবাস বাসে সম্মত হইতেছেন না, বোঝাইতে ক্রটি করি নাই, কোন রূপেই প্রবোধ মানিতেছেন না। যখন সঙ্গিনী এই কথা বলিতেছিল, তখন যে কিরাতনাথ যে একজন অপরিচিত পুরুষের সহিত

আসীন রহিয়াছেন, সম্ভ্রম বশত তাহা অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু যখন “কি?—কাশ্মীর মহি-
লার সতীত্বনাশে বলপ্রকাশ!” এই সগর্গ কৰ্কশ কণ্ঠস্বর উহার কৰ্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তখন একেবারে ভয়ে আড়ষ্ট প্রায় হইয়া উঠিল। মুখে বাক্য নাই, ভয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। ভাবিল, না জাগি, কিরাতপতি এই অপরাধে কত-
দূব গুরুতর দণ্ডবিধান করি-
বেন। কিন্তু কিরাতনাথ তৎ-
কালে আর কিছুমাত্র সে কথার উত্থাপন না করিয়া বলিলেন,
যাও, তুমি উহার গৃহেই অব-
স্থান কর। এই কথা বলি-
লেন বটে, কিন্তু দুঃখিতান্তকরণে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যুবতী উহার বাক্য শ্রবণে কথঞ্চিৎ মুহুরি চিত্ত হইলেন ও সঙ্গিনীর সহিত আবাস গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আগন্তুক যুবতীকে দর্শন করিয়া ও কিরাতরাজের অত্যাচারের বিষয় অনুধান করিয়া তৎকালে মাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অতি কষ্টে ক্রোধাবেগ সং-

বরণ করিয়া ভাবিলেন, একমাত্র ক্রোধকে সহায় করিয়া এসময়ে কোন কথা উত্থাপন করা উচিত নহে। ক্রুদ্ধ হইলে লোকের হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা থাকে না, এবং উপযুক্ত বায়ু-
সহযোগ প্রাপ্ত হইলে সেই ক্রো-
ধানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠে ও বিষম অনিষ্ট সাধন করে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

একটী রাজনীতি।



কদা চন্দ্রবৎ-
শীয় কোন
রাজা, আ-
পন প্রজা-
দিগের প্রতি
নিষ্ঠুরতাচরণ ও অত্যন্ত অত্যা-
চার এবং অবিচার আরম্ভ করিয়া
তাহাদিগের ধনসম্পত্তি আত্ম-
সাৎ করাতে, প্রজাগণ অন্য
রাজ্যে পলায়ন করিতে থাকে।

এইরূপে প্রজার ক্রাস হওয়াতে দিন দিন তাহার ধনাগার শূন্য হইতে লাগিল। এই অবসরে চতুর্দিকস্থ শত্রুগণ রাজ্য আক্রমণের কৌশলজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইল। পূর্বে যাহারা স্বহৃদ ছিল, তাহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ বিপক্ষ দলে মিলিয়া গেল। দুর্ঘটনার সময়ে যাহারা সাহায্য প্রদান করে, তাহাদিগকে অগ্রে সন্তুষ্ট রাখা কর্তব্য। যদি স্বত্বের সময়ে তাহাদিগের সহিত সন্দ্বাণ না রাখ, তবে দুঃসময়ে তাহাদিগকে পাইবার কোন আশা থাকে না। বরং তাহারা শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে। অধিক কি, নিজ ভৃত্যগণের প্রতি স্নেহ ও যত্ন না করিলে, তাহারাও সেই সময়ে দাসত্বরঞ্জু হইতে যুক্ত হইবার চেষ্টা পায়, তজ্জন্য সকলকেই সন্তুষ্ট রাখা কর্তব্য, বিশেষতঃ ভৃত্যদিগের প্রতি অনুকম্পান্বিত হইলে, অন্য ব্যক্তিও ইচ্ছা পূর্বক দাসত্ব স্বীকার করে।

একদা রাজসভাসদাগ রাজার সম্মুখে বসিয়া মহাভারত হইতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপতন এবং দুর্যোধনের রাজ্যভাবান্তান্ত পাঠ

করিতেছিলেন, এমন সময়ে মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে যুধিষ্ঠিরের ধন, সম্পত্তি, রাজ্য, ভূমি, সৈন্য সামন্ত কিছুই ছিল না, তবে কি প্রকারে তিনি রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন? রাজা কহিলেন, স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের সাহায্য দ্বারা তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মন্ত্রী এইরূপ অনেক প্রশ্ন দর্শাইলে এবং মধ্যে মধ্যে রাজসভাসদাগ তাহার মতে মত প্রদান করিলে, রাজা আর অস্বীকার করিতে না পারিয়া প্রজাগণের প্রতি সদয়-ব্যবহাব করিতে আরম্ভ করিলেন। পলায়িত প্রজাগণও স্ব স্ব নিবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্বসংস্কার যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল।

নূতন পুস্তক ও পত্রের সমালোচন।



ময়মতী বিলাপ কাব্য।—নারায়ণপুর নিবাসী টিটেলিয়া ডাকঘর প্রবাসী ঊনবিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবা ত্রিযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইহার প্রণয়নকর্তা ।—কাব্যখানি
আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষরে রচিত
হইয়াছে । অস্পষ্টকবির
কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা
প্রকল্পচিত্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু
কাব্যদেবী অবমানিনী হইয়া-
ছেন । দোষগুণের বিচার করিয়া
নবীন কবির উৎসাহ ভঙ্গ করা
আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, তিনি
ভবিষ্যতে যাহাতে সতর্ক হন,
সেই অতিপ্রায়ে তাঁহার তিন
পংক্তি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া
ছন্দোভাগ প্রদর্শন করা গেল ।
ইহাতে কেমন মনোভাষা, সাধা-
রণ পাঠকের সহিত কবি স্বয়ং
তাঁহার আশ্বাদন লইবেন । যথাঃ—

চতুর্থ পৃষ্ঠা হইতে

“মধুর পুত্রিত, প্রবেশে কুহবে তার ।

“নাসিকা আব না লয় ত্রাণ, হস্ত পদ

“হয়েছে অবশ ; ঘুরিছে মস্তক যথা”

ছন্দোভাগ ।

যতি অনুসারে ।

মধুর পুত্রিত প্রবেশে গেকু হরে তাব ।

নাসি কাঅ বনা লয় ত্রাণ হস্তপদ

হয়ে ছেঅ বশ ঘুরি ছেমস্তক যথা

প্রত্যেক পৃষ্ঠার মধ্যে মধ্যে

এইরূপ অদ্ভুত যতিমিল দৃষ্ট
হইল । ইহা ব্যতীত দ্বাদশ,
ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ, এমন কি,
ষোড়শ বর্ণেও কবিতার চরণ
পূর্ণ করা হইয়াছে । কবি যদি
ক্রোধাক্ত না হইয়া আমাদিগের
পরামর্শ শুনে, তাহা হইলে
কাব্য রচনাপ্রণালী শিক্ষা না
করিয়া এই গুরুতর তার স্কন্ধে
ধারণ করিবেন না । পুস্তকখানি
কলিকাতার আইরীটোলা এন,
এল, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত । মূল্য
১০ চারি আনা মাত্র ।

২।—চারু চরিত্র কুমারখালী নি-
বাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুম-
দার ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন ।
এখানি পদ্যময় পুস্তক । ইহাতে
দ্বাদশ শিশুর অপূর্ণ চরিত্র নানা-
বিধ ছন্দে রচিত হইয়াছে । প্রথম
শিশু ।—অসাধারণ অধ্যবসায় ও
গুরুভক্তি পরায়ণ নিষাদপুত্র
বটু । দ্বিতীয় শিশু ।—রণনিপুণ
অভিমন্যু । তৃতীয় শিশু ।—সাহ-
ভক্তিপরায়ণ ধ্রুব । চতুর্থ

শিশু ।—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কচ । পঞ্চম শিশু ।—সূর্য্য-কুল-তিলক ভগী-রথ । ষষ্ঠ শিশু ।—ক্ৰমাশীল সিন্ধু । সপ্তম শিশু ।—ন্যায়-পরায়ণ প্রহ্লাদ । অষ্টম শিশু ।—পিতৃভক্তি-পরায়ণ পুরু । নবম শিশু ।—পিতৃভক্তি-পরায়ণ রুষ-কেতু । দশম শিশু ।—কৃষ্ণ ও বলরাম । একাদশ শিশু ।—পরাক্রম-বিশিষ্ট কুশ ও লব । দ্বাদশ শিশু ।—তত্ত্বজ্ঞানী নি-মাই । কবিতাগুলি সরল, সুম-ধুর ও মন্ডাবপূর্ণ । রচনাও উৎ-কৃষ্ট । এতৎ পাঠে বিদ্যার্থীগণের সবিশেষ নীতিশিক্ষা হইতে পা-রিবে । ইহা বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত । কলিকাতা মজাপুর, বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, পরিমাণ ২৮০ পৃষ্ঠা । মূল্য বার-আনা ।

যাছি । শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সর-কার ইহার সম্পাদক । স্বদেশের হিতসাধন, মুরাপান নিবারণ, ও দেশাচার সংশোধন করাই উক্ত পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য । সম্পাদক ঐ কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইলে স্বদেশের যে সমধিক উপ-কার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই । যাহা হউক, অম্যদ্রোশে যে আর একখানি মাসিক পত্রের সৃষ্টি হইল, ইহাই পরম মঙ্গলের বিষয় । সম্পাদক দেশাচার ও কৃষিকা-র্যের আবশ্যকতা বিষয়ে যে দুটি প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তদ্বারা স্বদেশের হিতসাধন হইবে, স-ন্দেহ নাই । গ্রাহক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি, হিতসাধক মাসিক পত্র গ্রহণ করিয়া সম্পাদকের উৎসাহ পরিবর্দ্ধন করুন । ইহা স্কুলবুক প্রেসে মুদ্রিত । ইহার মাসিক মূল্য ১/১০ আনা ও বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১ টাকা মাত্র ।

৩।—হিতসাধক মাসিক পত্র । ই-হার প্রথম সংখ্যা আগ্রা প্রাপ্ত হই-

মনোভূমি ।

৩৫২ পৃষ্ঠার পর ।

মহাকোলাহল গুণ্ণগোল হইয়া উঠিল। লোকে লোকারণ্য। নীলব্রত সকলকে সান্ত্বনা করিয়া নিবৃত্ত করিতে চলিলেন। সে সকল দেখিতেই এক অদ্ভুত তামাসা!—এইরূপে দলাদলী নিবৃত্ত হইলে নীলব্রত নিরুপিত দিবসে কাহাকে এক ঘরে, কাহাকেও আশ ঘরে, কাহাকে বা জাত্যন্তর করিয়া শুভ ক্ষণে পুণ্ড্রের অল্পপ্রাশন নির্বাহ করিলেন। মহাসমারোহে সমস্ত কার্য্য সুসম্পাদিত হইল। প্রিয় অংগয়িনীক গর্ভে জন্ম হইয়াছে বলিয়া প্রিয়ব্রত নাম রাখিলেন। হায়! এত-দেশীয় দলাদলীপ্রিয় মহাত্মাদিগের কি ভয়ঙ্কর প্রকৃতি! হিংসা, দ্বেষ, ক্রুরতা প্রভৃতি তাঁহাদের অন্তঃকরণে নিয়তই বিরাজমান। প্রায় সমস্ত দলাদলীসম্প্রদায়েই এক একটা উপলক্ষ ও কিছু কিছু স্বার্থ আছেই আছে। কিন্তু কোন কোন দলাদলীসমাজে কোন উপলক্ষ ও দলপতিগণের কোন স্বার্থ বিনাই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাহা শুদ্ধ বিবাদ করিবার ও অকার্য্যে লোকের মনে দুঃখ দিবার অভিপ্রায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ বিবাদ বিসম্বাদ ও অহমিকা প্রকাশ করাই দলাদলীর প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপস্থিত দলাদলীর বিষয়টিতে চারিটা উপলক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। বিধবা রমণীগণের বিবাহ দেওয়া, সীমন্তিনীগণকে বিদ্যা শিক্ষা

দেওয়া, কন্যার বিবাহে মর্যাদা গ্রহণ না করা, এবং
 ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম মধ্যে পুত্রের পরিণয় না হওয়া ;
 উক্ত সমাজস্থ দলপতি মহাশয়দের বিবেচনায় মহা অনর্থ
 ও পাপের সোপান । এই সকল কর্ম তাঁহারা মহান
 অধ্যক্ষের হেতু জ্ঞান করিলেন । ইহা সামান্য আক্ষেপের
 বিষয় নহে ! উল্লিখিত সম্প্রদায়, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশি-
 ক্ষা ও ষোড়শ বর্ষের অধিক বয়স্ক বালকের বিবাহ
 প্রভৃতিকে যেরূপ মর্যাদাসিক্ত স্থানিত কর্ম বিবেচনা করেন,
 তাঁহারা যদি, অগ্নিহত্যা, ব্যভিচার ও বিবাহের মর্যাদা
 গ্রহণ (কন্যাবিক্রয়) প্রভৃতি কার্যে তাহার শতাংশের
 একাংশও স্থগা প্রদর্শন করেন, তবে যে কতদূর মঙ্গল হয়,
 তাহা বলিয়া উঠা যায় না ; কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা
 স্ত্রীশিক্ষা, বাল্য পরিণয় রহিত, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি
 শুভানুষ্ঠানে অনাদর করিয়া বরং উপরি উক্ত মহা-
 পাতকের সহকারিতা করিতেছেন । হায় ! কি দুর্কিপাক
 উপস্থিত ! এখনো পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষ এত দূর হীনা-
 বহায় পতিত রহিয়াছেন ? এই ভারতবর্ষ কত শত
 যুগ ও কত শত যুগান্তর পূর্বে যে, সভ্যতার সোপানে
 আরুঢ় হইয়াছেন, তাহার নিরূপণ হওয়া সুদূর পরা-
 হত । এই ভারতবর্ষে পূর্বকালীন রাজগণ যেরূপ
 পুণ্যাঙ্গা ছিলেন, তাহা অরণ হইলেও ভারতবর্ষবাসী
 দিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয় । ভারতবর্ষীয়
 ব্যক্তিগণ বহু দিন পূর্বে সভ্য হইয়াছিলেন । এক্ষণে

সেই সুপ্রসিদ্ধ জননী ভারতভূমির একি দূরবস্থা দেখিতে
হইতেছে ! অতি অল্প দিন হইল, যাঁহারা বন্যজাতির
ন্যায় অসভ্য ছিলেন, এক্ষণে সেই ইংলণ্ড বাসিগণ
ভারতবর্ষে সভ্য হইয়া আসিয়াছেন । কিছু দিন পূর্বে
যাঁহাদের ভোজ্য পেয় ও আত্মপূরণ জ্ঞান ছিল না, অধুনা
সেই অসভ্য ইংরাজ জাতীয়েরা ভারতবর্ষে সভ্যতা
শিক্ষা করাইতেছেন এবং তাঁহাদের সভ্যতার অনু-
করণ করিয়াই ভারতবর্ষীয়গণকে সভ্যতা অভ্যাস
করিতে হইতেছে । এততেও চৈতন্য হইতেছে না ।
আলস্যনিদ্রা আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে ।
ভারতবর্ষস্থ যে সকল ব্যক্তি কতকগুলি কুরীতির আনু-
কূল্য করিতেছেন এবং যাঁহারা হৃদয়ভেদকারী দারুণ
কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিতে-
ছেন না, তাঁহারা যে সকলেই নির্দোষ, এ কথা কোন
ক্রমেই বলা যাইতে পারে না । তাঁহাদের মধ্যে অধি-
কাংশ ব্যক্তিই সুপণ্ডিত ও জ্ঞানবান্ । কিন্তু হইলে
কি হয় ? তাঁহারা মধ্যে মধ্যে যে যে জঘন্য কার্যের
আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাতে কেবল জ্ঞানবান্ নামে
কলঙ্কার্পণ করা হইতেছে । জ্ঞানের আর গৌরব থাকি-
তেছে না । ইহাও আমাদের অপরিমীম লজ্জার বিষয় ।
যাহা হউক, এক্ষণে নীলব্রতের কি রূপ অবস্থা হয়, তাহা
জানা কর্তব্য ।

এ দিকে মনোভমা-পুত্রের ষষ্ঠ মাস বয়ঃক্রম হইল ।

মনোত্তমা ভাবিলেন, এইত কুমারের অনুরোধের কাল উপস্থিত। এক্ষণে যদি অনুরোধে কাজ নাই বলি, তাহা হইলে পাকত ঈর্ষ্যা ও মনোদুঃখের ভাবই প্রকাশ করা হয়। যদি বলি, অনুরোধ দিতে হইবে, তাহা হইলে সপত্নীর প্রশ্ন বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং যদি বলি, অনুরোধ না দিলেই নহে, তাহা হইলে পতি লোকলজ্জায় পড়িয়া পুনরায় ঋণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব তাহাও উচিত নহে। এক্ষণে কোন পথ অবলম্বন করি। অথবা ইহাই বলি যে, নাথ! পুত্রের অনুরোধের সময় উপস্থিত; কি আদেশ হয়? হাঁ তাহাই ভাল; ঐ কথাই বলিব। ইহা স্থির করিয়া যামিনীযোগে নীলব্রতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আগামী শুক্লাষ্টমীতে নবকুমারের ষষ্ঠচন্দ্র পূর্ণ হইবে। এক্ষণে কি অনুমতি করেন? নীলব্রত তাহাতে কিছু উত্তর দিলেন না। বিমলপ্রভা এই কথা শুনিয়া বাহির হইয়া কহিলেন, কেমন? বড় যে তখন, সময় সময়; অবস্থা অবস্থা করিয়াছিলে, এখন “কি অনুমতি করেন, ষষ্ঠ চন্দ্র পূর্ণ হইল,” এ সব কথা কেন? অতএব বোম্! সকলেরই ঐ রূপ। আপনার গায়ে হাত দিয়া কথা কহিতে হয়। মনোত্তমা কহিলেন, ভগিনি! তোমার সাজ সৈজতীর ব্রত যথার্থই সফল হইয়াছে। আমার পুত্রের অনুরোধের জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত নহি। বিমলপ্রভা কহিলেন, আর দুঃখিত

হইয়াই বা কি করিবে। এ সময় অন্তপ্রাশন দিবার সময় নহে। নীলব্রতও তাহাতে কথা কহিতে পারিলেন না। সুতরাং মনোভ্রমাপুত্রের অন্তপ্রাশন হইল না। মনোভ্রমা নম্রমুখী হইয়া উত্তর করিলেন, ভগিনি! (নীলব্রতকে সম্বোধন করিয়া) নাথ! শুনুন! পুত্র হইলেই যে, অন্তপ্রাশন দিতে হয়, এমন কোন কথা নাই; তবে দেশাচারের অনুরোধে একবার বলিতে হয়, বলিলাম, তাহাতে স্বামী যদি উপেক্ষা করিলেন, ইহাতে আমার ক্ষোভের বিষয় কি? তোমরা আশীর্বাদ কর, গুরুজনের আশীর্বাদে ও অমনি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকুক। এই প্রকারে কলহের সূত্র হয়, আর মনোভ্রমার অনুদ্যমে ভ্রমমূল হইয়া যায়। বিদ্যাবতী কামিনীর এত গুণ না হইলে, লোকে বিদ্যার এত সেবা কেন করে? মনোভ্রমা, আত্মপুত্র, সপত্নীপুত্র, সপত্নী ও পতি, চারি জনের প্রতিই যথাবৎ ন্যায়পরতার সহিত ব্যবহার করিতেন। দেখিলে বোধ হইত যেন, মনোভ্রমা আপনা হইতে সপত্নীকে ও নিজ পুত্র হইতে সপত্নীপুত্রকে সমধিক স্নেহ ও যত্ন করিতেন, পতিসেবার ত কথাই নাই। সেইরূপ দুষ্টচিত্র ও দুঃশীল স্বামীতে তাদৃশ ভক্তি করা অগণ্য প্রশংসার বিষয়। এক দিন মনোভ্রমা ভাবিলেন, পুত্রের ত অন্তপ্রাশন হইল না, না হউক, তথাপি তাহার ত নামকরণ করা চাই। ইহা ভাবিয়া অর্দ্ধক্ষুট হাস্যাবনত-মুখ শিশুকে হিন্দোলা

হইতে তুলিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। মস্তকাত্মাণ ও বদ-
 নেন্দু চুম্বন করিয়া কহিলেন, চন্দ্রমুখ! সত্যপথ অব-
 লম্বন করিও। কখনো যেন, তোমার মন মিথ্যাতে
 আসক্ত না হয়, এই কথা বলিয়া আশীর্বাদ করত সত্য-
 ব্রত নাম রাখিলেন। সত্যব্রত শুরূপক্ষ শশিকলার
 ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে
 ক্রমে বিমলপ্রভার গর্ভে দুটি ও মনোত্তমার গর্ভে একটি
 সুলক্ষণাক্রান্ত কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। কন্যা তিনটাই
 সূলাবণায়ুক্তা হইল। বিমলপ্রভার দুই কন্যা হেম-
 প্রভা ও স্বর্ণপ্রভা নামে পরিচিতা হইল। মনোত্তমার
 কন্যার নাম হেমলতা হইল। পুত্রকন্যাগণের বাকশক্তি
 সহকারে জনক জননীর মনে আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লা-
 গিল। কুমারকুমারীগণের গমনশক্তি জন্মিলে এ
 বাড়ী ও বাড়ী বেড়াইতে সমর্থ হইল। আধ আধ বাক্যে
 পিতামাতা ও প্রতিবাসিগণের মনোহরণ করিতে
 লাগিল। সুতরাং সকলেই ভাল বাসে। কোথাও অনা-
 দর বা অযত্ন নাই। শাস্ত্রকার মহাশয়েরা কহিয়াছেন
 যে, গর্ভাধান কালে জনকজননীর যে প্রকার মনের ভাব
 থাকে, সন্তানেরা অবিকল সেইরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয়।
 পিতামাতার যদি কোন অচিকিৎসনীয় রোগ থাকে,
 পুত্রকন্যারও সেই ব্যাধি হওয়া অবশ্য সম্ভবনীয়। উপ-
 যুক্ত সময়ে বিস্তৃতরূপে তাহার বিবরণ করা যাইবে।
 এক্ষণে পাতিব্রত্য লক্ষণ কখনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

একদা মনোভমার পিতা যোগানন্দ, বহু দিনের পর জামাতৃভবনে আগমন করিলেন। মনোভমা পিতার আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া উৎসুক্য সহকারে তাঁহাকে অন্তঃপুরে আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। যোগানন্দ বাটী মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনোভমাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। মনোভমা আসিয়া পিতাকে অভিবাদন পূর্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন। গৃহে যাহা কিছু ছিল, সমস্তে আয়োজন করিয়া উপযোগার্থে আনিয়া দিলেন এবং নিকটে বসিয়া বাপ্পাকুল লোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! বাটীর কুশল ত? আপনি ত ভাল আছেন? গ্রামের সকলে ত কুশলে আছেন? আহা! অনেক দিন দেখি নাই, অদ্য আপনাকে দেখিয়া আমার চক্ষু জল থাকিতেছে না। এই কথা বলিয়া অঞ্চল মুখে দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। যোগানন্দ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দুহিতার চক্ষুর্জল মার্জন করিয়া দিয়া কহিলেন, বৎসে মনোভমে! কেঁদো না! তুমি পতিগৃহে আছ, ইহাই আমাদের যথেষ্ট সুখের বিষয়। কৈ? তোমার পুত্রকন্যারা কোথায়? মনোভমা চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিলেন, পিতঃ! তারা এই মাত্র খেলা করিতে গেল। আপনি একটু বসুন, আমি ডাকিতেছি। এই কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া একটী স্ত্রীলোককে কহিলেন, ওগো বাছা! আমার বাবা এসেছেন, তা ছেলেরা কোথায় গেল,

একবার ডেকে দিতে পার ? মনোভ্রম স্বভাবতঃ যে-
 রূপ মধুরভাষিণী, তাহাতে কে না তাঁহার বাক্যে সন্তুষ্ট
 হয় ? সে তৎক্ষণাৎ প্রিয়তম, সত্যতম ও তিনটি
 ভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া মনোভ্রমার নিকট আনিয়া দিল ।
 মনোভ্রমা, সকলের হস্ত ধারণ করিয়া পিতার নিকটে
 গমন করিলেন ; কহিলেন, পিতঃ ! এই ছেলেরা আপ-
 নাকে প্রণাম করিতেছে, আশীর্বাদ করুন । এইটি
 আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এইটি কনিষ্ঠ, আর এই তিনটি
 কন্যা ; এই বলিয়া তাহাদের পরিচয় দিয়া দিলেন
 যোগানন্দ কহিলেন, আহা কি রূপ ! কি মাধুরী ! ঈশ্বর
 করুন যে, দীর্ঘজীবী হইয়া থাকুক । কিন্তু মাতঃ ! শুনি-
 রাছিলাম, তোমার একটি মাত্র পুত্র ও একটি কন্যা ।
 তা ; এ পাঁচটি কবে হইল ? মনোভ্রমা বিনীত ভাবে
 কহিলেন, পিতঃ ! এই তিনটি আমার সহোদরা সদৃশা
 মপত্নীর গর্ভজাত কিন্তু ইহারা সর্বদা আমারই অনুগত ।
 আমার নিকটেই থাকিতে ভাল বাসে । গর্ভ ধারিণীর
 বড় একটা ধার ধারে না । যোগানন্দ কহিলেন, হাঁ
 বালক বালিকারা যেখানে আদর পায়, সেই স্থানেই
 সর্বদা থাকিতে চাহে । এই রূপ কথোপকথনান্তর
 সকলকে পৃথক পৃথক ঘোতুক প্রদান করিয়া কহিলেন,
 ভগবদ্ভিষ্মাঃ সকলে দীর্ঘায়ু হইয়া থাক । মনোভ্রমা
 কহিলেন, পিতঃ ! তাই বলুন, এই প্রার্থনা । শিশু-
 গণ সহস্র মনে, টাকা পাইলাম, টাকা পাইলাম, বলিয়া

নৃত্য করিতে করিতে পলাইতে লাগিল। এক একবার মা আসিতেছেন কি না, পশ্চাদ্ধিকে দর্শন করে, আবার কতক দূর অগ্রসর হইয়া যায়। মনোত্তমা হাস্য করিয়া কহিলেন, পিতঃ! অসাধ্য হইয়াছে। ওরা বড় দূরন্ত। দুই দণ্ড এক স্থানে বসিতে পাই না। এই কথা বলিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিতা হইলেন। বালকেরা ঐ মা আসিতেছেন, বলিয়া হাস্য করিয়া দৌড়িতে লাগিল। মনোত্তমার ললাট ও অধরোষ্ঠ হইতে বিন্দু বিন্দু শ্রমবারি নির্গত হইতে লাগিল। কত ক্ষণ কৌশল করিয়া তবে ধরিলেন। তাহারা রোদন করিতে করিতে মাতার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এ দিকে যোগানন্দের নিকট তিনটি বালিকা বসিয়া ক্রীড়া করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে দুই একটি কথা কহিয়া যোগানন্দের হর্ষ বর্দ্ধন করিতেছে। মনোত্তমা, পুত্রদ্বয়কে লইয়া তথায় উপনীতা হইয়া কহিলেন, পিতঃ! এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। দেখুন! আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে শ্বেদ জল বাহির হইতেছে। যোগানন্দ কহিলেন, মা! তা কি করিবে? বালক স্বভাব সহজেই অশান্ত। সন্তানসন্ততি হইলে জনক জননীর যে, কত ক্লেশ, তাহা অনুভব কর। মনোত্তমা শুনিয়া লজ্জাবনত মুখে ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং বসনাঞ্চলে স্বর্ণ-বারি পরিমার্জন করিয়া অঞ্চল ব্যজন দ্বারা প্রাপ্তি উপশম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ

পরে যোগানন্দ পুনর্বার কহিলেন, বৎসে ! প্রিয়ত্বের
অন্নপ্রাশনের সময় অনবকাশ প্রযুক্ত আসা হয় নাই
বলিয়া কি, সেই অভিমানে সত্যত্বের অন্নপ্রাশনে
আমারে নিমন্ত্রণ কর নাই ? মনোভ্রমা ছল ছল চক্ষে
অধোমুখে উত্তর করিলেন, পিতঃ ! আমার সত্যত্বের
অন্নপ্রাশনে ঘটাই হয় নাই । এই সে দিন জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়-
ত্বের অন্নপ্রাশনে অনেক খরচপত্র করা গিয়াছে, আর
তাহাতে কিছু ঋণও হইয়াছে । বাটীর সকলের ইচ্ছা
ছিল যে, সত্যত্বের অন্নপ্রাশনে ঘটাই হয়, কেবল আ-
মিই ঋণ করা অন্যায় বলিয়া তাহাতে অসম্মত হইয়া-
ছিলাম । সেই জন্যেই কিছু করা হয় নাই । তা, আপনি
আশীর্বাদ করুন, ও অমনি শতায়ু হইয়া থাকুক ।

যোগানন্দ কহিলেন, তার কথা কি ! ইহা বলিয়া
স্বীয় তনয়ার বুদ্ধিগতার বিষয় মনে মনে ক্রিয়ৎক্ষণ
আন্দোলন করিয়া কহিলেন, বৎসে মনোভ্রমে ! যদি
ঋণগ্রস্ত হইয়া সংসারে কোনরূপ ক্লেশ হইয়া থাকে,
আর আমি পরস্পরায় শুনিয়াছি যে, তোমার এক্ষণে
আর তাদৃশ সচ্ছন্দতা নাই, তা, মা ! কিছু দিনের জন্য
একবার আমার বাটীতে গেলে ভাল হয় না ? তা-
হাতে আমি অনুরোধ করিতেছি, ইহাতে দোষ কি ?
মনোভ্রমা নত শিরে জিহ্বা কাটিয়া কহিলেন, পিতঃ !
কেমন আত্মা করিতেছেন ? সংসারে আমার ক্লেশ কি ?

উপসংহার ।



বহিষ্কে যেমন বেগে শ্রোতস্বতী-নীর,
ধালুকীর তীর আর চঞ্চলা চপলা
মামবেব প্রিয়বস্ত্র নখব জীবন,
সেইরূপ সৌরবর্ষ হইতেছে গত ।
যাপিলাম একবর্ষ দৈশ্বর প্রাসাদে,
বন্ধু বান্ধবেব নিত্য অনুগ্রহ-বলে ।
প্রকাশিয়া সাধ্যমত যত্নসহকারে,
বন্ধুপ্রিয় প্রিয়পাত্র এ নবপ্রবন্ধ
তুষ্টিতে গ্রাহকবৃন্দে প্রথম কল্পনা,
জ্ঞানাবধি করিতেছে এ পত্র আমার,
জানি না মানস সিদ্ধ হলে। কতদূর ।
বামন ধরিতে চাহে গগন-চন্দ্রমা
উর্দ্ধ্ব করে, যথা শিশু ক্রন্দন কাঁবয়া
জননীরে বলে ধরে এনে দিতে চাঁদ ;
সেইরূপ বাসনা আমার ; যথা পঙ্খ
লঙ্ঘ্যবারে চাহে উচ্চ গিঁরি শৃঙ্গবরে ;
বধিরে শুনিতে চাহে ভারত ব্যাখ্যান ;
নেত্রহীন চাহে যথা হেরিতে উল্লাসে
নবীন-রবির ছবি প্রভাত গগনে
বিমল সুধাংশু অংশু পূর্ণিমা নিশিতে ;
যথা চাহে নাসাহীন করিতে আশ্রাণ
তুবাস গোলাপ বাস, মলয় সমীর
আনি দেয় যাহা সমা, মঞ্জু কুঞ্জ হতে
তুষ্টিতে মানব বৃন্দে ইহ মর্ত্য ধামে ;
যথা চাহে ভ্রান্ত জীব লাভতে দৈশ্বরে,
বসিয়া নির্জ্ঞান গৃহে, অথবা কান্তারে,
ছুটা আঁখি মুদি করে ব্রহ্মনাম ধ্যান,
তপস্যা আখ্যান দিয়া মনো ইচ্ছামত,

তুলাইয়া নিতে চায় বালকের মোয়া,
সেইরূপ বাসনা আমার । শুধু বল
বান্ধবের চির অনুগ্রহ, দয়া, কৃপা,
যেই বলে উত্তরিষু তৃতীয় বৎসরে,—
অবহেলে অতিক্রমি দ্বিতীয় বৎসর ।
কায়ে, মনে, বাক্যে, অর্পে, সহায়তা কবি,
তারিলেন যাঁবা এই অনুগত জনে,
অনুগত, পরিচিত, মাসিক প্রবন্ধে,—
শত ধন্যবাদ আজি, কবি তাঁ পবারে,
উজ্জ্বলিত কবিরাম দিবসীয় ব্রত ।
ভবসা ছিলনা মনে, পুণঃ একবার
হোরিব তৃতীয় বর্ষে, স্নেহমণ্ডলী,
যাঁহাদের কৃপাবলে বিনাশী শঙ্কটে,
শত শত বিষ বাধা করি অতিক্রম,
তবিরিছি অনুষ্ঠিত কার্য পারাবাব,
বিপদ সঙ্কুল । শুধু হিত অভিলাষে
তাঁহাদের মুখপদ্ম, ইহ পত্রশোণে
বাঞ্ছা বটে, নেত্রপুটে কবি মিরীক্ষণ
দারুণ নিবাণা বায়ু বোধিছিল আঁখি ;
কিন্তু আজি বিধাতার সদয় আশ্বাসে,—
উৎসাহে উন্মিত হয়ে সাহসিক স্বরে
জিজ্ঞাসি বান্ধববর্গে প্রিয়মিত্র যাঁবা,
কেবল আমার নহে, যাব প্রীতি আশে
আশা করি লভিবারে সাধারণ প্রীতি,
তার প্রীতি কৃপা করি সরল অন্তরে
বলুন সদয় কণ্ঠে খুলি হৃদি দ্বার,
হেরিতে নব-প্রবন্ধে তৃতীয় বৎসরে,
বাঞ্ছা আছে কি না কারো সম অবয়রে ।
বাঞ্ছা আছে কি না আছে শুনিতে শ্রবণে
বালকের বাল্য কথা আধ আধ স্বরে,—
যে রূপে কাঁহল এই গত দ্বিবৎসর ।
বাঞ্ছা আছে কি না আছে হেরিতে আবার,
সেই পত্র, সেই পংক্তি সেই বর্ণরাজী,

সেই রূপ সেই আসা, সেই শিশুবেশ,
 যেই বেশে দেখা দিল সবর সাক্ষাতে।
 থাকে যদি সমভাব সম অহুগ্রহ
 সমভাবে সমভাবে দেখাইয়া তবে,
 প্রকাশিয়া সম (স্নেহ), আমি মাহি চাহি,
 তার প্রতি রূপাচক্ষে করিয়া দ্রেকণ,
 উৎসাহ বচনে আর জীবিকা প্রদানে,—
 জীবিত রাখিতে তারে করিবে যতন।
 নতুবা আমার সাধ্য মাহি রক্ষিবাবে,
 সমস্তনে বাঁচাইয়া সম ন আদরে,
 পালিতে স্নেহেব ধনে পূর্ব অনুরাগে।
 স্মরিতে বিদরে বুক অস্তিম বিদায়,
 স্নেহ মৈত্রসনে আজি শেষ দেখা শুনা!!
 বেঁচে যদি থাকি পুনঃ মনে যদি রয়,—
 সবাকার সম রূপা থাকে সম প্রতি,—
 দেখা শুনা হবে পুনঃ নবীন বরষে,—
 নতুবা ফুরালো আশা জনসের গত !!!

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

ধর্ম্মতলার মটস লেন্ তইতে
 শ্রীমন্মথনাথ সরকার, বিবিধ ছন্দে
 যে কয়েকটা কবিতা লিখিয়া
 পাঠাইয়াছেন, আমরা দুঃখিত
 হইলাম, তাহা নবপ্রবন্ধে প্রকা-
 শের যোগ্য নহে। ছন্দগুলি ঠিক
 হয় নাই। নবলেখকের প্রতি
 আমাদের উপদেশ বাক্য এই
 যে, তিনি প্রসিদ্ধ কবিদিগের রচিত

ছন্দ মিলাইয়া কবিতা রচনাপ্র-
 ণালী শিক্ষা করিবেন। অনুরূপ
 হইলেই আমরা সমাদরে পত্রস্থ
 করিব।

শঙ্কর ঘোষের লেন হইতে
 শ্রীবিনোদবিহারি দাস “জানকী
 রামের প্রতি” শিরোনাম দিয়া
 যে কবিতাটা লিখিয়া পাঠাইয়া-
 ছেন, আমরা পাঠ করিয়া দেখি-
 লাম, তাহাতে অনেক সংশোধন
 আবশ্যিক। অতএব সময়ানুসারে
 দর্শন করা যাইবেক।

THE
NABA PROBUNDHA
A

MONTHLY MAGAZINE

OF

ROMANCE, LITERATURE, SCIENCE, ART &c.

EDITED BY

.TINCARI GHOSHALA

PART II.

নবপ্রবন্ধ।

সাহিত্য, কাব্য, ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ
জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ প্রকাশক।

মাসিক পত্র।

ত্রিভূজনকড়ি ঘোষাল দ্বারা প্রণীত

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা।

সন ১২৭৪ সাল।

নবপ্রবন্ধ কার্যালয় বোম্বাইকো বলরাম দেব কীই ১৮। ২ নম্বর

Printed at the Girsha Vidyaratna and
Kavya Prakasha Press.



নির্ঘণ্ট ।

পৃষ্ঠা	আসামের উপাখ্যান ... ৭৬
ভূমিকা ১	চারুচন্দ্রাবলী উপাখ্যান ৮৫, ১২১, ১৮০]
কিরাতাজ্জুনীয় ২, ৩৩, ২৫৭, ৩২১,	স্বভাবদূত কাব্য (পদ্য) ৮৯, ১৫২
সুবর্ণহংস ৮	শিলাবৃষ্টি ৯৩
স্বকীয়া ও পরকীয়া ভাষা ... ৯	মাগ্গলিয়াবিচি ... ৯৪, ১০০
স্ত্রৈণ ১২	নবপ্রবন্ধের দূরবস্থা ৯৭
শশিপ্রভা ... ১৪, ৬৫, ১২৯	নাটকান্ধিনয় ৯৮
লুইস নেপোলিয়নের জীবন- চরিত ২৩	স্ত্রী-সর্কস্ব গ্রহসন ... ১০১
কাচ ৩০, ৬২, ৩৫৩,	বিদ্যাৎ (পদ্য) ... ১১৮
নূতন পুস্তক ও পত্রের সমালোচন ৩১, ৬৩, ৯৫, ১২৫, ১৫১, ২২৪, ৩০৫, ৩৩৫, ৩৬৬]	পত্রপ্রেরকের প্রতি ১২৮, ৩৮০
বিলাপ-তরঙ্গিণী (পদ্য) ... ৩৯	কৌলীনা কুলীশ ... ১৪১
রোশিনারা শিবজী নাটক ৪৩, ১৪৫, ২০০]	বালুকাময় স্তম্ভ ... ১৪৯
মিত্রতা ৫৩	খনিজ রত্নাবলী ... ১৬১, ২২৫, ২৮৯]
ক্রটাস্ ও তদীয় হৃদয়বন্ধু লুকা- [লাস্ ৫৮	সৎসঙ্গে কাশীবাস ... ১৬৫
সমুদ্রের জ্যোতির্ময় প্রদেশ ৬০	লক্ষ্মণের প্রতি মূৰ্পনখা(পদ্য) ১৬৮
সোমের প্রতি তারা (পদ্য) ৭৫	বৈদেহী নাটক ... ১৬৯
	মনোস্তম ১৮৫, ২৪৯, ২৭৩, ৩৪৫ [৩৬৯
	কাস্মের অনাথ-বিদ্যালয় ... ১৯৩

তুমি কি আমার ? ১৯৭; ২৯১	কৃতজ্ঞের সমুচিত দণ্ড ... ২৯.
পাণ্ডব বনগমন কাব্য (পদ্য) ২০৬	মদ্যপান নাটক ... ২৯৮
ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট !!! ... ২১৮	বিবাগে কানন-বাসী নবীন সম্মাসী
অরাধ্য বালকের দুর্দর্শন ২২৮, ৩২৯	(পদ্য) ... ৩৩৩
কম্পনার প্রতি প্রিয়প্রকৃতি (পদ্য)	একটি রাজনীতি ... ৩৬৫
২৩১	উপসংহার (পদ্য) ... ৩৭৯
অপূর্ণ কারাবাস ২৩৩, ২৬৫,	
৩৩৭, ৩৫৪]	
অরিক্ত কীর্তন ... ২৬২, ৩২৭	
অশোকবনে রাবণের প্রতি জা-	
নকী (পদ্য) ... ২৬৩	
দুই জন ভূত্যের অত্যাচার্য্য	
প্রভুভক্তি ... ২৯৬	

প্রেরিত পত্র ।

গুপ্তকবি ... ১২৭, ৩১০
আমার অদৃষ্ট ... ১৫৬
নানা বিষয়িণী পদাবলী ৩১৮





